বর্ষ ২৮, সংখ্যা ১ বৈশাখ, ১৩৮৩

সূচী

বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী প্রতি সংখ্যা ১·০০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী | সহযোগী সম্পাদক : অচিত্রা মল্লিক

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ১ | বৈশাখ, ১৩৮৫

সম্পাদকীয়

॥ এবারের সম্মেলন ॥

৩৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর হলে ১৪-১৬ এপ্রিল '৭৮ অনুষ্ঠিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকেই সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ দুটি নিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে এত উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়নি। এবারের সম্মেলন বিশেষ গুরুত্ব পেল এই কারণে যে, সুদীর্ঘ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এখানো এবার গ্রন্থাগার আইন হতে চলেছে। তাই সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় 'গ্রন্থাগার আইনের প্রস্তাবিত কাঠামো' বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফলে এখানো গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনচেতনা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। ইতিমধ্যে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে (দ্রষ্টব্য : সম্পাদকীয়, চৈত্র '৮৪ সংখ্যা) সে পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাই আমরা আশা রাখি, এবছরে গ্রন্থাগার আইন চালু হবে। আইন চালু হলে, গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বৃদ্ধি পাবে—একথা বলাই বাহুল্য। তাই আমাদের আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে—কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাই নয়, প্রতিটি জনসাধারণকে গ্রন্থাগার মুখী করে তোলার জন্য যে নিষ্ঠা এবং শ্রমের প্রয়োজন, তা অবশ্যই আমাদের করতে হবে।

॥ জাতীয় গ্রন্থাগার : প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব ॥

বিগত ২২-২৪ এপ্রিল ১৯৭৮ তারিখে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। সভাপতি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী শঙ্কর প্রসাদ মিত্র এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু। তিন দিনের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। জাতীয় গ্রন্থাগারের স্বরূপ ও কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী বি. এস. কেশবন। এ ছাড়া, এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শ্রী অমীয়কুমার দত্ত।

দ্বিতীয় দিনে কয়েকজন বিশিষ্ট বিদেশী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন : ১) Dennis Gunton—British Library ২) A. G. Boulytchev—Lenin State Library ৩) Mary Frances Cowan—Library of Congress, এবং ৪) H. Fujita—National Diet Library.

শেষ দিনে বাংলা মুদ্রণের দু'শত বছর উপলক্ষ্যে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড-কেও স্মরণ করা হয়। হালহেড সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার দাশ। এছাড়া দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি এবং সাম্প্রতিক সংগৃহীত পুস্তকের দুটি আলাদা প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া, অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পুতুল নাচ ও নাটক ইত্যাদি।

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ বিরাট কর্মিবাহিনীর সহযোগিতায় অনুষ্ঠান খুবই পরিচ্ছন্ন ভাবে সম্পন্ন করেছেন। এ সম্পর্কে আমাদের বলার কিছুই নেই। তবে ৭৫ বছর উপলক্ষে যেমন আনন্দ উৎসব প্রয়োজন, তেমনি গঠনমূলক আত্ম সমালোচনার প্রয়োজন আছে, যাতে আগামী দিনে জাতীয় সেবায় জাতীয় গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে। কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল—জাতীয় গ্রন্থাগারের বিরাট কর্মধারার পর্যালোচনা করা, গ্রন্থাগার ব্যবহারের একটি সমীক্ষা তুলে ধরা, এবং আগামী দিনে জাতীয় স্বার্থে কিভাবে পরিচালনা করা হবে সে সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা। এ সম্পর্কে আমরা হতাশ হয়েছি!

গ্র ন্থা গা র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র

গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সংবাদ প্রকাশে আমরা আগ্রহী। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সংবাদ কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে লিখে সম্পাদকের নামে পাঠান।

পাঠকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা আপনাদের কেমন লাগছে, কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, কেমন হলে ভালো হবে। নিঃসংকোচে জানান। আপনাদের পরামর্শ যতটা সম্ভব গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

লেখকদের প্রতি

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগারের সংগে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আমরা খুবই আগ্রহান্বিত। প্রতিষ্ঠিত লেখক বিবেচ্য নয়, মূল্যবান লেখা-ই আমরা প্রকাশ করতে চাই। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান। আপনার লেখার সাথে সংক্ষিপ্তাকারে English abstract পাঠালে ভালো হয়। কারণ প্রতিটি লেখার English Abstract আমরা প্রকাশ করে থাকি।

প্রকাশকদের প্রতি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে, ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে—এমন কি বিদেশের কয়েকটি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত পৌঁছায়। সুতরাং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনাদের পক্ষে লাভজনক। বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন।

আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের (Encyclopaedia, Dictionary, Directory, Guide Book etc.) সমালোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের প্রকাশিত বই সমালোচনার জন্য দু'কপি করে পাঠান।

সম্পাদক, গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
(ফোন : ৪৪-৮৫৬৬)

৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ :

গ্রাম উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কয়েক দিক

অধ্যাপক বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

বিভাগীয় প্রধান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

এক সময় ছিল যখন আইন আর শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারলেই সরকারের দায়িত্ব মিটে যেত। আজ কিন্তু সে দিন নেই। আজ সব দেশেই জন-কল্যাণকামী সরকার প্রতিষ্ঠিত। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সরকারের দায়িত্ব নিশ্চয়ই, কিন্তু ঐটুকুতেই তার দায়িত্ব শেষ হ'য়ে যায় না। দেশের মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৈভব সব বিষয়েই তাকে মাথা ঘামাতে হয়। তাই বাৎসরিক আয়ব্যয়ক হিসাবে শুধুমাত্র পুলিশ, বিচার আর দেশরক্ষা খাতে ব্যয় ধরা হয় না—ব্যয় ধরা হয় নানা উন্নতিমূলক, নানা গঠনমূলক কাজের জন্যও।

কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণ বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, প্রত্যেকের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী কল্যাণ প্রত্যেককে নিজের চেষ্টায় অর্জন করতে হয়। সরকার বা সামাজিক সংস্থা সহায়তা করতে পারে মাত্র। শুধু ওষুধ খাইয়েই যেমন স্বাস্থ্য গ'ড়ে তোলা যায় না, তেমনই সরকারী সাহায্যের দ্বারাই দেশ গ'ড়ে তোলা যায় না। সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশ গড়ার কাজ ক'রতে গেলে কাজের পরিমাপ করতে হয় উন্নতি দিয়ে নয়, খরচের অঙ্ক দিয়ে। তার ফলে খরচ হয় ঠিকই কিন্তু উন্নতি কতটা হয় বলা কঠিন।

আসল কথা জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোন কল্যাণমূলক কাজ সফল হ'তে পারে না। বিকাশের মূল কথা হ'চ্ছে ক্রমোন্নতি। একটা পরিকল্পনা সফল হ'লেই তার থেকে নূতনতর কল্যাণের সম্ভাবনা আপনা আপনি এসে যায়—ফুল থেকে ফলের মত বা ফল থেকে নতুন সম্ভাবনার বীজের মত। মানুষ এবং সমাজ জীবন প্রধান এবং জীবনের ধর্মই আপনাকে বিকাশিত করা। জড় পদার্থের পরিবর্তন করলে তার আবার নতুন পরিবর্তন না হ'তেও পারে। কিন্তু জীবকে কোন প্রভাবের মধ্যে আনতে পারলে তার পরিবর্তন স্থাণু হ'য়ে থাকে না—নতুন সম্ভাবনার জন্ম দেয়।

তাই কল্যাণ রাষ্ট্রের সার্থক রূপায়ণ করতে হ'লে যে মানুষকে নিয়ে রাষ্ট্র তাকে সঙ্গে নিতে হয়। তার মধ্যে কল্যাণের ইচ্ছা ও চেষ্টা জাগ্রত ক'রে তুলতে হয়—তার সহযোগিতা পেতে হয়। সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুমিয়ে-পড়া মানুষকে জাগিয়ে তোলা গল্পেই সম্ভব—বাস্তবে নূতন চেতনার সঞ্চার না করা পর্যন্ত ঘুমিয়ে-থাকা মানুষের ঘুম ভাঙে না।

আজ মানুষের জীবন এত জটিল হ'য়ে প'ড়েছে আর বিকাশের পদ্ধতিও এত নানারকম কাজের সমন্বয়ের উপর নির্ভর করছে যে বিচ্ছিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত চেষ্টায় আজ বেশী কিছু ক'রে তোলা সহজ নয়। প্রত্যেক কাজেরই আজ এত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হ'য়েছে এবং তার প্রত্যেকটার মধ্যে এত সমস্যা এসে গেছে যে একটা কাজ ক'রতে হ'লে অনেককে মিলে মিশে কাজটা ক'রতে হয়। একথা শুধু উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয়, একথা সমাজ-জীবনের তথা ব্যক্তি জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই খাটে। সুতরাং দেশের বিকাশের জন্য শুধু মানুষের সহযোগিতাই যথেষ্ট নয়, মানুষকে সংগঠিত করাও দরকার।

মানুষকে সংগঠন করার প্রথম পদক্ষেপ হ'চ্ছে তাদের একত্রিত করা। সৌভাগ্যক্রমে মানুষের মধ্যে একত্র হবার সহজ প্রবণতা আছে। অধিকাংশ মানুষের জীবনে প্রয়োজন

প্রায় একরকম। অধিকাংশ মানুষের আশা-আকাঙ্খা, ধ্যান-ধারণা একরকম। অধিকাংশ মানুষের আনন্দের রূপ এক। তাই এই সাধারণ চিন্তা-ভাবনা, আনন্দ-বেদনার ভিত্তি অবলম্বন ক'রে মানুষকে মেলানো যায় এবং সংগঠিতও করা যায়।

আমাদেরই এই দেশে আগে যাত্রা-গানের আসর ছিল, মোড়লের বাড়ী ছিল, হরিসভা ছিল, চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। এই সব জায়গায় এক খেয়ালের মানুষেরা একত্র হত। তাদের সুখ-দুঃখের, সমস্যার আলোচনা করত। তখন তাদের কল্যাণের কথা ভাববার দায় তারা ছাড়া আর কা'রুর ছিল না। তাই এই মিলনের শেষফল মনের দুঃখ বা কখনও মনের আনন্দ প্রকাশের বেশী হ'তে পারে নি। আজ রাষ্ট্র যখন এদের জীবনে কল্যাণ করার ব্রত গ্রহণ করেছে তখন আগের চেয়ে অবস্থার অনুকূল পরিবর্তন নিশ্চই হওয়া উচিত।

কিন্তু এর মধ্যে দেশের অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। সহরে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে গেছে—তার প্রভাব আমাদের পাড়াগাঁয়েও পৌঁছে গেছে। মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আজ এত বেড়ে গেছে যে আগেকার সমাজ-ব্যবস্থা কেউ আর মানতে চায় না। অবশ্য আমাদের সামাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এত গলদও ঢুকে গেছিল যে এই সমাজ-ব্যবস্থা আগের মত ভাবে থাকাও বাঞ্ছনীয় ছিল না।

যাই হোক পুরাণো গেছে, কিন্তু নতুন এখনও গ'ড়ে ওঠে নি; আজ জমিদার-বাড়ী চণ্ডী-মণ্ডপের জায়গা নেবার জন্ম —সাধারণের পরস্পরের ভাব আদান প্রদানের জন্ম একটা মিলন ক্ষেত্র চাই। মানুষকে সংগঠিত ক'রে তোলার আগে তাদের একত্রিত ক'রতে হবে। সেই এক'ত্র হবার জায়গা প্রথম আমাদের গ'ড়ে তুলতে হবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুরু হবার গোড়ায় গোড়ার গ্রন্থাগারগুলোকে 'কমুনিটি সেণ্টার' ক'রে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বই-সর্বস্ব গ্রন্থাগার কি 'কমুনিটি সেণ্টার' হ'তে পারে? দেশ গড়বার প্রথম পদক্ষেপ-মানুষকে একত্রিত করার প্রতিষ্ঠান তাই এখনও গড়ে ওঠেনি। গ্রন্থাগার কি এই দায়িত্ব পালন করতে পারে না?

কিন্তু যাদের অবসর আছে তারা হয়ত সময় কাটাবার জন্ম এই রকম প্রতিষ্ঠানে জুটতে পারে (জীবন সংগ্রামে যাকে দিন-রাত ব্যস্ত থাকতে হয়, সংসারের জোয়াল যার কাঁধ থেকে মুহূর্তের জন্ম নামে না সে এ সব জায়গায় মিলতে যাবে কোন্ স্বার্থে, কোন্ আকর্ষণে?

এই সমস্যাও গ্রন্থাগারকে বুঝতে হবে। তাই মিলন কেন্দ্র গড়ে তোলার সময় গ্রন্থাগারকে সচেতনভাবে এই মিলনকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হবে। মানুষের যা' যা' দরকার তা' পেতে গ্রন্থাগারে আসা যাতে সহায়ক হয় সেদিকে নজর রাখতেই হবে। গ্রামের মানুষের জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর সব মানুষের কাছে তাদের বোধগম্যভাবে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষের স্বাস্থ্যের শিক্ষার, জ্ঞান-অর্জনের, ধর্মীয় পিপাসার যাকে প্রয়োজন মেটে গ্রন্থাগারে সে ব্যবস্থা রাখতেই হবে। আনন্দের আকর্ষণ এর সঙ্গে জুড়ে যদি দেওয়া যায় তা' হ'লে গ্রন্থাগারে এসে আহার ওষুধ দুই-ই হবে। গ্রন্থাগার তখন মিলন কেন্দ্র হবে। সংবাদ ও শিক্ষা পাওয়ার জায়গাও হবে।

আজকে সরকার নানা বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করতে চান। নিরক্ষর দেশে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ক'জনকে সংবাদ জানানো যায়। রেডিও, টেলি-ভিশন আজও গ্রামের অধিকাংশ লোকের সহজলভ্য ও নিত্য সহচর নয়। তাই আমাদের দেশে গ্রন্থাগারগুলোকে সংবাদ সরবরাহের সক্রিয় মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন অপরিসীম। সরকারী পরিকল্পনার স্বার্থেই প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই সরকারের সমস্ত আদেশ ও উপদেশ পৌঁছানো আবশ্যক।

আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়োজনের কথা কর্তৃপক্ষের লোকেরা সভায় মাঝে মাঝে ব'লে থাকেন। কিন্তু আসল কথা গ্রামের নিরক্ষর মানুষের অক্ষর জ্ঞান না থাকায় তাদের অসুবিধা কী তা বোঝে না। অক্ষর জ্ঞান-সম্পন্ন লোকেরা আমাদের দেশে এখনও উচ্চ-লোকের

অধিবাসী। খেটে-খেলে অক্ষর জ্ঞান থাকা অপ্রয়োজনীয়। আর অক্ষর-জ্ঞান থাকলে খেটে খাওয়া অমর্যাদাকর—আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দোষে এটা প্রায় এমন ধ্রুব সত্য হ'য়ে উঠেছে—যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ করতে গেলে আজকে পুরা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই নতুন আলোকে দেখাতে হবে। মানুষের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যেয়ে কোন্ মনীষী যেন বলেছিলেন মানুষ কথা-বলা প্রাণী। কথা-বলার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করতে পেরেছে ব'লেই আজ সভ্যতার এত অগ্রগতি হ'য়েছে—মানুষের জীবন এত সহজ হ'য়েছে। ভিন্ন ভাষাভাষীর দেশে গেলেই কথা বলার গুরুত্ব আমরা মনে প্রাণে বুঝ্তে পারি। যাই হোক্ কথা বলা বোধ হয় মানুষেরই একচেটিয়া অধিকার নয়। ইতর প্রাণীরও ভাবের আদান প্রদানের ভাষা আছে, পদ্ধতি আছে। জানিনা জীবনের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষায় শব্দের বা স্তোতকের সম্প্রসারণ হ'চ্ছে কি না।

অক্ষর জ্ঞান মানুষের ভাব প্রকাশ ও ভাব সংগ্রহের ক্ষমতাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। মুখের কথা দেশ কালের গণ্ডী দিয়ে বাঁধা। কিন্তু যে সব কথা চিরকাল সত্য এবং চিরকাল সত্য ব'লে যা' নতুন ক'রে বলার গুরুত্ব কেউই বোঝে না—সে সব কথা ত' আমরা অনেক সময়ই পাই না। তার উপর মুখের কথায় যখন জ্ঞান আহরণ করতে হয় তখন আমাদের সময় নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে না। শিক্ষকের সুবিধামত সময় করতে পারি ভাল—না হ'লে সে বিষয়ে জানার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়।

মানুষ পূর্ণ হয় স্বনির্ভর হ'লে। বোবা-কালা লোক যেমন শুনতে পারেনা ব'লতে পারেনা ব'লে তার জীবনের অনেক ভাগই খালি থাকে, তেমনি যে প'ড়তে পারেনা-লিখ্তে পারেনা সেও ত' মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানে ব্যর্থ হ'য়ে গেল। সমাজ-জীবনে সার্থক ভাবে বেঁচে থাকতে হ'লে অপরের কথা বুঝ্তে হবে-নিজের কথা অপরকে বোঝাতে হবে। কিন্তু এই এত বড় দরকারী কথাটা আমরা কি আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকদের বোঝাতে পেরেছি? আমার ধারণা প্রচলিত শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে যে ক্ষতিকর জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হ'য়েছে সেটা প্রণিধান করে যতদিন আমরা সমগ্র শিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে না পারব ততদিন শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণ নয়, আমাদের দেশের উৎপাদন, নিযুক্ত সব কিছুই ব্যাহত হবে।

গ্রন্থাগার অবশ্যই জনসাধারণকে খবর সরবরাহ ক'রবে কিন্তু গ্রন্থাগার প্রতি মুহূর্তে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে অক্ষর জ্ঞান না থাকলে সারা জীবনে সব বিষয়ে অন্ত পর-নির্ভর হ'য়ে থাকতে হয়।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে—সদ্য-সাক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান বজায় রাখার বন্দোবস্ত করা। কে না জানে আলোচনা না থাকলে শেখা জিনিষ ভুলে যেতে হয়। তারপরে বেশী বয়সে শেখা জিনিষ মনের গভীরে দাগ কাটে না। তাকে রোজ রোজ ঘষে মেজে ঝকঝকে রাখতে হয়।

মোটের উপর পাড়াগাঁয়ের গ্রন্থাগার গুলোকে আজ দেশ গড়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে—এবং তা' নিতে হ'লে একে গতানুগতিক গ্রন্থ-প্রধান প্রতিষ্ঠান হ'য়ে থাকলে চ'লবে না। একে নূতন ভাবে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন ভাবে গড়ে উঠ্তে হবে।

৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ :

গ্রামোন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকা

অজয়কুমার রায়

সেণ্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা-৭০০ ০৩২

• ভূমিকা

•১ স্বাধীনতা-পরবর্তীযুগে ভারতে গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা ও ঐতিহ্য প্রধানত গ্রামভিত্তিক। আজো ভারতের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ নাগরিকের ভাগ্য পল্লী অঞ্চলের সুখ দুঃখের সাথে জড়িত। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে ভারতের সার্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতি আর গ্রামীণ উন্নতি, এ দুটিকে যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা যায় না। প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে সবারই আশা ছিল যে স্বাধীনতা-পরবর্তীযুগে দেশ ও জাতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা হবে রোগ, দারিদ্র, অশিক্ষা ও ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তির সমার্থক। স্বাধীনতার পর দেশীয় সরকার তাই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে, প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় একটি "সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় প্রসারণ প্রকল্প"কে কার্যত রূপদান করলেন। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল একটি সার্বিক, বহুমুখ, গ্রামীণ উন্নয়ন ও পারিবারিক কল্যাণ পরিকল্পনা, যাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়।

(ক) বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিজ উৎপাদন

(খ) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক প্রসার

(গ চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থা

(ঘ) প্রাথমিক, বয়স্ক ও সমাজ শিক্ষা

(ঙ) বাসস্থান, যোগাযোগ ও পরিবহণ

(চ) সাংস্কৃতিক ও গোষ্ঠী-বিনোদনের সুযোগ সুবিধা

(ছ) যুব সমাজ ও নারী সমাজের উন্নতিমূলক কর্মধারা

গ্রামাঞ্চলের প্রশাসক ও উন্নয়নের জন্যে জেলায় জেলায় 'পল্লী উন্নয়ন ব্লক' সংগঠিত হয়। এই ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামো ও কর্মধারা নিম্নোক্ত ছক থেকে সম্যক উপলব্ধি করা যেতে পারে।

এই উন্নয়নমুখী প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তন ছাড়াও বিভিন্ন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনানুযায়ী গ্রামোন্নয়নের নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যার পরিপূর্ণ সাফল্য সম্বন্ধে পরবর্তীকালে নানা সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়েছে।

০২ বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতি এবং পল্লী অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা

এটা যুগপৎ আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় যে বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্যাবিশারদ-লোকবলের দিক থেকে আজ ভারত সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে থাকলেও, এই দেশেই সর্বাধিক সংখ্যক লোক কর্মহীন এবং মাথা পিছু উৎপাদন নিম্ন ও হতাশাব্যঞ্জক। আবার বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারত যে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরমাণু গবেষণা ও মহাকাশ বিদ্যায় অগ্রগতি, প্রতিরক্ষা উৎপাদন স্বয়ম্ভরতা, ইস্পাত ও ভারী শিল্প ইলেক্ট্রনিকস্ যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ইত্যাদিতে অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন। কিন্তু প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতোই আজো ভারতের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে কায়ক্লেশে জীবনযাপন করছে। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের পরেও আজ গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীরা খরা, প্লাবন, রোগ, অশিক্ষা, কর্মহীনতা ও সর্বোপরি ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি পায় নি। এক কথায় বলা চলে—ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি ও সুফল শুধু শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, গ্রামাঞ্চলের সীমারেখা ভেদ করে তা সমৃদ্ধভাবে দেশের সর্বত্র অনুপ্রবেশিত হতে পারে নি।

০৩ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা ও গ্রামোন্নয়ন

স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরেও গ্রামাঞ্চলের শোচনীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি গ্রামোন্নয়নের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইদানীং প্রকাশিত ষষ্ঠ যোজনার খসড়ার লক্ষ্য, আকার ও কর্মসূচী থেকেই এটা সম্যক উপলব্ধি করা যেতে পারে।

গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের কর্মসূচী রূপায়ণের মূল দায়িত্ব রাজ্যসরকার গুলির। যোজনাবাবদ আগামী বছরের বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ১১,৩৪১ কোটি টাকা। তারমধ্যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে রাজ্যগুলির জন্যে দেওয়া হয়েছে ৫,১৮৫ কোটি টাকা এবং কেন্দ্রের জন্যে রাখা হয়েছে ৫,৬৬৪ কোটি টাকা। যোজনা বাবদ রাজ্যগুলির বরাদ্দ কেন্দ্রের তুলনায় এই সর্বপ্রথম বাড়িয়ে দিয়ে সম্ভবত এটাই প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে ষষ্ঠ যোজনায় গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্বিন্যাসের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ যোজনায় মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১,১৬,২৪০ কোটি টাকা, যার ৪৩.১১ শতক ব্যয় করা হবে পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন খাতে। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে গোটা পরিকল্পনায় ঝোঁকটাই গ্রামকেন্দ্রীক।

সামগ্রিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে শিল্পোদ্যোগেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। তাই, কৃষি ছাড়াও, কেন্দ্র-রাজ্য উভয়ে মিলে সরকারী শিল্প সংস্থায় ৬১,৩৮০ কোটি টাকা লগ্নির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় শিল্পক্ষেত্র ধরে আগামী পাঁচ বছরে ভারতে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে মোট ১,১৬,২৪০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

খসড়া ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আর একটি আকর্ষণীয় দিক হলো এই পরিকল্পনাকালে প্রায় চার কোটি নব্বই লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবন ধারণের মান উন্নয়ন ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ ঘটবে। শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে 'শ্রম-নিবিড়' কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে, দেশের বাড়শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশেষত পল্লীবাসীদের জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

০৪ ভারতে গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন দিক

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই কৃষি নির্ভর। যদিও অধিকাংশ গ্রামবাসী হয় নিজস্ব চাষবাস, নয় অপরের জমিতে কৃষি-শ্রমিক হিসেবে নিজেদের কাজে ব্যাপৃত রাখেন, তাহলেও বছরের বেশ কিছু সময় তাদের কৃষিভিত্তিক কোনো কাজ থাকে না। সে সময় তারা নানা ধরণের সৃজনশীল কারিগরী, কারুশিল্প ও অন্যান্য কাজে

নিজেদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করেন। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প এমতাবস্থায় একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। মধু-সংগ্রহ ও মৌমাছি পালন, বনৌষধি সংগ্রহ, জ্বালানী সংগ্রহ, গৃহ-নির্মাণ ও ছোটখাটো ব্যবসাদি দ্বারা গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের আংশিকভাবে নিয়োজিত করেন। আবার ভূমিহীন, নিঃস্ব, দরিদ্র গ্রামবাসীদের একটা অংশ শহরাঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে সপরিবারে এসে ক্রমাগত ভীড় করে গ্রামীণ অর্থনীতির নিদারুণ দৈন্য প্রকাশ করেন।

০৫ সার্বিক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি 'সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প' গ্রহণ করেছেন, যাতে নতুন নতুন কর্মধারা ছাড়াও, পূর্ববর্তী পরিকল্পনাকালে গৃহীত ও আংশিকভাবে রূপায়িত কর্মধারাগুলিকেও উজ্জীবিত করার সপক্ষে দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। দেশের অনুন্নত এলাকা গুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে সেখানে কৃষি ও কৃষিজাত শিল্প, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে ব্যাপক কর্মসূচী ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে।

০৫১ অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে দেশের অনুন্নত এলাকায় শিল্পোদ্যোগের উন্নতিকল্পে আঞ্চলিক পরিকল্পনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৮ খৃঃ শেষের দিকে 'পাণ্ডে কমিটি' ও 'ওয়াঞ্চু কমিটি' গঠন করে অনুন্নত এলাকায় শিল্পোদ্যোগের প্রসারে তাদের সুপারিশ পেশ করতে বলা হয়েছিল। এই সুপারিশ অনুযায়ী, ১৯৭০-৭১ খৃঃ 'অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়। সারা ভারতে ২৪৬টি জেলাকে শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে অনুন্নত বলে চিহ্নিত করা হয়, যাতে ঐ চিহ্নিত জেলাগুলিতে অর্থলগ্নী সম্পর্কিত ও অন্যান্য বিষয়ে শিল্পপতিদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দান করা যেতে পারে। এই ২৪৭টি অনুন্নত জেলার মধ্যে আবার ১০১টি জেলাকে 'বিশেষভাবে অনুন্নত' বলে ঘোষণা করা হয় এবং ঐ অঞ্চলগুলিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থায়ীলগ্নীর ওপর ১৫% আর্থিক অনুদান দেওয়ার ও ব্যবস্থা করা হয়। এই অনুদান বাবদ ১৯৭৬-৭৭ সালেই মোট ১১১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়।

১৯৭৬ খৃঃ ক্ষুদ্রশিল্প পর্ষদ (Small Scale Industries Board) 'নায়েক কমিটি' গঠন করেন, যাতে বিশেষভাবে অনুন্নত জেলাগুলিতে আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেবার শর্তগুলো আরো শিথিল করার সম্বন্ধে নীতি নির্দ্ধারণ করা যায়। এই সুপারিশ পাবার পর, কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ও বিভিন্ন পদস্থ অধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয় ও এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত নীতি নির্দ্ধারণ করা হয়।

(ক) সার্বিক গ্রামোন্নয়ণ প্রকল্প এমন ভাবে রূপায়িত করতে হবে যাতে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন শিল্পকারদের (artisans) জন্য লাভজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

(খ) এই কর্মসংস্থানের প্রকল্পগুলি, দেশীয় গবেষণাগারে প্রযুক্তিবিদ্যালব্ধ জ্ঞান ও উৎপাদন-প্রক্রিয়া প্রয়োগে, এমন ভাবে রূপায়িত করতে হবে যাতে বিবিধ স্থানীয় সম্পদ, যথা—লোকবল, ভূমি, জল, উদ্ভিদ প্রাণী, খনিজ ইত্যাদির যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়।

(গ) এই প্রকল্পগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে এগুলি গ্রামীণ পরিবেশে পরিচালনা, অর্থলগ্নী ইত্যাদির দিক থেকে সহজ, সম্ভাব্য ও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।

০৬ গ্রামোন্নয়নে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান

ভারতের মতো উন্নয়নশীল সকল দেশেরই সার্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত গবেষণা একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। ইতিপূর্বে ০২ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে যে বিজ্ঞান ও কারিগরী-বিদ্যার বৃহত্তর পরিধিতে ভারত যতখানি অগ্রগতি লাভ করেছে, গ্রামীণ উন্নতির ক্ষেত্রে তার সাফল্য ততখানি আশাব্যঞ্জক নয়। তাই সম্প্রতি ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ (Department of Science and Technology-DST) এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পর্ষদ (Council of Scicatific and Industrial Research-CSIR) তাদের ষষ্ঠ যোজনায় (১৯৭৮-৮৩

খৃঃ) খসড়া পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নয়নে বিজ্ঞানের অবদান যাতে আরো গভীরভাবে কার্যকরী হতে পারে, এবং দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশ এর যথাযথ সুফললাভ করতে পারেন —সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে আঞ্চলিক পরিকল্পনায় আওতায় বিশেষভাবে অনুন্নত জেলাগুলিকে সমৃদ্ধিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারতে 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা' অদূর ভবিষ্যতে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পেতে পারে, যা পরবর্তী কালে ভারতের মতো অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশেও প্রযুক্তি-বিদ্যা—সঞ্চারণ (technology transfer) অনুক্রম হিসেবে সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে। Committee on Science and Technology in Developing Countries (COSTED) এ ধরণের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপরই নির্ভরশীল।

০৬১ জাতীয় গবেষণাগারগুলির অবদান

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ (ICAR), বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পর্ষদ (CSIR), ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র (BARC), ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা গবেষণা পর্ষদ (ICMR); ইত্যাদির বিভিন্ন জাতীয় গবেষণাগারে এযাবৎ যতগুলি উৎপাদন-প্রক্রিয়া (process development) উদ্ভাবিত হয়েছে, তাদের মধ্যে বেশ কিছু গ্রামীণ উন্নয়নে প্রয়োগের পক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বল্প পরিসরে বলা যেতে পারে যে—কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য সংরক্ষণ, কৃষিজাত-আবর্জনার শিল্পে বিকল্প ব্যবহার, চর্মশিল্প, স্বল্পব্যয়ে গ্রামীণ গৃহনির্মাণ, 'শিল্পিক-আবর্জনা'র (industrial waste) সদ্ব্যবহার, গ্রামীণ মৃৎশিল্পীদের জন্য স্বল্পব্যয়ে উৎপাদন-প্রণালী, গ্রামের স্কুল, হাসপাতাল ও বাসগৃহে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য স্বল্পব্যয়ে "সেরামিক ফিল্টার" ইত্যাদির ব্যবহারে আশাতিরূপ ফল পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য এই সাফল্যের সুযোগ সারা-দেশে এখনো ছড়িয়ে পড়েনি, এবং বর্তমান গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা ও তথ্য-ব্যাপ্তির (information dissemination) ধরণ সেইভাবে অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। 'জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী তথ্য পরিকল্পনা' (National Information system for Science and Technology—NISSAT) তার বহু-স্তর (multi-tier) কাঠামো নিয়ে এবিষয়ে ভবিষ্যতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

০৬২ গ্রামোন্নয়নে গবেষণা-লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ : 'করিমগঞ্জ উন্নয়ন পরিকল্পনা' - একটি পর্যালোচনা

১৯৭২ খৃঃ বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পর্ষদ (CSIR) ভারতে অনুন্নত অঞ্চল উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সফল ব্যবহারের পরীক্ষা নিরীক্ষার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশে ১২টি জেলার মধ্যে ১০টিই অনুন্নত। করিমনগর সেই অনুন্নত জেলাগুলির মধ্যে একটি। জেলাটি ১১৮০০ বর্গ কিঃ বিস্তৃত ও প্রায় ২০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত যাদের ৯০% গ্রামবাসী ও ৬৮% চাষবাসে নিয়োজিত। শিক্ষিতের হার ১৪·৩৩%। 'পর্ষদ' ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার একটি যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে করিমনগর জেলাকে সার্বিক উন্নয়নে সমৃদ্ধ করবার বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। ভারতে এই সর্বপ্রথম গ্রামোন্নয়ন সমস্যায় একেবারে মূল থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমের সূচনা করা হয়েছিল।

প্রথমে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত খসড়া রচনার পর ধাপে ধাপে নিম্নোক্ত কর্মধারা গ্রহণ করা হয়েছিল।

(ক) করিমনগর জেলার পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা

(১) ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা

(২) চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ও মাটির উর্বরতা

(৩) সম্পদ—যথা, লোকবল (চাষী, কৃষিশ্রমিক, দক্ষ শিল্পকার), জলাশয়, জল, বনজ, খনিজ ইত্যাদি

(৪) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প—অর্থনৈতিক অবস্থা ও সম্ভাব্যতা

এই সমীক্ষায় করিমনগর জেলার বহুমুখী উন্নয়নের সম্ভাব্যতার বিস্তৃত বিবরণ ও চিত্র তুলে ধরা সহজ হয়ে ওঠে।

(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

প্রাদেশিক শিল্প বিভাগ, ক্ষুদ্র শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান হায়দারাবাদ), বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পর্ষদ ও অন্যান্য সহায়ক প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টায় এই জেলায় ক্ষুদ্র, কুটির শিল্প ও কৃষি-ভিত্তিক অন্যান্য শিল্পোদ্যোগের ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল এবং এই উদ্যোগ যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল।

(গ) জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ব্যবস্থা

এই পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ গৃহনির্মাণ, রাস্তাঘাট, পানীয়জল, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির সুষ্ঠু পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হয়েছিল।

(ঘ) কৃষি

কৃষির উন্নতিতে বিভিন্ন তালুকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জমির উচ্চতা ও অন্যান্য নিখুঁত প্রণালীসম্মত স্থান বিবরণ (topography) সমীক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করা হয়েছিল। জেলার পশ্চিমাঞ্চল যেখানে প্রায় ১৩০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত, সেখানে পূর্বাঞ্চলের উচ্চতা মাত্র ৫০০ ফুট। জেলায় সেচ ব্যবস্থা, মাটির উর্বরতা, শস্য-আবর্তন (crop rotation) ইত্যাদির বিবরণ সামনে রেখেই নিবিড় কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ও রূপায়ণ করা হয়েছিল।

(ঙ) পুষ্টি

জাতীয় পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (National Institute of Nutrition, Hyderabad) এই জেলাতে জনপুষ্টি সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের জন্য একটি ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছিলেন। এই প্রকল্পে জনসাধারণকে পুষ্টি সম্বন্ধে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা নির্দেশ গ্রহণ করার প্রবণতা বা বিরূপতা ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক অনুসন্ধানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

পরিশেষে এটা বলা যেতে পারে যে 'করিমনগর উন্নয়ন পরিকল্পনা' দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান প্রয়োগে একটি বলিষ্ঠ, পরীক্ষামূলক, সক্রিয় পদক্ষেপ—যার সাফল্যের দিকে আজ সারাভারত তাকিয়ে আছে, যাতে সমাজের দুর্বলতর, দরিদ্র অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য দেশের দিকে দিকে আরো অনেক "করিমনগর" গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

১ গ্রামোন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের তাৎপর্য

ইতিপূর্বে ০৪ পরিচ্ছেদে একথা আলোচিত হয়েছে যে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক হলেও গ্রামীণ সমাজের একটা বড় অংশ ভূমিহীন, কর্মহীন ও দরিদ্র। সমাজের এই দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য কল্যাণমূলক কর্মপ্রচেষ্টায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারে গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প। এই শিল্পকে স্বল্পসময়ে ও সীমিত আর্থিক সামর্থ নিয়ে, সম্প্রসারিত করতে হলে তাকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক করে রূপদান করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। আশার কথা, ষষ্ঠ যোজনার খসড়াতে সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

১১ গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন দিক

আঞ্চলিক বৈচিত্র্য অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সাধারণত নিম্নোক্ত বিভাগগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

ক) খাদি ও হস্তচালিত তাঁতজাত বয়নশিল্প।

খ) কাচ ও মৃৎশিল্প।

গ) লৌহ ও লৌহবর্জিত— ধাতু শিল্প।

ঘ) দারুশিল্প ও বাঁশজাত শিল্প।

ঙ) চারুকলা ও কারুশিল্প।

চ) চর্মশিল্প।

ছ) কৃষিজাত দ্রব্যের সংরক্ষণজনিত শিল্প।

জ) গুড় শিল্প।

ঝ) মৌমাছি পালন ও মধু সংগ্রহ।

ঞ) রেশম শিল্প।

ট) লাক্ষা শিল্প।

ঠ) তৈরী পোষাক শিল্প।

ড) বিভিন্ন কারিগরী শিল্পজাত দ্রব্যাদি।

ঢ) অন্যান্য বিভাগ।

১২ গ্রামীণ শিল্পের সমস্যাবলী

নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে গ্রামীণ শিল্প আজ বিবিধ সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয়েছে। স্বল্পপরিসরে এই সমস্যাগুলির শুধু নিয়ে উল্লেখ করা হলো।

ক) শিল্পের আবশ্যিক কাঁচামাল, জ্বালানী ইত্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য।

খ) স্বল্প সুদে, দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে ঋণ পাবার অসুবিধা।

গ) গ্রামীণ শিল্পকারদের অপ্রচলিত ও সেকেলে কারিগরীগুলি।

ঘ) আধুনিক কারিগরী শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রামাঞ্চলে সীমিত প্রসার।

ঙ) দুর্বল সরবরাহ ব্যবস্থা ও রাস্তাঘাটের হীন অবস্থা।

চ) বিপণন ব্যবস্থার ত্রুটি ও এ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর অপর্যাপ্ততা।

ছ) সমবায়-ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগের ও বিপণনের সীমিত প্রসার, এবং সর্বোপরি।

জ) গ্রামীণ শিল্পকারদের অপরিসীম দারিদ্র, অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদি জনিত দুস্তর সামাজিক বাধা।

১৩ গ্রামীণ শিল্পোন্নতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা

গ্রামীণ অর্থনীতিকে আবার সজীব করে তুলতে বহু যোজনার লক্ষ্য, জাতীয় গবেষণাগারগুলির কর্মধারায় এবিষয়ে নতুন করে গুরুত্ব আরোপণ, ইত্যাদি ছাড়াও কয়েকটি সরকারী ও স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ গ্রামীণ শিল্পকে উজ্জীবিত করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। 'খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন' (KVIC) এদের মধ্যে অন্যতম। এই কমিশন কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রায়

অধিকাংশ বিভাগেরই উন্নতি ও প্রসারে তাদের সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এই কমিশনের কর্মধারার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি অন্যতম।

ক) স্বাভাবিক মূল্যে কাঁচামাল ও জ্বালানী সরবরাহে সহায়তা।

খ) আর্থিক অনুদান ও ঋণদানের মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিতে উৎপাদন ও বিপণনে সহায়তা।

গ) কারিগরী জ্ঞান-সঞ্চারণ ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা।

ঘ) উৎপাদকে নানাবিধ বৈচিত্র আনয়ন ও মান উন্নয়নে সহায়তা।

ঙ) যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের উন্নতিসাধন।

চ) গ্রামীণ শিল্পকারদের কর্মকাণ্ডকে প্রতিষ্ঠানগত রূপ দেওয়া ও সেগুলিকে স্বনির্ভর হতে সহায়তা।

ছ) উপরোক্ত কর্মধারায় গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

এই কমিশন ছাড়া আরো অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বিভাগ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি ও প্রসার সহায়তা করে চলেছেন, যেমন—

ক) ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন পর্ষদ (Small Industries Development Corporation—SIDO)

খ) ক্ষুদ্রশিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান (Small Industries Service Institute—SISI)

গ) ক্ষুদ্রশিল্প প্রসারণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Small Industries Extension and Training Institute —SIET)

ঘ) জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প পর্ষদ (National Small Industries Corporation—NSIC)

ঙ) রাজ্য গবেষণা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সমিতি

(State Research Development and Design Committee—SRDDC)

চ) রাজ্য ক্ষুদ্রশিল্প ও রপ্তানী পর্ষদ (State Small Industries and Export Corporation—SSIEC)

ছ) ভারতীয় ক্ষুদ্রশিল্প মহাসঙ্ঘ (Fedaration of of Associations of Small Industries of India—FASSI)

জ) বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্ক (Nationalised & other Commercial & Co-operative Banks)

ঝ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

১৪ গ্রামোন্নয়নে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের অগ্রগতি

সারা দেশের সামগ্রিক ও সুষম উন্নতির জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আমাদের দেশের অপরিসীম লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে দেশের সীমিত আর্থিক সম্পত্তি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পেই বেশী করে লগ্নী করতে হবে যাতে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। বিদেশের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাব যে জাপান, যুক্তরাজ্য, জার্মানী প্রভৃতি দেশে সংগঠিত বৃহৎ শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সুষম সম্পত্তি রেখে ক্ষুদ্রশিল্প ও তার আপন দাবীতে প্রসারলাভ করেছে। বস্তুত, এই দুই শাখার মাঝে কোন আপাতবিরোধ নেই। বরং একে অন্যের পরিপূরক। তাছাড়া কৃষিজ উৎপাদন উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাথেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের কোন বিরোধ নেই। কারণ অনেক কৃষিজ উৎপাদনই ক্ষুদ্র শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন—পাট, তৈলবীজ, বাঁশ, বনজ ঔষধ ইত্যাদি। তেমনি কৃষির উন্নতিতেও চাই যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, সার, কীটনাশক, পচনশীল কৃষিজ উৎপাদনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি। তাই দেখা যাচ্ছে যে কৃষি ও শিল্প, এ দুটিও পরস্পরের পরিপূরক।

ভারতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে গেলে আমরা নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানগত তথ্যগুলো বিবেচনা করতে পারি।

ছক নং -

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	পরিসংখ্যান
১	রেজিষ্ট্রিকৃত ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা (১৯৭৬ খৃঃ পর্যন্ত)	৫·২৭ লক্ষ
২	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি	২,৪০০টি
৩	মোট শিল্পজাত উৎপন্নদ্রব্যে ক্ষুদ্র শিল্পের অংশ	৪০% ভাগ
৪	শিল্পে স্থায়ী আমানতে ক্ষুদ্রশিল্পের অংশ	১০% ভাগ
৫	শিল্পে কর্মসংস্থানে ক্ষুদ্রশিল্পের অংশ	৩৮% ভাগ
৬	শিল্পে মোট উৎপাদনে ক্ষুদ্রশিল্পের অংশ	২৬% ভাগ
৭	সংগঠিত শিল্পের কর্মসংস্থান ক্ষমতার সাথে ক্ষুদ্র শিল্পের কর্মসংস্থান ক্ষমতার অনুপাত (প্রতি এক লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানতে)	৫ গুণ
৮	সারাদেশের রপ্তানীতে ক্ষুদ্রশিল্পের অংশ (১৯৭৫-৭৬ খৃঃ)	১৬·২% ভাগ
৯	ক্ষুদ্রশিল্প দ্বারা রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মূল্য (১৯৭৫-৭৬ খৃঃ)	৬৩৭·৪৫ কোটি টাকা

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে উপরোক্ত ছকে আমরা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অগ্রগতির যে চিত্র দেখতে পাই, তা মোটামুটি আশাব্যঞ্জক হলেও আমাদের দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার তুলনায় খুব যথেষ্ট নয়। আশাকরা যায় ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে এ চিত্র আরো উজ্জ্বল হবে ও গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতার সমস্যা অনেকাংশে দূরীভূত হবে।

২০ উন্নয়ন প্রয়াস ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

একথা আজ সর্বজন বিদিত যে বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত সকল বাস্তব কর্মকাণ্ডের পেছনে রয়েছে আমাদের পূর্বসূরীদের অর্জিত জ্ঞান। এই পূর্ব-অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগেই নবনব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ লাভ ঘটে। উন্নত উন্নতিকামী সকল দেশগুলির উন্নয়ন প্রয়াসেই আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অপরিহার্যতা সর্বজনস্বীকৃত। যে কোন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে তথ্য সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও ব্যাপ্তির বিরাট ভূমিকা। আবার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার রূপায়ণে যে বিশাল সংখ্যক বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ, পরিচালক, পরিদর্শক, প্রশাসন আধিকারিক, ও অন্যান্য কর্মীকুল নানা স্তরে, নানা দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন—তাদের সকলেরই জ্ঞানভাণ্ডারের ব্যবহার অপরিহার্য। এদিকে গ্রামাঞ্চলে চাষী, শ্রমিক, শিল্পকার, পঞ্চায়েত প্রধান ও আরো অনেকের রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের তথ্যের চাহিদা, যা গ্রন্থভিত্তিক নাও হতে পারে। এই বহুমুখী ও জটিল পুস্তক, পত্র পত্রিকা, নথিপত্র, ও তথ্যের চাহিদা সুষ্ঠুভাবে মেটাতে গেলে দেশব্যাপী একটি বহু-স্তর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপায়ণ আশু প্রয়োজন এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

২১ গ্রামীণ উন্নতিতে তথ্যের প্রয়োজন

পূর্ববর্তী ০·১৪ পরিচ্ছেদগুলিতে গ্রামীণ উন্নতির বিভিন্ন দিক ও গ্রামোন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের ভূমিকা ও তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে গ্রামীণ উন্নতির নানাবিধ সমস্যা এবং সেই সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের সাথে জড়িত সকল কর্মকাণ্ডের জন্য কত তথ্যের প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ০৩২ পরিচ্ছেদে 'কবিরনগর উন্নয়ন পরিকল্পনা'র আলোচনায় ফিরে যেতে পারি। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে একটা অনুন্নত জেলাকে উন্নত করার প্রয়াসে কত সমীক্ষা, কত বিবরণ, কত তথ্যের সমাবেশ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ভূতাত্ত্বিক, জল, মাটি, কৃষি, খনিজ, বনসম্পদ লোকবল, সমাজ ও কৃষ্টি—সব ধরণের তথ্যেরই হদিস প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল একটি জেলার উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে। দেশ গঠনের জন্যে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার এর চেয়ে বড় প্রয়োজন আর কোথায় হতে পারে!

২২ গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

আমরা জানি যে ভারতে এ যাবত মাত্র চারটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যার ভিত্তিমূল হচ্ছে গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। দুঃখের বিষয় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এই চারটি রাজ্য ছাড়া আর কোথাও এখনো পর্যন্ত গ্রন্থাগার আইনের সুযোগ গ্রহণ করা হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান রাজ্য সরকার এ সম্বন্ধে যে আগ্রহান্বিত, সেটা খুবই আশার কথা। তবে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে ব্লক পর্যায়ে যে গ্রামীণ-গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে, তাদের ব্যবস্থাপনা, লোকবল, আর্থিক সম্পত্তি, ইত্যাদি সবই খুব শোচনীয়। নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি নিস্প্রভ হয়ে কোনভাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। এই সীমিত সামর্থ নিয়ে বর্তমান গ্রামীণ গ্রন্থাগার, এমন কি জেলা গ্রন্থাগার গুলিও, সার্বিক গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সংগ্রহ সংরক্ষণ ও ব্যাপ্তিতে কোন বড় ভূমিকা পালন করার উপযুক্ত নয়।

২৩ জেলা-ভিত্তিক কারিগরী তথ্য কেন্দ্রের স্থাপনা: একটি প্রস্তাব

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে-গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত সকল ধরণের কর্মীর, উর্দ্ধতন পরিকল্পনাধিকারিক, এবং গ্রামবাসীদের তথ্যের প্রয়োজনে বিশেষ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুরূপ 'গ্রামীণ কারিগরী তথ্য কেন্দ্র' (Rural Technical Information Centre-RTIC) -এর সৃষ্টি ও সংগঠন দরকার। অর্থনৈতিক কারণ ও রূপায়ণে সুবিধার জন্য, এ প্রস্তাব অশাকরি খুবই যুক্তিযুক্ত হবে যে বর্তমান রাজ্যব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে, সেই কাঠামোর অঙ্গীভূত উপযুক্ত গ্রামীণ, মহকুমা, ও জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে নতুন দায়িত্ব ও কর্মভার অর্পন করে

কারিগরী তথ্য কেন্দ্রের আশু প্রয়োজন ও চাহিদার চাপ সামলানো যেতে পারে।

২৩১ কারিগরী তথ্য কেন্দ্রের রূপরেখা

২৩১১ কাঠামো

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা ও মহকুমা গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান কর্মধারা ও দায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে, সেগুলিতে কারিগরী তথ্য কেন্দ্রের জন্য বিশেষ বিভাগ খোলা যেতে পারে। কিন্তু প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে উপযুক্ত গ্রামকে বাছাই করে নিয়ে, তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রামীণ কারীগরী তথ্যকেন্দ্রে (RTIC) রূপান্তরিত করা দরকার।

আমরা জানি যে জাতীয় ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত তথ্য ব্যবস্থার (NISSAT) একটি সুসম্বদ্ধ, ত্রিস্তর পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগ ((DST) অনুমোদন ও আংশিক রূপায়িত করেছেন। এই কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরে 'বিশেষ উদ্দেশ্য / বিষয় / শিল্পগোষ্ঠী-ভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র' (Mission / Discipline / Industry-Oriented Sectoral Information Centres—SICs) গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই 'খাদ্যবিজ্ঞান', 'চর্মশিল্প' এবং 'ঔষধ ও ভেষজ-বিদ্যা', এই তিনটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা পর্ষদের (CSIR) এবিষয়গুলি সম্বন্ধীয় জাতীয় গবেষণাগারগুলিতে জাতীয় ভিত্তিতে তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত 'গ্রামীণ কারিগরী তথ্যকেন্দ্র' (RTICs) ও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে এ সম্বন্ধীয় বিশেষ বিভাগগুলিকে, জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী তথ্য পরিকল্পনার (NISSAT) দ্বিতীয় স্তরের (SICs) সাথে সরাসরি সংযোজিত করতে হবে, যাতে উভয়দিকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত তথ্যের দ্বিমুখী আদানপ্রদান সহজতর হয়ে ওঠে। এই সংযোজন প্রস্তাবকে নিম্নোক্ত ছকের সাহায্যে দেখানো হলো।

ছক সং ২

জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী তথ্য পরিকল্পনা
(National Information System for Science & Technology—NISSAT)
|
জাতীয় তথ্য কেন্দ্র
(National Information Centres-NICs)
|
বিষয়/উদ্দেশ্য/শিল্প-ভিত্তিক তথ্য কেন্দ্র
(Sectoral Information Centres SICs)
|
স্থানীয় তথ্য কেন্দ্র (Local Information units-LIUs) | স্থানীয় তথ্য কেন্দ্র (Local Information units-LIUs)
|
রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
(State Central Library)
|
জেলা গ্রন্থাগার
(District Libraries)
|
গ্রামীণ কারিগরী তথ্য কেন্দ্র
(Rural Technical Information Centres—RTICs)

২৩১২ প্রস্তাবিত কাঠামো রূপায়ণে আর্থিক সংস্থান

যেহেতু গ্রামীণ কারিগরী তথ্যকেন্দ্রগুলি, এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ও জেলা গ্রন্থাগারে কারিগরী তথ্যের বিশেষ বিভাগগুলি, দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় গ্রামোন্নয়ন কার্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে, সেজন্য এই তথ্যকেন্দ্রগুলিকে গড়ে তোলার এককালীন ও পুনঃপুনিক ব্যয়ের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগ (DST)-কে নিতে হবে। দক্ষ পরিচালনার জন্য এই প্রস্তাবিত কারিগরী তথ্যকেন্দ্রগুলিতে যে সুযোগ্য, পেশাদার গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ নিয়োগ করতে হবে, তাদের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি বাবদ পৌনঃপুনিক ব্যয় ও এই হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। এই অর্থসংস্থান জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরী তথ্য পরিকল্পনা (NISSAT)-র

সাংগঠনিক বায় বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে, NISSAT-এর 'ত্রিস্তর' পরিকল্পনাকে প্রসারিত করে এই নতুন 'চতুর্থস্তর'কে সংযোজিত করে জাতীয় তথ্য পরিকল্পনাকে সর্বার্থসাধক করে তুলতে হবে।

২০১৩ জেলা / গ্রামীণ কারিগরী তথ্যকেন্দ্রগুলির লক্ষ্য ও দায়িত্ব

উন্নয়ন কার্যক্রমে তথ্যের অবদান ও গুরুত্বের কথা ইতিপূর্বেই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তথ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে নিয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হলে জেলা-গ্রামীণ তথ্যকেন্দ্রগুলিকে সাধারণত নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।

(ক) পুস্তক, পত্র-পত্রিকাদি, মানচিত্র কারিগরী রিপোর্ট, মানক পত্র, ইত্যাদির প্রয়োজন-ভিত্তিক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যাপ্তির ব্যবস্থা করা

(খ) **আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ,** যথা—ভূমি, জল, কৃষি, বনজ সম্পদ, খনিজ, শিল্প, লোকবল ও তার প্রকার ভেদ, ইত্যাদি

(গ) **শিল্প-ভিত্তিক বিশেষ তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ,** যথা—কাচামাল ও জ্বালানীর সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থান মূল্য ইত্যাদি; উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিপণন সংক্রান্ত তথ্য; শিল্পজাত দ্রব্যের এলাকা অনুযায়ী চাহিদা, ও এলাকার অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমতা ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি; এলাকায় সমবায় প্রতিষ্ঠান ও তাদের কর্মধারা; অর্থলগ্নী ও ঋণ পাবার সূত্র; যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থান ও মূল্য, ইত্যাদি, নব-উদ্ভাবিত কারিগরী জ্ঞান ও উৎপাদন-প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি

ঘ) **কৃষিজ উৎপাদন সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ,** যথা—উন্নত চাষের প্রণালী, ভূমির উর্বরতা, বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ, ইত্যাদির উপযুক্ত ব্যবহার প্রণালী ও প্রাপ্তিস্থান, মূল্য; কৃষিজ দ্রব্যের সংরক্ষণ প্রণালী, যন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি।

ঙ) **কারিগরী শিক্ষণকেন্দ্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা,** ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য।

চ) চাষী, শ্রমিক, শিল্পকার ও অন্যান্য গ্রামবাসী-দের প্রয়োজনানুযায়ী **শ্রবণ দৃষ্টি ভিত্তিক উপায়ে তথ্য** সরবরাহ ও তাদের তথ্য ব্যবহারে সচেতন করে তোলা।

ছ) **সর্বপ্রকার সংগৃহীত তথ্যের আদান-প্রদান** ও জাতীয় তথ্য পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরের সাথে সংযোগ সাধন ও সহযোগিতা।

জ) আঞ্চলিক তথ্যসংগ্রহ ও সরবরাহে সমস্ত উন্নয়ন ব্লকে ও অন্যান্য সরকারী দপ্তরে নিয়োজিত আধিকারিক ও কর্মীদের সাথে সংযোগসাধন ও সহযোগিতা

৩ উপসংহার

জেলা/গ্রামীণ কারিগরী তথ্যকেন্দ্রগুলিকে তাদের কর্ম-ধারা এমনভাবে পরিব্যাপ্ত করতে হবে, যাতে সেগুলি সেই অঞ্চলের প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, কৃষি কৃষি ও শিল্পগত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের যুক্ত করতে পারে। এ জন্য জেলা ও ব্লকস্তরে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি করে কার্যনির্বাহক কমিটি তৈরী করতে হবে, যারা এই তথ্যকেন্দ্রগুলির পরিচালন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে থাকবে। জেলা কমিটিগুলিতে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের মনোনীত সদস্য রাখা উচিৎ।

উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে গ্রামীণ কারিগরী তথ্যকেন্দ্রগুলিই হবে জাতীয় তথ্য পরিকল্পনার সর্বশেষ, কিন্তু সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, স্তর। এদের গুরুত্ব একটু বেশী তার কারণ এগুলি 'মাটির সবচেয়ে কাছা-কাছি' থাকছে। দেশের সত্তিকার সমস্যার ও জাতির বৃহত্তর অংশের সুখদুঃখের সাক্ষী হয়ে গ্রামীণ তথ্যকেন্দ্র-গুলি পরিকল্পনা ও উন্নয়নের প্রকল্প রচনায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উচ্চস্তরে সরবরাহ করতে পারবে। সর্বোপরি, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে গ্রন্থাগার লোক-শিক্ষা ও সমাজশিক্ষার বাহন হতে পারে, এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের যে বড় অংশটি অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত তাদের জ্ঞানের আলোক দান করে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। গ্রামোন্নয়ন কর্মধারায় এটাই গ্রন্থা-গার ও তথ্য ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ভূমিকা।

৩৬তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচ্য প্রবন্ধ :

গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

রামকৃষ্ণ সাহা । ফণিভূষণ রায় । গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ

• ভূমিকা

০১ তথ্য সরবরাহে গ্রন্থাগার

মানুষের দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে তথ্যের ব্যবহার যে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান অবলম্বন। সমকালীন মানুষের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য তথ্যের আদান প্রদানের ব্যবহার যেমন রয়েছে, অপরদিকে মানুষের অভিজ্ঞতা তথ্য সম্ভারে পরিণত হয়ে কালজয়ী অর্থাৎ উত্তরসূরীদের মধ্যে প্রবাহিত করার তাগিদে বই, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি মাধ্যমের ব্যবহার ও সংরক্ষণ করার জন্য গ্রন্থাগারের উদ্ভাবনা হয়েছে। তথ্যপ্রবাহকে স্থায়ীত্ব দেওয়ার প্রশ্নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অসীম এবং আপামর জনসাধারণের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রধান প্রতিষ্ঠান হলো গ্রন্থাগার।

০২ উন্নয়নের মাপকাঠি—তথ্যের ব্যবহার

কোন দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে সচরাচর মাথাপিছু আয়, খাদ্যের যোগান, শিক্ষিতের হার প্রভৃতির প্রচলন থাকলেও মাথাপিছু তথ্যের ব্যবহার ও দেশের উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণযোগ্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে উন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু তথ্যের ব্যবহার বা তথ্য ব্যবহারের ক্ষমতা, উন্নয়নশীল দেশগুলির জনসাধারণের তুলনায় কম। আবার উন্নয়নশীল দেশের জনসাধারণে মাথাপিছু আয়, খাদ্যের যোগান ও শিক্ষার হার উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। যে কোনও প্রাকৃতিক সম্পদকে বিভিন্ন ধরণের তথ্যের ভিত্তিতে তার আকৃতি, প্রকৃতি বা ব্যবহারিক গুণাবলীতে পরিবর্তন এনেই পণ্যবস্তু বা সম্পদের সৃষ্টি হয়। কাজেই কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বেশী থাকলেই সে দেশ উন্নত হয় না যদি সে দেশের জনসাধারণের সেই সম্পদ আহরণের বা তার ব্যবহারিক গুণাবলীতে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা না থাকে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বহুলাংশে তার উপর নির্ভরশীল এবং তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এই সম্পদ আহরণ ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি; স্বাভাবিকভাবেই দেশের অগ্রগতির অন্যতম ভিত্তি। কাজেই তথ্য-ব্যবহারের ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে দুর্বল হলে পণ্য বা সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা দুর্বল হতে বাধ্য।

০৩ তথ্য সরবরাহের প্রধানতম মাধ্যম পাঠ্যবস্তু

সমগ্র বিশ্বে তথ্য প্রবাহের প্রধান মাধ্যম এখনও পর্যন্ত পাঠ্যবস্তু। দৃশ্য, শ্রব্য ও অন্যান্য মাধ্যমের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম। সাক্ষরতার হার এবং মাথাপিছু কাগজের ব্যবহারের হার, মাথাপিছু পুস্তক প্রকাশনের হার প্রভৃতি পরিমাপ্য বিষয়গুলি তুলনা করে দেখলেই বক্তব্যের যথার্থ প্রমাণিত হবে যে উন্নত দেশগুলিতে সাক্ষরতার হার উচ্চ হওয়ায় পুঁথিপত্রের ব্যবহার উন্নত, ফলে তথ্য ব্যবহারের ক্ষমতাও উন্নত ধরণের। অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের ব্যবহার সম্ভব করার প্রধান বাধা নিরক্ষরতা। গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষরতার পরিমাণ অধিক হওয়ায় দেশের শহরাঞ্চলের জনসাধারণের তুলনায় মাথাপিছু তথ্যের ব্যবহারের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে কম। আমাদের দেশে শতকরা ৬৭ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতার হার আরো বেশী। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। ফলে তথ্য ব্যবহার তথা পণ্য উৎপাদন তথা সম্পদসৃষ্টির ক্ষমতা একান্ত সীমিত।

০৪ তথ্য সরবরাহে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

শিক্ষালয়ের গ্রন্থাগার ও সরকারী বিভাগীয় গ্রন্থাগার-গুলি ছাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নেতিবাচক বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মধারার অন্যতম অংশ হচ্ছে তথ্য সরবরাহ করা। হ্যারিসন (২৪), ব্রিটিশ গ্রন্থাগার সমিতি (২২), ইউনেস্কো (১০) প্রভৃতি সাধারণ গ্রন্থাগারের তথ্য সরব-রাহের ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন।

বিগত কয়েকটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে জনজীবনে গ্রন্থাগারের অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে (১২) (১৪) (১৬) (১৭)। তাছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিলেও সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মধারার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নজরে আসে নি। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে গ্রন্থাগার আন্দোলনে তথা গ্রন্থাগার কর্মীদের চিন্তায় ও কর্মধারায় এই বিষয়গুলি প্রয়োজনানুরূপ মর্যাদা পায় নি এবং এ সম্পর্কে সুষ্ঠু ও সামগ্রিক পরিকল্পনার অভাবও বর্তমান। বর্তমান সম্মেলনে আলোচনার জন্য পরিকল্পনার রূপরেখা রাখা হোল। প্রবন্ধটি গভীর গবেষণালব্ধ ফল নয়। আলোচনার সূত্র হিসাবে উপস্থাপিত করার প্রয়াসে কিছু অভিজ্ঞতা প্রসূত ভাবনা চিন্তার ফসল মাত্র।

ক গ্রামোন্নয়ন

ক ১ গ্রামোন্নয়নের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

গ্রাম বলতে স্বাভাবিকভাবে সরকার কর্তৃক গৃহীত সংজ্ঞা যা সাধারণভাবে প্রচলিত তাই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন বলতে সাধারণভাবে সেই গ্রামের ভৌগলিক এলাকার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন, সেই গ্রামের ভৌগলিক সীমার মধ্যে বাস করেন সেই জনসাধারণ এবং ঐ গ্রামের উপর নির্ভরশীল জনসাধারণ; ঐ এলাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, শ্রেণী প্রভৃতির এককভাবে বা যৌথভাবে উন্নত জীবনযাত্রার সূত্রপাত ঘটানো, উন্নত জীবন-যাত্রার মান অব্যাহত রাখার জন্য, উন্নততর জীবনযাত্রার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অর্থই গ্রামোন্নয়ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নিকট দৃষ্টিতে দেখতে গেলে গ্রামোন্নয়ন বলতে ঐ অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের

১ অর্থনৈতিক উন্নয়ন—যথা কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ সম্পদ বা পণ্য উৎপাদন, ব্যবহার প্রভৃতির অগ্রগতি।

২ সমাজ উন্নয়ন—যথা শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধূলা ও রাজনৈতিক সচেতনতার অগ্রগতি।

৩ স্বাস্থ্য উন্নয়ন—যথা, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির অগ্রগতি।

৪ ভৌগলিক রূপ ও বসবাসের উন্নয়ন—যথা, রাস্তা-ঘাট, পয়ঃপ্রণালী, সেচ, বন প্রভৃতির অগ্রগতি।

ক ২ গ্রামোন্নয়নের কর্মধারায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বর্তমান সমাজে পাঠ্যবস্তুই তথ্য বিতরণের সহজতম ও প্রধানতম স্থায়ী মাধ্যম। এই পাঠ্য বস্তুর সামাজিক সংগঠিত রূপ হ'লো গ্রন্থাগার। ফলে বর্ত-মান সমাজে প্রত্যেক দেশেই তার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই তার তথ্য সরবরাহের প্রধানতম উপায় হিসাবে দেখা দিয়েছে। কাজেই তথ্যের উপর নির্ভরশীল সর্ববিধ উন্নয়নে কর্মধারার সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাছ থেকে এই সেবা পেতে হলে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগারগুলি এই দায়িত্ব পালনে সক্ষম কিনা এবং যদি সক্ষম না হয় তার অক্ষমতার কারণ কি এবং সে অক্ষমতা দূরীকরণের উপায় কি তা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

খ গ্রামাঞ্চলে গ্র   লির বর্তমান অবস্থা

খ ১ সাংগঠনিক অবস্থা

পরিচালনার দিক থেকে দেখতে গেলে তিন ধরণের গ্রামীণ গ্রন্থাগার রয়েছে—

১ সরকারী স্পনসর্ড গ্রন্থাগার।

২ সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার—যদিও সে সাহায্য অনিয়মিত এবং অপর্যাপ্ত।

৩ সম্পূর্ণ বেসরকারী।

গ্রন্থাগারগুলির একটি অংশ ১৯৬০ সালের সমিতি পঞ্জীভুক্তি আইন অনুসারে রেজেষ্টিকৃত। অধিকাংশ গ্রন্থাগারগুলিরই রেজিষ্ট্রেশন নাই। উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত কোন গ্রন্থাগারের উপরে পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই। পরিচালকবর্গ সর্বক্ষেত্রেই বে-সরকারী। গ্রন্থাগারের উপর সামাজিক দরদ বহুলাংশে মৌখিক এবং আবেগভিত্তিক। বর্তমান সমাজে জনসাধারণের মধ্যে তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান বিতরণের জন্ত যে গ্রন্থাগারের বিকল্প নাই এ অনুভূতি এখনও সর্বজনীন নয়। ফলে গ্রন্থাগারের পরিচালন সম্বন্ধে সরকার বা সমাজের নেতৃবৃন্দ কিছু কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে উদাসীন।

পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ গ্রন্থাগারই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। গ্রন্থাগারগুলি সেখানকার জনসাধারণের উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত। সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই এরা পরিচালিত হওয়ায় এদের মধ্যে অর্থের অভাব হওয়া স্বাভাবিক। কর্মীর অভাব পূর্বে এত প্রকট ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেওয়ায় বিনা পারিশ্রমিকে খাটবার জন্ত উদ্বৃত্ত সময় ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। ফলে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর অভাবও তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ফলে এক দলের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হয় সোজা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নয় তো অর্ধবিলুপ্ত অবস্থায় কালাতিপাত করছে। এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলির পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার প্রচেষ্টাও যেমন পরিলক্ষিত হয় আবার সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

খ ২ কর্মধারার বর্তমান রূপ

গ্রন্থাগারগুলির পরিসেবার দিকগুলি লক্ষ করলে দেখা যায় যে প্রধানতঃ বই, পত্র-পত্রিকাই এদের লেনদেনের বস্তু। গল্প উপন্যাস প্রভৃতি দিয়েই অধিকভাবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ জনসাধারণের আনন্দ বিধানের একটি দিক এরা প্রধানত রক্ষা করে। এরা রেডিও, প্রদর্শনী, বক্তৃতা প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সাধারণভাবে খবরাখবর ছড়ানোর প্রচেষ্টা করে থাকে। গ্রন্থাগারগুলির তথ্য সরবরাহের ভূমিকা খুবই নগণ্য, এবং সেভাবে পরিকল্পিতও নয়। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাপনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারগুলি এখনও প্রতিষ্ঠিতও নয় স্বীকৃতিও নয়।

খ ৩ গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষার মান

গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হয়—স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের দ্বারা। এই সেবার মনোভাবও আবেগভিত্তিক; সামাজিক উপলব্ধিভিত্তিক নয়। এই সেবায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীর আবশ্যিকতার ধারণা ব্যাপক নয়; সুস্পষ্টও নয়। এই স্বেচ্ছাসেবীর বেশীর ভাগেরই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা নেই। নিজের নিজের জীবনের আর্থিক সঙ্কটের জন্ত এরা সতত্তই পরিবর্তনশীল। ফলে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রসূত ধারণাও অনেক ক্ষেত্রেই সহজলভ্য নয়। স্পনসর্ড গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রাথমিকভাবে শিক্ষিত কর্মী আছেন আর আছেন সাইকেল পিওন। অধিকাংশই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত ও রহড়ার ২৪-পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট মানের শিক্ষালাভ করেছেন। বই লেনদেন, অনুলয় সেবা প্রভৃতি প্রভৃতির কিছু ধারণা ছাড়া অন্ত ধরণের পরিসেবার শিক্ষণের প্রচলন এই স্তরে শিক্ষণসূচীতে না থাকায় এদের কাছে উন্নতর সেবার আশা করাও চলে না।

গ তথ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন

গ ১ তত্ত্বগত আলোচনা

গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা সরকারী আমলাতন্ত্রের পুরানো কাঠামোর সঙ্গে জড়িত। ফলে এ কর্মধারা ব্যাপকতার এবং গভীরতার অভাবে সীমিত।

এর প্রতিফল স্বরূপ উপযুক্ত তথ্যের অভাবে জনসাধারণ বহুতর সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। জনসাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে বিভিন্নধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ তথ্যসমস্যা অর্থাৎ ঠিকসময়ে সঠিক তথ্য না পাওয়া। এদিক থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগার উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে (১৮)। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে পুরানোদিনের উত্তরাধিকার নিয়ে গ্রন্থাগারই এখনও চিত্তবিনোদনমূলক বইপত্র লেনদেন ছাড়া অন্য বিষয়ের তথ্য সরবরাহে একান্তই অপারগ। অবশ্য এ ভূমিকা এক্ষেত্রে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। একারণে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ গ্রন্থাগারকে সামাজিক ও আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডে গ্রন্থাগারের অংশগ্রহণ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। বিগত কয়েকটি গ্রন্থাগার সম্মেলনে এই বিষয়গুলি নানাভাবে উত্থাপিত হয় (১৩) (১৪) (১৫) (১৬)। বিশেষ করে ১৯৭৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৩০ শতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এই বিষয়ে আলোচনার অবকাশ ঘটে (১৩)। পরবর্তীকালে উত্তর ২৪-পরগণা জেলা গ্রন্থাগারে (বহড়া) গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণ শিবিরে কি কি ভাবে তথ্য সরবরাহ করা যায় এ বিষয়ে আলোচনা করেন সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, (৩০)। পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রতিক কালে তথ্যবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার সূত্রপাত ঘটায় গ্রামোন্নয়নে তথ্যের ব্যবহার, প্রয়োগ ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ ২ আশানুরূপ অংশগ্রহণে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অসুবিধা

যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভার শুধুমাত্র বিনোদন বিষয়ক বইপত্র দ্বারা অধিকভাবে প্রভাবিত এবং ঐ বিষয়ক সাহিত্যই ব্যবহৃত তা ছাড়া গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলির প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা সেখানে গ্রামের উন্নয়নে গ্রন্থাগারের অংশগ্রহণকরা আপাতদৃষ্টিতে শুধু দুরূহ নয় এমন কি অসাধ্য বলেও মনে হতে পারে।

গ ৩ প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের আবশ্যিকতা

কিন্তু গ্রন্থাগারকে প্রকৃত অর্থে জনসাধারণের গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করতে গেলে আমাদের দেশে এই গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থকেন্দ্রিকতার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করার কথা বিবেচনা করতে হবে। গ্রন্থাগারগুলিকে অবশ্যই তথ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বিকশিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 'গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা'র অর্থই হলো গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্যকেন্দ্রে রূপান্তরিত করণ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে তথ্যের ব্যবহারবৃদ্ধি জীবন-যাপনের মানোন্নয়নের পরিচায়ক। কারণ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিশ্চয়তা কমে যায় অনেকখানি। এই বিষয়টি উপলব্ধি করেই বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি তথ্যসংগ্রহে গুরুত্ব আরোপ করে এবং অর্থব্যয় করে।

গ ৪ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্য ব্যবস্থার বিবর্তনের স্বরূপ

এক্ষেত্রে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্যকেন্দ্রের প্রবর্তন বলতে বর্তমান সাহিত্য বিষয়ক বই, পত্র-পত্রিকার প্রবলতর প্রভাব কমিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ পত্র-পত্রিকার প্রভাব বৃদ্ধিকরা যাতে সে অঞ্চলের জনসাধারণ তাদের জীবনে তথ্যের ব্যবহার বাড়িয়ে গ্রামের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিকের উন্নয়ন বা অগ্রগতি ঘটাতে পারেন। তথ্য ব্যবস্থার প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ মানে এই নয় যে গল্প উপন্যাসকে গ্রন্থাগার থেকে পরিহার করা হবে; সেটা উচিতও নয় কারণ পাঠাভ্যাস সৃষ্টিতে এবং সম্প্রসারণে এই বিষয়ক বই পত্রের প্রগতিমূলক ভূমিকা বর্তমান। এক্ষেত্রে শুধু এ ধরণের পাঠ্যবস্তুর প্রবলতর ভূমিকা হ্রাস করে—তথ্যসমৃদ্ধ বই পত্রের ও অন্যান্য তথ্য মাধ্যমের আহরণ ও ব্যবহার বৃদ্ধি ঘটানোই মূল লক্ষ্য। এতে গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা ও ভিত্তি একই সঙ্গে ব্যাপক হওয়ার এবং দৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্য ব্যবস্থার প্রয়োগে বাধা রয়েছে বহু। এই বাধাগুলি কি সেগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত

হয়েছে ফণিভূষণ রায় ও সুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে। (১৩)

ঘ গ্রামীণ তথ্য ব্যবস্থার রূপ

ঘ ১ উদ্দেশ্য

গ্রামীণ তথ্য সংস্থা হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা গ্রামের জীবনযাপনের জন্য এবং যে যে সংস্থা ঐ গ্রামের বিভিন্ন ধরণের কর্মধারায় অংশগ্রহণ করে তাদের প্রয়োজনের উপযোগী যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের ব্যবস্থা করবে এবং তার ব্যবহার বাড়ানোর জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঘ ২ গ্রামের অঙ্গ বা উপাদান

উদ্দেশ্য যদি গ্রামোন্নয়ন হয় তবে সেই গ্রামের বিভিন্ন অঙ্গ বা উপাদান সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ সে সম্পর্কে যথোচিত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। যেমন—

২১ প্রথমে গ্রামের ভৌগলিক সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে তার যে অঙ্গরূপ ধরা পড়ে তা হলো, কৃষিজমি, বন, পুষ্করিণী, নদী, রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, বাজার হাট এবং যাবতীয় বস্তু (প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম) যা থেকে সেখানকার মানুষ তার পণ্য সৃষ্টি করে। সম্পদ সৃষ্টি করে, ব্যবহার করে এবং নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে।

২২ সেই গ্রামের জনসাধারণের বিশ্লেষণ করলে যা ধরা পড়ে তা হল—

১ কৃষক, কৃষক সমিতি: যারা কৃষি বিষয়ক তথ্য, পশুপালন, কৃষক আন্দোলন, রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে আগ্রহী।

২ শিল্প [যথা—হস্ত, কুটির, ক্ষুদ্র প্রভৃতি]: যারা উৎপাদন ব্যবস্থা, কাঁচামাল, ব্যবসায়, দরদাম, ক্রেতা বা বিক্রেতার নামধাম প্রভৃতি নানা বিষয়ে তথ্য ব্যবহার করেন।

৩ ব্যবসায় বা ব্যবসায়ী সংস্থা, সমবায় সংস্থা; উপরোক্ত তথ্য সম্পর্কে আগ্রহী।

৪ ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী: এরা শিক্ষা বিষয়ক তথ্য আহরণে ও ব্যবহারে উৎসাহী।

৫ গৃহকর্মী নারী, পুরুষ, কর্মপ্রার্থী: তবে অন্যান্য নানাবিধ বিষয় সহ পশুপালন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য আহরণ করতে পারেন—বেশীর ভাগই বিনোদনমূলক সাহিত্যে আগ্রহী।

৬ বিভিন্নভাবে কর্মরত নারীপুরুষ যেমন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল কর্মী, যাজক, পুরোহিত, বাজনদার, নাপিত, ধোপা, মেথর প্রভৃতি।

গ্রামের তথ্য ব্যবহারকারীদের স্বরূপ নিপুণভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন প্রারম্ভিক স্তরেই; তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রকৃতি ও তথ্য ব্যবহারের ধারা জানার জন্য তাদের চাহিদার প্রকারভেদ অনুসারে বর্গীকৃত করাও প্রয়োজন।

২৩ গ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যথা স্বায়ত্ত শাসন সংস্থা, ব্লক উন্নয়ন সংস্থা, তাদের পরিচালকবর্গ ও কর্মী।

২৪ ব্যাংক ও অর্থনৈতিক সংস্থা, পরিবহন সংস্থা, যোগাযোগে নিযুক্ত সংস্থা, প্রচার সংস্থা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংস্থা প্রভৃতি।

২৫ ভিত্তিশনাল, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের সংস্থাগুলি যারা সাধারণতঃ দেশের/রাজ্যের স্বল্প, মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় রত, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি।

উপরোক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলি কোন না কোনভাবে গ্রামের কর্মকাণ্ডের সংগে সংশ্লিষ্ট। একদিকে গ্রামের জনসাধারণের এদের সম্পর্কে তথ্য যেমন প্রয়োজন অপরদিকে ঐ সংস্থাগুলিরও গ্রাম সম্পর্কিত নানা বিষয়ের তথ্যের প্রয়োজন। গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা তথ্য ব্যবস্থা এদের মধ্যে তথ্য প্রবাহের অন্যতম সংস্থা হিসাবে কাজ করবে।

৩ তথ্য ব্যবহারের ধারা ও তথ্যের চাহিদা

উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেকটি মানুষ, গোষ্ঠী ও সংস্থা যাই হোক না কেন প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ করে এবং ব্যবহার করে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব তথ্য সংগ্রহের

ধারা ও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সে ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। এজন্য গ্রন্থাগার কর্মীরা উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাগুলির তথ্য ব্যবহারের ধারা সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। মনে রাখা প্রয়োজন কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতাই তথ্য ব্যবহারের ধারা ও বিষয়ের বিভিন্নতা আনে। তথ্যের চাহিদার ধরণের মধ্যেও বিভিন্নতা বর্তমান।

ঘ ৩১ তথ্যের চাহিদা নির্ধারণের উপায়

গ্রামীণ জনসাধারণ বা তথ্য ব্যবহারকারীদের তথ্যের চাহিদা মূলতঃ তিন ধরণের হতে পারে ১) পেশাগত ২) নেশাগত ৩) প্রয়োজনভিত্তিক (পেশা ও নেশা বাদে)।

পেশাগত চাহিদাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পেশার উপাদানগুলিকে জানা দরকার যেমন ক) পেশার প্রয়োজনীয় প্রাথমিক রসদ, তার যোগানদার, যোগানের দর, যোগানের শর্ত ইত্যাদি খ) রসদকে সম্পদে রূপান্তরিত করবার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলাদি এবং কৌশল প্রয়োগের উপযোগী সহায়ক দ্রব্যাদি গ) রূপান্তরিত সম্পদের বিক্রয় করার জন্য ক্রেতা, ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি, রূপান্তরিত সম্পদের নানা ধরণের ব্যবহার প্রভৃতি। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি সবরকম পেশার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রত্যেকের মধ্যেই একটি পেশার মানুষের সঙ্গে একটি নেশার বা সখের মানুষও লুকিয়ে থাকে। এই সখেরও একই ধরণের নিপুণ বিশ্লেষণ করা দরকার এবং করা সম্ভবও। এই পেশা বা নেশা দুটিকে অতিক্রম করে মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা। তাকেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা যায় তার চাহিদার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য। এই বিশ্লেষণ ব্যক্তিগত মানুষের জন্যও সত্য, আবার গোষ্ঠীগত মানুষের জন্যও সত্য। প্রতিক্ষেত্রেই তথ্য চাহিদার জ্ঞাপকদের পরিমাপক ওই বিশ্লেষণকে অনেকদূর পর্যন্তই চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু তা কতদূর পর্যন্ত বর্তমানে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন তা স্থির করতে একটি সাধ্যমত বিশদ ও নিপুণ সমীক্ষার প্রয়োজন। কাজের পদ্ধতি বা পরিমাপ নির্ধারণের জন্য সমীক্ষার প্রয়োজন আছে ঠিকই কিন্তু মোটামাপের কাজ মোটামাপের সমীক্ষার সাহায্যেই শুরু করা যায়।

ঙ গ্রামাঞ্চলের তথ্য সরবরাহের বর্তমান অবস্থা

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন, উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহনের প্রসার, উন্নততর জীবনযাপনের আগ্রহ প্রভৃতি কারণে স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের মধ্যে তথ্য ব্যবহারের পরিমাণ বেড়েছে এ অনুমান যেমন করা যায় অপর দিকে বিভিন্ন ধরণের তথ্যের চাহিদাকে মেটানোর জন্য বহু ধরণের তথ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থাও দেখতে পাওয়া যায়। তথ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সেগুলির বিশদ অনুশীলন করা সময়সাপেক্ষ; এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণাও প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে যে তথ্য মাধ্যমের ব্যবহারের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হলো—

১ রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা ও অন্যান্য সরকারী বে-সরকারী প্রচার ব্যবস্থা।

২ স্কুল, কলেজ, গ্রন্থাগার, শিক্ষক সম্প্রদায় প্রভৃতি।

৩ ক্লাব আড্ডা, খবরের কাগজ, পুকুরঘাট, চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি।

৪ মেলা, প্রদর্শনী ব্যক্তিগত পরিদর্শন, বাজার, হাট, সভা সমিতি ইত্যাদি।

৫ ব্যাংক, সমবায় সমিতি, ব্যবসায়িক সংস্থা ইত্যাদি।

৬ রাজনৈতিক দল পেশাগত সংস্থা যেমন কৃষক সভা, মহিলা সমিতি, যুবকেন্দ্র প্রভৃতি।

৭ ব্লক উন্নয়ন, আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রভৃতি সংস্থা, গ্রাম সেবক, সমাজশিক্ষা সংগঠক ইত্যাদি।

৮ ডাক্তার, কবিরাজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ওঝা প্রভৃতি।

৯ ধর্মীয় সংস্থা, পূজাপার্বণ, ধর্মীয় ব্যক্তি প্রভৃতি।

১০ অন্যান্য।

উপরোক্ত ব্যক্তি, সংস্থা প্রভৃতি যাই হোক না কেন এদের মাধ্যমেই গ্রামের তথ্য প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে

চলছে। তবে এর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না থাকায় তথ্য প্রবাহের কোন সমতা নেই।

এই সমস্ত তথ্য বিতরণের ধারাগুলিকে আয়ত্তে এনে সংগঠিত ও সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজনমত ব্যাপকভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করাই গ্রন্থাগারের আসল কাজ। তবে একাজ যথেষ্ট চিন্তাসাধ্য ও শ্রমসাধ্য। রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলি কর্তব্য পালনে এখনই কতদূর যোগ্য তার বিচার সাপেক্ষ। এ কাজ গ্রহণে সম্ভাব্য বাধা বা অসুবিধা কি কি তাও বিবেচ্য।

রায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩) যে যে বাধাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি হলো—

১ গ্রন্থাগারের সংখ্যাল্পতা।
২ আর্থিক অনুদান।
৩ সংকীর্ণ সামাজিক সেবা।
৪ চাঁদা ও টাকা জমা রাখার বাধা।
৫ সংগঠনের অভাব।
৬ সংঘবদ্ধতার অভাব।
৭ উপযুক্ত কর্মীর অভাব।

উপরোক্ত সমস্যাগুলি ছাড়াও চারটি মূল সমস্যা রয়ে গেছে সেগুলির বিবেচনা করাও প্রয়োজন। সেগুলি হলো—

১ প্রয়োজনীয় তথ্যের, মাতৃভাষায় তথ্য মাধ্যমের এবং সেই মাধ্যম ব্যবহারের অসুবিধা।
২ উপযুক্ত পরিমাণের তথ্যের/বইপত্রের অভাব।
৩ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার/তথ্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের অসুবিধা।
৪ তথ্য সরবরাহ সংস্থাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের অসুবিধা।

চ ১ প্রয়োজনীয় তথ্যের তথ্য মাধ্যমের ও মাধ্যম ব্যবহারের অসুবিধা

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তথ্যের অভাব ঘটেছে একথা বলা হাস্যকর। প্রধান অসুবিধা হলো প্রয়োজনের সময় সঠিক তথ্য না পাওয়া। গ্রামীণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্যের (যা বহুসংখ্যক স্থানে বিক্ষিপ্ত রয়েছে) সেগুলিকে একত্রিত করার বিষয়টি একমাত্র করণীয়। তথ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দুই ধরণের তথ্য উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।

১ অক্ষরভিত্তিক তথ্য উৎস (Documentary Sources of Information) যেমন: বই, পত্র-পত্রিকা, আলোচনা সমালোচনামূলক লেখা ইত্যাদি।
২ ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক (Human and Institution Sources of information)

একটি গ্রামের গ্রন্থাগারে সেখানকার জনসাধারণের চেতনা ও তথ্য ব্যবহারের মাত্রাকে লক্ষ রেখে বিভিন্ন ধরণের তথ্য উৎসের ব্যবহার সংগত। যেমন শিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে বইপত্রের তথ্য পাঠ্যবস্তুর উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়া দুরূহ নয় কিন্তু নিরক্ষর জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন ধরণের তথ্য উৎসের ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্যকে মৌখিক আলোচনা দ্বারা পরিবেশন করাই অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

চ ২ পশ্চিমবঙ্গে পুস্তক প্রকাশনের ধারা

গ্রন্থাগারগুলির কর্মকাণ্ড বই, পত্র-পত্রিকা ভিত্তিক। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ তথ্য যা গ্রামের প্রয়োজনে লাগতে পারে তার অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ। বাংলা তথা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় তথ্য সমৃদ্ধ বই, পত্র-পত্রিকা অনেক কম। একটি সরকারী হিসাব থেকে দেখা যায় যে ১৯৭৬-৭৭ সালে মোট বাংলা বই পাওয়া গেছে ১৩৩৯ (টাইটেল)। এর অর্থ হলো প্রতি ১১০০০ সাক্ষরের জন্য বছরে একটি বই ছাপা হচ্ছে। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় জাপানে প্রতি ২৯১০ জন নাগরিক একটি করে বই পায়। তাছাড়া ১৯৭৬-৭৭ সালের বইয়ের বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জেনারেল ও বিবিধ বিষয়ক বই—১৮, দর্শন—৪৪, ধর্ম ১২৬, সমাজবিদ্যা (শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি)

১০৩, ভাষা—২৬, বিজ্ঞান—৩৮, প্রযুক্তিবিদ্যা—১৬, ললিতকলা ও খেলাধূলা—৫৩ সাহিত্য ৬৫১ ইতিহাস, ভূগোল, জীবনী—২৫৮। এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে বাংলা বইয়ের মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক সাহিত্য বিষয়ক বই যার মূল লক্ষ্য চিত্ত বিনোদন, প্রত্যক্ষরূপে জাতিগঠনে সহায়ক নয় (৮)।

গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অকুলান থাকায় এবং নিরক্ষরতা জনিত অসুবিধা ব্যাপক হওয়ায় প্রকাশিত তথ্যও সংগ্রহে অসুবিধা থাকছে এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ও প্রসারের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারী দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রচার সংস্থাগুলি হতে যে সকল পুস্তিকা, চার্ট, প্যামফ্লেট, রিপোর্ট বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রকাশিত হয়ে থাকে সেগুলিও বহুক্ষেত্রে জনসাধারণের আয়ত্ত ও ব্যবহারের বাইরে থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে যেমন তথ্যবাহী সামগ্রীর অভাবে গ্রামীণ জনসাধারণের অসুবিধা; অপরদিকে যাও বা প্রকাশিত হচ্ছে তারও সামগ্রিক ব্যবহারের অসুবিধা বর্তমান রয়েছে।

এই উভয়বিধ বাধা অপসারণের জন্য বিভিন্ন স্তরে সমস্যার সুস্পষ্ট উপলব্ধি দরকার এবং ত্রুটিহীন পরিকল্পনা ও কর্মধারা গ্রহণও প্রয়োজন।

গ্রামীণ গ্রন্থাগার তথা তথ্যকেন্দ্রের কর্মীদের, সরকারী স্তরের পরিকল্পনাকারীদের এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকা যেমন প্রয়োজন অপরদিকে উপযুক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে সেগুলির উন্নয়ন, প্রসার ও প্রয়োগ ঘটানোর প্রয়োজন।

চ ৩ উপযুক্ত পরিমাণের তথ্যের অভাব

গ্রামের উন্নয়নের প্রয়োজনে লাগে এমন তথ্যসম্ভার একটি মাত্র বিষয়কেন্দ্রিক নয়। বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য প্রয়োজন। এটি ব্যাখ্যা করে বলাই ভালো। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বা অধ্যাপক প্রভৃতি ব্যক্তিদের অধিকাংশ কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের (Discipline) উপর নির্ভরশীল। দুই বা ততোধিক বিষয়ের ব্যবহার কম। অপরদিকে একজন ব্যবসায়ীর যে তথ্যসম্ভার প্রয়োজনে লাগে সেগুলি বহু-বিষয় সম্পর্কিত (Multi-disciplinary)। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভার গড়ে তুলতে গেলে এগুলি মনে রাখা প্রয়োজন। একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার গ্রামোন্নয়নের সহায়ক হতে গেলে কখনই একটি মাত্র বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারবেন না। তাঁদের সেই গ্রামের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সমদৃষ্টি প্রয়োগ করতে হবে এবং এমন ভাবে গ্রন্থসম্ভারের গঠন করবেন যার দ্বারা সেই গ্রামের সামগ্রিক প্রয়োজন মেটে।

আমাদের দেশে প্রকাশিত গ্রন্থ-সম্ভারে এখনও সাহিত্য বিষয়ক। পাঠ্যপুস্তক জাতীয় বই-পত্রই অধিক স্থান দখল করে আছে। (৯)। ফলতঃ উৎপাদনভিত্তিক, ব্যবসায় ভিত্তিক, ও জীবনের প্রয়োজনে ব্যবহার্য বিষয়গুলির উপর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা যে কম তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই ধারা নতুন নয়, বিগত দুইশত বৎসর ধরে অব্যাহত রয়েছে। (৮)। বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিসাব থেকে জানা যায় যে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত অনুবাদের সংখ্যা ৫৭ (সাহিত্য বাদে)। এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত হলো (১) জীবনের ভাষা হতে পারে নি বলেই একশ বছরেও বাংলা বই একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। "শিক্ষা সংস্কৃতি ও চিত্ত বিনোদনের জন্য সাহিত্য গ্রন্থের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সাহিত্য যদি জীবনের অন্য বিভাগকে আচ্ছন্ন করে তাহলে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয়। সমাজবিদ্যা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বই আমাদের বেশী প্রয়োজন। (৯)।

প্রকাশক মহলের বক্তব্য—সাহিত্য বাদে অন্য বিষয়ের বাজার কম। যদি একথা সঠিক হিসাবেও মেনে নেওয়া যায় তবে অবশ্যই এর সমাধান মেলে গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। গ্রন্থাগারকে তথ্যকেন্দ্রে পরিণত করার সার্থকতার মধ্যে রয়েছে নতুন নতুন বিষয়ের তথ্যবাহী সামগ্রীর প্রকাশনের সম্ভাবনা।

দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর মধ্যে অবশ্যই এমন ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন যাতে নতুন তথ্যের পরিবহনের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা থাকে। স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচীর মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্পগুলির তথ্যবাহী বস্তুগুলি যাতে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত তথ্যের প্রয়োগ/ব্যবহার বাড়ানো যায় তার সূত্রপাত ঘটানো সম্ভব। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন সরকারী বিভাগের প্রচারবস্তু তথ্যনিষ্ঠভাবে এবং সদ্য সাক্ষরদের উপযোগী আঙ্গিকের মাধ্যমে পরিবেশন করতে পারা হয়ত অসম্ভব নয়। এ ছাড়া স্থায়ী প্রকাশন ব্যবস্থা থাকলে এবং বিক্রয়ের গ্যারান্টি থাকলে কোন প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের অবশ্যই তথ্যনিষ্ঠ বস্তুর লেখা, সম্পাদনা ও অনুবাদে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বই, পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা, সম্পাদনা, অনুবাদ ও পরিবেশন প্রয়োজন। বলাবাহুল্য এই তালিকায় ইঙ্গিতটুকু দেওয়া হয়েছে মাত্র। এ সমস্যা বিস্তারিতভাবে বুঝতে গেলে প্রয়োজনমত সমীক্ষা করার প্রয়োজন। যে যে বিষয়ের তথ্য সংগ্রহে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের আগ্রহশীল হওয়া সম্ভব সেগুলি হলো—

১ অর্থনৈতিক তথ্য যথা : বাজার, বিপনন, ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদান সংস্থা প্রভৃতি।
২ উৎপাদনভিত্তিক তথ্য যথা : কৃষি (জমি, বীজ, সার, লাঙল, সেচ, উৎপাদন সম্পর্ক প্রভৃতি) ; শিল্প (কাঁচামাল, যন্ত্র প্রভৃতি) ; গরু, মোষ প্রভৃতি উৎপাদনের বিভিন্ন ধরণের সহায়ক ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ, ব্যবহার, বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য।
৩ রাজনৈতিক ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি।
৪ শিক্ষা, শিক্ষাসংস্থা, গবেষণা ও গবেষণা সংস্থা ইত্যাদি।
৫ খেলাধূলা, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, মাতৃমঙ্গল, চিকিৎসা সংস্থা ইত্যাদি।
৬ চাকুরী, ভ্রমণ প্রভৃতি।
৭ শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি।
৮ গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রভাবসৃষ্টিকারী প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রভৃতি।

উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও যে যে সংস্থা, ব্যক্তি এ কাজে সংশ্লিষ্ট সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দিষ্ট প্রকল্পের ভিত্তিতে যে যে সংস্থা, ব্যক্তি ও সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবিলম্বে তাদের নাম, কাজের ধরণ ও তাদের প্রকাশনগুলির সম্পর্কিত তথ্যও আয়ত্তে আনা প্রয়োজন।

চ ৪ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের অসুবিধা

চ ৪১ বর্তমানের গ্রন্থাগারকর্মীদের সীমিত অভিজ্ঞতা

বনবিহারী মোদক (১৮) গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ কর্মসূচীর ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যে গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশই স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদ্বারা পরিচালিত হওয়ায় স্থায়ী গ্রন্থাগারিকের অভাব যেমন রয়েছে অপরদিকে সরকারী ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত যে সকল কর্মী রয়েছে তাঁদেরও অধিকাংশের গ্রন্থাগার শিক্ষার মান তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার পক্ষে এখনই যথেষ্ট নয়। এ অবস্থাটা জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগার পর্যন্ত সর্বত্র প্রসারিত। তবে গুলি ব্যক্তির যতটা তার চাইতে বেশী ব্যবস্থার এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণ ব্যবস্থার।

চ ৪২ বর্তমানের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ত্রুটি

লক্ষ করলে দেখা যায় যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে বহু পুরাণো ধ্যানধারণা বর্তমান। প্রচলিত পাঠক্রমগুলি বৃহৎ গ্রন্থাগার পরিচালনা ভিত্তিক। বিদেশী বইয়ের ব্যবহার জনিত পুরাণো চিন্তার শিক্ষণ ; তথ্যবিজ্ঞানের ধ্যানধারণার অভাব, শিক্ষকদের কূপমণ্ডুকতা প্রভৃতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণ ব্যবস্থাকে এমনভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে যার ফলে গ্রন্থাগারের পরিষেবার বিষয়গুলি উপেক্ষিত হয়ে পড়েছে।

চ ৪৩ জনগণের গ্রন্থাগারের বিবর্তন

একারণে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে পাশ করা গ্রন্থাগারিক সম্বলিত গ্রন্থাগারগুলিও তার সামাজিক ভূমিকা সার্থকভাবে পালনে ব্যর্থ হতে পারে এবং সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জনগণের গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হতে না পারাও অসম্ভব নয়। সুতরাং সমস্যার সমাধান কোন পেটেন্ট ওষুধে নেই, সমাধান রয়েছে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে যে পদ্ধতির দ্বারা তথ্যের আহরণ পরিবেশন সুনিশ্চিত করা যাবে সেই পদ্ধতি উদ্ভাবনের গবেষণামূলক পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্যে। যখন আশু কর্মধারা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে তখন স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনায় কর্মরত কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মপদ্ধতির এবং কিছু কিছু তত্ত্বগত ধারণার সাধামত পরিবর্তন প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় নূতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ কর্মীদল সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনও প্রয়োজন, উপযুক্ত কর্মধারা গ্রহণও প্রয়োজন।

চ ৫ তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের অসুবিধা

চ ৫১ অন্যান্য সংস্থাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান

গ্রন্থাগার ছাড়াও যে সকল সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, বিভাগ ও ব্যক্তি প্রভৃতি তথ্য সরবরাহ করে থাকেন তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা আশু কর্তব্য। মাছের চাষ সম্পর্কে আকাশবাণী যে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রচার করেছিলেন তার মুদ্রিত বিবরণটি 'বেতারজগৎ' এর মারফত প্রচার করা যেমন যায় আবার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ যথা প্রচার বিভাগ, কৃষি ও স্বাস্থ্যবিভাগের প্রচারবস্তু এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করানোও অসম্ভব নয়। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংযোগ বিধান আদৌ অসুবিধা হবে না। উপযুক্ত মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে গেলে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, চাষী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, মধ্যবিত্তকে প্রত্যেকের প্রয়োজনমত তথ্য সরবরাহ করে তাদের জীবনের অনিশ্চয়তা অনেক কমিয়ে আনা যায়

চ ৫২ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতার অভাব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু এখন পর্যন্ত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অসংগতি দূরীকরণ ও গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন। বহু কথিত ও বহু আলোচিত বিষয়গুলি বারে বারে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে—এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

তবে একথা মনে রাখা দরকার যে গ্রন্থাগার আইন একটি সর্বরোগহর কোন দাওয়াই নয় বা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারকর্মীর মুক্তি নয়। আমাদের দেশে চারটি প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে কিন্তু তার ফলে সেই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করে জনসাধারণের মধ্যে তথ্য প্রবাহ কিভাবে হচ্ছে বা মাথা পিছু তথ্যের ব্যবহার কতটা বেড়েছে তার কোন সঠিক তথ্য আমাদের হাতে নেই।

তাছাড়া শুধুমাত্র গ্রন্থপ্রকাশ করলেই বা গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করলেই তথ্য প্রবাহ বাড়ে না—এ জন্য গ্রন্থাগারগুলির কর্তব্যের সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশ গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ গ্রন্থাগার আইন শুধুমাত্র গ্রন্থাগারকর্মীদের নয়—গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার পরিচালক, সরকার ও গ্রাহক সবাইকে নিয়েই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য আইন থাকা সত্ত্বেও জাতীয় গ্রন্থাগারে আমাদের দেশে প্রকাশিত বই জমা পড়ে না; শাস্তির ভয়েও নয়। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশগ্রহণই হলো আসল কথা।

গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কিত অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাকে বিচার বিবেচনা করাও অবশ্য প্রয়োজনীয়। কারণ গ্রন্থাগার আইনের মধ্যে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন—পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনাই গ্রন্থাগার আইনের মূল বক্তব্য। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনলেই গ্রন্থাগারগুলি পাঠককে তথ্য

সরবরাহ করবে বা তাদের পরিসেবার রূপান্তর ঘটবে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিগত কয়েক বছরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। তথ্যবিজ্ঞান, কম্পিউটার, কর্মভিত্তিক তথ্যের চাহিদা, জাতীয় তথ্য পরিকল্পনা প্রভৃতির ফলে সমগ্র বিশ্বের উৎপন্ন তথ্য সমভাবে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা শুরু হয়েছে—এগুলির প্রভাব আগামী দিনে সাধারণ গ্রন্থাগারে পড়বেই। আমাদের দেশে এর প্রভাব অনুভূত হতে সময় লাগবে ঠিকই কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

সুতরাং গ্রন্থাগার দ্বারা গ্রামোন্নয়ন প্রভাবিত করতে গেলে গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করতে গেলে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা একান্ত আবশ্যক।

ছ কর্মসূচী ইতিপূর্বে যে সমস্ত অসুবিধাগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি দূরীকরণের জন্য নিম্নলিখিত দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচী আলোচনার জন্য পেশ করা হলো।

ছ ১ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা পত্তনের স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা

যে কোনও কাজে স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ থাকে একটি প্রাথমিক লক্ষে পৌছানোর উপযোগী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ। স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা উপস্থিত অবস্থাকে এবং উপস্থিত কর্মপদ্ধতিকে স্বীকার করে রচিত হয়। এর প্রয়োগে আপোষমূলক অদল বদলের প্রাধান্য থাকে।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ থাকে প্রয়োজনমত ব্যাপক অদল বদলের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করা। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আপোষের ভূমিকা এখানে একান্তই নগণ্য বা অপ্রধান।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে তথ্য সরবরাহের সাধক হাতিয়ার করার জন্য কতকগুলি আপাতদৃষ্টির আপোষভিত্তিক স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনার যেমন দরকার, কতকগুলি গভীর এবং ব্যাপক পরিবর্তন আনার জন্য কিছু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনারও তেমনি দরকার। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার লক্ষ হবে বর্তমান গ্রন্থাগার কাঠামোর মধ্যে অল্প স্বল্প পরিবর্তন এনে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার সৃষ্টি করা বা পত্তন করা। এর জন্য প্রয়োজন :

১ আদমসুমারীর রিপোর্ট, District Census Hand Book এবং Lead Bank Scheme Survey প্রভৃতির সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের তথ্যের চাহিদার কাঠামো তৈরী করা।

২ ঐ তথ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রকাশিত পুস্তক পুস্তিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা; যে যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিভিন্ন তথ্যের উৎস হতে পারেন তাঁদের খোঁজ রাখা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যোগাযোগ করে তথ্য সরবরাহকে সুনিশ্চিত করা।

তথ্য সরবরাহকে নিপুণ ও বাধাহীন করার জন্য রাজ্য স্তরে রেপ্রোগ্রাফিক ইউনিটের ব্যবস্থা করা দরকার।

৩ সংগৃহীত তথ্যকে অল্প ব্যয়ে সংগঠিত করে রাখার কৌশল গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের শেখানোর জন্য হাতে কলমে কাজ করার ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা। ঐ উদ্দেশ্যে জেলাভিত্তিক এবং ব্লক ভিত্তিক শিবির শিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার।

৪ সংগৃহীত তথ্যাদির ব্যবহার সহজ করার জন্য সহযোগী কর্মধারা গ্রামাঞ্চলে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহারে জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের প্রাথমিক বাধা নিরক্ষরতা। নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে জীবনে সাক্ষর হওয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে সুস্পষ্ট হতে পারে তথ্য সংগ্রহের সময়ে। সাক্ষরতার অভিযান গ্রন্থাগার তথা তথ্যভাণ্ডারের কেন্দ্র করে পরিচালিত হলে সুফল লাভের সম্ভাবনা সর্বাধিক।

তথ্য উৎসের সন্ধান, তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য পরিবেশন—এই তিনটি বিষয়ই গ্রামীণ গ্রন্থাগারে প্রযোজ্য স্বল্প আয়াস-

সাধ্য, কমখরচে করা সম্ভব এমন ধরণের তথ্য পরিবেশনের পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রয়োজন। এ কাজের দায়িত্ব গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গবেষকদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার যে পদ্ধতিতে তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব গ্রামাঞ্চলে তার হুবহু প্রয়োগ সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। বিজ্ঞান কলেজে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গবেষকদের মতামত নিয়ে দেখা গেছে যে ১৮টি তথ্য পরিবেশন পদ্ধতির কোন না কোন ভাবে চাহিদা রয়েছে। কিন্তু একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় খুব কম করেও তার আট দশটি কোন না কোন ভাবে প্রয়োগ করার খুব অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। সেগুলি হলো—

১ Newspaper clippings
২ Newsbrief
৩ Referral service
৪ Reference service
৫ Select List of Books
৬ Technical Notes
৭ Technical Enquiry Service
৮ Translation Service
৯ Literature Search
১০ Reprographic Service

উপরোক্ত তথ্য পরিবেশনের পদ্ধতিগুলিই গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক করবেন এমন নয় কিন্তু উচ্চতর গ্রন্থাগার যথা জেলা গ্রন্থাগার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় সেগুলিতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব।

ছ ২ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা দৃঢ়মূল করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ হলো কর্মধারার ভিত্তিকে যুক্তি ও তাত্ত্বিক চিন্তায় সমৃদ্ধ করে তোলা এবং অগ্রগমনের গতিকে স্থির ভাবে লক্ষাভিমুখী করে তোলা। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাকে আরও ব্যাপক, গভীর এবং নিপুণ করে গড়ে তোলার জন্ম ঐ পরিকল্পনার প্রত্যেক কর্মসূচীতেই যুক্তি তত্ত্ব এবং তথ্যের আরও ব্যাপক, গভীর এবং নিপুণ প্রয়োগ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্ম পরিকল্পনায় কয়েকটি গবেষণামূলক কাজের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যেমন—

১ যে কোন অঞ্চলের চাহিদা জানার জন্ম পাঠক। গ্রাহক, অ-গ্রাহক সম্পর্কিত গবেষণা। (ঐ গ্রামের মধ্যে তথ্য ব্যবহারকারী কারা? কোন কোন ব্যক্তি গ্রন্থাগারে আসেন তাদের তথ্য ব্যবহারের ধরণ কি? যাঁরা আসেন না কেন? কোন কোন বিষয় সম্পৃক্ত তথ্যের চাহিদা রয়েছে

২ তথ্য সরবরাহের উৎস এবং মাধ্যমকে জানার জন্ম তথ্য উৎস সম্পর্কিত গবেষণা কি কি তথ্য তাঁরা ব্যবহার করেন, কোন বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ সৃষ্টি করা যেতে পারে। ঐ তথ্য কোথায় সৃষ্টি হয় সংগৃহীত হয়, অন্ত কোন সংস্থা ঐ ধরণের তথ্যে আগ্রহশীল, সংগ্রহও সরবরাহ করে বা অন্যান্য সংস্থাকে সাহায্য করে—যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক ইত্যাদি) ঐ সংস্থাগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্ম বা যুক্ত কর্মসূচী গ্রহণের সুযোগ কতটুকু।

৩ তথ্যমাধ্যম সম্পর্কিত গবেষণা

১ মৌখিক ২ টেলিভিশন ৩ স্লাইড ও ম্যাজিক লণ্ঠন ৪ সিনেমা ৫ প্রদর্শনী ৬ স-শরীরে প্রত্যক্ষণ (on the spot visit) আরও অন্যান্য পদ্ধতির ব্যবহার ও প্রয়োগ

৪ তথ্যবাহী বস্তুর সন্ধান ও সংগ্রহ করা। পরিবেশন পদ্ধতিতে গ্রামীণ জনসাধারণের উপযোগী করে তৈরী করা। যেমন নিরক্ষর, সগু সাক্ষর, শিশুদের উপযোগী করে মুদ্রিত বস্তুর আর্থিক সম্পর্কিত গবেষণা বা বিভিন্নভাবে বিশেষজ্ঞদের ব্যবহার করা বা বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা

৫ কেন্দ্রীয় সংস্থায় বিশ্লেষিত হওয়ার জন্ম বিভিন্ন ধরণের তথ্য সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ করণ প্রভৃতি বিষয়ে সহজ পদ্ধতির প্রণয়ন ইত্যাদি

৬ অনুন্নতদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় তথ্য পরিবেশনের পটভূমিকায় তথ্য সম্পদের এবং তথ্য উৎসের ডাইরেক্টরী প্রণয়ন প্রয়োজন। নিরক্ষর ও সগু সাক্ষরদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত মানের তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থপ্রকাশের জন্ম

প্রকাশক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী। পরিষদ এবং সরকারের যৌথ কর্মসূচী বাঞ্ছনীয়।

৭ তথ্য সরবরাহের পদ্ধতিতে উৎকর্ষ আনার

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষায়তনের পাঠ্যসূচীতে অনুন্নত দেশের পটভূমিতে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার স্বরূপ এবং পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার ব্যবস্থা থাকা দরকার। যে কোনও কর্মপদ্ধতির মূল্যায়নের জন্ত সমীক্ষা করার পদ্ধতির বিশদ আলোচনার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৮ সমগ্র তথ্য বিতরণের ব্যবস্থার কর্মক্ষমতা এবং কর্মপদ্ধতির মূল্যায়নের জন্ত—

বিবিধ শিক্ষণ পদ্ধতির পাঠক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রভৃতির এবং সামগ্রিক তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার মূল্যায়নের জন্ত নির্দিষ্ট সময়ান্তে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৯ উপস্থিত তথ্য সম্পদকে সমবণ্টনের জন্ত

রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্ত গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগার, এ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মধ্যে পুস্তক লেনদেনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা দরকার। ব্যবস্থাটি এমন হওয়া চাই যেন এই রাজ্যে যে কোন ব্যক্তি বিনা বাধায় তার প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে।

জ উপসংহার

দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলেই গ্রন্থাগার আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন আমাদের উচিত যে সম্পদ আমাদের আছে এবং সামর্থের কথা বিবেচনা করে সমগ্র গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সংবদ্ধতা আনয়ন ও কর্মপদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীদের, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠকদের ও নেতৃবৃন্দের। গ্রন্থাগারগুলির কর্মকাণ্ডের ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা আশু বিবেচ্য বিষয়। যদি এই কাজ অসমাপ্ত থেকে যায় তাহলে গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগার তার ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করতে পারবে না, জনসাধারণের জীবনের প্রয়োজনে আসবে না; তাহলে গ্রন্থাগার আইন এক পরিহাসের বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য হবে।

ঝ সহায়কপঞ্জি

অজয়রঞ্জন চক্রবর্তী

সংবাদপত্র সংরক্ষণ প্রসঙ্গে। (গ্রন্থাগার, ১৫, ৭; ১৩৭১, কার্তিক। পৃঃ ২০৮-৯)

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আধুনিক সমাজ, শিক্ষা ও গ্রন্থাগার। (গ্রন্থাগার ১৮, ১; ১৩৭৫, বৈশাখ। পৃ ৩-১১)।

অতুলচন্দ্র ভৌমিক

লোকশিক্ষায় সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার। (গ্রন্থাগার ১৭, ১০; ১৩৭৪, মাঘ। পৃঃ ৪২৮-৩২)।

অমলাংশু সেনগুপ্ত

সরকার প্রবর্তিত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা। (গ্রন্থাগার, ১৯, ৯-১০; ১৩৭৬, পৌষ-মাঘ। পৃঃ ৩১৪-২১)।

অমিতাভ বসু

বয়স্কশিক্ষা ও গ্রন্থাগার। (গ্রন্থাগার, ১৪, ৭; ১৩৭১, কার্তিক। পৃঃ ১৭৯-৮১)।

কুঞ্জবিহারী পাল

পশ্চিমবাংলার শিল্প প্রসারে সংগ্রহশালার ভূমিকা। (গ্রন্থাগার, ১৮, ৪; ১৩৭৫, শ্রাবণ। পৃঃ ১৫৪-৯)।

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ। (গ্রন্থাগার, ১৫, ৮; ১৩৭২, অগ্রহায়ণ। পৃঃ ২৬৮-৭১)।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা প্রকাশনের ধারা। (অমৃত, ১৭, ১৬; ১৯৭৭, আগষ্ট। পৃঃ ৩৪-৭)।

৯ —

বাংলা প্রকাশনের ধারা (আনন্দবাজার, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮)।

ফেলাজেনে, এমিল

বন্য যুবক। ইউনেস্কো। ১৯৭৪। পৃঃ ১৮।

১১ পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট প্রস্তাব। (গ্রন্থাগার, ১৫, ৯; ১৩৭২, পৌষ। পৃঃ ৩৪১)।

১২ ফণিভূষণ রায়
একজন গ্রন্থাগারিকের কৈফিয়ৎ। (গ্রন্থাগার, ১৯, ১১; ১৩৭৬, ফাল্গুন। পৃঃ ৩৪৯-৫৪)

১৩ ভূবনেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচী। (গ্রন্থাগার, ২০, ১১, ১৩৭৯ ফাল্গুন। পৃঃ ২৯৯-৩০৯)।

১৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৮তম অধিবেশন, সিউড়ী, ১৩৭১।
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং চতুর্থ যোজনাকালে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মসূচী। (গ্রন্থাগার, ১৪, ১-২; ১৩৭১, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। পৃঃ ৪৮-৭২।

১৫ —, ১৯তম অধিবেশন, শ্রীরামপুর, ১৩৭২
পশ্চিমবাংলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কার্যক্রম: তার বর্তমান রূপ ও উপযোগী কর্মপ্রণালী। (গ্রন্থাগার, ১৫, ১, ১৩৭২ বৈশাখ। পৃঃ ৩২-৭।

১৬ —, ২২তম অধিবেশন, ১৩৭৪
আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা: পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি কার্যক্রম। (গ্রন্থাগার, ১৭, ১২, ১৩৭৪ চৈত্র। পৃঃ ৫৭৬-৮০।

১৭ —, —, —,
পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জনচেতনা। (গ্রন্থাগার, ১৭, ১২, ১৩৭৪ চৈত্র। (পৃঃ ৫৭২-৭৫)

১৮ বনবিহারী মোদক
গ্রন্থাগারের উপার্জন সহায়ক ভূমিকা। (গ্রন্থাগার, ১৩, ২, ১৩৭০, জ্যৈষ্ঠ। পৃঃ ৩০-৭)।

১৯ বিমলকুমার দত্ত
গণশিক্ষা ও গ্রন্থাগার। (গ্রন্থাগার, ১৯, ৮, ১৩৭৬, অগ্রহায়ণ। পৃঃ ২২৪-৩২)

২০ বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার প্রচার। (গ্রন্থাগার, ১৮, ৩, ১৩৭৫ জ্যৈষ্ঠ। পৃঃ ৯৯-১০৬)

২১ —
সাময়িকী। (গ্রন্থাগার, ১৭, ১২, ১৩৭৪ চৈত্র। পৃঃ ৫৪২-৫৬)

২২ ব্রিটিশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন
সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য। ইন্টারন্যাশনাল লাইব্রেরী রিভিয়ু। ৩, ৪; ১৯৭১ অক্টোবর।

২৩ মুকুন্দলাল চক্রবর্তী
জনশিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা। (গ্রন্থাগার, ১৬, ৫, ১৩৭৩, ভাদ্র। পৃঃ ২৪০-৩)

২৪ রঙ্গনাথন, শিয়ালী রামামৃত
লাইব্রেরী ম্যানুয়াল, ২য় সং। এশিয়া, ১৯৬২। পৃঃ ২১।

২৫ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগারের কাজের ভবিষ্যৎ। (গ্রন্থাগার, ১৭, ৮, ১৩৭৪, অগ্রহায়ণ। পৃঃ ৩২৩-৬)

২৬ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার সেবাবলীর সম্প্রসারণ। (গ্রন্থাগার, ১৬, ১, ১৩৭৩ বৈশাখ। পৃঃ ৮০-৮)

২৭ সত্যব্রত সেন
পশ্চিমবঙ্গে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। (গ্রন্থাগার ১৯, ৯-১০, ১৩৭৬ পৌষ-মাঘ। পৃঃ ৩২৬-৮)

২৮ —
পশ্চিমবঙ্গে ভ্রাম্যমান পুস্তকযান মারফৎ পুস্তক সরবরাহ প্রসঙ্গে। (গ্রন্থাগার, ১৮, ২, ১৩৭৫, জ্যৈষ্ঠ। পৃঃ ৭১-৪)

২৯ সন্তোষ কুমার বসু
গ্রন্থাগার জগতে চাক্ষুষ মাধ্যমের উপযোগিতা। (গ্রন্থাগার, ১৪, ৭, ১৩৭১ কার্তিক। পৃঃ ২০১-৭)

৩০ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার ও সমাজ বিপ্লব। (গ্রন্থাগার, ১৪, ১০, ১৩৭১, মাঘ। পৃঃ ২৯০-৪)

নারায়ণ পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী

সুনীল দাস
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২২

১৬৩. গান [আজিকে বঁধু]—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ১২৩।

১৬৪. স্বরলিপি [আজিকে বঁধু থেকো…]—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ১২৩-২৪।

১৬৫. হিন্দু-শ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকার (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; ১২৫-৪৮।

১৬৬ প্রশ্নোত্তর (ক)—শ্রী ; পৃ ১৪৯-৫১।

১৬৭. সমুদ্র দর্শনে (ক)—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ১৫১।

১৬৮. এয়াবর্ত : শিক্ষা (প্র)—ক্ষীরোদকুমার রায় ; পৃ ১৫২-৬৪।

১৬৯. গান [তেমনি করে যেন ..]—চিত্তরঞ্জন দাশ, পৃ ১৬৬।

১৭০. বৌদ্ধধর্ম : বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল ? (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১৬৫-৭২।

১৭১. বিয়োগের বিলাপ (প্র)—জগদম্বা দেবী ; পৃ ১৭৩ ৭৬

১৭২. মায়াবতী পথে (প্র)—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ১৭৭ ৮৬।

১৭৩. নবীনচন্দ্রের "শৈলজা" (প্র)—বীরেন্দ্রকুমার দত্ত ; পৃ ১৮৭-২০০।

১৭৪. গান [এযে আমার ফুলের…]—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ২০১।

১৭৫. গান [কোন ভাবেতে…]—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ২০১।

১৭৬. মোহিনী (গ)—ক্ষেত্রলাল সাহা ; পৃ ২০২-২৩।

১৭৭. ত্রিবিক্রম-স্তব (ক) ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ২২৪

২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩২২

১৭৮. জাতীয় জীবনে ধ্বংসের লক্ষণ (প্র)—প্রফুল্লকুমার সরকার ; পৃ ২২৫-৪০।

১৭৯. বাঙ্গালার কৌলীন্যের কথা (প্র) কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ২৪১ ৫৭।

১৮০. স্বর্গরাজ্য (ক)—পুলকচন্দ্র সিংহ ; ২৫৭-৫৮।

১৮১. মধুসূদনের নাট্য প্রতিভা (প্র)—নলিনীকান্ত ভট্টশালী ; পৃ ২৫৯-৬৯।

১৮২. [1]ডাক্তার স্পুনারের নূতন আবিষ্কার (প্র)—অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; পৃ ২৭০-৭৩।

১৮৩, শীতে (ক)—সন্তোষকুমার রায় ; পৃ ২৭৫।

১৮৪. বৌদ্ধধর্ম : এখনও একটু আছে (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ২৭৬-৮৭।

১৮৫. শঙ্খের কথা (ক)—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ২৮৮।

১৮৬. মায়াবতী পথে (প্র)—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ২৮৯-৯৬।

১৮৭. নারীর অধিকার (প্র)—পঞ্চানন সাংখ্যতীর্থ ; পৃ ২৯৭-৩১২।

১৮৮. শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৩১৩-১৯।

১৮৯. তোমার দান (ক)—দরবেশ, পৃ ৩২০।

২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩২২

১৯০. বৈষ্ণব কবিতার কথা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৩২১-৩৪।

১. বিহার ও উড়িষ্যার অনুসন্ধান সমিতির ত্রৈমাসিক জার্নালের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত The Bodh Gaya plaque প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

১৯১. বিশ্বযাত্রা (ক)—নলিনীনাথ দাসগুপ্ত; পৃ ৩৩৫-৩৬।

১৯২. বাঙ্গালার কৌলীন্যের কথা (প্র)—কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৩৩৭-৫৪।

১৯৩. নাটুকে রামনারায়ণ (প্র)—অমরেন্দ্রনাথ রায় ; পৃ ৩৫৫-৩৬৯।

১৯৪. ছোটগল্প (প্র)—সুখরঞ্জন রায় ; পৃ ৩৭০-৯১।

১৯৫. আঁধার (ক)—শ্রী ; পৃ ৩৯২।

১৯৬. [1]বোবা-বোবা হৃদয় (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৩৯৩-৪০১।

১৯৭. বাতুলের গান (ক)—বাতুল ; পৃ ৪০২।

১৯৮. কালিদাসের বসন্ত-বর্ণনা (প্র)— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৪০৩-১৮।

১৯৯. গান [ওগো হৃদয় রতন…]—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৪১৯।

২০০. শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৪২০-৪৩২।

২০১. গান [বসনের তার বইতে…]—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৪৩৩।

২০২. প্রাচীন কবির কবিতা [কবি-কথা]—বিজয়চন্দ্র মজুমদার , পৃ ৪৩৪-৩৮।

২০৩. অন্তর্বসন্ত (ক)—নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ; পৃ ৪৩৮।

২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২২

২০৪. ব্রাহ্মসমাজ ও রাজা রামমোহন : ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৪৩৯-৬৮।

২০৫. খেলা (ক)—হরনারায়ণ সেন ; পৃ ৪৬৮।

২০৬ হিন্দুদিগের ভূতত্ত্ব (প্র)—শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৪৬৯-৭৭।

২০৭. বিরহ মঙ্গল (ক)—পাহাড়িয়া পাখী ; পৃ ৪৭৭।

২০৮. কবি জয়নারায়ণ-প্রতিভা (প্র)—আনন্দনাথ রায় ; পৃ ৪৭৮ ৫০৪।

২০৯. মহাজনপদাবলী ও রসকীর্তন (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৫০৫-৫১৫।

২১০. মায়াবতী পথে (ভ্র)—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ৫১৫-২৩।

২১১. অনিত্যতা (ক)—চারুলতা গুপ্তা ; পৃ ৫২৩।

২১২ ভারতের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র (প্র) প্রফুল্লচন্দ্র বসু ; পৃ ৫২৪-৩১।

২১৩. স্মরণ (ক)—চারুলতা গুপ্তা ; পৃ ৫৩১-৩২।

২১৪. বৌদ্ধ ধর্ম : উড়িষ্যার জঙ্গলে (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৫৩৩-৪৩।

২১৫. শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৫৪৪-৪৮।

২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা বৈশাখ ১৩২৩।

২১৬. 'অদ্ভুচিত্ত গৌরচন্দ্র' (প্র) - বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৫৪৯-৭১।

২১৭. অনন্ত (ক)—পূর্ণচন্দ্র সেন ; পৃ ৫৭২।

২১৮ শাব্দিক শাকটায়ন (প্র)—ননীগোপাল মজুমদার ; পৃ ৫৭৩-৭৯।

২১৯. "নিত্যুই নতুন" (প্র)—জগদম্বা দেবী ; পৃ ৫৮০-৮৩।

২২০. ভৈরবী (ক)—নরেন্দ্রকুমার ঘোষ ; পৃ ৫৮৪-৮৫।

২২১. নারায়ণ (ক)—মানকুমারী বসু ; পৃ ৫৮৫-৮৬।

২২২. নিয়তির খেলা (না)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৫৮৭-৬৩৭

২২৩. রাধামাধবোদয় (২)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৬৩৮-৪৮।

২২৪ [2]কৃত্তিবাস (প্র)—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় , পৃ ৩৪৮-৬৫।

২২৫. তপস্বিনী (ক)—দেবেন্দ্রনাথ সেন ; পৃ ৬৬৫-৬৬।

২২৬. এস (ক)—ক্ষীরোদকুমার রায় ; পৃ ৬৬৭-৬৮।

২২৭. দুই পথ (ক)—সুশীলকুমার দে ; পৃ ৬৬৮।

২২৮. মহাপ্রসাদ (ক)—কুঞ্জধর রায়চৌধুরী ; পৃ ৬৬৯।

২২৯ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৬৭০-৮০।

২৩০. গান [নামিয়ে নাও…]—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৬৮০।

২. স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ। ২০শে চৈত্র ১৩২২ সাল।

---

৩. 'ভুলক্রমে অরবিন্দ ঘোষ নামে ছাপা হয়'…পরে আমরা জানিলাম ঐ প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত' —'নারায়ণ সম্পাদক' [নারায়ণ, ২য় বর্ষ ২য় খণ্ড পৃ ৯৯৮]

৪. যশোহর সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

২৬৮. অন্বেষণে (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ৯০২-৩।

২৬৯. 'তদ্গতচিত্ত গৌরচন্দ্র' (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৯০৩-৯।

২৭০. শান্তি (ক)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৯১০-১১।

২৭১. জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ (প্র)—প্রফুল্লকুমার সরকার ; পৃ ৯১২-২৪।

২৭২. পূর্ব্বরাগ (ক)—বিপিন চন্দ্র পাল ; পৃ ৯২৫-২৭।

২৭৩. বৌদ্ধধর্ম : জাতক ও অবদান (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৯২৭-৩৪।

২৭৪. জীবন্মুক্ত (না)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৯৩৪-৮৪।

২৭৫. কিশোর কিশোরী (ক)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৯৮৫-৮৬।

২য় বর্ষ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ভাদ্র ১৩২৩

২৭৬. মহাপ্রভু-সার্ব্বভৌম সংবাদ (প্র)—অবিনাশ চন্দ্র কাব্যপুরাণ তীর্থ ; পৃ ৯৮৭-৯৬।

২৭৭. বংশী-সাধন (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ৯৯৭-৯৮।

২৭৮. সাহিত্য ও সুনীতি [প্রতিবাদ]—রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ; পৃ ৯৯৮-১০০২।

২৭৯. মহিসুর ভ্রমণ—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ১০০২-২৫।

২৮০. তীর্থ ভ্রমণ (খানাকুল হইতে হরিদ্বার)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১০২৫-৩৫।

২৮১. কাব্য ও তত্ত্ব (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ১০৩৬-৪৭।

২৮২. সাধ (ক)—বঙ্কিমচন্দ্র সেন ; পৃ ১০৪৮-৫০।

২৮৩. তুমি ! (ক) কানাই দেবশর্ম্মা ; পৃ ১০৫০।

২৮৪. বিশ্ব-সেবায় বিদ্যুৎ (প্র) হরিদাস হালদার ; পৃ ১০৫১-৫৭।

২৮৫. বৈষ্ণব (ক)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক ; পৃ ১০৫৭-৫৮।

২৮৬. মহারাজা রাজবল্লভের জমিদারীর পরিণাম (প্র)—আনন্দনাথ রায় ; পৃ ১০৫৫-৬৫।

১৮৭. [৫]নিঃশ্রেয়সী (ক)—সুশীল কুমার দে ; পৃ ১০৬৬।

২৮৮. অপূর্ব্ব টীকা (গ)—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; পৃ ১০৬৭-৭৫।

২৮৯. দুঃখের ছবি (ক)—কালিদাস রায় ; পৃ ১০৭৬।

২৯০. শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১০৭৭-৮৭।

২৯১. লীলা চতুর্থী (ঝুলন, রাস, দোল, রথ)—কালিদাস রায় ; পৃ ১০৮৮।

২য় বর্ষ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৩

২৯২. অবতার কথা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১০৮৯-৯৯।

২৯৩. জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ (প্র)—প্রফুল্লকুমার সরকার পৃ ১১০০-১১১১।

২৯৪. কুন্দনন্দিনী (আত্মকাহিনী)—গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃ ১১১২-৩১।

২৯৫. চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে (প্র)—ননীগোপাল মজুমদার ; পৃ ১১৩২-৩৭।

২৯৬. [৬]তীর্থ-ভ্রমণ (সমা.)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১১৩৮-৪৫।

২৯৭. বিশ্ব সেবায় বিদ্যুৎ (প্র)—হরিদাস হালদার ; পৃ ১১৪৫-৫৩।

২২৮. সাধু ও শিল্পী (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ১১৫৩-৫৭।

২৯৯ সকলি আছে—কিছুই নাই (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১১৫৮-৭৩।

৩০০. দুর্গাপূজা (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১১৭৪-৭৯।

৩০১. মাতৃপূজা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১১৭৯-১২০৫।

৩০২. দুর্গা-স্তোত্র (ক)—রসলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১২০৬।

(ক্রমশঃ)

---

৫. রবার্ট ব্রাউনিং এর কবিতার অনুবাদ

৬. 'তীর্থ ভ্রমণ'—যদুনাথ সর্বাধিকারী রচিত ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত।

৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর হল, ১৪—১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৮

আকাশে কোনো মেঘ ছিল না। রোদ্দুরের তীব্র বরম পিঠে রেখে দলে দলে মানুষেরা জমায়েত হচ্ছিল একটা কেন্দ্রে। কেন্দ্রটির নাম মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার। লক্ষ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চৌত্রিশতম সম্মেলন।

মেদিনীপুর শহরের সাথে সঙ্গতি রেখে গ্রন্থাগারটির সামনে মাত্র গুটি কয়েক গাছ। প্রথম দর্শনেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। সারা শহরটা জুড়েই যেন সবুজের বাড়ন্ত। একটা রুক্ষ আঁচলে ঘেরা চারিদিক। জেলা গ্রন্থাগারের ডানদিকে একটা মিনি স্টেডিয়াম আর বাঁদিকে বিদ্যাসাগর হল। এখানেই, বিদ্যাসাগর হলে, হবে সম্মেলনের অধিবেশন। হলটা মোটামুটি বড়ই। প্রায় পাঁচশো জনের মত বসার জায়গা। হলের ভেতরে একদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শশিভূষণ কুমার ভাদুড়ী ও অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি।

হলের বাইরে দাঁড়ালেই আপনার আবার চোখে পড়ে যাবে রুক্ষ আঁচলের ওড়াউড়ি। এখানে সবুজ এত কম কেন? এখানকার বাসিন্দা লোকেরা কি জানে না? হয়ত জানে, তাই কতগুলো সবুজ (তরুণ) ছেলের দল তাদের সমস্ত সজীবতাকে উজ্জীবিত করে হলের সামনেই একটা বুক স্টল করেছিল। সেই স্টলে নানান ধরণের বই-এর সাথে সাথে ছিল তাদেরই প্রকাশিত কয়েকটি পত্র পত্রিকা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই সম্মেলনকে ঘিরে তাদের ছিল অফুরান উদ্দীপনা, উৎসাহ এবং গ্রন্থাগারের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। সেই উৎসাহ, উদ্দীপনা, শ্রদ্ধাকে ধরে রাখল, নিবেদন করলো তারা চমৎকার ভাবে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল সম্মানীয় বিশেষ সংকলন "গ্রন্থাগার ও সংস্কৃতি"। অবশ্য এর সাথে হাত মিলিয়েছিল অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত স্মারক সংখ্যা "বিশেষজ্ঞ"।

জেলা গ্রন্থাগারের দ্বিতলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রদর্শনীতে স্থানীয় শিল্পীরা যোগ দিয়েছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সড়বেলিয়া রাখালচন্দ্র সাগ্না ইনস্টিটিউশন্-ও এক অভিনব প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল।

এটা গেল কেন্দ্রের কথা। এবার কেন্দ্র ছাড়িয়ে আসুন আমরা চাটি শহরের একটু এদিকে ওদিকে। যেখানেই যাবেন সেখানেই চোখে পড়বে বিভিন্ন সংস্থাকৃত রঙবেরঙের পোষ্টার ও ওয়ালিং-এর ছড়াছড়ি। পোষ্টার, ওয়ালিং-এর বিষয় একটাই: গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার সম্মেলনের কথা। আপনার মনে হবে সারা শহরটাই যেন উন্মুখ হয়ে আছে এই তিনটি দিনের জন্য। সমস্ত সাধারণ মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, মাপ করবেন, আপনি যদি নিজেকে একা ভাবেন বা একা হতে চান কিছুতেই তা সম্ভব হয়ে উঠবে না। তাই এবারের সম্মেলন তার বিশেষত্বটুকু হারিয়ে বিশেষ হয়ে উঠলো। এই সম্মেলন শুধুমাত্র বুদ্ধিধারীদের জন্য নয়, এ সম্মেলন সারা বাংলাদেশের জ্ঞান বুভুক্ষু মানুষদের, এই সম্মেলন যথার্থ তিমির হননের, এই সম্মেলন শোষণের, বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে আলোর স্বপক্ষে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলতে এগিয়ে এসেছে। অবশেষে, সকলের সেই প্রতীক্ষিত সময় এগিয়ে এল, শুরু হল চৌত্রিশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। প্রায় পাঁচশো জন প্রতিনিধি ও দর্শক সাক্ষী রইল চৌত্রিশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসের।

১৪ই এপ্রিল, বেলা ৫টা

বিশিষ্ট অতিথিদের মাল্যদানের পর সভা শুরু হয়। সভার প্রথমে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন জয়ন্ত সাহা, এর পরে স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ হিমাংশু ভূষণ দে সরকার। তাঁর মুদ্রিত ভাষণ এসে পৌঁছোয়নি বলে তিনি প্রথমেই উপস্থিত অতিথি ও দর্শকবৃন্দের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। তিনি বলেন মেদিনী-পুরের প্রাচীন ঐতিহ্য তাম্রলিপ্ত থেকেই। এটি সম্ভবতঃ এশিয়ার প্রাচীন বন্দর। নানা জায়গা থেকে যে সব ব্যবসায়ী তাদের নৌকা নিয়ে আসত তারা সকলেই এই বন্দরে আসত। মৌর্য সম্রাট অশোক এখানে এসেছিলেন। এখানে বৌদ্ধ মঠও ছিল। অষ্টম শতাব্দীর যে গৌরব তা লুপ্ত হয়ে গেছে। মৌর্য যুগের বর্বর দস্যুরা তাম্রলিপ্তের বাজার নষ্ট করে দেয়। প্রাচীন যুগের নানা স্বাক্ষর মেদিনী-পুরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আধুনিক যুগেও মেদিনীপুরের অবদানের কথা চিরস্মরণীয়। বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। প্রথমদিকে শুধুমাত্র এ আন্দোলন শহর কেন্দ্রিক হলেও বর্তমানে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রয়োজনভিত্তিক গ্রন্থাগার হওয়া উচিত। শহর ও গ্রামে একই রকম গ্রন্থাগার হওয়া উচিত নয়। গ্রামীণ প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগারগুলি পুস্তক সংগ্রহ করবে এ আশা করা যায়। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এই গ্রন্থাগার কাজ করতে পারে। সরকারের এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। বর্তমান নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা উন্নততর হচ্ছে, তবে আরও উন্নতি হবে আশা করি।

বিভিন্ন জেলা থেকে যে সব প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন তাদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপরে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে যাঁরা বার্তা পাঠিয়েছেন, সেই বার্তা পাঠ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম কর্মসচিব বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তারপর পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। তিনি বলেন, সব ব্যাপারে সবার কথা বলার অধিকারও নেই, ক্ষমতাও নেই, কিন্তু আমরা যারা মানুষের বিন্দুমাত্র ভাল বা উন্নতি করার চেষ্টা করি, আমরা যারা শ্রমজীবি মানুষের জন্য কাজ করি, আমরা যদি মানুষের কাছে চেতনা নিয়ে যাওয়া একটা বড় কাজ। এ বিষয়ে আমরা পরামর্শ চাই সহযোগিতা চাই। বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলতে পারি স্বাধীনতার পরেও ত্রিশ বছরে সাধারণ মানুষের লেখাপড়া বা কাজ হয়নি। শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করা একটা বড় কাজ। দেশকে গড়বে এই শ্রমজীবি মানুষ। তারা যদি শিক্ষিত হতে পারে, তাদের ক্ষমতাকে যদি বিকশিত করা যায় তবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। পূর্ববর্তী দেশ নেতাদের হয়ত চিন্তা ছিল কিছু গ্রন্থাগার, কিছু বিদ্যালয় হবে, তা হয়েছে কিন্তু সুরাহা কিছু হয়নি। ত্রিশ বছর ধরে অনেক অর্থব্যয় হয়েছে, পরিকল্পনা হয়েছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। এখন যখন কিছুটা সুযোগ পাওয়া গেছে তখন চেষ্টা করতে হবে যাতে ধাপে ধাপে কিছুটা এগোনো যায়, যাতে শিক্ষা কিছুটা সুলভ, সুষ্ঠু করা যায়। হয়ত দর্শনীয় কিছু করা যাবেনা তবুও যদি সবার শুভেচ্ছা থাকে, সহযোগিতা থাকে তবে অন্ততঃ গ্রামে ক্ষেতমজুরদের মধ্যে, শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার কিছুটা করতে পারব। সকল সভ্য দেশের মত এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষার মান সর্বত্র একই হয়। সকল ছেলে মেয়ে যেন পড়াশুনা করতে পারে। পড়াশুনার শেষে কি হবে? লেখাপড়া কি নষ্ট হয়ে যাবে? তার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করতে হবে। গ্রন্থাগার এমন করতে হবে যাতে প্রত্যেকেই সত্যি উপকৃত হন। নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করে তুলতে হবে। জীবনে সমস্যা আছে। গ্রন্থাগারই পারবে প্রত্যেককে স্বাক্ষর করে তাদের জীবনের বিভিন্ন দিককে বিকাশিত করে তুলতে। আপনাদের সহযোগিতা না পেলে আমাদের

পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। সমস্ত কিছুকে এক জায়গায় এনে আমরা সবাই মিলে কাজ করি, একটা ভিত্তি গড়ে তুলি। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে একদিনেই হবেনা, ক্রমশঃ সেই কাজকে এগিয়ে নিতে হবে। অনেক মানুষকে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করা দরকার। আমরা প্রথমেই যে জায়গায় জোর দিতে চাইছি, তাতে আপনারা একমত হন। নানারকম জটিলতা রয়েছে কিন্তু স্তরে স্তরে তা হবে, ত্রিশ বছরের জটকে ছাড়াতে অনেক সময় লাগবে। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করার আগে বলেন, যারা গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, শিক্ষানুরাগী তারা যদি সচেষ্ট হন, সত্যিই যদি শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে চেতনার বিস্তার করার চেষ্টা করি তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে, কৃষির ক্ষেত্রেই উন্নতি সম্ভব। আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা প্রাথমিক বয়স্ক শিক্ষা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

এরপরে সম্মেলনের প্রধান অতিথি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমহম্মদ আব্দুল বারি তাঁর ভাষণে বলেন, আমি আজকের সভায় উপস্থিত হতে পেরে খুব আনন্দিত। আজকের গ্রন্থাগার আন্দোলন কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানার্জন করা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল তা ছিল একটি বিশেষ শ্রেণী গড়ে তোলা যা তাদের শাসন ক্ষমতাকে চালানোর কাজে সাহায্য করতো। এ শিক্ষা ব্যবস্থা বৃটিশ চালু করেছিল কিন্তু দেশে দেশীয় সরকার আসার পরে এর কোন চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু এর সঙ্গে তুলনা করে আমরা চীন, রাশিয়া এই সমস্ত দেশের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির কথা পর্যালোচনা করে আমরা বিস্ময়ান্বিত হবো। পরিবর্তন করার দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ত্রিশ বছরের অবহেলিত মানুষ '৭৭ সালে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। যাদের জোরে এই অধিকার ফিরে পেয়েছে তাদের কথা ভাবতে হবে। দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন না হলে কেউ গ্রন্থাগারে যাবেনা। গ্রামাঞ্চলের মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে আপনাদের যে দায়িত্ব আছে তা পালন করুন। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে যে জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছিল তা দূর করতে হবে। আমরা আশা করব আপনাদের চেষ্টা ও সহযোগিতা আমাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত করতে সাহায্য করবে। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অবস্থার মোকাবিলা করব এই আশা রেখে শেষ করছি।

এর পরে কার্যনির্বাহক সমিতির প্রতিবেদন পাঠ করেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী।

পরবর্তী বক্তা পুরুলিয়ার জননেতা শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, খেটে খাওয়া মানুষ কিছু শিক্ষা পেলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে একাজ করা যাবে। গ্রন্থাগার যে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস তা মানুষের মধ্যে বুঝিয়ে দিতে হবে। গ্রন্থাগার আইন এমনভাবে করতে হবে যাতে বিনা চাঁদায় গ্রামে, গঞ্জে, শহরে সবাই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সেটা সম্ভব নয়। শিক্ষা সকলকে দিতে না পারলে গ্রন্থাগারকে সকলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যাবেনা। তাই বয়স্ক শিক্ষা ও নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। প্রতিটি গ্রন্থাগারকর্মী যেন বছরে অন্ততঃ পাঁচজনকে শিক্ষা দিতে পারেন। সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, সমাজের পরিবর্তনের জন্য, শিক্ষার প্রসারের জন্য গ্রন্থাগারকে আরও সচেষ্ট হতে হবে।

পরবর্তী বক্তা স্থানীয় জননেতা বঙ্কিমবিহারী পাল তাঁর বক্তব্যে এই প্রস্তাব করেন যে, কৃষি, শ্রমজীবি সকলের মধ্যে যেন শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

এরপরে সম্মেলনের সভাপতি ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ডাইরেক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্য পাঠ করেন।

অবশেষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সভাপতি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে

বলেন, আজ এই দিনটি মেদিনীপুর জেলার পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন, তারপরে সম্মেলনের উদ্বোধনী দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৮
দ্বিতীয় অধিবেশন, সকাল ৯টা

বিষয় : গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা
সভাপতি : শ্রী প্রবীলচন্দ্র বসু

সভাপতি প্রথমেই সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি আলোচ্য বিষয়ের উপর নাতিদীর্ঘ ইতিহাস ও তার বিবর্তন সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। তিনি গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের জীবন ও জীবিকা, শিল্পোৎপাদন প্রভৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

প্রথমে প্রবন্ধকারদের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয় :

১) বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, পীতি মিত্র ও মঙ্গলপ্রসাদ সিন্‌হা -গ্রামীণ উন্নতিতে জনগণের গ্রন্থাগারের নূতন ভূমিকা ও কয়েকটি প্রশ্ন।

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় (আই. আই. টি. খড়্গপুর) বলেন, গ্রন্থাগারগুলি মোটামুটি তথ্যভিত্তিক হতে হবে। গ্রন্থকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার থেকে সব প্রয়োজন মিটানো সবসময় সম্ভব নয়। জ্ঞানভেদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে গ্রন্থাগার ভিন্ন হবে। স্থানীয় এলাকার শিল্প সংস্কৃতি সব তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার সেই অনুযায়ী তথ্যভিত্তিক করতে হবে। এই ধরণের তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে গ্রন্থাগার কর্মীকে চেষ্টা করতে হবে। যেসব গ্রন্থে এই তথ্য প্রকাশ হয়, তার কপি যাতে পাওয়া যায় তার জন্য আইন করতে হবে। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে তা সংগ্রহ করে পরিবেশন করার দায়িত্ব গ্রন্থাগার কর্মীর। এছাড়া গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থা যুগোপযোগী হওয়া উচিত। কর্মীরা যাতে উপযুক্ত বেতন ও পদমর্যাদা পান, সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগার আইন তৈরী করতে হবে।

২) বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রাম উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কয়েক দিক। (বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

তিনি বলেন, যে তথ্য সংগ্রহের জন্য সকলে গ্রন্থাগারের উপর নির্ভর করে, সেই তথ্য গ্রন্থাগার কিভাবে সংগ্রহ করবে সেটা দেখতে হবে। আজ জীবিকার্জনের প্রয়োজনেই নানা তথ্যের প্রয়োজন। গ্রন্থাগার নিশ্চয়ই তথ্যভিত্তিক হতে হবে। গ্রন্থাগারের প্রতি পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে। গ্রন্থাগারকে জনগণের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনগণের ভাবের আদান-প্রদান ঘটাতে হবে। প্রত্যেক লোককে অক্ষর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, গ্রন্থাগারকে কম্যুনিটি সেন্টার করে গড়ে তুলতে হবে, তথ্য ভিত্তিক করে গড়ে তুলতে হবে।

৩) রামকৃষ্ণ সাহা, ফণিভূষণ রায় ও গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ—গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

রামকৃষ্ণ সাহা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান বিভাগ) বলেন, কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তা যাই হোক না কেন, তার মধ্যে যে সম্পদ আমাদের দেশে আছে, সেই তথ্য সমগ্র জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে হবে। তা না করলে তথ্যভিত্তিক গ্রন্থাগারের ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবেনা। ঠিকমত তথ্য পাওয়া যায় না বলে মানুষ গ্রন্থাগারে আসতে চায় না। গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় গ্রন্থাগারের কাজই শিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কিভাবে কাজ করতে হয় তা শিক্ষা দেওয়া হয় না বলে অসুবিধা হয়। তথ্য ব্যবস্থায় ভূমিকা নিতে গেলে বিনোদন-

মূলক ব্যবস্থা কিছুটা করাতে হবে। প্রত্যেকের কর্মকাণ্ড আলাদা সুতরাং তথ্য ব্যবহারও আলাদা হবে। তথ্যের চাহিদা কিভাবে পূরণ করা যাবে, তাও দেখতে হবে। তথ্য পরিবেশনের ভূমিকা পরিবর্তন করতে গেলে কিছু অসুবিধা দেখা যাবে। গ্রামীণ জনসাধারণ সব সময়েই এই সুযোগ নিতে পারবে তা নয়। তথ্য সরবরাহের Co-ordination ঠিকমত করতে হবে। গ্রন্থাগারে তথ্য পরিবেশনের অসুবিধা আছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে তথ্য সরবরাহ ও পরিবেশন কিভাবে হবে এখনও তা ঠিক হয়নি। এ বিষয়ে গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থার নির্দিষ্ট নীতি স্থির হবে। এই মুহূর্তে গ্রামে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ আলোড়ন দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগার এই তথ্য পরিবেশন করতে পারে। তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা নিতে পারে। তথ্যভিত্তিক গ্রন্থাগার নির্মাণে নির্দিষ্ট নীতিগুলি নিলে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।

৪) অসীম কুমার দত্ত (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)—স্বল্প শিক্ষিত বয়স্কদের জন্য যোগ্য বই।

অসীম দত্ত বলেন, গ্রন্থাগারকে গ্রামের সাধারণ লোকের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না থাকায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা গড়ে ওঠেনি। গ্রামের নিরক্ষর, স্বল্প শিক্ষিত মানুষদের জন্য উপযুক্ত পুস্তক প্রকাশ করা যায়নি। যদিও কিছু পুস্তক আছে সেগুলো পুরাতনের নামান্তর মাত্র। স্বল্প ও অল্প শিক্ষার মানুষের পাঠোপযোগী পুস্তক প্রকাশ ও ক্রয় করার ব্যাপারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা নেওয়া উচিত।

৫) অজয় কুমার রায় (সেন্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট)—গ্রামোন্নয়নে শিল্পোদ্যোগের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকা।

স্বাধীনতার পরে গ্রামোন্নয়ন কিভাবে কতটুকু হয়েছে, ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কেন জোর দেওয়া হচ্ছে তা বুঝতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে গ্রামোন্নয়নের জন্য, কিন্তু উন্নয়নের কিছুই হয়নি। গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি হবে একথাটা বুঝতে হবে। ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নতি ও গ্রামীণ উন্নতি যে উভয়েরই প্রয়োজন তা আমরা বুঝতে পেরেছি, কৃষি উন্নয়ন, শিল্পের উৎপাদন হলেও দেশের উন্নতি হচ্ছে না। আমাদের দেশে প্রায় আশীভাগ লোক নিরক্ষর গ্রামবাসী, তাদের কোন উন্নতি হয়নি। এখন দেখতে হবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি হবে? এই আশীভাগ লোক বছরের অর্ধেক সময় কর্মহীন হয়ে জীবিকার্জনের আশায় শহরের দিকে চলে আসে। কোটি টাকা ব্যয় করেও দেশের উন্নতি না হওয়ার কারণ দেশের আশীভাগ গ্রামবাসীর উন্নতি হয়নি। কৃষির ক্ষেত্রে আর লোক নিয়োগ সম্ভব হচ্ছেনা তাই এবার সরকার শিল্পের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব, তাদের চাকুরীর তথ্য সরবরাহ, সব দায়িত্ব গ্রন্থাগারের। সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি এ বিষয় সাহায্য করতে পারে। গ্রন্থাগারকে যদি সত্যই গ্রামীণ উন্নতিতে সহায়তা করতে হয় তবে বিভিন্ন তথ্যগুলি গ্রন্থাগারে সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ করে সরবরাহ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে আগামী এক বছরে প্রত্যেক জেলায় District Indus. Centre করা হবে। তার সব ব্যয় করবে কেন্দ্রীয় সরকার। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি এই D. I. C. র সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তথ্য সরবরাহ করতে হবে। বিশেষ গ্রন্থাগারের সঙ্গে একত্র করতে হবে।

৬) সুলেখা গুপ্তা—গ্রামীণ উন্নতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা। ইনি অনুপস্থিত ছিলেন।

৭) অমলেন্দু রায় (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লাইব্রেরী)—গ্রাম উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

তিনি বলেন, এবারের আলোচনায় কোন গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক নেই। আমরা সকলেই শহরের

গ্রন্থাগারের কর্মী। দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কোন ভূমিকা নেই অথবা আমরা পুঁথিপত্র দেখে এখানে আলোচ্য বিষয়টি উপস্থিত করেছি। এরপরে তিনি বিষয়টি পাঠ করেন। তিনি আরও বলেন, প্রতি ব্লকে হয়ত একটি সংগ্রহশালা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তবে গ্রামীণ গ্রন্থাগার পারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সম্পদগুলি সংগ্রহ করে রাখতে। গ্রন্থাগার ছাড়া শিক্ষার কথা চিন্তা করা যায়না।

৮) সত্যব্রত ঘোষাল ও বিনোদ বিহারী দাস (ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিকাল ইনষ্টিটিউট)—ভারতের গ্রামোন্নয়ন ও গ্রন্থাগার : একটি পর্যালোচনা।

সত্যব্রত ঘোষাল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ও আজকের সভার সভাপতিকে শ্রদ্ধা ও উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে গ্রন্থাগার আইন চালু হতে চলেছে। গ্রামীণ উন্নয়নের কথা চিন্তা না করে উন্নতি সম্ভব নয়। আমাদের দেশের শতকরা একাশি জন গ্রামের অধিবাসী, গ্রামীণ অর্থনীতি পর্যালোচনা করলে তিনটি স্তর দেখা যায়। ১) মহাজন ব্যবসায়ী, ধনী কৃষক ২) মাঝারি কৃষক, মধ্যবিত্ত ৩) ক্ষেত মজুর, ভূমিহীন কৃষক প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্যভাবে শেষোক্তদের অংশ বেশী। গ্রামীণ উন্নতির পরিকল্পনার সঙ্গে গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে একত্রে কাজ করতে হবে। এই কাজের জন্য তিনি কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেন। গ্রামের জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। এই বিষয়ে তিনি কুষ্ঠরোগের আলোচনা করে বলেন, কুষ্ঠরোগ মোটেই ছোঁয়াচে নয় এই কথাটা গ্রামের লোককে বোঝাতে হবে, গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে গ্রামের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে। গ্রামের অনেক লোকই গ্রন্থাগারে আসে না। তাদের গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝাতে হবে, গ্রাম ও সহরের সম্পর্ক ব্রিটিশ আমলেও যা ছিল এখনও তাই আছে। ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে সুচিন্তিতভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

৯) চৈতালী বসু (জুট টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ)—গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও গ্রামোন্নয়ন : একটি আলোচনা।

তিনি বলেন, গ্রামের মানুষের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তার উপযোগী তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমেই এই প্রচেষ্টা সফল হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারে গ্রন্থাগার কর্মীরা কাজ করতে পারেন।

॥ অভ্যাগতদের আলোচনা ॥

ডঃ বরুণ মুখার্জী—গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মুখোমুখি। এক কথায় সমস্ত কিছু জিনিসের যে চাহিদা তা গ্রামোন্নয়নের চাহিদা। দেখতে হবে একাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি? সমস্ত বিষয়টাই গ্রামীণ গ্রন্থাগারের তথ্য সরবরাহের উপর নির্ভর করছে। Information centre-এর সাথে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের কোন সংঘর্ষ ঘটবে কি না সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ চাইছি কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও বেতন অতি নিম্নমানের। গ্রামীণ গ্রন্থাগার উন্নতি প্রকল্পে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা যাবেন কিনা সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন রাখেন।

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়—বুনিয়াদি শিক্ষার নামে গ্রামে গ্রামে অনেক বিদ্যালয় হয়েছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে গড়তে গেলে তথ্য সরবরাহ সংস্থা দরকার। বুনিয়াদি শিক্ষা বিভাগ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গ্রামীণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলা দরকার।

নির্মলেন্দু বন্দোপাধ্যায়—তিনি বলেন, গ্রামকে গড়তে গেলে অর্থের দরকার। অল্প পরিমাণ টাকায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কি হয়? গ্রামে রেডিও ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এলেও গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে কেউ সচেতন নয়। আলোচনা বা অন্যান্য বক্তব্যের মাধ্যমে কোন কিছুর উন্নতি সম্ভবপর নয়। অর্থ নিয়ে গ্রন্থাগারের কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

আনন্দমোহন চ্যাটার্জী—গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতনার জন্য রেডিও বা সংবাদপত্রের প্রয়োজন আছে। তিনি এই ধরণের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান।

স্বপন বাগচী—গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে তত্ত্বগত দিকেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এর কতকগুলি ব্যবহারিক দিক আছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অব্যবস্থার অবসান ঘটাতে গেলে আর্থিক দিকটা জোর দেওয়া দরকার। গ্রন্থাগার আইন চালু করতে যাওয়ার পূর্বে এই দিকটা নজর দিতে হবে।

অশোক বসু—চিন্তার আলোড়ন এইভাবে এসেছে, গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা বা ব্যবহারকারীরা কতখানি সচেতন। এই ব্যাপারটা মুখে বলে কোন লাভ হবে না। রাজ্যের রাজনীতিক, কর্ণধার বা শাসকগণ কি ভাবছেন তা দেখতে হবে। শহর থেকে গ্রামে এসে কোন লাভ হবে না বরং তার বদলে জেলা থেকে ব্যক্তি নিয়ে এসে তাদের তথ্য সরবরাহে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। গ্রন্থাগার আইন চালু করার আগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়—তথ্য সরবরাহ নানাভাবে প্রস্তুত বা পরিবেশিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারিকদের কাজ সেই তথ্য উপযুক্ত ভাবে পরিবেশন করা। তিনি বলেন, অমলেন্দু রায় বলেছেন, এখানে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক থাকলে ভাল হত। তাঁর জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে দু'জন প্রবন্ধকার জেলা গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক। চৈতালী দত্তের বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, আদর্শ তথ্য কেন্দ্রিক গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আছে। তিনি আরও বলেন, গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতনা বক্তব্য প্রচারের মাধ্যমে আসবে না, এর জন্য সময় দরকার।

সুখেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—আজকের আলোচিত প্রবন্ধের মূল বক্তব্য তথ্য কেন্দ্রিক। এই তথ্য কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার করতে হলে একটি পরিকল্পনা রাখা উচিত। গ্রামের উন্নতির জন্য শুধু Industrial Information centre করলে হবেনা। কৃষিকে বাদ দিয়ে গ্রামের উন্নতি সম্ভবপর নয়। কৃষিকে বাদ দিয়ে গ্রামীণ গ্রন্থাগার হতে পারেনা।

রামকৃষ্ণ সাহা—অজয় রায়ের বক্তব্যের তিনি প্রশংসা করে তিনি বলেন, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন। মৎস্যচাষ সম্বন্ধে তথ্য যদি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাহলে মৎস্য চাষীরা উপকৃত হবে। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, কে কতখানি তথ্য সরবরাহ করতে পারে দেখা দরকার। স্বপনবাবুর উত্তরে জানান, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি সেটা দেখা দরকার।

সৌরেন গাঙ্গুলী একটা নূতন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হচ্ছে কিন্তু উপযুক্ত চালকের কথা বলা হয়নি। আমরা যা কিছু করি তা হল পশ্চিমী অনুকরণ। গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থাও পশ্চিমী ধারাকে অনুকরণ করে। বহুদা ট্রেনিং গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের জন্য চলেও, গ্রামের লোকদের সুখ-সুবিধার দিকে চেয়ে এর সিলেবাস তৈরী হয়নি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থা নতুন গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে কতখানি সাহায্য করবে সেটা দেখা দরকার, নইলে সমস্ত কিছু ব্যর্থ হবে।

অনিল পাল—সতর্কভাবে চললেই তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। আমাদের দেশে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য গ্রামবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত। গ্রামবাসী ও শহরবাসীদের মধ্যে সংযোগ দরকার।

রতন চক্রবর্তী—বৃটিশ চলে যাবার সময় বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ হল সবচেয়ে অবহেলিত। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দুর্গাপ্রসাদ ধর বলেছেন তা নয়। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেখতে হবে গ্রামের এত অত্যাচার কেন? তা আলোচনা করে গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে।

সুধীরকুমার সেন—অনেক দিন থেকেই আলোচনা হচ্ছিল গ্রন্থাগারকে গ্রন্থাগার না রেখে তথ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠুক। এতদিন বাদে একটা সচেতনতা এসেছে বলে তিনি আনন্দিত। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে সর্বস্তরের গ্রন্থাগারে এই ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কি রূপ হবে সেটা দেখা দরকার। এটা সম্বন্ধে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। এই পরিবর্তন আনতে গেলে নিজের মনোভাব পরিবর্তন করা দরকার। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্য দুটি জিনিস অবশ্যই দরকার ১) অর্থ ও ২) কর্মিবাহিনী। সর্বস্তরের পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা কি হবে? কৃষিকেন্দ্র, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র প্রভৃতিতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করতে হবে।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়—গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যারা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন বা আলোচনা করেছেন তারা গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক নয়। কর্মীবাহিনী তৈরী করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা আছে। কেননা এই সম্মেলনের মাধ্যমে শহর ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকরা কাছাকাছি এসেছেন। তথ্য সরবরাহ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আলোচনা যত সহজ নয়, তার জন্য দরকার সুষ্ঠ ব্যবস্থা।

আব্দুল মোমিন মিদ্দা—গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মহিলা সমিতি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করলে গ্রামের উন্নতি হবে।

অজয়কুমার রায়—তার প্রবন্ধের প্রশ্নের উত্তরে জানান, যে কোন ব্যবস্থা গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা আলাদাভাবে হতে পারে না। Man Power development তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। আর্থিক অনুদান সম্পর্কে জানান, প্রস্তাব পাঠালেই কেন্দ্রের কাছে টাকা পাওয়া যায়না। সুতরাং বি এল. এ বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার সুরাহা করতে হবে।

বিমল কুমার বিশ্বাস—গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে তথ্য সরবরাহ সংস্থায় পরিণত করার ব্যাপারে বলেন, তিনি তাঁর গ্রন্থাগারে নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সভ্য হিসাবে পাননি। রাজনৈতিক নেতারা যদি তার অন্যান্য বক্তব্যের সাথে জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী হতে অনুরোধ করেন তাহলে খুব ভাল হয়।

ফণিভূষণ রায়—

তিনি গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক না হলেও দেখে তিনি খানিকটা ব্যাপার আয়ত্ত করেছেন। ১৯৬১ সালের সাথে ১৯৭১ সালের আদমসুমারীর গণনা করে দেখা গেছে স্বাক্ষরতার সংখ্যা কমে গেছে। সাধারণের গ্রন্থাগার সৃষ্টি হলেও শতকরা ৭০ ভাগ লোক নিরক্ষর হওয়ায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কোন ফলপ্রসূ হবে না। নিরক্ষর তাদের জন্য দরকার অর্থনৈতিক তথ্য সরবরাহ। সুতরাং বই না সাজিয়ে রেখে সবাইকে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহের সাহায্যে শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা আনতে হবে। বহু জিনিস অপচয় হয়, কিন্তু সেই জিনিস যাতে অপচয় না হয়, তাই গ্রন্থাগারিকরা যদি সেই তথ্য সরবরাহ করতে পারে তাহলে সকলেই উপকৃত হবে ও গ্রন্থাগারমুখী হবে। আমাদেরও চিন্তা করা দরকার, বর্তমান কর্মীবাহিনীকে, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। গ্রন্থাগার উন্নতিতে অর্থের চেয়ে আমাদের মানসিকতার প্রয়োজন। সুতরাং কাজের মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষিত করে তোলা যায় ও জনসাধারণ এবং জনপ্রতিনিধিদের সমর্থন পাওয়া যায়। প্রচার সম্বন্ধে তিনি বলেন, প্রচার কখনই রেডিও বা এই ধরণের কিছু দ্বারা সাফল্য লাভ করা যায় না। পাঠকরা উপযুক্ত সাহায্য পেলেই গ্রন্থাগারের প্রচার সর্বাধিক সম্প্রসারিত হয়।

আলোচনা শেষে পরিচালক শ্রীপ্রবীণচন্দ্র বসু বলেন, গ্রন্থকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার শুধু না করে, নিরক্ষর লোক বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষদের দিকে চেয়ে উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা দরকার। গত তিরিশ বছর

ধরে গ্রন্থাগার আইনের জন্য যে আন্দোলন চলছে, সেই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হতে পারে এরকম একটা উজ্জ্বল আশা দেখা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এখানে যারা অংশ গ্রহণ করেছেন তারা কেউ না কেউ কোনভাবে গ্রন্থের ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত, সুতরাং এই ধরণের অভিযোগ জানালেও সেটা ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৮
দ্বিতীয় অধিবেশন : বেলা ২টা

আলোচ্য বিষয় : গ্রন্থাগার আইনের কাঠামো

পরিচালক : শ্রীফণিভূষণ রায়

স্থানীয় লোকসভার সদস্য শ্রীসুধীরকুমার ঘোষাল মহাশয় সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা করেন যে মেদিনীপুরে এই সম্মেলন হওয়ায় তিনি আনন্দিত এবং গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা সম্পর্কে তিনি সকলকে আশ্বস্ত করেন।

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এই বলে আশা করেন যে, গ্রন্থাগার আইন ও আন্দোলনের কথা লোকসভায় আলোচিত হয়েছে এবং শ্রীঘোষালের মারফৎ এই আন্দোলনের কথা আরও ভাল-ভাবে পৌঁছবে ও তাঁর সক্রিয়তা কামনা করেন।

এরপর পরিচালক শ্রীরায় বলেন, গ্রন্থাগার আইন সম্বন্ধে দুটো Paper আলোচিত হবে। প্রথম Paper-টি সম্বন্ধে বলবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীঅশোক বসু।

অশোক বসু তাঁর প্রবন্ধ "প্রয়োজন ভিত্তিক নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পটভূমিকা" প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, গ্রন্থাগার আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত হয়েছে বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিগত ৩০ বছর ধরে গ্রন্থাগার আইনের চেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু এই প্রথম ১৯৭৭ সালে গ্রন্থাগার আইনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। অধ্যাপক পার্থ দে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কিত খসড়া কমিটি গঠন করেছেন তার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

সমাজের যে সমস্ত আদর্শ বা অনুপ্রেরণার জিনিস রয়েছে তার মধ্যে গ্রন্থাগার অন্যতম। আমাদের এই গ্রন্থাগার আইন কাদের জন্য, কি চাই এবং কেন? গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছে জনসাধারণের জন্য। তার জন্য লেগেছে অনেক সময়। প্যারীর জনসাধারণের মধ্যে উজ্জীবিত চেতনার জন্যই গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছে। প্রয়োজনানুসারে তারা Card Catalogue তৈরী করে। যদিও বই Chain-এর মাধ্যমে বাঁধা থাকলেও জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। সামাজিক উদ্দেশ্যের জন্য গ্রন্থাগার সর্বজনস্বীকৃত। প্রতিটি মানুষের contrubution-এর জন্য বা মেধার জন্য গ্রন্থাগার দরকার। গ্রন্থাগার তাদের প্রতিভা ধরে রাখবে। সাক্ষরতার জন্য গ্রন্থাগার দরকার। একটি গ্রামের প্রতিটি মানুষ সাক্ষর হওয়ার পরেও তারা আবার পুরানো জগতে ফিরে গিয়েছিল। কারণ টাকার বাধা। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের দরকার, মানুষের প্রয়োজনের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগার যদি তার কাছে পৌঁছতে না পারে তাহলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ব্যর্থ।

অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে গ্রন্থাগার দরকার। কেননা বিশেষ এক শ্রেণীর অপসংস্কৃতি দিয়ে দেশের ক্ষতি করতে চায়, লোকের জন্মগত রাষ্ট্রের অধিকার সর্বোপরি, সুতরাং তাদের তথ্য জানার অধিকার আছে। গ্রন্থাগারে পাঠক যায় বই-এর জন্য, বই ছাড়া যে গ্রন্থাগার হতে পারে সেটা অনেকেই মেনে নেবেনা। শুধু গ্রন্থকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার হলে চলবে না, তথ্যকেন্দ্রিক গ্রন্থাগারের দরকার। এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অবশ্যই আইনের মাধ্যমে হবে, নিঃশুল্ক হবে, সরকারী উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনা অবশ্যই দরকার। বর্তমান গ্রন্থাগার-গুলো স্বতন্ত্র বেড়ে উঠেছে। এই অব্যবস্থার প্রতিকার সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য স্থানীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার গড়ে তোলা।

প্রথমে থাকবে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, তারপরে ডিস্ট্রিক লাইব্রেরী, তারপরে টাউন লাইব্রেরী ও পরে রুরাল লাইব্রেরী। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না করতে পারলেও পর্যায়ক্রমে এর ব্যবস্থা চালু করা দরকার। বামফ্রণ্ট সরকার আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। সুতরাং আমরা দেখব যাতে প্রতিটি লোক সমস্ত কিছু সুবিধা ভোগ করতে পারে। তার জন্ত রাজ্য সরকারকে গ্রন্থাগার আইন চালু করতে হবে। 2.5% ব্যয় গ্রন্থাগার খাতে বরাদ্দ করতে হবে। শিক্ষা ও গ্রন্থাগার এক সাথে করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগার ও তথ্য-জনসংযোগ বিভাগ একসাথে করলে ভাল হয়। যেখানে সম্ভব সেখানেই গ্রন্থাগার এবং তথ্যনির্বাহী কেন্দ্র চালানো উচিত।

যারা গ্রামীণ, শহর ও জেলা গ্রন্থাগারিক তারা স্ব স্ব জায়গায় থেকে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। গ্রন্থাগারের একক কোন ভূমিকা নেই। সবাইকে নিয়ে গ্রন্থাগার। তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়া হল গ্রন্থাগারের কাজ।

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের পরে অবস্থার কিছু তারতম্য ঘটবে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব, আমাদের জন্মে একটি Library Cadre Services গড়ে তোলা উচিত। স্পনসর্ড কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী হিসাবে পরিগণিত হবেন। গ্রন্থাগারে নিযুক্ত যে কোন স্তরের কর্মীই গ্রন্থাগারিক। তার পরে তাদের স্তরভেদ থাকবে কিন্তু প্রত্যেকের Designation-এ "গ্রন্থাগারিক" উল্লেখ থাকবে। তাদের Scale ও Govt Scale চালু করতে হবে।

পরিশেষে প্রবন্ধটি আলোচনার সুযোগদানের জন্ম শ্রীবসু সভাপতি ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে কৃতজ্ঞতা জানান।

এরপরে পরিষদের সম্পাদক শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী বলেন, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের অনুরোধে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সরকারকে টাকা দেবার জন্ম আন্দোলন করে। কিন্তু টাকা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন হারে যার জন্ম বি এল. এ কোন রকমেই দায়ী নয়। এছাড়া বহু জেলা থেকে গ্রন্থাগারিকদের Deputation দেওয়া হয়নি। ভারতে চারটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন চালু আছে। বি এল. এ ৩০ বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। কৃষ্ণনগর নদীয়া Conferenceএ গ্রন্থাগার আইনের একটা খসড়া করে দেন। আর অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য আইনের খসড়া তৈরী করতে সাহায্য করেন। উত্তর পাড়ায় ১৯৬৯ সালে তৈরী আইনের খসড়া নিয়ে রাজ্য সরকারকে কিছু করার জন্ম অনুরোধ করা হয় কিন্তু কোন ফল হয়নি। কিন্তু এবারে বামফ্রণ্ট সরকার গ্রন্থাগার আইনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তার জন্ম আইনের খসড়া তৈরী করার জন্ম কমিটি গঠন করা হয়েছে। আই গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে মোটামুটি ব্যাপারগুলি আলোচনা করার জন্ম এখানে সবাই মিলিত হয়েছেন। এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২৫শে জুন Drafting Comm. Bill-এ পেশ করা হবে। কেননা ১৯৬৯ সালে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া তৈরী করার পর অনেক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তাই দেখা দরকার, গ্রন্থাগার আইনের সুচিন্তিত ব্যাপারগুলি যেন স্থান পায়।

গ্রন্থাগার আইন এই কারণে দরকার, গ্রন্থাগারগুলো এলোমেলো ভাবে রয়েছে এবং বিভিন্ন Management-এর হাতে. Govt. Control and Govt. Spons. একই জায়গায় অর্থাৎ একই administration এ আনতে হবে. আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য জনসাধারণের চাহিদা মেটাবে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্ম আর্থিক সুব্যবস্থা দরকার। জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের দরকার। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনা হওয়ার জন্ম বিভিন্ন Management দরকার। Department of public library হওয়া দরকার ও একজন Director of Library Science হবেন। অবশ্য সবচেয়ে উঁচুতে থাকবেন Minister state central library অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার জন্ম তার কতকগুলো কর্তব্যের প্রয়োজন আছে। আমাদের পশ্চিম বাংলার কতকগুলো জেলায় বেশী জেলা গ্রন্থাগার আছে। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্ম একটা District Library করে তার Branch করা দরকার। Town Libraryর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

State Library board-এ গ্রন্থাগারিক মন্ত্রী সর্বেসর্বা হবেন। দ্বিতীয় পদে থাকবেন Director of Library Science। তারপর শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধি থাকা দরকার। শিক্ষাবিদরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসবেন। তাদের থাকা অবশ্যই দরকার। গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। জেলা গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরাও থাকবেন, সরকারী প্রতিনিধিরাও থাকবেন, তথ্য ও প্রচার বিভাগের পরিচালকেরও থাকা দরকার। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের থাকা দরকার কেননা যেহেতু জাতীয় গ্রন্থাগার কলিকাতায় অবস্থিত।

State Library authority-র কাজ হবে একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি হিসাবে কাজ করা। Department of Public Library হওয়া বিশেষ দরকার। গ্রন্থাগার শুধু educational কাজে সাহায্য করে না এর সঙ্গে উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করা। এই Dept হওয়ার ফলে গ্রন্থাগারগুলো কাজ করতে পারবে ও সরকারকে সাহায্য করতে পারবে। কোন রাজ্যে এই ধরণের ব্যবস্থা নেই বলে এই Dept চালু করার অসুবিধা হতে পারে। Director of Public Service হবেন মুখ্য পরিচালক তাকে শুধু Library Science Training নিলে হবে না অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। Delivery of Press and News Act সংশোধিত হওয়া দরকার। এই রাজ্যে সমস্ত প্রকাশিত গ্রন্থাদি বলে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে জমা দিতে হবে। District Library Board এর হাতে প্রচুর ক্ষমতা থাকবে। এই জন্য একটি District Library থাকবে যাতে District Board-এর কাজে বিঘ্ন না হয়। District Board-এ অবশ্যই গ্রামীণ প্রতিনিধি থাকবে কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক। আইনের আওতাভুক্ত বা আইনের বাইরে প্রতিনিধি থাকবেন একটা Library যদি irregular হয় বা তার টাকা নিয়ে অপচয় হয় তবে এর প্রতিকার করা দরকার। Public body থাকলে কোন কিছু অন্যায়ের প্রতিকার করা যাবে না, তাই District Library Board এর হাতে ক্ষমতা থাকবে যাতে কোন অন্যায় না হয়। District Library Board জেলা ভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলির যে সমস্যা হবে সেইগুলির সমাধান করবে।

প্রত্যেকটা ছোট বা বড় Library এর জন্য একটা কমিটি থাকবে। এই কমিটি সেই Library-র কাজে সাহায্য বাড়বে এবং Advisory Comm. Basis হবে। তারা গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাহায্য করবে কিন্তু Decision নেবে Dt. Library Board। এই ধরণের গ্রন্থাগারের আর্থিক ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে পুরোপুরি দায়িত্ব নিতে হবে। কলিকাতার জন্য Dt Library Board করতে হবে।

এখানে মূল নীতিগুলি আলোচিত হয়। এই আলোচনার ভিত্তিতে যারা বক্তব্য পেশ করবেন তাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং বক্তব্যগুলি কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় আলোচিত হবে।

এরপর কার্ণভূষণ রায় শ্রীসুধীর ঘোষালকে কিছু বলবার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

শ্রীসুধীর ঘোষাল বলেন, গ্রন্থাগারিকদের জাতি গড়ার ব্যাপারে একটা ভূমিকা আছে। পশ্চিমবঙ্গে যে আইনের কাঠামো রচিত হয়েছে সেই ব্যাপারে রাজ্য সরকার যদি একটা আলাদা বিভাগ খোলেন তাহলে ভালো হয়। মেদিনীপুরের প্রতিনিধি হিসাবে মনে করেন সুস্থ মানুষের জাতিগঠনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। তিনি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করবেন।

আলোচনা :

শ্রী প্রমোদ রায় কয়েকটা জিনিস স্পষ্ট করতে চাই যে জনসর্ড গ্রন্থাগার প্রথা বাতিল করার যে দাবী আমরা দীর্ঘদিন ধরে করেছি, সে সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ ঐ আলোচনায় নেই।

শ্রী কেশবলাল চক্রবর্তী—Town Library, Rural Library সব কিছুকে Dist Library-র অধীনে আনা হয়েছে। যদি Town Library-এর অধীনে Rural Library গুলিকে আনা হয় তবে কাজের সুবিধা হবে।

শ্রী নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—Dist Lib. Board-এ কোন্ প্রতিনিধি কাকে সাহায্য করবেন বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া ভাল। এছাড়া জেলা গ্রন্থাগার বোর্ডে কয়জন করে প্রতিনিধি থাকবেন তার উল্লেখ থাকা উচিত। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে Quarum এর অভাবে অনেক সময় Meeting হতে পারেনা। তাই সদস্য সংখ্যা ৯ এর পরিবর্তে ৫ হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাখাতে গ্রন্থাগারের জন্য ২·৫% ব্যয়বরাদ্দ দাবী না করে আরো বেশী দাবী করা উচিত।

শ্রী সুধীর সেন—একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে আলোচনা আমরা শুনলাম তাতে Uniformity আনার চেষ্টা আছে। আমার প্রশ্ন একই ধরণের গ্রন্থাগারের কথা চিন্তা না করে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন সমস্যার কথা চিন্তা করা উচিত। কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। কলকাতায় যদি Calcutta Public Library করা যায় তাহলে শুধু কলকাতা নয়, সারা দেশের মানুষই উপকৃত হবেন। রাজভবনের স্থানটি এই উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা যায় আর Calcutta Municipal Lib. কে যদিও এটা মুমূর্ষু অবস্থায় আছে তবু তার উন্নতি সাধন করে Calcutta Public Library গঠনের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া দরকার।

Bibliographical control : ব্যয় সংকোচ একটি বিশেষ চিন্তার বিষয়। আমাদের চিন্তা করতে হবে Centralised Purchase, Centrallsed Cataloguing ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার আছে তাদের অবস্থা কি হবে ? যেমন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগার ইত্যাদির কি অবস্থা হবে ?

যদি আমরা Bibliographic Contral এবং Book Act এর কথা চিন্তা করি তাহলে পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতির একজন প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন।

৬০ নং ধারায় উপদেষ্টা কমিটির কথা আছে কিন্তু তার আইনগত অধিকার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি।

সবশেষে ১১নং ধারায় 'ঘ' তে শিক্ষাখাতে ২·৫% ব্যয় গ্রন্থাগারের জন্য দাবী করা হয়েছে তাতে এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার, এটা কোন্ খাতে ব্যয় কমিয়ে ২·৫% করা হবে অথবা এটা অতিরিক্ত। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় Tegma Act থেকে ব্যয় হ্রাস করে অথবা Govt. যদি একটা Lib. Fund করতে পারেন তবে এই অতিরিক্ত সংগ্রহ হতে পারে।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়- শিক্ষাখাতে ২·৫% ব্যয়-বরাদ্দের দাবী হয়েছে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় সংক্ষেপের Scope অনেকক্ষেত্রেই আছে। State Librarian, Director হিসাবে কাজ করবেন কিন্তু তাঁকে-পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা ও সম্মান দিতে হবে। এবং তাকে সাহায্য করার জন্য একজন সহকারী থাকা প্রয়োজন। Integrated Library Service-এর পরিকল্পনা প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে। State-এর প্রত্যেক লোকের Library Service পাওয়া প্রয়োজন। এজন্য Population Basis সব জায়গায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। Dist Lib. গুলিকে আরো বেশী ক্ষমতা দিতে হবে।

Dist Lib. থেকে যে প্রস্তাব আসবে তা State Lib.-তে গৃহীত হবে। আমরা চাই প্রত্যেক লোকের জন্য নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। Aided Lib. চিরকাল চলতে পারেনা। এই Bill-এর কোথাও "নিঃশুল্ক" কথাটি নেই। কিন্তু এটা বাদ দিলে Lib. Bill-এর কোন অর্থ হয়না। Book Centre এবং Mobile Lib-র ব্যবস্থা

থাকা প্রয়োজন। ৫ নং ধারায় ডাইরেক্টরের যোগ্যতা, লাইব্রেরী সার্ভিস-এর পরিষ্কার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। আর বিশেষ কোন ধারার কথা না বলে সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে সমস্ত প্রযোজ্য বিষয় তাদের চাকুরির ক্ষেত্রে apply হবে। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিশদভাবে বলা উচিত।

শ্যামল রায়চৌধুরী—অশোক বসুর Paper-এ Library Information Service-এর যে Dept.-এর কথা বলেছেন, তার প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, এই ধরণের কোন বিভাগ করা উচিত নয়। বেশ কিছু লাইব্রেরী আছে যারা শুধু অবসর বিনোদনের জন্য নয়, তাদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা সেটা দেখা দরকার।

সতীনাথ ব্যানার্জী—এই খসড়ায় কোন Mobile Library-র কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদিও কোন কোন জেলায় Mobile Library আছে কিন্তু সেগুলো তেমন কার্যকরী নয়। তাই Mobile Library-র পৃথক বিভাগ ও পর্যাপ্ত কর্মী থাকা প্রয়োজন যাতে তা সুষ্ঠুভাবে কাজ করে। জেলা গ্রন্থাগারে কারা কর্মী বিনিয়োগ করবে সেটা বলে দেওয়া দরকার।

বিশ্বনাথ কোলে—State Library Authority-র কমিটিতে কতজন থাকবে সেটা বলা দরকার। নইলে ভবিষ্যতে কমিটি নিয়ে গণ্ডগোল হতে পারে। State Library Authority কি Board হবে না Department হবে সেটা দেখা প্রয়োজন। District Library-তে যে সমস্ত কর্মী নিয়োগ হবে তারা কাদের মাধ্যমে হবে? জেলা নির্বাচিত প্রতিনিধি কতজন হবে সেটা দেখা প্রয়োজন। কর্মরত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের পদমর্যাদার প্রশ্নটি আলোচিত হওয়া দরকার। কর্মচারীদের Service Rule-এ Trade Union Right-এর প্রশ্নটি থাকা প্রয়োজন।

রাসরঞ্জন ভট্টাচার্য—বড় Dist.গুলির একাধিক Dist.এ বিভক্ত হবার সম্ভাবনা আছে তাই একাধিক Dist. Lib.-র Scope রাখা উচিত। আমাদের দেশের প্রকৃতি মানুষের জন্য গ্রন্থাগার পরিসেবা ব্যবস্থার প্রয়োজন, এই কথাটি উল্লেখ থাকা দরকার। আরো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কথাও বলে রাখতে হবে। সওদাগরী অফিসসমূহে যে সব Library আছে সেগুলিকে কিভাবে এই Bill-এর আওতায় আনা যাবে তা চিন্তা করতে হবে।

অনঙ্গ ভট্টাচার্য—একটা District-এ District Library পুস্তক দিয়ে Town Libraryগুলিকে সাহায্য করবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এক মাইলের মধ্যে ২টি Rural Library আছে আবার অনেক ক্ষেত্রে ১০ মাইলের মধ্যে একটিও নেই। এক্ষেত্রে ভাবতে হবে একটি Rural Lib-র কাজের পরিধি যে বেড়ে যাবে তা Specified করা প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ সাহা—১) গ্রন্থাগার আইন সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য কিন্তু অন্যান্য ধরণের গ্রন্থাগারগুলির সম্বন্ধে কী চিন্তা করা হচ্ছে।

২) পরিসেবার মান সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি।

৩) কর্মীদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করা দরকার।

৪) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, Town গ্রন্থাগার এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পরিসেবা ব্যবস্থা কেমন হবে?

৫) মাথা পিছু কতজনের জন্য একটি গ্রন্থাগার থাকবে, তার বার্ষিক আয় কত হবে? তার পরিসেবা ব্যবস্থা কেমন হবে ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন—১) গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে।

২) সমাজ নিরপেক্ষভাবে গ্রন্থাগারকে দেখা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি হবে না।

শ্রীসত্যব্রত সেন—Audio-visual system, Library-cum-community Centre, Museum-cum Library, ইত্যাদিকে গ্রন্থাগার আইনের আওতায় আনা দরকার।

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী উত্তরদান কালে বলেন—

যে কতগুলি আইনের পয়েন্ট আমরা এখানে দিয়েছি তা ছাড়া আরও একটি আইনের খসড়া আছে সম্ভবতঃ অনেকে তা দেখেন নি এর মধ্যে যে সব বিষয়ে প্রশ্ন রাখা হয়েছে তার মধ্যে প্রায় সবগুলির উত্তরই ঐ খসড়ায় পাওয়া যাবে।

Lib, Dev. Plan এবং lib Bill এর structure দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। Detailed plan কখনও Bill এ থাকে না।

Board এর member সংখ্যা কতজন থাকবে তা প্রসঙ্গে স্বাধীন মতামত ও suggestion দেবেন। বিশদ খসড়ায় এ সংখ্যার উল্লেখ থাকবে।

এখানে কি ভাবে প্রতিনিধিরা আসবেন তা বলা হয়নি তা থাকবে আইনের খসড়ায়।

স্পষ্ট বলা হয়েছে প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী এই গ্রন্থাগার আইনের আওতায় সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবেন। এরপর আর 'স্পনসর্ড' কথাটি নিশ্চয় বিতর্কের অবকাশ থাকবে না।

Town Lib এবং Dist Lib র জন্য আলাদা Board হলে কাজের অসুবিধে হবে। Dist Lib থেকে Town Lib. এবং Town Lib. Rural Lib.কে বই দেবে এটা স্বতঃসিদ্ধ। এর details উল্লেখ Bill এ থাকতে পারে না।

২৫' সম্বন্ধে সরকার চিন্তা করবেন তাহলে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচ করে ঐ অর্থ দিতে পারেন। তাছাড়া প্রতিবছর Education Budget বাড়ছে। এ সম্বন্ধে বলা আমাদের দায়িত্ব নয়।

এটা Public Lib. Act তাই Special Library College Library, University Library প্রভৃতি বর্তমানে এর আওতায় আসবে না।

পরিশেষে তিনি সকলকে আশ্বাস দেন আগামী সভায় এ ব্যাপারে প্রত্যেকের Suggestion নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১৬ই এপ্রিল, সকাল ৯টা
শেষ অধিবেশন

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী আজকের সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য শ্রীফণিভূষণ রায়ের নাম প্রস্তাব করেন ও রামকৃষ্ণ সাহা সমর্থন করেন।

সভাপতি শ্রী রায় বিগত ৩৩ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যে সব গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার সুহৃদের জীবনাবসান ঘটেছে, তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের প্রস্তাব নেন ও সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এরপরে ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের খসড়া প্রস্তাব পাঠ করা হয়।

॥ ৩৪-তম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ।

প্রস্তাব ১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহূত এবং মেদিনীপুর সহরে ১৪-১৬ এপ্রিল, ১৯৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গভীর আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাজ্য সরকার কিছু লক্ষণীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির পুনর্গঠন; খসড়া গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন, গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের পুনর্গঠন, রাজারামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনে রাজ্য সরকারের দেয় অনুদান প্রদান (যা এতদিন বন্ধ ছিল), স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির জন্য গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য অনুদান ঘোষণা, স্পনসর্ড কর্মীদের অন্তর্বর্তী ভাতা প্রদান, কর্মচ্যুত কর্মীদের পুনর্নিয়োগের নির্দেশ দান প্রভৃতির মাধ্যমে রাজ্য-সরকারের এই উদ্যোগ প্রতিফলিত হয়েছে।

এই সম্মেলন এইসব উদ্যোগের জন্য রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সাথে সাথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের যেসব সমস্যার আজও সমাধান হয়নি সেসব বিষয়গুলি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের জন্য উদ্যোগ নিতে এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

প্রস্তাবক : অশোক বসু
সমর্থক : পিনাকী মুখার্জি

পিনাকী মুখার্জী সমর্থন করে বলেন, বিগত দিনে সরকার গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বিশেষ কিছু করেননি। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার আশ্বাস দিয়েছেন এবং আমরা আশা করি সরকার গ্রন্থাগার কর্মীদের দিকে দৃষ্টি দেবেন।

এর পরে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাব ২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহূত এবং মেদিনীপুর শহরে ১৪-১৬ এপ্রিল, ১৯৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গভীর আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য রাজ্য সরকার একটি খসড়া গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছেন। এই সম্মেলন আশা করছে যে এই আইন রচনার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে এবং বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে "গ্রন্থাগার আইন" বিধিবদ্ধ করে রাজ্য সরকার এই রাজ্যের জনগণের দীর্ঘদিনের একটি দাবী পরিপূর্ণ করবেন। সাথে, সাথে, আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার আইনের খসড়াটি পুনর্বিবেচনা করে খসড়া গ্রন্থাগার আইন রচনা কমিটির সভার বিবেচনার জন্য পেশ করতে এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক কমিটিকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

প্রস্তাবক : শশাঙ্ক বাগচি
সমর্থক : আবদুল মমিন মিদ্যা

সংশোধনী প্রস্তাব আনেন শ্রীসত্যব্রত সেন।
সভায় প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রস্তাব ৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহূত মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে জনগণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারা সম্প্রসারিত করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগারগুলি শুধু অবসর বিনোদন বা চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে নয়, জনগণের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ও ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প এবং কৃষির উন্নতির জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে শুরু করছেন। এই সম্মেলন মনে করে যে এই কাজগুলি সার্থকভাবে রূপায়িত করার জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। স্থানীয় উৎপাদনের কাজ সার্থক করার জন্য এই গ্রন্থাগারগুলি থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নানাধরণের তথ্য ও তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ গ্রন্থাগারে সঙ্কলিত করে রাখতে হবে। এই সম্মেলন তাই মনে করে যে, গ্রন্থাগারের নূতন ভূমিকা যেমন একদিকে গ্রন্থাগার কর্মীদের উপলব্ধি করতে হবে, অপরদিকে গ্রন্থাগারগুলি যাতে এই ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে তার জন্য যথাযথ উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নিতে এই সম্মেলন রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছে। এই প্রসঙ্গে এই সম্মেলন মনে করে যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ সার্থক করার জন্য ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রীতি ও সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন।

এই সম্মেলন গ্রন্থাগারগুলির পরিসেবা ও কর্মধারার ন্যূনতম মান নির্ধারণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস করার জন্য এই সম্মেলন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছে।

প্রস্তাবক : রামকৃষ্ণ সাহা
সমর্থক : শ্যামল রায়চৌধুরী

শ্যামল রায়চৌধুরী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগারে রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগার শিক্ষার ক্ষেত্রে ভীষণ প্রয়োজনীয়। তাই তিনি রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেন গ্রন্থাগারের প্রসার ঘটাতে ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাব ৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহূত মেদিনীপুর শহরে ১৪-১৬ই এপ্রিল ১৯৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত দাবীগুলি নিয়ে আজ সর্বস্তরের মানুষের এক ব্যাপক গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন :

(১) এই রাজ্যে অবিলম্বে আইনভিত্তিক নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

(২) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের জন্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(৩) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২·৫ ভাগ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে।

(৪) প্রতিটি স্কুল-কলেজ-পলিটেকনিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

(৫) গ্রন্থাগার মুখী শিক্ষাব্যবস্থা এবং তথ্য কেন্দ্রীক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(৬) শিশুদের জন্য শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৭) সদ্য সাক্ষরদের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাদি প্রকাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রস্তাবক : সত্যব্রত সেন
সমর্থক : গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ

গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একার পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়। দেশের গণতান্ত্রিক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একাজ সম্পন্ন করতে হবে।

সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাব ৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে আহূত, মেদিনীপুর শহরে ১৪-১৬ই এপ্রিল ১৯৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছে যে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীরা বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নে আজও চরম অবহেলিত। এই সম্মেলন মনে করে যে স্পনসর্ড, স্কুল-কলেজ পলিটেকনিক, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন; পদমর্যাদা এবং চাকুরীগত সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির অবিলম্বে সমাধান করা আবশ্যক। এই সম্মেলন আরো দাবী করছে যে এই বিষয়গুলি নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

প্রস্তাবক : অরুণ রায়
সমর্থক : মনোরঞ্জন চক্রবর্তী

সমর্থক শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, বেতন ও পদমর্যাদার ব্যাপার সম্বন্ধে কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না। বহুদিন ধরে গ্রন্থাগারিকরা বেতন ও পদমর্যাদা পায়নি। সুতরাং তার জন্য লড়াই করতে হবে। কেননা কয়েকজন ছাড়া কেউ উপযুক্ত বেতন পায় না। সুতরাং এর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এরপরে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন গোপিকাপ্রসাদ ঘোষ। তিনি বলেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতি বিভিন্ন সময়ে বেতন সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করে থাকে। সুতরাং তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাব ৬

১। এই সভা গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে আজও পর্যন্ত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য কোনও রকম অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা পেনসন গ্র্যাচুইটি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়নি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু কর্মীর মৃত্যু ঘটেছে এবং কিছু কর্মী অবসর গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। সরকারের কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য না পাওয়ায় এই সব কর্মীর পরিবারবর্গ অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছেন।

তাই এই সভা দাবী করছে অবিলম্বে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য পেনসন গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা করা হোক এবং প্রয়াত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর পরিবারের কর্মক্ষম একজনকে উপযুক্ত পদে নিয়োগের প্রথা চালু করা হোক।

২। উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা (সমাজশিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গ-এর নির্দেশক্রমে বর্তমান স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী নিয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে। স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মী-সংখ্যা অত্যন্ত কম, ফলে নিয়োগ বন্ধ থাকায় গ্রন্থাগারগুলিতে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এই সভা অবিলম্বে দাবী করছে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির শূন্য পদগুলিতে কর্মী নিয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা করা হোক।

প্রস্তাবক : বিশ্বনাথ কোলে
সমর্থক : সুধীন ঘোষ

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এরপরে সভায় সংগীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, কণা বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালী দত্ত মিনতি চক্রবর্তী ও মৃন্ময় দাস।

প্রবীর রায়চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদককে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। শ্রী অশ্বিনী সেন বলেন, এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছেন। মেদিনীপুরের জনসাধারণের পক্ষ থেকে তিনি সকলকে অভিনন্দন জানান। এই সম্মেলন সাফল্য লাভ করার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ দেন। এছাড়া তিনি বিশেষ করে শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার, মৃন্ময় দাশ ও প্রদ্যোৎ বসু চৌধুরীকে অনেক আগে থেকে সম্মেলনের কাজে যোগদান করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এরপরে পরিষদের কর্মসচিব প্রবীর রায়চৌধুরী সমস্ত দর্শক ও প্রতিনিধিকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য উদ্যোক্তা মেদিনীপুর জেলা শাখা কমিটিকে ধন্যবাদ দেন। তিনি এছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকলকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে অনুরোধ করেন।

সভাপতি ফণিভূষণ রায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কিন্তু যে সমস্ত সাংবাদিক এই ৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কথা তাঁদের সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁদের নামগুলো উল্লেখ না করলে এই প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁরা হলেন ১। প্রবন্ত সিং মিলনি—কারেন্ট, সন্মার্গ ২। জে কে. মিশ্র, দৈনিক রূপলেখা, কলিকাতা ৩। জি পি. শ্যাম, সংহিতা, খড়্গপুর ৪। ভগবান দাস যাদব, দৈনিক সন্মার্গ ও দৈনিক বিশ্বামিত্র, কলিকাতা ৫। উদয় শঙ্কর রায়, সাবডিভিশনাল ও পাবলিক রিলেশন অফিসার, মেদিনীপুর নর্থ ৬। নিশীথ কুমার দাস, মেদিনীপুর সমাচার ৭। ভবানী শঙ্কর রায়, সমাচার ও দৈনিক বসুমতী ৮। টি গুরিন, ডিস্‌ট্রিক্ট ইনফরমেশন ও পাবলিক রিলেশন অফিসার, মেদিনীপুর নর্থ ৯। শ্যাম সুন্দর রায়, স্টেটসম্যান ১০। কনক দত্ত, অমৃত বাজার ও যুগান্তর ১১। তুষার কান্তি পঞ্চানন, সত্যযুগ ১২। শ্যামসুন্দর দত্ত, দৈনিক বসুমতী, লোকসেবক, সন্মার্গ প্রভৃতি।

দীপ্ত, স্বচ্ছ, সুস্থ সমাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা হল। লক্ষ লোকের প্রতি-নিধিরা বুকে বেঁধে নিল জয়ের গান, প্রতিরোধের শপথ। আগামী বছর সম্মেলনের সুখ ভাবনা, আমাদের কর্মের জোয়ার, বুদ্ধির প্রতি আনুগত্য এবং জনসাধারণের নিকটতম বন্ধু হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার মহান ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করে তুললো। চোখে স্বপ্ন নিয়ে ফিরে চললো সবাই নিজেদের কর্মক্ষেত্রে।

প্রতিবেদক—

অসিতাভ দাশ, চৈতালী দত্ত, পিনাকী মুখোপাধ্যায়
মিনতি চক্রবর্তী, সত্যব্রত ঘোষাল

৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

কলিকাতা

১। অজয় কুমার রায় কলিকাতা-১৯ ২। অনিলচন্দ্র পাল, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৩। অময় কৃষ্ণ ঘোষ, কলিকাতা-৪ ৪। অমলেন্দু রায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ৫। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৬। অরুণ রায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৭। অশোক বসু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৮। অসিতাভ দাশ, যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল ৯। অসীম কুমার দত্ত, কলিকাতা-২৫ ১০। অলোক স্যান্যাল, কলিকাতা-২৯ ১১। আশীষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১২। এম্. এন্ নাগরাজ, জাতীয় গ্রন্থাগার ১৩। কমলেশ ভট্টাচার্য, কলিকাতা-২৬ ১৪। কানাই লাল ঘোষ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৫। কৃষ্ণপদ মজুমদার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৬। চৈতালী দত্ত, কলিকাতা-৩২ ১৭। জ্যোতির্ময় বসু চৌধুরী, কলিকাতা-২ ১৮। ডলি রায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯। তপন কুমার সেনগুপ্ত, ব্রিটিশ কাউন্সিল ২০। তপতী বড়ুয়া, কানাই স্মৃতি পাঠাগার ২১। দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলি-৫০ ২২। নব কুমার সিন্‌হা, রামমোহন লাইব্রেরী ২৩। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, কলি-৫৬ ২৪। পরেশচন্দ্র সাহা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২৫। প্রত্যাপাদিত্য সরকার, বড়িশা পাঠাগার ২৬। প্রদীপ চৌধুরী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২৭। প্রদ্যোৎ বসু চৌধুরী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২৮। প্রবীর রায় চৌধুরী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২৯। ফণিভূষণ রায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৩০। ডঃ বরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কলি-২৭ ৩১। বাণী চক্রবর্তী, কলি-৩৬ ৩২। বিনয় কুমার গুহ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পলিটেকনিক ৩৩। বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী, জাতীয় গ্রন্থাগার ৩৪। বিমল চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৩৫। বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় গ্রন্থাগার ৩৬। ব্যোমকেশ মাইতি, জাতীয় গ্রন্থাগার ৩৭। ভারতী বিশ্বাস, কলি-২৯ ৩৮। মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯। মণিকা দত্ত, কলি-৯ ৪০। মৃন্ময় দাস, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৪১। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৪২। মানবেন্দ্র বসু, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৪৩। মিনতি চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৪৪। রতন চক্রবর্তী, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া ৪৫। রবি শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নর্থ ইন্টালী কমলা লাইব্রেরী ৪৬। রমা সেনগুপ্তা, কলি-১৫ ৪৭। রাধানাথ রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৪৮। রামকৃষ্ণ সাহা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৯। শশাঙ্ক কুমার বাগচী, বুরো অব্ এডুকেশনাল এণ্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ ৫০। শান্তিপদ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫১। শ্যামল রায়চৌধুরী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৫২। সুধেন্দু ভূষণ বন্দোপাধ্যায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ৫৩। সুনীল কুমার রায়, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ৫৪। সুবল কুমার সেন, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া ৫৫। সুবীর কুমার সেন, কলি-১৪ ৫৬। সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৫৭। হিমেন্দ্র কুমার ঘোষ, জাতীয় গ্রন্থাগার

কোচবিহার

১। শ্রীঅমলকৃষ্ণ মজুমদার, সুরেশ স্মৃতি পাঠাগার ২। অরুণকুমার শীল শর্মা, আর, আর, এন, মহকুমা গ্রন্থাগার ৩। শ্রীজগদীশচন্দ্র সরকার, রবীন্দ্র পল্লী পাঠাগার ৪। শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দাস, হরিমোহন পাঠাগার ৫। শ্রীনির্মল চন্দ্র চক্রবর্তী, বাণী মদনচাপলা পাঠাগার ৬। শ্রীপঙ্কজ কান্তি কর, বিবেকানন্দ ক্লাব জনপদ পাঠাগার ৭। শ্রীবাদল চন্দ্র সরকার, শালগড়া তারকেশ্বর নবারুণ পাঠাগার ৮। বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহার ৯। শ্রীমদন

গোপাল সাহা, দেওয়ানহাট প্রগতি সংঘ ১০ শ্রীরণজিৎ কুমার দত্ত, জয়গুরু যুব সংঘ কল্যাণ লাইব্রেরী ১১। শ্রীসুনীল কুমার কর্মকার, চিকাযানা ইউনিয়ন লাইব্রেরী।

চব্বিশ পরগণা

১। অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইন্‌স্টিটিউট, ব্যারাকপুর ২। অরবিন্দ ঘোষ, ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর ৩। গোপিকা প্রসাদ ঘোষ, সোদপুর ৪। চঞ্চলকুমার সেন, নবব্যারাকপুর ৫। চন্দনা চক্রবর্তী, পলতা ৬। জি. মণ্ডল, চন্দ্রিশহরপুর সাধারণ পাঠাগার ৭। প্রণবকুমার চ্যাটার্জী, শিবনাথ শাস্ত্রী পাঠাগার, জয়নগর মজিলপুর ৮। প্রমীলচন্দ্র বসু, মধ্যমগ্রাম ৯। বঙ্কিম চ্যাটার্জী, বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজ, রহড়া ১০। ভুবনচন্দ্র সরদার, সাতঘরাবলী জাগরণী পাঠাগার ১১। মৃত্তিকা দাস, অশোকনগর ১২। রতনকুমার সাধু, বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী ১৩। রাসবিহারী মিত্র, চাণক্য পাঠাগার, ব্যারাকপুর ১৪। রেণু দাস, ডায়মণ্ডহারবার মহিলা সমিতি কল্যাণ লাইব্রেরী ১৫। সত্যব্রত সেন, জেলা গ্রন্থাগার, রহড়া ১৬। সন্তোষ কুমার বসাক, বলরাম ধর্ম সোপান ১৭। সুনীলকুমার দত্ত, বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী ১৮। সুভাষ ঘোষ, বারুইপুর সাধারণ পাঠাগার ১৯। সুভাষচন্দ্র বসু, স্যার রমেশ লাইব্রেরী, বিষ্ণুপুর।

জলপাইগুড়ি

১। কাশীনাথ দাস, জে. এন চক্রবর্তী পাবলিক লাইব্রেরী, ওদলাবাড়ী ২। দেবব্রত মুখার্জী, চালসা শালবনী সংঘ গ্রন্থাগার ৩। শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকা লাইব্রেরী ৪। সুরেন্দ্রনাথ রায়, জনকল্যাণ পাঠাগার, সাপটিবাড়ী ৫। সুধীর সেনগুপ্ত, এন. এন. পাঠাগার, শক্তিগড়।

দার্জিলিং

১। গোবিন্দ মল্লিক, জ্ঞানদাসুন্দরী কল্যাণ লাইব্রেরী, শিলিগুড়ি ২। তপন কুমার গুপ্ত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ৩। নিত্যরঞ্জন গুঁই, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি ৪। মনোজকুমার রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ৫। সুনীল কুমার ঘোষ, বাগডোগরা ওয়াই. এম. এস. গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৬। স্বপন কুমার বাগচী, শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়।

নদীয়া

১। অনাথ সেন, রাণাঘাট মহকুমা গ্রন্থাগার ২। অনিল কুমার কর, প্রজ্ঞানানন্দ গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৩। কেশবলাল চক্রবর্তী, কৃত্তিবাস স্মৃতি ভবন তথ্য সংগ্রহ শালা ৪। তপন সেন, কল্যাণী পাবলিক লাইব্রেরী ৫। নারায়ণ চন্দ্র সাধু, কৃষ্ণনগর মহিলা মহাবিদ্যালয় ৬। মদন মোহন মল্লিক, নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার।

পশ্চিম দিনাজপুর

১। শ্রী দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, বালুরঘাট ২। বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী, রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

পুরুলিয়া

১। প্রণত মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপুর লাইব্রেরী ২। মদন চন্দ্র ভাণ্ডারী, বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির ৩। ভক্তি রঞ্জন পতি, রবীন্দ্র পাঠচক্র ৪। মহাদেব মুখোপাধ্যায় (M. L. A.) পুরুলিয়া, ৫। মৃগাঙ্ক কুমার ভাদুরী, পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ৬। শশীধর দাস দল, দলীবাণী লাইব্রেরী ৭। তারাধন পট্টনায়ক, সরস্বতী লাইব্রেরী।

বর্ধমান

১। অহিভূষণ ভট্টাচার্য, কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার ২। আব্দুল মমিন মিদ্যা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ৩। ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মেমারী মিলন সংঘ পাঠাগার ৪। নিমাই চরণ কর, নূতন হাট মিলন পাঠাগার ৫। বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ৬। বিমলকুমার বিশ্বাস, মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ৭। মোহিনী মোহন দাস ঠাকুর, জ্ঞানপল্লী মঙ্গলসমিতি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ৮। লক্ষ্মী

নারায়ণ রায়, যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ৯। শচীন্দ্রনাথ ঘোষাল, অকাল পৌষ নগেন্দ্রনাথ সাধারণ পাঠাগার।

বাঁকুড়া

১। করুণা কেতন ভট্টাচার্য্য, লাপুড় বীণাপানি গ্রন্থাগার ২। খুশদিল সাও, বাইপুর রুরাল লাইব্রেরী ৩। গোপাল চন্দ্র পাল ৪। নবকুমার মণ্ডল, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ঝিলিমিলি ৫। নারায়ণ চন্দ্র মল্লিক, রাণী বাঁধ রুরাল লাইব্রেরী ৬। পঞ্চানন সিংহ, রবীন্দ্র পাঠচক্র শিমলা পাল, ৭। পরিতোষ নাগ. ধ্রুব সংহতি বাল্সী ৮। ফটিক চন্দ্র গোস্বামী, থাতড়া রুরাল লাইব্রেরী ৯। সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর মহকুমা গ্রন্থাগার, ১০। সুখেন কুমার দাস, বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার ১১। হরনাথ দে, সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরী ১২। হীরালাল চট্টোপাধ্যায় নডয়া পল্লী গ্রন্থাগার।

বীরভূম

১। অনিল কুমার দাস, লোকপাড়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার ২। অবধূত সরকার, খয়রাশোল মিলন সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৩। কাঞ্চন চট্টোপাধ্যায়, পাঁচরা রুরাল লাইব্রেরী ৪। জিতেন্দ্র নাথ সরকার, লাংপুর অতুলশীষ গ্রন্থাগার ৫। তরুন রায়. পল্লী সেবা নিকেতন গৌরী বাড়ী স্মৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৬। নিবারণ চন্দ্র রুবা. প্রগতি সাস্থ্তি চক্র রুরাল লাইব্রেরী ৭। সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়. বিশ্বভারতী।

মালদহ

১। আক্রাম আলি, গয়েসা বাড়ী ইয়ং মেন্স্ লাইব্রেরী ও ক্লাব ২। খগেন দাস, গাজোল সাধারণ জ্ঞানাগার ৩। নারায়ণ গোপাল দত্ত, বাচামারী রুরাল লাইব্রেরী ৪। পূর্ণেন্দু নারায়ণ মিশ্র, হরিশ্চন্দ্রপুর টাউন লাইব্রেরী ৫। বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, "সুজনী" গ্রামীণ গ্রন্থাগার, আইহো ৬। মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য, মালদহ জেলা গ্রন্থাগার ৭। রবীন্দ্র নাথ বসাক, ওল্ড মালদা টাউন লাইব্রেরী ৮। সুবোধ কুমার গোস্বামী, মালদহ জেলা গ্রন্থাগার।

মেদিনীপুর

১। অজিতকুমার ঘোষ, বলহারা পাগলী মাতা গ্রন্থাগার ২। অঞ্জনা দাস বাসস্তিতলা ৩। অময় বড়ংগী, বনজিতপুর রাম নারায়ণ পাঠাগার ৪। অমলেন্দু বিকাশ ত্রিপাঠী, মিলন সংঘ রুরাল লাইব্রেরী ৫। অমিত কুমার কৈলা, ভাগুরিয়া বিদ্যাসাগর পাঠাগার ৬। অসীমকুমার দাস, কাজলা ফণীভূষণ পাঠাগার ৭। অহিভূষণ ঘোষ, আলমপুর উপাময়ী স্মৃতি পাঠাগার ৮। আশীষ ভট্টাচার্য, কিশোর সংঘ, নিশ্চিন্ত বসান ৯। শ্রীমতী এস. আর. আচার্য্য. আই, আই, টি লাইব্রেরী ১০। কমলকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র, করটানা শ্যামসুন্দর ক্লাব এবং পাঠাগার ১১। কার্তিকচন্দ্র সাঁই, অগ্রণী সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার ১২। কামিনীকান্ত গিরি, খড়িয়া নেতাজী সাধারণ পাঠাগার ও ক্লাব ১৩। কালীপদ মহাপাত্র, বর্ণজিতপুর রামনারায়ণ পাঠাগার ১৪। কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, বিরজাচরণ গ্রামীণ পাঠাগার ১৫। গোষ্ঠবিহারী খাটুয়া, তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ১৬। গফুরুদ্দীন মোল্লা, মোহনপুর রুরাল লাইব্রেরী ১৭। গোষ্ঠ বিহারী জানা, বাক্সন শাসন পল্লীশ্রী সংঘ ও পাঠাগার ১৮। গৌরী বর্দন, সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে গার্লস এইচ এস স্কুল ১৯। চিত্তরঞ্জন রাজ. প্রবুদ্ধ ভারতী শিশুতীর্থ জ্ঞানমন্দির ২০। চিত্তরঞ্জন পাহাড়ী, বনভাগ শিশির স্মৃতি পল্লী পাঠাগার ২১। চিত্তরঞ্জন পাল, মৃণালিনী মৈত্রী সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার ২২। জগদীশ চন্দ্র মহাপাত্র, পাকলিয়া অরুণোদয় সংঘ ২৩। তারাপদ মাইতি, সর্বোদয় পাঠাগার ২৪। দিলীপ কুমার দাস, কাঁথি ২৫। দামোদর রায় কুমাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার ২৬। দেবদাস ভট্টাচার্য, পাঁশকুড়া ২৭। ধীরেন্দ্রনাথ পাল, বেলদা সুভাষ পাঠাগার ২৮। দীপক কুমার দালু, শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী গ্রন্থাগার ২৯। নন্দলাল পাজা, মনীষা পাঠাগার ৩০। নলিনীরঞ্জন মণ্ডল সেবপুরা ৩১। নরেন্দ্র

কিশোর সাও চিচিড়া, দেশবন্ধু পাঠাগার ৩২। শ্রীমতী নিবেদিতা দে, রাজা. এন্. এল খান ওমেনস কলেজ ৩৩। নিমাই চাঁদ মাঝি, রসিকগঞ্জ রবীন্দ্র পাঠাগার ৩৪। নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কোলাঘাট দাশপুর রুরাল লাইব্রেরী ৩৫। নীতিশ চন্দ্র পট্টনায়ক খানসাজানের আলো গ্রন্থাগার ৩৬। নীহার কান্তি পাল, তুষার স্মৃতি গ্রন্থনিকেতন শ্রী কৃষ্ণপুর ৩৭। নৃপেন্দ্রনাথ সরকার পিংলা ৩৮। পরিতোষ দাস, শিবপুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবা সংঘ ৩৯। পান্নালাল মুখোপাধ্যায় ৪০। পুলিন বিহারী সাহু বামাস্তি ৪১। পূর্ণচন্দ্র হাজরা, দঃ চাঁচিসাড়া গ্রামস্বরা পরিষদ ৪২। প্রতাপ চন্দ্র পাল বিবেকানন্দ পাঠাগার হাঁড়ভুক্তা ৪৩। প্রভাংশু কুমার দাস দাঁতন সোস্যাল ক্লাব এণ্ড পাবলিক লাইব্রেরী ৪৪। প্রগতি দাশগুপ্ত, রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় ৪৫। বনবিহারী খড়, শ্রীধর মিলন মন্দির গ্রন্থাগার মেছেদা ৪৬। বসন্ত কুমার মণ্ডল, ডালপাড়া বাণী পাঠাগার ৪৭। বাঁশরী মোহন দে, চন্দ্রকোণা গ্রামীণ পাঠাগার ৪৮। বিবেকানন্দ দাস অধিকারী, সাউরী রবীন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ৪৯। বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলদা চন্দ্র শেখর কলেজ ৫০। বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ, লাউড়িয়া কেশপুর পল্লীশ্রী পাঠাগার ৫১। বিজয় কৃষ্ণ মাইতি, প্রবুদ্ধ ভারতী শিশুতীর্থ, জ্ঞান মন্দির ৫২। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, আই, আই. টি. খড়্গপুর ৫৩। ব্যোমকেশ ঘোষ, রাধাবল্লভপুর পাবলিক লাইব্রেরী ৫৪। ভোলানাথ নন্দী, মানিকপুর ৫৫। মদনমোহন জানা, নয়ঘাট নবীন সত্যগ্রহ স্মৃতি পাঠ পাঠাগার ৫৬। মদনমোহন দাস সবলা জাগৃতি সাধারণ পল্লী পাঠাগার ৫৭। মৃত্যুঞ্জয় সিংহ নারায়ণ, দিঘী সাধারণ পাঠাগার ৫৮। রাণী আহুজা, আই, আই, টি খড়্গপুর ৫৯। রামচন্দ্র মহাপাত্র, সাউটিয়া কিশোরী রচনা স্মৃতি পাঠাগার ৬০। রামকৃষ্ণ রায়, খড়ার সীতারাম স্মৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৬১। রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ৬২। রাস বিহারী মাইতি, চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগার ৬৩। শশীভূষণ নন্দী, শ্রী কল্যাণ সাধারণ পাঠাগার ৬৪। শচীনন্দন কর্মকার, সাত্তিহা সমাজ কল্যাণ গ্রন্থাগার ৬৫। শিবশঙ্কর মাইতি, জকপুর মিলন বীথি পাঠাগার ৬৬। শ্যামাপদ সাহু, মির্জা বাজার, মেদিনীপুর ৬৭। ৬৭। শ্যামাদাস ত্রিপাঠী এগরা, স, স, বি কলেজ লাইব্রেরী ৬৮। সঞ্জয় চক্রবর্তী কালেক্টরেট ৬৯। সন্তোষ কুমার দাস, এগরা সাধারণ পাঠাগার ৭০। সন্তোষ কুমার দে, চকচক রামপুর ৭১। সুকুমার বাগচী, গড়বেতা কলেজ ৭২। সুভাষ চন্দ্র সাহু, ব্যোম নীলিমা সারস্বত মন্দির ৭৩। সুশীল কুমার সামন্ত, বিবেকানন্দ গ্রামীণ পাঠাগার ৭৪। স্বপন বেরা, পূর্ব কাঁথী মিলনী সংঘ গ্রন্থাগার ৭৫। সৈকাটী শরৎ স্মৃতি সংঘ পাঠাগার ৭৬। হৃষীকেশ পাজা, ভুলিয়া রজনীকান্ত পাঠাগার ৭৭। হরেন্দ্র নাথ দাস, সেবায়তন বি এড কলেজ।

মুর্শিদাবাদ

১। কণা বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুর গার্লস কলেজ ২। কিশোরী মোহন মণ্ডল, চাঁদানপুর মিলনী পাঠাগার ৩। চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার ৪। তপন কুমার অধিকারী, ডোমকল জনকল্যাণ সমিতি গ্রন্থাগার ৫। পঙ্কজ কুমার দাস, সবন চোরা রজনী সংঘ সাধারণ পাঠাগার ৬। প্রণব কুমার কুণ্ডু, জলঙ্গী কিশোর সংঘ পাঠাগার ৭। ব্রজদুলাল গোস্বামী, নিমতিতা, মহেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার ৮। শ্যামাকান্ত চৌধুরী, আলেয়া সংসদ অরঙ্গাবাদ ৯। সবিতা প্রসাদ দুবে, শ্রীপৎসিং কলেজ ১০। হরেন্দ্র নাথ দাস, নেতাজী আশ্রম চরকা সংঘ পাঠাগার।

হাওড়া

১। অজিত প্রসাদ জানা, রবীন্দ্র পাঠাগার পারবাকসী ২। অশোক কুমার দাস, পল্লীশ্রী পাঠাগার ৩। অশোক কুমার রায় গড় বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউশন ৪। অম্লান চক্রবর্তী বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার ৫। আদিত্য প্রসাদ কুণ্ড চৌধুরী মলীয়াড়ি

সাধারণ পুস্তকালয় ৬। চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণপুর ৭। জগমোহন দাস, হাওড়া ৮। তাপস কুমার বাগ, বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার ৯ পঙ্কজ কুমার মজুমদার, বীণাপাণি লাইব্রেরী ১০। পিনাকী মুখার্জী, শিবপুর ১১। শিশির কুমার ঘোষাল, হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ১২। সত্যব্রত ঘোষাল, বালি সাধারণ গ্রন্থাগার ১৩। সুশান্ত পাল, গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্টিটিউসন।

হুগলী

১। অনিল কুমার দত্ত, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ২। অরুণাভ দাস, চন্দননগর পুস্তকাগার ৩। গণেশ নন্দী, চুঁচুড়া কিশোর প্রগতী সংঘ ৪। গোপাল নারায়ণ চৌধুরী, সরগণা স্মৃতি পল্লী পাঠাগার ৫। দেবনারায়ন চক্রবর্তী, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী ৬। দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়, ভদ্রেশ্বর ৭। ধ্রুব নন্দী রায়, ত্রিবেণী হিত সাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার ৮। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেণী হিত সাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার ৯। নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী ১০। রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্র নাথ পাঠাগার ১১। শশধর নায়েক, মণিনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পাঠাগার ১২। শুভ্রাংশু কুমার মিত্র, শ্রীরামপুর ১৩। শম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়, সরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী ১৪। সুনীল কুমার ঘোষ, উত্তরপাড়া।

বিহার

প্রদীপ কুমার ব্যানার্জী, রাঁচি।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সাধারণ কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে বা ঠিকানা ও পোষ্টাল স্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) সম্বলিত একটি বড়খাম পাঠিয়ে প্রশ্নমালা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অরুণ রায়
আহ্বায়ক
ডাইরেক্টরী উপসমিতি

৩৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে মেদিনীপুর জেলার সাপ্তাহিক সন্ধানী দৃষ্টি পত্রিকার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। স্মরণিকা হিসেবে এই সংখ্যাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাঁরা পত্রিকাটি সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক তাঁদের নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আজাহারউদ্দিন খান
জেলা গ্রন্থাগার
পোঃ ও জেলা—মেদিনীপুর

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা সমূহের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে পরিষদের শাখা কমিটিগুলি পুনর্গঠিত হয়েছে। আগামী ২১শে মে, ১১ই জুন এবং ১৪ই জুন যথাক্রমে হাওড়া, পশ্চিম দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের দিন স্থির হয়েছে। উক্ত জেলা সমূহের সদস্য এবং গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তিদের সম্মেলনে যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানাই। সম্মেলনের স্থান ও সময় প্রভৃতি নিম্নে উল্লেখিত হ'ল।

১০ই মে, ১৯৭৮

শশাঙ্ক বাগচী
আহ্বায়ক
সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি

২১শে মে, ১৯৭৮

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন
স্থান—বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, বাঁটরা, হাওড়া
সময়– বেলা ২টা।

১১ই জুন, ১৯৭৮

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন
স্থান—রায়গঞ্জ ইন্‌স্টিটিউট, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

সময় প্রভৃতি জানতে পরিষদের শাখা সম্পাদক শ্রীবিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী পো: দেবীনগর, পশ্চিম দিনাজপুর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

১৪ই জুন, ১৯৭৮

দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন
সময়—২টা, স্থান—শিলিগুড়ি।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রকুমার চন্দ, সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার, পো: শিলিগুড়ি-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

শশাঙ্ক বাগচী
সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি

১০।৫।৭৮

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
EDUCATION DEPARTMENT
S. E. Branch

No $\frac{\text{341-Edn (SE)}}{\text{SL-24/74}}$ **Dated Calcutta, the 5th April, 1978**

From : Shri A. K. Chakraborty,
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal

To : The Director of Public Instruction, West Bengal

Sub : Sanction of ad-hoc increase in pay at the rate of Rs. 25/- and 15/- per month to the Staff of the sponsored Libraries.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor has been pleased to sanction the ad-hoc increase in pay per month to the employees of the Sponsored Libraries with effect from the 1st March, 1978 as detailed below :—

(i) For all categories of staff excluding IV employees— Rs. 25/- per month

(ii) For class IV employees— Rs. 15/- per month

The charge is debitable to the head "H-General-(V)-other Expenditure-State Plan (Fifth Plan)—Development and Expansion of Library Service—Grants-in-aid/Contribution" in the "277-Edn (Excluding Sports and Youth Welfare)" budget.

This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their U. O. No. Group B-3 dated the 6th February, 1978.

The Accountant General, West Bengal and the pay and Accounts Office are being informed.

Sd/-**A. K. Chakraborty**
Deputy Secretary

No. 341/1 (50)-Edn (SE)

Copy forwarded for information to the :—

1) Finance Department
2) Accountant General, West Bengal
3) Pay and Accounts Officer, Calcutta Pay and Accounts Office
4) Deputy Director of Public Instruction (Soc. Edn,)
5) Deputy Director of Public Instruction (P & S)
6) District Social Education Officer......................................
7) Budget Branch
3) Guard file (for record)

Sd/
Officer on Special Duty

Calcutta,
The 5th April, 1978

A Plea For A National Library System

By

R. K. DasGupta

(Presidential address at the thirty-fourth Bengal Library Conference held at Midnapur on Friday, 14 April 1978)

Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen,

I thank the members of the Executive Council of the Bengal Library Association for their very kindly giving me this singular honour of presiding over their association's thirty-fourth annual conference. I, however, confess, that in the company of so many distinguished professional librarians I feel like a guilty trespasser into a field of which I have neither knowledge nor experience. For the last half a century I have known libraries only as one of their many users and even as chairman of the Library Committee of the University of Delhi for a term I had no occasion to acquaint myself with the technical side of libray service and library administration for which I obviously depended on the excellent profession-expertise of the university's brilliant librarian, the late Professor S. DasGupta. At this hour I gratefully remember how Professor S. DasGupta and later the late Professor S. Ranganathan at least gave me an idea of the magnitude of the problems relating to our university libraries although I never had any occasion to go very deep into those problems myself.

I, however, accepted the Bengal Library Association's invitation to preside over this conference because I thought that a person who happened to be, by some dire fate a non-professional head of India's National Library, must not miss a chance to associate himself with such a knowledgeable and active body of professional librarians like the Bengal Library Association. Although I had the privilege of knowing this association at its nativity and I love to recall that for some time I was one of the instructors in its certificate course in the early forties, it is only very recently that I have accquainted myself with the excellent work it has been doing in the field. Let me begin by saying that I am profoundly impressed by the amount of hard work the association has done to place before our government, central and state, and our public, its very clear ideas on a sound library system in this country. I have read with great interest and profit the Draft West Bengal Public Libraries Bill which the Association has drwan up and submitted to the Government of West Bengal for consideration. It is indeed a document of good sense and wise counsel which I hope the Government of West Bengal will value as the basis of library legislation in this state. I have found the association's memorandum presented to the Education Ministry of West Bengal equally enlightening and I admire the clarity and force with which it argues the

case for a library legislation in our state. The association has also its notion of a library system in India as a whole and its ideas onsuch a system are very clearly spelt out in a memorandum it submitted to Dr. Pratap Chunder Chunder, Union Education Minister, on 29 December 1977. I need not conceal the fact that I have found this 12 page document more useful as the basis for fresh thinking on a national library system within the framework of a national library legislation than the 155 page **Report of The Advisory Committee for Libraries** published by the Government of India in 1959. Perhaps no less useful amongst the published statements of the association on the library situation in this country is the Library Legislation Number of **Granthagar**, an organ of the association. This number issued last summer includes the resolutions for a library system in the state passed at the Thirty-third Bengal Library Conference held at Chinsura in 1977. Reading this material with the attention it deserves one would realize that the professional librarians in West Bengal have thought deeply on the problems of library system and library legislation, have taken pains to collect statistical date relating to these problems and have arrived at their conclusions after a careful study of the library systems and library legislations in the various countries of the world. And what strikes you most about their recommendations for a library system and a library legislation in West Bengal and in India as a whole is that they are the irreducible minimum of what a developing country with its limited resources can expect from its government. The main features of the association's recommeedations are (a) a comprehensive library legislation for India to ensure a sound national library system (b) a library legislation for West Bengal to ensure a sound library system for the state (c) allocation of 2.5 per cent of the union education budget to libraries (d) allocation of 2.5 per cent of state education budget to libraries (e) allocation of 6.5 per cent of a university's education budget to its library. The recommendations regarding salary and status of professional librarians are only matters of detail and a sound library system sustained by a sound library law cannot but guarantee to the professional operators of that system appropriate dignity and emolument.

Soon after taking over as the first Director of the National Library on 1 July 1978 I realized that the National Library could fulfil its responsibilities as such, as what has been very aptly a library of last resort' only when there was a net-work of library service in the country to serve the needs of various clases of readers. Going round the Main Reading Room of the National Library or talking to readers looking for details about the books they wish to requisition in our cabinets of card catalogues I often find B.A. pass students who have come to the library for text-books or even for cribs. They are obliged to visit the national Library fot this material because they do not get it anywhere else. The libraries of most of our colleges are not good enough for their students. And when our university system encourages our students to sit for degree examinations as private candidates there should be sufficient number of text-book libraries in our cities and towns. And where can our general readers interested in literature, history, philosophy etc can go for their books when we have no public library system in the country. Those who are in Calcutta almost

necessarily visit the National Library for whatever they wish to read. The National Library is then inevitably transformed into public library and college library and a even a school library in country where we have no library systeu worth the name.

When one begins to reflect on the inadequacies of the library system in this country, rather the absence of such a system, one cannot but be struck by our government's strange indifference to the importance of a sound library system as an integral part of a sound educational system. It is indeed a thousand pities that the founding fathers of the Indian republic did not give any place to right to education amongst the twenty-four articles on our fundamental rights idcluded in Part III of our constitution. They could think of a democratic system without a system of education which would offer the citizens of the country adequate facilities for reading for knowledge and for information. Amongst the sixteen articles which spell out the Directive Principal of State Policy in Part IV of the constitution article 41 makes a bare mention of 'right to education' to be respected 'within the limits of' the state's 'econmic capacity and development.' Article 45 says that the 'State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of the constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.' This the State has failed to accomplish and the national percentage of literacy is 30 even more than thirty years after independence. Let us not have any doubt about the fact that a large perentage of this 30 per cent of literates relapse into illiteracy due to the absence of an active library system. That neither parliament nor government could do anything in the last thirty years shows that the new ruling classes of the country, whatever their social background and ideological affiliation, are united in this that the people must be kept ignorant to ensure them their chances of winning at the poll. We have a shaky democracy because we are still making the absurd experiment of nurturing a democratic polity on a society that is largely uneducated. Our ruling classes are yet to realize that to make our universal adult franchise a political success we must have universal adut education. And there is no universal adult education without a national library system.

May I make an appeal to the Government of India from the platform of the thirty-fourth annual conference of the Bengal Library Association first to insert in Part III of the constitution an article declaring right to education as one of the fundamental rights of an Indian citizen and then to provide in Part IV that to establish and maintain a national library system shall be one of the directive principles of state policy. In a secular democracy where the state cannot directly finance religious establishments which disseminate a kind of learning it is important that it fosters a library system to enable its citizens to their choice. There is no democracy without an enlightened society and libraries, more than schools and colleges, are an instrument of enlightenment.

Let us now begin to realize more than thirty years after independence that our central and state governments have done nothing to build up a sound library system in the

country. Our politicians have ruined our educational system by raising a class of student politicians and teacher politicians to help them as brigades in their struggle for political power. They should have atoned for this sin by urging the government to establish and maintain libraries where well-meaning citizens of the republic could attend to the things of the mind without being disturbed by those partisan or private brigades.

The founding fathers of the repulic had a chance to make a beginning towards the establishment of a library system in the country when the Constituent Assembly proceeded to pass an act declaring the Imperial Library as free Indian's National Library. Actually the Constituent Assembly did this by Act No. 51 passed on 8 September 1948 and the act contains only 83 words. More than a year after independence it was possible to do something little more substantial than just replace the word 'Imperial' by the word 'National'. An Imperial established by a foreign colonial power does not become a National Library just by a change of name. There was the need for a change in function and structure and a change in magnitude. What is still more strange is the fact that the Government of India did not take any initiative in building up a library system in the country till the Indian Adult Education Association's recommendation for the appointment of a Library Commission was made in October 1955, about six years after the inauguration of the republic. That the Government did not set up a Commission and only appointed an Advisory Committee for Libraries shows that the question of national library system was not to be treated as a national question The Chairman of the Committee, Mr. S. P. Sinha, submitted his Report to Dr K. L. Shrimali, Union Education Minister, on 12 November 1958. he Report is less than satisfactory but certainly its observations and recommendations should have prompted the Central Government to make a statement of policy regarding development of libraries in the country. That in India the annual per capita expenditure on libraries was less than a pice while the figure for the U. S. A. was Rs. 4·55 and in the U. K. Rs. 3·5 did not rouse our Union Education Ministry to any new awareness about its responsibilities regarding the nation's libraries.

The Report of the Education Commission submitted by the Commission's chairman Professor D. S Kothari to the Union Education Minisser Mr. M. C. Chagla on 29 June 1966 made some wise recommendations at the most important of them are embodied in five paragraphs on llbraries in chapter xvii which deals with adult education. It mentions the recommendations of the working Group of the Planning Commission for a large-scale establishment of libraries in the country and those of the Advisory Committee on Libraries as 'the framework' which would sustain widespread library growth and organized services throughout the country. 'What is particularly significant in the Report's recommendations regarding our library system is that it affirms that 'Libraries should not remain, as they tend to do, mere storehouses of books; they should be dynamic and set out to educate and attract adults to use them'. But the recommendations of the Korhari Commission regarding a library system for the country did not occasion a central library policy except that the

fourth and fifth Five-Year plans made some financial allocations to libraries under expenditure on education.

No hasthe Report of the Library Committee of the University Grants Commission submitted by the Committee's Chairman Professor S. R. Ranganathan to the Chairman of the Commission Professor D. S. Kothari in 1965 given any new direction to even the reorganization of our academic libraries. It would however be absurd to talk about improvement of university libraries when our university system as a whole is crumbling down. A new democracy withe its new awareness of equal rights may not do very well in a sphere where men do not appear to be equal and where intellectual attainments are to be graded according to certain standards. The whole idea of standard is now discarded as the creater of a bourgeois hierarchy and class privilege. It is therefore most unlikely that our universities will have any peace unless they devise a system in which every teacher is a professor and every stndent gets his degree. I do not therefore wish to deal with the problems of university libraries although I have used them for over forty years.

When I speak of a library system for the country initiated by a central legislation and supported by appropriate legislations in the states I mean government responsibility in making reading material available for those who wish to handle it for knowledge or for pleasure or for utility. I think a citizen of any modern country has this right to educate himself by reading books and periodical in a library. In India where the entire academic system from primary education to higher learning, is in a shambles libraries are more important than in countries where schools, colleges and universities are able to fulfil their duties. I foresee that the lamp of learning will be kept burning in this country through our libraries where readers come not for degrees or diplomas or certificates but for what they can get from books. Learning in this country may survive the prevailing political style which has ruined our universities and colleges and it can survive only when we have libraries to offer intellectual asylum to those who care for the things of the mind even in times through which we are passing today. I accuse our government of utter indifference to this aspect of the nation's intellectual life. I suspect that those who hold the reins of government or try to hold them do not welcome a literate or enlightened electorate which may be difficult to negotiate.

In spite of the new wave of swadeshi in this country we still value foreign technology aud foreign modes of operations in the various fields of our activities. It is strange that our government has not taken anything frrom the great achievements of the library has not taken anything from the great achievements of the library systems in the advanced countries of the world. In the last fifteen years there has been almost a revolution in the library world in the West. But when the United Kiudom was uniting several libraries into what is now the British Library our government was busy enquiring into the strained relations among the members of the staff of the National Library and when I go through the Report of the Reviewing Committee on the National Library submitted by the committee's

chairman, Mr. V. S. Jha, to the Union Education Minister on 21 July, 1969, I have some idea of such strained relations from its 30 page minute of dissent from the commttee's Member-Secretary. It is indeed a relief to turn from the **Jha Committee Report** to the **Report of the National Libraries Committee** presented by the committee's chairman, Dr. F. S. Dainton, FRS, to the Secretary of State of Britain on 27 March 1969. When I compared the British report with the Indian I very unpatriotically uttered the words of Hamlet—'Hyperion to a Satyr'. The Dainton **Committee Report** led to a White Paper on the British Library presented to Parliament by the Paymaster-General in January 1971 and the White Paper led to the British Library Act of 1972 which came into force on 1 July 1973. That is how the British did the job and although it is no more respectable to mention anything British as an example of excellence I take courage to say that the formation of the British Library to be managed by a Board of fifteen members with Dr. H. T. Hookway as its Chief Excoutive is a glorious revolution in the history of the nation's library system. I fear Dr. Hookway may not be accepted as Librarian in this country because he does not possess a degree or a diploma or a even a certificate in Library Science. But when I listened to one of his public lectures on some of the problem of modern libraries I just asked myself how many amongst the holders of degrees and diplomas in library science in any country could match him in insight and imagination. I have read the **Annual Report of the British Library** for the year 1976-77 and I have the impression that the library is doing very well.

Our Union Government too passed an Act called the National Library of India Act of 1976 and it was gazetted on 22 June that year. The Union Education Minister has informed parliament that the Union cabinet has decided not to bring it into force. I do not wish to comment on this and I have no regrets about the Act not coming into force. But as a common Indian citizen and a common reader I am waiting for a policy statement by the Union Government on the nations library system. That policy is not to concern itself with the National Library alone. It is expected to comprehend the entire library system in the country, declare the union government's ideas and responsibilities in devising and maintaining that system and indicate the responsibilities of the states both in leader. ship and finance.

I think even at this late hour it is possible to initiate a process which will lead to the enunciation within a reasonable period of time union Government policy on a library system for this country. Notwithstanding our love for our own national ideals we did not have much qualm in our nationalist conscience to reflect on the political systems of the west when we drew up constitution. We can now see what the advanced countries of the world are doing for the development of their libraries on modern lines. If due to our new love for our vernaculars we decide not to acquire information about what is happening in the west from books written in English we can get some of them translated into our own languages for our use. It may be fatal to let our sanctimonious vernacularism keep us ignorant about what is happening in the world of libraries abroad.

I am particularly impressed by the new ideas about a national library policy embodied in the **Report of the National Advisory Committee on Libraries** of the United States. On 2 September 1966 an executive Order charged the Nationa Advisory Committee bcanies to make among other things a compr ehensive study and appraisal of the role of libraries as resources for scholarly pursuits, as centres for the dissemination of knowledge and as components of the evolving national infromation systems' and to 'develop recommendations for action by Gevernment or private institutions and organizations designed to ensure an effective and efficient library system for the Nation. 'I do not have the time to give even a brief summary of this report which I value as a very important document of modern wisdom on library systems. The ideas and recommendation of this **Report** have been discussed in some percetive papers included in 664 page work called **Libraries at Large : Tradition, Innovation and National Interest** edited by Douglas M. Knight and E. Shepley Nourse and published by R. R. Bowker in 1969. The truly basic and most important of all the recommendations of this **Report** is the establishment of a National Library Policy : 'That it be declared National Policy, enunciated by the President and enacted into law by the Congress, that the American people should be provided with library and informational services adequate to their needs, and that the Federal Government, in collaboration with state and local governments and private agencies, should exercise leadership in assuring the provision of services. It is important to see that the **Report** does not contemplate a single master plan for the fulfilment of the National Policy. As E Shepley Nourse says in a paper included in the volume I have just mentioned 'Its administrative philosophy might be expressed as the coordination of multiple efforts through a system of interlocking bodies a built-in flexibility and adaptability to continual change.

The **Report of the National Advisory Commission on Libraries** further recommend the 'establishment of a National Commission on Libraries and Information Science as a continuing Federal planning ageney. This permanent Commission on Libraries is 'expected to implement and further develop the national policy of library and information services according to the nation's needs. The **Report** defines six objectives to be fulfilled by a National Library Policy :

1. Provide adequate library and informational services for formal education at all levels.

2. Provide adebuate library and informational services for the public at large.

3. Provide materials to support research in all fields at all levels.
resources.

4. Provide adequate bibliographic access to the nation's research and informational resources.

5. Provide adequate physical access to required materials or their texts throught the nation.

6. Provide adequate trained personnel for the varied and chaning demands of librarianship.

I do not suggest that in our country there has not been any serious thinking on a library system for the country. There is a lot to read on this subject in books and papers written by our librarians and library scientists. A 452 page work called **Public Library System** edited by S. R. Ranganathan and A Neelameghan and published in 1972 contains a good deal of interesting material on the subject although it has neither the depth and nor the precision of the books entitled **Libraries at Large**. On the whole I do not think we are lacking in wisdom : what we lack is capacity for action· The quality of nation' libraries is determined by the quality of its intellectual life. We are too busy pursuing power to pursue intelectual excellence. And in our political system it is possible to wield stat power of individuals and groups is to be determined by counting of heads and by nothing else what is inside the heads is no longer important. And in a poor country food has a necessary priority over books although it is possible to establish that even to build up a society having sufficient food and a satisfactory arrangement for its distribution we need universal education and there is no universal education without a sound library system.

We must, however, make a beginning and I think we must begin with formulation of a union policy on libraries State legislation on libraries is to be made within the framework of that union policy which is to be embodied in a Union Library Law. I do not have the time to go into the mechanics of this legislationtion and as I am about to relinquish my office as head of a library I am no longer professionally interested in these questions. But as a common user of libraries I think that the Union Government should first appoint a Commission of Libraries as a continuing body and that commission should draw up a state policy to be embodied in a Union Law on libraries. Such a comprehensive policy and comprehensive law may not emerge out of official correspondenee between the heads of some central government libraries and an under-seeretary of the Union Government's department of Culture. Nor can it emerge of gratuitous counsels offered to the government from time to time by persons who have their own reasons to enlighted ministers on what they must do about our libraries. It may not be easy to appoint a Commission when it is so difficult to find persons who will not use office to advance their own side. But we have and we cannot wain till we find men of outsanding ability and charactor.

The U. S. National Advisory Commission on Libraries which was appointed to advise the US President's Committee on Libraries had twenty members with Douglas M. Kight President Duke University as Chairman and Frederick H. Burkhardt. President, American Council of Learned Societies as Vice Chairman. The Commission did an excellent job and transmitting its **Report** to the US President, Wilbur J. Cohen, chairman, President's Committee on Libraries said in his letter of transmittal dated 3 October 1968 that 'the Committee found it a highly stimulating report, containing numerous ideas which would strengthen the role of libraries in our society.' 'Libraries are the keepers of our history and culture, Cohen added in the letter.' But they are not merely storehouses for the relics of the past, but meeting places for people and ideas, vital partners in our system of

education.' I have not found such a library even in our National Library which is more a meeting place for interests and when interests meet they meet to clash. Perhaps a situation like this is inevitable in a developing society where institutions are bound to be treated as but a part of shrinking job market for an increasing population. But let us not cynically submit to this fate and let us see if even in these days of declining moral and intellectual values it is still possible to have a sound library system to sustain a sound system of education. And if we must act we must begin with a Union Policy on Libraries to be embodied in Union legislation on the subject. May I end this address with a plea for the immediate appointment of a Central Commission on Libraries to advise the Union Government in enunciating such a policy and it can be a vital document for the development of a national library system only when it is embodied in an act of parliament.

শোক সংবাদ

বড়রাণ পল্লী উন্নয়ন সমিতি গ্রামীণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক হৃদয় রঞ্জন সিংহ গত ১০ এপ্রিল '৭৮ তাং করোনারী থ্রম্বোসিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পরলোকগত গ্রন্থাগারিক স্ত্রী, দুই পুত্র ও চার কন্যা রেখে গিয়েছেন। আমরা তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

Darjeeling District Librar Conference

ANNOUNCEMENT

It has been proposed that the Darjeeling District Library Conference will be held at Siliguri on the 14th. June, 1978 at 12 noon.

The members of the Bengal Library Association, persons serving under different Catagories of libraries and people attached with libraries are cordially invited to attend the Conference.

Sri Birendra Kumar Chanda, C/o, Bangiya Sahitya Parishad Sub-divissional Library, P. O. Siliguri, Dist. Darjeeling may be contacted for further information, if any.

10th May, 1978

Sasank Bagchi
Convenor,
Organisation and Co-ordination Committee
Bengal Library Association

বিজ্ঞপ্তি

ছাত্র সংযোগ উপসমিতির উদ্যোগে পরিষদ দপ্তরে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত একটি বহী (Register) চালু করা হয়েছে। পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পাশ ছাত্র-ছাত্রীদের নাম তালিকাভুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কতজন ছাত্র-ছাত্রী সার্টিফিকেট পাশ করেও চাকুরি পাননি এটা জানা এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য নিয়োগের প্রসঙ্গে এই তালিকাটি প্রয়োজন হবে।

সম্পাদক
প্রদ্যোৎ বসু চৌধুরী
ছাত্র সংযোগ উপসমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

Annual Price Rs. 15.00
Single Issue Re 1.50

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No RN/2674/57

Volume 28 : No 1 April-May 1978

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science and Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to
The Editor Granthagar
Bengal Library Association
P-134, C.I.T. Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8566

Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association Central Library, Calcutta University Cal 73

Printed by Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor Pradip Choudhuri

Associate Editor Achintya Mullick

If undelivered please return to
Bengal Library Associatio
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

সূচী

বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী প্রতি সংখ্যা ১·৫০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-১৪

এতদ্বারা পরিষদের সদস্যদের সুবিধার্থে জানানো হচ্ছে যে যাঁরা ১৯৭৭-৭৮ সালের সদস্য চাঁদা এখনও জমা দেননি, তাঁরা "গ্রন্থাগার" পত্রিকার আষাঢ় (১৩৮৫)-সংখ্যার পর "গ্রন্থাগার" পত্রিকার কোন সংখ্যা পাবেন না। বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করার পর সদস্য হিসেবে পুনরায় তাঁদের "গ্রন্থাগার" পত্রিকা পাঠান হবে। এই সঙ্গে এও জানান হচ্ছে যে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং কেহ বকেয়া চাঁদা পরিশোধ না করলে ঐ সভায় তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব
১লা জুলাই, ১৯৭৮

বিঃ দ্রঃ—টাকা Bengal Library Association-এর নামে, Crossed Postal Order বা Bank Draft-এর মাধ্যমে পাঠানো যাবে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী | সহযোগী সম্পাদক : অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ২ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫

সম্পাদকীয়

॥ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য ব্যাপক আন্দোলনের আহ্বান ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতিদ্বয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির যুগ্ম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতিদ্বয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির এক যুগ্ম সভা পরিষদ কার্যালয়ে ৮ই জুন, ১৯৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় সভাপতিত্ব করেন। উভয় সংস্থার ৩১ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পঃ বঃ রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার আইন রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ইতিমধ্যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া বিল রচনার কাজ শেষ করেছেন। বিভিন্ন সম্মেলন ও আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত একটি খসড়া বিলের কপি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য পেশ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর কিছু সংশোধন সহকারে বিলটি সভায় গৃহীত হয়। এই বিলটি এখন রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে। এই বিল রচনা কমিটির কাজের রিপোর্ট বর্তমান সংখ্যা গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়েছে।

সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বিল রচনা কমিটিও তাদের কাজ শেষ করেছেন। রাজ্যের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী একাধিকবার এই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আমলাদের একটি চক্র এই আইন যাতে কার্যকর না হয় বা হলেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের আকাঙ্খিত পথে না হয় সে বিষয়ে খুবই তৎপর। এই আইনের যে সব বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় অভিমত ঘোষণা করতে হবে তা হ'ল : বিনা চাঁদার নিঃশুল্ক সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ; গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য একটি ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা ; স্পনসর্ড প্রথার অবলুপ্তি বা বাতিল, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগার কর্মীদের মুখ্য ভূমিকা ; State Library Council এবং জেলাস্তরে District Library Board গঠন ইত্যাদি।

প্রস্তাবিত আইন অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই আন্দোলনের দুটি উদ্দেশ্য থাকবে : প্রথমত, নানাভাবে গ্রন্থাগার আইন কার্যকর করার পথে যে শক্তি নানাভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করছে, তাকে প্রতিহত করা ; দ্বিতীয়ত, বিধান সভার সদস্য, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান পরিচালকবর্গ, গ্রন্থাগার কর্মী ও জনগণের বিভিন্ন অংশকে এই গ্রন্থাগার আইনের তাৎপর্য বোঝান।

সমগ্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পর্যায়ে যে যুগ্মকর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তা হল :

(ক) শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট যুগ্ম ডেপুটেশন : অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন কার্যকর করা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

(খ) গ্রন্থাগার আইনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা।

(গ) জুলাই ও আগষ্ট মাসে উভয় সংস্থার জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা স্তরে গ্রন্থাগার আইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কনভেনশন, জনসভা ইত্যাদির আয়োজন করা।

(ঘ) বামফ্রন্ট কমিটি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নিকট চিঠি লেখা এবং সংযোগ স্থাপন করা, যাতে বিধান সভার আগামী অধিবেশনে এই বিলটি গৃহীত হয়।

(ঙ) বিধান সভার পরবর্তী অধিবেশনে গণ-ডেপুটেশন আয়োজন করা।

এই কর্মসূচী সাথক করার জন্য আমরা গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট অনুরোধ করছি।

অভিনন্দন সহ—

বিশ্বনাথ কোলে
সাধারণ সম্পাদক
প: ব: সভ: স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

প্রবীর রায়চোধুরী
কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সাধারণ কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে বা ঠিকানা ও পোষ্টাল স্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) সম্বলিত একটি বড় খাম পাঠিয়ে প্রশ্নমালা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অরুণ রায়
আহ্বায়ক
ডাইরেক্টরী উপসমিতি

৩৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচিত প্রবন্ধ :

ভারতের গ্রামোন্নয়ন ও গ্রন্থাগার : একটি পর্যালোচনা

সত্যব্রত ঘোষাল ।। বিনোদবিহারী দাস

[আমাদের দেশের গ্রামের সংখ্যা ৫,৭৫,৭২১ শহরের সংখ্যা ৩,১১৯—আর গ্রামে বাস করে জনসংখ্যার শতকরা ৮১ ভাগ। এখন এই সব গ্রামের উন্নয়নের কথা চিন্তা করলে অর্থনীতি ও রাজনীতির আলোচনা আসবেই—বিশেষতঃ এই দুটো নীতিকে বাদ দিয়ে জীবন ও জগৎকে আলোচনা করা যায় না। অতএব উন্নয়নের প্রসঙ্গ অনেক দূরের।]

যে অঞ্চলে মানুষ তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায় দায়িত্বগুলো মেটাতে পারে সেখানে গড়ে ওঠে মানুষের বাসস্থান। অর্থাৎ মানুষের উপনিবেশগুলোর সঙ্গে জীবনের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তার একটা আন্তঃ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আর এই সব উপনিবেশের স্থায়িত্ব নির্ভর করে উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর, শেষ বিচারে যা মানুষের বুদ্ধির বিকাশে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

মানব সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও জনসংখ্যা উপনিবেশ গড়ার উপাদান। শিল্প বিপ্লবের আগে কৃষি, শিল্প বাণিজ্য সমস্ত কিছুই সম্মিলিতভাবে জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করত আর যেহেতু গ্রামই ছিল অর্থনীতির ভিৎ সেই হিসেবে কৃষিব্যবস্থাই ছিল ভিত্তি। এই সামাজিক পরিস্থিতিতে শহরও গড়ে উঠেছিল কিন্তু বাণিজ্য কেন্দ্র ও শাসনব্যবস্থার পরিচালন কেন্দ্র হিসেবেই ভূমিকা ছিল।

শিল্প বিপ্লবের পর গ্রাম থেকে শিরোভূষণ সরে এল—জনপদ সৃষ্টি করল শহর। গ্রাম হ'ল কৃষি উৎপাদন কেন্দ্র আর শহর কারিগরী উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠল। গ্রামের উন্নয়নে শাসকশ্রেণী বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করলেন না, আর এরই পরিণতি হিসাবে গ্রাম-শহরের দূরত্ব বাড়ল। শিল্প বিপ্লব শুধুমাত্র গৌণ দ্রব্য উৎপাদনই বৃদ্ধি করল না সাথে সাথে উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন ব্যবস্থারও পরিবর্তন করল। মোটামুটিভাবে এই সমস্ত কিছুই জীবনযাত্রাকে করল শহরমুখী—দারিদ্র্য, অপরিবর্তনশীল সনাতন কৃষি ব্যবস্থা গ্রামের মানুষকে শহরে উপস্থিত করল। গ্রামের জীবনযাত্রা হ'ল স্থিতিশীল। বিংশ শতাব্দীতে এই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ভারতে। জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে গ্রাম-শহরের জনসংখ্যা এইরকম :

সন	মোট জনসংখ্যা (দশ লক্ষ হিসাবে)	পৌর অঞ্চল জনসংখ্যা	শতকরা ভাগ	গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা	শতকরা ভাগ
১৯৫১	৩৬০·৯৫	৬২·৪৪	১৭·৩০	২৯৮·৫১	৮২·৭০
১৯৬১	৪৩৯·০৭	৭৮·৯৩	১৭·৯৮	৩৬০·১৪	৮২·০২
১৯৭১	৫৪৭·৯৪	১০৯·০৯	১৯·৯১	৪৩৮ ৫৮	৮০·১৩

কিন্তু এ হ'ল এক নজরে একটা হিসাব মাত্র। এখন এর সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতির অবস্থা স্বাধীনোত্তর যুগ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

॥ গ্রামীণ অর্থনীতি ॥

পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে মোটামুটিভাবে তিনটে শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়।

১) জোতদার, ধনী কৃষক, মহাজন ২) মাঝারি কৃষক ব্যবসায়ী, ডাক্তার কবিরাজ, ও স্কুলশিক্ষক প্রভৃতি। ৩) গরীব কৃষক, তাঁতি, জেলে, ধোপা, নাপিত, দিনমজুর, ভাগচাষী, বেকার যুবক ও ছাত্র। শেষোক্তদের সংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই বেশী। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ থেকে সামাজিক অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গ্রাম সমাজের সাধারণ মালিকানায় কৃষি উৎপাদন পরিচালিত হ'ত। গ্রামের ভোগাত্মক উৎপাদন গড়ে উঠত কৃষি ও শিল্পের এক সুষম সমন্বয়ে ও অপরিবর্তনশীল শ্রমবিভাগের ওপর ভিত্তি করে। মুসলিম আমলে জমির ওপর সম্রাটের মালিকানা দৃঢ় আইনগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশে খাজনা আদায়ের জন্য জায়গীরদার, ইজারাদার প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ দায়িত্ব পায়। এই সমস্ত পদাধিকারী ব্যক্তিরা আবার তাদের অনুচরদের খাজনা আদায়ের ভার দেয়। সাধারণভাবে দশ বছরের বার্ষিক গড় উৎপাদনের তিনভাগের একভাগ খাজনা হিসেবে দিতে হত। কিন্তু দিল্লীর সম্রাটের অধীনস্থ জায়গীরদারেরা নিজেদের ধন সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করত—এদেরই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাত, বিদ্রোহ করত। রাজনৈতিক সংকটের সময় বিশেষ করে মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দশকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের জায়গীরদারেরা জমিদার অর্থাৎ প্রকৃতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ১৭৬৫ সালে বৃটিশ কোম্পানী সমগ্র বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাদের অর্থগৃধ্নুতার উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বিভিন্ন জমিদারী নীলামের উঠল আর এই জমিদারীর নতুন ক্রেতারা তাদের নির্মম শোষণের মাইলস্টোন হিসেবে সৃষ্টি করল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। শাসকশ্রেণী বুঝল এইভাবে আর শোষণ করা চলবে না—অবস্থার গতি প্রকৃতি অনুযায়ী শোষণের পদ্ধতি বদলালো—১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমান টাকা রাজস্ব হিসেবে কোম্পানীর হাতে তুলে দেবার শর্তে বৃটিশ প্রভুরা জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আবদ্ধ হল [মোট খাজনার এগারো ভাগের দশ ভাগ]। মুঘল সাম্রাজ্যের শুরু থেকেই গ্রামীণ অর্থনীতির বিপর্যয় শুরু হয়েছিল এখন আরো গভীর সংকটে নিমজ্জিত হল। জমিদারেরা কৃষিকার্য তদারক করবার দায়িত্ব গ্রহণ করল না—গ্রামাঞ্চলে এদের প্রায়শঃ অনুপস্থিত রাজস্ব আদায়ের জন্য সৃষ্টি করল মধ্যস্বত্ব ভোগীদের, এবং এই সমস্ত কিছুর নীচের তলায় রক্ত, ঘাম, অশ্রুকে সম্বল করে বেঁচে রইল কৃষক এদেশের হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তের দল।

এইভাবে গ্রাম সমাজের ভিত্তি হল ধ্বংস। বৃটিশ আমলের ভূমি ব্যবস্থায় জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিল এবং বৈশিষ্ট্য হিসেবে জন্ম লাভ করল বাণিজ্যিক কৃষির। গ্রাম বাংলায় তুলো, পাট, তামাক, নীল, চাষ হতে লাগল—দরিদ্র কৃষকদের ধার দেওয়ার কাজে এগিয়ে এল মহাজন শ্রেণী। প্রাক বৃটিশ যুগে গ্রামাঞ্চলে এরা কোন বিশেষ ভূমিকা নিতে পারেনি কিন্তু ব্রিটিশ যুগের পরিবর্তিত ভূমি ব্যবস্থায় মহাজন শ্রেণীর স্বর্ণযুগ শুরু হ'ল। অবশেষে দুশো বছরের রাজত্ব শেষ হল, ব্রিটিশ বিদায় নিল।

এবার শাসন ক্ষমতায় এল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—একটি দেশীয় রাজনৈতিক দল। দেশ স্বাধীন হ'ল—শুরু হ'ল দেশ জোড়া বিভিন্ন পরিকল্পনা—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ভূমি সংস্কার আইন, কৃষি সমবায় আন্দোলন—কিন্তু সমস্ত কিছুই কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করল না।

১৯৫১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কৃষিজীবী জনসংখ্যার ২৯ শতাংশের হাতে জমি ছিল মোট জমির শতকরা ৪০ ভাগ—এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ধনী ও মাঝারি কৃষকরাও। আর বাকী প্রায় ৬০ শতাংশ জমি ছিল জোতদারের হাতে—এই শ্রেণীর লোকেরা মূলতঃ অকৃষি-

জীবি—মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে কৃষক প্রজাদের দিয়ে জমি চাষ করায় আর বিনা পরিশ্রমে খাজনায় অংশটুকু বুঝে নেয়।

১৯৭১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন ও সামান্য ছিটে-ফোঁটা ভূমি সম্বলিত ক্ষেত মজুরের সংখ্যা পাঁচ কোটি এবং তাদের পরিবারের লোকসংখ্যা গণনা করলে ক্ষেতমজুরদের ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচশ কোটির মত। এত ক্ষেতমজুরকে কাজ দেওয়ার মত ক্ষমতা আমাদের কৃষি ব্যবস্থার নেই। এমত অবস্থায় এ চিন্তা যদি মাথায় আসে জোতদার বা বেশী জমির মালিকদের জমি ছিনিয়ে নিয়ে এদের দিলে সমস্যা মিটবে জীবনধারণের মানটুকু মেটাতে সক্ষম হবে—তাহলে ভুল হবে কারণ মোট জমির পরিমাণ যা রয়েছে এবং জমির ঊর্ধ্বসীমা এখন যা আছে তাকে অনেক নীচে নামালেও দরিদ্র কৃষকদের বাস্তোপযোগী জমি দিয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করে তোলা অসম্ভব।

স্বাভাবিকভাবে তখন এই চিন্তা আসে এই সমস্ত জনগণের মুক্তি না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি হবে না—দেশের ৭০ ভাগ লোক যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে। বর্তমান গতির যুগে এই ধরনের চিন্তা হতাশাগ্রস্থতা অথবা পলায়নী মনোবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। এই অবস্থায় সুষ্ঠ, সমন্বয় দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনাই একমাত্র অঙ্গীকার। প্রসঙ্গতঃ গ্রামীণ উন্নয়ন যখন একটি সাধারণ কর্মসূচী তখন এর সাফল্যমণ্ডিত করার ব্যাপারে সকলের সর্বোত্তম দান বর্তমানে সাহায্য নিতেই হবে। সেই হিসাবেই গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে ঐ কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্ম হতে হবে এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

॥ গ্রামীণ পরিকল্পনা ॥

গ্রামের অর্থনৈতিক সামাজিক মানোন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে,

১. কৃষি ব্যবস্থার পদ্ধতি অনুযায়ী জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্যবহারের জন্য জমি জরিপের ব্যবস্থা করা।

২. কৃষিকার্য সমবায় ও যৌথ কৃষি ব্যবস্থা চালু করা।

৩. জল, বিদ্যুৎ ও ভূমির সংরক্ষণে গ্রামবাসীকে সচেতন করা।

৪. যোগাযোগ ও উৎপাদিত বস্তুর সংরক্ষণের জন্য রাস্তা, যানবাহন, টেলিগ্রাফিক ব্যবস্থা ও হিমঘরের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে উন্নয়ন কেন্দ্রের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন কেন্দ্রগুলি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে গঠনমূলক কাজে এগিয়ে আসতে পারে অথবা work for food' কর্মসূচীর নেতৃত্ব দিতে পারে।

৫. জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা। স্বাস্থ্য ও উৎপাদনের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক আছে। সম্পর্কে গ্রামের অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্প গড়ে তুলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই সমস্ত রোগের উৎস ও প্রতিবিধান সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

৬. গ্রামাঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য সম্পদের ভাণ্ডার স্তর জেনে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ কাজে আমাদের দেশে সমবায় সমিতি কিছু ভূমিকা গ্রহণ করলেও তা অত্যন্ত প্রাথমিক। প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থা ছাড়াও অন্যান্য উন্নত শিল্পোৎপাদন ঘটে—যা অর্থনৈতিক অনুদান অথবা সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রাখতে না পারার ফলে সনাতন অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এ সম্পর্কে উদ্যোগ গ্রহণ প্রাসঙ্গিক।

৭. প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল, বিদ্যুৎ, ভূমি, অরণ্য ও খনিজ পদার্থ সমূহ সংরক্ষণে জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার পদ্ধতি সমূহ গ্রামোন্নয়নের কাজে যত বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করা হবে এই সমস্ত সম্পদের প্রয়োজনীয়তাও তত দেখা দেবে।

এই ধরনের কাজকর্মে গ্রামোন্নয়নের প্রত্যেকটি শাখায় বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। এই সহযোগিতা ভূমি, জল, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে, গবাদি পশুর ব্যবস্থাপনায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পে

প্রয়োগ করতে হবে। এই ধরণের চিন্তাধারার সুষ্ঠু সমাবেশ ঘটলে গ্রামের জনগণের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি ঘটতে পারে। এ ছাড়াও বিজ্ঞান ও কারিগরী উদ্যোগ উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিতে আগামী দিনে ফলাফলের ভিত্তিতে পদ্ধতি ও কার্যক্রমের মূল্যায়ণ ঘটাতে হবে এবং যা আবার প্রয়োগ করা হবে।

৮. মানুষ সামাজিক জীব। সেই হিসেবে দৈহিক ক্ষুধার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ক্ষুধার প্রসঙ্গটুকুও এসে যায়। সুস্থ সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষের মধ্যে একাত্মতা ও সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটে। এই কারণে আঞ্চলিক, ঐতিহ্যগত উপাদানের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত, উদাহরণ স্বরূপ পুরুলিয়ার ছৌ। সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে বর্তমান সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল করতে হবে।

৯. পরিশেষে, বিভিন্ন গ্রামের উন্নয়ন প্রকল্পকে ছোট ছোট প্রকল্পে ভাগ করতে হবে—সাংগঠনিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিত্তশালী দেশের উন্নয়নের কৌশলকে আমাদের সমাজের বাস্তবানুগ বিশ্লেষণে প্রয়োগ করতে হবে। নিরীক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু জেলায় পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্য সার্বিকভাবে অঞ্চল নির্বাচনের ক্ষেত্রে চারটি অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

ক) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর অঞ্চলে উন্নয়নের উপাদান সম্পর্কে।

খ) যে সকল অঞ্চলে বেকারের সংখ্যা বেশী ও কর্মসংস্থানের অভাবও প্রকট।

গ) যে সকল অঞ্চল ইতিমধ্যেই তুলনামূলকভাবে আংশিক উন্নত

ঘ) যে অঞ্চলে বিজ্ঞান ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে।

আমাদের দেশের গ্রাম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা কি হতে পারে এ প্রসঙ্গ রাখলাম। এখন এর প্রয়োগে গ্রন্থাগারিকরা কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে সে প্রসঙ্গে আসব। তবে এখন এই মুহূর্তে গ্রন্থাগারিকতার প্রথাগত চিন্তাধারার শেষ করা উচিত। শহরের বুকে গ্রন্থাগারিকতার প্রথম সুবিধে হ'ল মোটামুটি ভাবে পাঠকের দাবী ও প্রয়োজনীয়তা গ্রন্থাগারিকের কাছে প্রকাশ্য। কিন্তু মোট জনসংখ্যার ৮০ ভাগ লোককে নিয়ে আমাদের গ্রাম আর যার ৯০ ভাগই অশিক্ষিত সেই হিসেবে গ্রন্থাগারিককে গ্রামের মানুষের কাছে যেতে হবে। গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনগণের কোন ধারণা গড়ে ওঠেনি সেই চিন্তাধারা তৈরী করাই হবে গ্রামের গ্রন্থাগারিকের প্রথম কাজ। আমরা গ্রন্থাগারিকরা আজকের পটভূমিকায় জার্মানীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বসে পল অটলেটের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গ্রন্থরাজিকে একসূত্রে বাঁধার চিন্তা করতে পারিনা। কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তথাকথিত শিক্ষায় অশিক্ষিত বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ তিনকড়ি দত্তের Railway survey করতে গিয়ে গ্রামের গ্রন্থাগারের খোঁজ নেওয়ার কথাটুকু যেন ভুলে না যাই। যাই হোক, গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনায় যে সমস্ত চিন্তার কথা আগেই রেখেছি তাকে মোটামুটিভাবে তিনটে ভাগে অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও উৎপাদন ব্যবস্থার আলোকে গ্রামের গ্রন্থাগারকে নিয়ে আলোচনা করব।—

॥ **শিক্ষা** ॥

শিক্ষাকে ব্যবহারিক অর্থে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—ক) প্রথাগত (formal) খ) কর্মোপযোগী (functional or non-formal)। যে শিক্ষা সাধারণভাবে যোগাযোগের মাধ্যম ও পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত তাই হ'ল প্রথাগত শিক্ষা। অপরদিকে যে শিক্ষা সুসংবদ্ধ পদ্ধতির প্রয়োগ ও বাস্তব কর্মের ভিত্তি হিসেবে জনগণের জীবনে সক্রিয় ও বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা গ্রহণ করে তাই হ'ল কর্মোপযোগী শিক্ষা। এই শিক্ষা দেশ ও জাতির উন্নয়নের কাজে গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষরতার এই দুটো দিককে লক্ষ্য রেখেই গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সাক্ষরতার অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। গ্রামের গ্রন্থাগারের সাক্ষরতা অভিযানে তিনটে স্তরকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

প্রথমতঃ প্রস্তুতি পর্ব (Preparatory Phase) এই অবস্থায় গ্রন্থাগার গ্রামের জরিপ ও নিরীক্ষার (Survey) কাজে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োগ পর্ব (Operational phase) এই পর্যায়ে গ্রন্থাগার শিক্ষকদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে ও পাঠ্য বস্তু নির্বাচনে সাহায্য করবে। তৃতীয়তঃ অনুশীলন পর্ব (follow-up Phase) এই পর্যায়ে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সমধিক। গ্রন্থাগারকে মনে করা হয় out of school education' এ হিসেবে যারা গ্রামে সাক্ষর বা নবসাক্ষর হয়েছেন তাঁদের পাঠ্যবস্তুর যোগান দিয়ে অভ্যাসকে বজায় রাখতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনের আজ প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যাঁরা একবার সাক্ষর হচ্ছেন তাঁদের সঠিক পাঠ্য বইয়ের যোগান নিয়মিতভাবে হচ্ছে না যার ফলে অপসংস্কৃতির প্রচার ও ব্যবহারিক জীবন থেকে শিক্ষার বিচ্যুতি ঘটছে। গ্রন্থাগার জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার কাজে বিভিন্ন মাধ্যমকে গ্রহণ করতে হবে—এ ক্ষেত্রে মৌখিক শিক্ষা, ছায়াচিত্র প্রদর্শন ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রদর্শনীর আয়োজন করা অন্যতম। পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে আরো হৃদয়গ্রাহী ও দ্রুত শিক্ষার উপাদান হিসেবে এগুলি গ্রহণ যোগ্য এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন "বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়"—এর মূলে অভাব জাতীয় ইতিহাসের উপাদান, কারণ আঞ্চলিক ভিত্তিতে তথ্যের অভাব প্রকট—একাজে গ্রামের গ্রন্থাগার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে—আঞ্চলিক লেখকদের লেখা সংগ্রহ করা ও নবসাক্ষর সাক্ষরদের মধ্যে লেখার প্রবণতা জাগিয়ে তুলতে হবে—যা উপাদান সংগ্রহ ও গ্রন্থনে প্রেরণা দেবে।

অশিক্ষিত জনগণের গ্রন্থাগার সম্পর্কে অজ্ঞানতা দূর হলে—পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দৈনন্দিন সমস্যা—তা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যে রূপই পরিগ্রহ করুক না কেন তার সমাধানে গ্রামের জনগণ সচেতন হবেন। পরিশেষে "শিক্ষা চেতনা আনে, চেতনা বিপ্লব ঘটায়" এই দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক, পরিকল্পনাবিদ ও রাজনীতিবিদ্ সকলেই একমত—আশা করি এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

॥ স্বাস্থ্য ॥

উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে। উৎপাদনে অগ্রগতি জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে—এর সঙ্গে তাল রেখে মানসিক ও দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তি হলে জ্ঞানের জগতে উদ্ভাবন ঘটবে- উৎপাদন ব্যবস্থাও এগিয়ে যাবে। গ্রামাঞ্চলে অপুষ্টি ও মৃত্যুর ঘটনা স্বাভাবিক। পশ্চিমবাংলার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়—নিরক্ষর জনগণের এই সমস্ত রোগ সম্পর্কে ধারণার অভাবে কখনও কখনও তার বিষময় পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে প্রদর্শনী ও ছায়াচিত্রের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে গ্রন্থাগার স্বাস্থ্য প্রকল্পের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করতে পারেন।

॥ উৎপাদন ॥

উৎপাদনের উপাদান তিনটি—ভূমি, শ্রম, সংগঠন। ভারতের কৃষিজীবী জনগণের উৎপাদন ব্যবস্থার সঠিক মূল্যায়নের অভাব সম্পদের বিকাশে প্রতিবন্ধক। কৃষিকার্যের উপাদান অর্থাৎ ভূমি সংরক্ষণ, সেচ পরিকল্পনা ও সার ব্যবহারের উন্নত রূপটুকু গ্রামের জনগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রন্থাগার নিতে পারে। প্রাকৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে। এ সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞান সম্মত সংবাদ কৃষক জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের। গ্রন্থাগারের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তাটুকু নিরক্ষর জনগণকে অবহিত করার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের।

পরিশেষে, প্রথাগত চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগারের তথ্য সমাবেশ ও পরিষেবা সম্পর্কে সকলেই সচেতন। এক্ষেত্রে দেশ বিদেশের গ্রামীণ উন্নয়নের পরিকল্পনা ও সাফল্যের কৌশলটুকু এবং সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার ফলে আমাদের দেশের পরিকল্পনাবিদদের প্রয়োজনে লাগবে।

গ্রন্থাগারের মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ ঘটলে সমাজব্যবস্থার কাঠামোটুকু বদলে দিতে সাহায্য করবে। তথ্য পরিসেবার কাজে কতকগুলি সমস্যা আছে; প্রথমতঃ বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবন সামাজিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় ঘটতে থাকে। দুর্বল গণসংযোগ ও পরিবেষণের দুর্বলতা এই সমস্ত ফলাফলের খবর পৌঁছে দেওয়ার কাজে প্রতিবন্ধক। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি ও সংগঠনের যোগাযোগের মাধ্যমেও পার্থক্যও আছে। এই সমস্যার সমাধানে একটি সুষ্ঠ তথ্য কেন্দ্র একান্ত প্রয়োজন এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম।

॥ উপসংহার ॥

জাতীয় অর্থনীতিতে গ্রাম ও শহর এই দু'ভাগে ভাগ করার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি স্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। গ্রামের অর্থনীতি কৃষির সঙ্গে আর শহরের অর্থনীতি গৌণ ও বাণিজ্যিক পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। জনগণের এক অংশ মনে করেন গ্রামাঞ্চলকে শহরাঞ্চলে রূপান্তরিত করতে পারলে আপাত সমস্যার সমাধান হবে। অপরদিকে আর একটি মত হচ্ছে বড় শহর ও ছোট গ্রামের মাঝে বাজার সৃষ্টি করতে পারলে গ্রামীণ অর্থনীতির আপাত সমস্যার সমাধান হবে।

অবশ্য এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই, গ্রাম ও শহরের দ্বৈততাই আমাদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূল কারণ। যদিও এর সাথে সাথে গ্রাম সমাজের অন্যান্য দ্বন্দ্বের যেমন ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের, শিক্ষিতের সঙ্গে অশিক্ষিতের, শিল্পের সঙ্গে কৃষির, বুর্জোয়ার সঙ্গে সর্বহারার, বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বও বর্তমান। প্রথমতঃ এই সমস্ত দ্বন্দ্বের বিকাশ ও উৎপত্তি শাসকশ্রেণীর উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত।

জনগণনার নিরিখে দেখা যায় ২০০০ সালে ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৯০ কোটি। এর ২৫ কোটি থাকবে শহরে আর বাকী ৬৫ কোটি থাকবে গ্রামে তাই ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে সুচিন্তিত দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা প্রয়োজন আর মানব সমাজের প্রয়োজনে যে সমস্ত সংগঠন গড়ে উঠেছে—বিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র, গ্রন্থাগার তাদের লক্ষ্য থাকবে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, উন্নয়নের স্বার্থে—আমাদের হাঁটতে হবে এখন অনেক পথ। যুবক সিংহের দেশ চীনের তা চাই—তিমিরাচ্ছন্ন মহাদেশের তাঞ্জানিয়ার উজামা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সেই পথ বেয়ে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে।

॥ সহায়ক পঞ্জী ॥

১. ভারতের সামন্ততন্ত্র। রামশরণ শর্মা। কলিকাতা, কে. পি. বাগচী. এণ্ড কোং, ১৯৭৭।

২. বাঙলার ইতিহাস। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. শুধু বিষে দুই। অশোক রুদ্র। দেশ, এপ্রিল ৮, ১৯৭৮।

৪. নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন ও সাধারণ গ্রন্থাগার। সত্যব্রত ঘোষাল। গ্রন্থাগার, ফেব্রু-মার্চ, ১৯৭৮।

৫. Unesco bulletin for libraries 26 (1), 1972.

৬. Rural development Planning & reforms S. M. Shah. Abhinav pub, New Delhi, 1977.

৭. Approaches to rural development. A. D. Moddie, Ed. Leslie Sawhney Programme of Training for Democracy 1976.

নারায়ণ পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী

সুনীল দাস
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

২য় বর্ষ ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা কার্তিক ১৩২৩

৩০৩. অশোকের ধর্মলিপি (প্র)—চারুচন্দ্র বসু ; পৃ ১২০৭-১৭।

৩০৪. আরতি (ক)—সুরেশচন্দ্র গুপ্তভায়া ; পৃ ১২১৮।

৩০৫. [1]প্রতিবাদের প্রতিবাদ (প্র)—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, পৃ ১২১৯-২২।

৩০৬. মিলন ও বিরহ (ক)—সুরেশচন্দ্র গুপ্তভায়া ; পৃ ১২২৩।

৩০৭. জাতি বা বর্ণভেদের কথা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ ১২২৩-৩৫।

৩০৮. যমুনা (ক)—যামিনীমোহন দাস ; পৃ ১২৩৫-৩৬।

৩০৯. বৌদ্ধ-ধর্ম (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১২৩৬-৪৩।

৩১০. বৃন্দাবনে (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ১২৪৪-৪৫।

৩১১. মাযের দেখা (ক)—সুনীন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃ ১২৪৬-৪৭।

৩১২. প্রেম ও পরিণয় (গাবর গণেশের গবেষণা)—শ্রীগোবরগণেশ দেবশর্মা ; পৃ ১২৪৮-৫৩।

৩১৩. জোনাকীতা (ক)—কুমুদধর রায়চৌধুরী ; পৃ ১২৫৭।

৩১৪. অদৃষ্টের পরিহাস (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ১২৫৮-৭৭।

৩১৫. [2]বঙ্গলালের বিরহ-বিলাপ (প্র)—ননীগোপাল মজুমদার ; পৃ ১২৭৮-৮৭।

৩১৬. বিরহ বিলাপ (ক)—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১২৮৭-১৩১৪।

৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩২৩।

৩১৭. নারায়ণ (ক)—পৃ ১-২।

৩১৮. চলিত ভাষা ও সাধুভাষা (১)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ. ৩-২০।

৩১৯. জানালার ধারে (ক)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ২০-২৮।

৩২০[3] অশোকের ধর্মলিপি (প্র)—চারুচন্দ্র বসু, পৃ ২৯-৪০।

৩২১. বাক-বিরহিতা (ক)—কুমুদধর রায় চৌধুরী, পৃ ৪১।

৩২২. কমলের দুঃখ (কাব্যনাট্য)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৪২-৫৬।

৩২৩. স্বর্ণ ভিখারিণী (ক)—গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী ; পৃ ৫৭-৫৮।

৩২৪. সানায়ে (গ)—নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ ৫৯-৬৮।

৩২৫. মায়াবতী পথে (প্র)—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৯-৭৭।

৩২৬. সমুদ্রতীরে (গ)—তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৭৮-৮৯।

৩২৭. বিদায়ে (ক)—রাধাচরণ দত্ত ; ৮১-৮২।

---

১. 'সাহিত্য ও সুনীতি' প্রবন্ধ সম্বন্ধে।

২. ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

৩. সাহিত্য সভার মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২৩।

৩২৮. গান (ক)—পৃ ৮৩।

৩২৯. বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ (প্র)—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ; পৃ ৮৪-৯৯।

৩৩০. নিবেদন (ক)—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ৯৯।

৩৩১. কমলের দুঃখ (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ১০০-১১৫।

৩৩২. বাঙ্গলার নীতি কবিতা (প্র) চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ১১৬-৫১।

৩৩৩. আর একবার (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী , পৃ ১৫২ ৫৩।

৩৩৪. মায়াবতী (গ)—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় , পৃ ১৫৩-৬০।

৩৩৫. গদা চাড়াল (গ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য , ১৬১-৬৯।

৩৩৬. গান [লুকিয়ে কেন· ·]—পৃ ১৭০।

৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩২৩।

৩৩৭. বৈষ্ণব মহাজন ও বাঙ্গালা মহাজনপদ (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল , পৃ ১৭১-৯৮।

৩৩৮. ঘাটের কথা (ক)—হরবেশ ; পৃ ১৯৯-২০৪।

৩৩৯. বৌদ্ধধর্ম (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী , পৃ ২০৪-৮।

৩৪০. মনের খোরাকী (প্র) জগদম্বা দেবী , পৃ ২০৯-১৩।

৩৪১. 'কৃষ্ণ' নাম (ক)—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ২১৩।

৩৪২. কণ্টক (গ)—অতুলচন্দ্র ঘটক ; পৃ ২১৪-২২৬।

৩৪৩. পাগল মায়ের গান [এ গাড় ফেলে যাচ্ছি···]—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ২২৭ ২৮।

৩৪৪. কমলের দুঃখ (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ২২৯-২৪৫।

৩৪৫. পাগল (কথাচিত্র)—নিত্যানন্দ দাশ ; পৃ ২৪৬-৪৮।

৩য় বর্ষ প্রথম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩২৩।

৩৪৬. উর্ব্বশী বিদায় (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ২৪৯-৫৫।

৩৪৭. প্রতীক্ষায় ক)—নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ; পৃ ২৫৫।

৩৪৮. চল্লিশ বৎসর পূর্বে (প্র)—ননীগোপাল মজুমদার ; পৃ ২৫৬-৬১।

৩৪৯. প্রার্থনা (ক) ব্রজমাধব রায় ; পৃ ২৬১।

৩৫০. 'দিউয়ান্-ই-মখফী' কি জেব-উন্নিসার ? (প্র)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ২৬২-৬৪।

৩৫১. বিকাশ (ক) -গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী , পৃ ২৬৫।

৩৫২ ভিক্ষুর বিয়ে (ক)—নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য , পৃ ২৬৬-২৭।

৩৫৩. পূজার বিঘ্ন (ক)—বলাই দেবশর্ম্মা ; পৃ ২৫৫-৭৬।

৩৫৪ কমলের দুঃখ (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ২৭৭-৮৫।

৩৫৫. মন্ত্রপূত (ক)—গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী ; পৃ ২৮৬।

৩৫৬ স্বামী 'বিবেকানন্দ সোসাইটীতে পঠিত (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী , পৃ ২৮৯-৯৭।

৩৫৭. শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা (প্র)—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত , পৃ ২৯৮-৩০৪।

৩৫৮. দোল-পূর্ণিমা (প্র)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৩০৫-৩০৯।

৩৫৯. নাথ (ক)—হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র , পৃ ৩১০।

৩৬০. সাহিত্যে অনধিকারী (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী , পৃ ৩১১-১৬।

৩৬১. মহাজন-পদের ঈশ্বর-তত্ত্ব (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৩১৭-২৫।

৩৬২. গান [আমার প্রাণ জুড়ান,···]—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৩২৬।

৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৩।

৩৬৩. একটি স্তোত্র (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৩২৭-৩২।

৩৬৪. বৌদ্ধধর্ম (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৩৩৩-৩৮।

৩৬৫. গান [সে ব'লল কি না···]—রজনীকান্ত সেন ; পৃ ৩৩৯।

৩৬৬. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ; পৃ ৩৪০-৪৯।

৩৬৭. দীক্ষিতের নিবেদন (ক) - প্রকাশ চন্দ্র দত্ত ; পৃ ৩৫০-৫৩।

৩৬৮. বিধাতা (গ)—অপর্ণা দেবী ; পৃ ৩৫৪-৬১।

৩৬৯. মায়ের সাধ (ক)—সরলাবালা দাসী , পৃ ৩৬১-৬৪।

৩৭০. কমলের দুঃখ (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৩৬৫-৭৮।

৩৭১. মহাজন সিদ্ধান্তে পুরুষ ও প্রকৃতি (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৩৭৯-৮৬।

৩৭২[1]. রূপান্তরের কথা (প্র)—চিত্তরঞ্জন দাশ , পৃ ৩৮৭-৪০১।

৩৭৩ বাউলের গান [ডাক দিয়েছে…] - সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত , পৃ ৪০২।

৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সং বৈশাখ ১৩২৪।

৩৭৪. বৌদ্ধধর্ম (প্র) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৪০৩-৮।

৩৭৫. প্রেমের সংশয় (ক) সুকান্ত রায়চৌধুরী , পৃ ৪০৮-৯

৩৭৬. পুরীর চিঠি (ভ্রমণ কাহিনী)—শ্রীঃ , পৃ ৪১০-১২।

৩৭৭. প্রথম দর্শনে (ক)—গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী , পৃ ৪১২-১৪।

৩৭৮ নূতন বিজ্ঞান (প্র)—শিশির কুমার মিত্র ,

৩৭৯ অনাহূত (ক)—বাণী দেবী ; পৃ ৪২৭।

৩৮০. ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি ও ভারতীয় করুণ রস (প্র) —নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ৪২৯-৩৪।

৩৮১. কমলের দুঃখ (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত , পৃ ৪৩৫-৫২।

৩৮২. পাগল রাতে (ক)—ক্ষিতীশচন্দ্র সেন , পৃ ৪৫৩-৫৪।

৩৮৩. নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম (প্র)—জলধর সেন ; পৃ ৪৫৫-৫৭।

৩৮৪. মায়া (ক)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৪৫৮-৫৯

৩৮৫. সোনা (গ)—শ্রীঃ— ; পৃ ৪৫৯-৬৩।

৩৮৬. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী , পৃ ৪৬৪-৭৫।

৩৮৭. মহিশূর ভ্রমণ (ভ্রমণ কাহিনী)—মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় , পৃ ৪৭৬-৭৯।

৩৮৮. ভালবাসা (ক)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৪৭৯-৮০।

৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪

৩৮৯. পত্র-আহারী বাবা (ক)—দেবকুমার রায়চৌধুরী , পৃ ৪৮১-৮৪।

৩৯০. বাঙলার কথা (প্র)— চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৪৮৫-৫৩৭।

৩৯১ বিশুর মা (গ)—নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য ; পৃ ৫৩৮-৪৫।

৩৯২. সাহিত্যে আত্মা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ৫৪৬-৫১।

৩৯৩. বিরহে পাগল (গ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী , পৃ ৫৫২-৬৪।

৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা আষাঢ় ১৩২৪

৩৯৪. ধর্ম প্রচারে রবীন্দ্রনাথ (প্র) শ্রীঃ— , পৃ ৫৬৫-৬৯।

৩৯৫. নিঝুম রাতে (ক) জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ ; পৃ ৫৬৯।

৩৯৬. আদিরস (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৫৭০-৭৭।

৩৯৭. উত্তরাধিকারী (গ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য , পৃ ৫৭৮-৮৭।

৩৯৮. শ্রীমঙ্গল-রসকলিকা (প্র)—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত , পৃ ৫৮৮-৯৪।

৩৯৯ মানস-বৃন্দাবন (ক)—জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় , পৃ ৫৯৫।

৪০০. কমলের দুঃখ (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত , পৃ ৫৯৬-৬০৭।

---

১. সরস্বতী ইনস্টিটিউটের অধিবেশনে সম্পাদক কর্তৃক পঠিত।

৪০১. আর না এল (ক)—শ্রীন :— ; পৃ ৬০৮-৯।

৪০২. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী, পৃ ৬১০-২১।

৪০৩. অচেনা পুজো (ক)—দেবকুমার রায়চৌধুরী ; পৃ ৬২১-২২।

৪০৪. কোমলে কঠোরে (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৬২৩-২৮।

৪০৫, একটি মোকদ্দমার রায় (প.র) —যতীন্দ্রমোহন সিংহ, পৃ ৬২৯ ৩৭।

৪০৬. দুনিয়ার দুদিন (প্র)—অপর্ণা দেবী ; পৃ ৬৩৮-৪১।

৪০৭. রূপান্তর (গ)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৬৪২ ৪৩।

৪০৮. মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (প্র)—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৬৪৪-৫৮।

৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩২৪

৪০৯. কপের কোমল মূর্তি (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৬৫৯ ৭১

৪১০ স্বামী (গ)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৬৭২-৬৮৯।

৪১১ আহ্বান (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পৃ ৬৮৯ ৯০।

৪১২. বাংলার চরকথা (প্র) —সুধীরচন্দ্র রায় ; পৃ ৬৯১ ৭০২।

৪১৩. কমলের দুঃখ (গ)—সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত, পৃ ৭০৩-৯।

৪১৪ অদৃষ্ট (গ)—অপর্ণা দেবী, পৃ ৭১০-১১।

৪১৫. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ; পৃ ৭১২-২১।

৪১৬ সাহিত্যে 'রূপান্তর' (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৭২২-২৮।

৪১৭. বোম্বা নম্বর (গ)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ; পৃ ৭২৯ ৩০।

৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ভাদ্র ১৩২৪

৪১৮. মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৭৩১-৪০।

৪১৯. বিধু গুপ্ত (প্র)—অমরেন্দ্রনাথ রায় ; পৃ ৭৪১-৫২।

৪২০. ভক্তিহীনা (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, ৭৫৩-৫৪।

৪২১. স্বামী (গ)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৭৫৫-৭৯।

৪২২. জয়দেব (ক)—জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৭৮০।

৪২৩ বঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ৭৮১-৮৮।

৪২৪ বুদ্ধিমানের কর্ম (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ ৭৮৯ ৮০৩।

৪২৫. কমলের দুঃখ (উ)—সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত, পৃ ৮০৪-১৩।

৪২৬ গান [প্রাণের মাঝে ...] সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত, পৃ ৮১৪।

(প. ৪৭—৮৯ ১৪.৬

৩য় বর্ষ ২য় খণ্ড ৫ম/৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন কার্তিক ১৩২৪

৪২৭ আগমনী (গা) [গিরি এবার ...]—রামপ্রসাদ সেন ; পৃ ৮১৫।

৪২৮ বুদ্ধিমানের কর্ম (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ ৮১৬-৪০।

৪২৯ চিরন্তনী (ক)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পৃ ৮৪১।

৪৩০. কপের কঠোর মূর্তি (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৮৪২-৪৯।

৪৩১ সে আসিল না (ক)—সুধাময়ী সেন, পৃ ৮৫০।

৪৩২ কমলের দুঃখ (উ)—সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৮৫১-৬৬।

৪৩৩. মায়ের ডাক (ক)—প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত ; পৃ ৮৬৭-৬৮।

৪৩৪. ভূতের বেগার (গ)—নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য ; পৃ ৮৬৯-৮১।

ক্রমশঃ

পরিষদের জেলা শাখা সম্মেলন

॥ জলপাইগুড়ি ॥

গত ৬ই এপ্রিল '৭৮ জেলা গ্রন্থাগার ভবনে শ্রীমনোরঞ্জন দে-র সভাপতিত্বে জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পরিষদের জেলা শাখা কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। সম্মেলনের শুরুতে পরলোকগত জেলা গ্রন্থাগারিক দিলীপ দাশগুপ্তের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য এবং পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীসত্যব্রত সেন। কমিটিতে আছেন : সভাপতি—শ্রীশ্যামাপদ ব্যানার্জী। সম্পাদক—শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য। সদস্যবৃন্দ—শ্রীদিলীপ কুমার মুখোটি এবং শ্রীনীতিশ বসু।

॥ মালদহ ॥

গত ৪ঠা এপ্রিল '৭৮ জেলা গ্রন্থাগার ভবনে শ্রীচন্দ্রশেখর কুমার মহাশয়ের সভাপতিত্বে দ্বিবার্ষিক মালদহ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে নূতন শাখা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি—শ্রীমোহন লাল পোদ্দার, সহ সভাপতি—শ্রীচন্দ্রশেখর কুমার, বিভূতিভূষণ দাস, সম্পাদক—শ্রীসুনীল কুমার ভৌমিক, যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ সরকার, সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী সুনীল মিত্র, মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য্য, নগেন্দ্রনাথ দাস, বিজয় ব্যানার্জী, গ্রন্থাগারিক, মালদা পলিটেকনিক ; গ্রন্থাগারিক, মালদা মহিলা কলেজ, গ্রন্থাগারিক, সরকারী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ; গ্রন্থাগারিক, সামসী কলেজ, গ্রন্থাগারিক, চাঁচোল কলেজ। সম্মেলনে পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে শ্রীশশাঙ্ক বাগচী গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং শাখা কমিটির দায়িত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১২ই মার্চ '৭৮ বহরমপুরের গ্রান্ট হলে ৩য় বার্ষিক মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক রেজাউল করিম। উক্ত সম্মেলনে জেলা সম্মেলনের নবগঠিত কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নির্বাচিত হয়—সভানেত্রী—শ্রীমতী কণা ব্যানার্জী, সহ-সভাপতি—সর্বশ্রী শৈলেন অধিকারী, ফিরোজ মোহন সরখেল এবং শৈলেশচন্দ্র রায়, সম্পাদক—শ্রীসত্যব্রত রায়, যুগ্ম সম্পাদক—শ্রীশরৎ কুমার চক্রবর্তী। সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী তপন কুমার ঘোষ, সবিতা প্রসাদ দুবে, তপন অধিকারী অজিত পাত্র, আনন্দ গোপাল চক্রবর্তী, আবদুল হামিদ, ব্রজ দুলাল গোস্বামী, মহাদেব মণ্ডল এবং বান্ধব লাইব্রেরী, গোরাবাজার। পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং শ্রীশশাঙ্ক বাগচী উপস্থিত থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

॥ হাওড়া ॥

গত ২১শে মে '৭৮ বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী হলে হাওড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়। বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের অবস্থা বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী সত্যব্রত সেন, প্রবীর রায়চৌধুরী, শশাঙ্ক বাগচী, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, অশোক দাস, কৃষ্ণধন হাজরা, তপন সরকার প্রভৃতি। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে জেলা শাখা পুনর্গঠিত হয় : সভাপতি—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হাজরা, সম্পাদক—শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায়, সহঃ সম্পাদক—

সর্বশ্রী পিনাকী মুখার্জী, সত্যব্রত ঘোষাল, অশোক কুমার দাস। সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য্য, তরুণ মুখার্জী, সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃন্ময় দাস, অনিল দেওয়াসী, নির্মল মণ্ডল, গোলক রায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সরকার, বাণী চক্রবর্ত্তী, অমিতাভ ব্যানার্জী, জগমোহন দাস, সৌরেন পাঠক।

সালকিয়া, বাগনান, উদয়নারায়ণপুর, জগৎবল্লভপুর, শ্যামপুর ও কোনা অঞ্চলের প্রতিনিধি পরে স্থির করা হইবে।

॥ পুরুলিয়া ॥

১৯৭৮ তাং অপরাহ্নে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক জেলা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শশাঙ্ক বাগচী। প্রধান অতিথির ভাষণে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক শ্রীনকুল মাহাতো গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, সাধারণ মানুষের পাঠস্পৃহাকে উৎসাহিত করতে এবং যুগোপযোগী জ্ঞানের সন্ধান দিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের সচেষ্ট হতে হবে। ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রচারের জন্য অঞ্চল ভিত্তিক গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করতে হবে। এ ব্যাপারে ছাত্র-যুব-শ্রমিক কর্মচারীর বিভিন্ন গণ সংগঠনের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। সভায় জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম নেতা অশোক চৌধুরী উপস্থিত থেকে জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস বর্ণনা করেন।

॥ বর্দ্ধমান ॥

গত ১৪ই মে, ১৯৭৮ তারিখে বর্দ্ধমান জেলা গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তিদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিষদের সহ কর্মসচিব শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা এবং কার্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীঅরুণ রায় উপস্থিত থেকে গ্রন্থাগার রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলেন। এই সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে পরিষদের বর্দ্ধমান জেলা শাখার অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।

সভাপতি—বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। সহ-সভাপতিবৃন্দ - নারায়ণ চন্দ্র দে, বৃন্দাবন দাস, সুবলচন্দ্র চৌধুরী, লক্ষ্মীচন্দ্র চৌধুরী। সম্পাদক—লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, সতী নন্দী। যুগ্ম-সম্পাদক—আব্দুল মোমিন মিঞা। সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় দে, তপন কুমার মুখোপাধ্যায়, নিমাই কর, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খোদাবক্স সিদ্দিক, অশোক মিত্র, গোপীনাথ সেনগুপ্ত, শোভা বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ নারায়ণ গোস্বামী, আশীষ দাস। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সুবলচন্দ্র চৌধুরী।

ভ্রম সংশোধন

"গ্রন্থাগার"-পত্রিকার চৈত্র (১৩৮৪) সংখ্যায় প্রকাশিত পরিষদের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা কমিটির কর্মকর্তাদের তালিকায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত-এর নাম সদস্য তালিকায় অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়েছে। উক্ত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

—শশাঙ্ক বাগচী

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্ধমান

গত ২৩শে এপ্রিল '৭৮ লাইব্রেরীর ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন গলসী ১নং উন্নয়ন ব্লকের শ্রীঅমিত কান্তি হত রায় এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনীহার বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় বিভিন্ন বক্তা লাইব্রেরীর বিভিন্ন কার্য্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে লাইব্রেরীর পাঠকদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

নৈহাটী সাংস্কৃতিক পরিষদ গ্রন্থাগার, ২৪ পরগণা

গত ১৮ই মার্চ নৈহাটী সাংস্কৃতিক পরিষদের উদ্যোগে একটি গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন পরিষদের সভাপতি ও স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীরণজিৎ কুমার দে। আপাততঃ এই পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা তিনশত।

রবীন্দ্র পাঠাগার, মহিষাদল, মেদিনীপুর

গত ২৫শে বৈশাখ পাঠাগারের উদ্যোগে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন।

গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী, পুরুলিয়া জেলা শাখা

গত ১লা মে '৭৮ পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারে পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কার্যকরী সভাপতি গুণময় চাতরা সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে সত্যব্রত সেন আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনে কর্মীদের অধিক দায়িত্ব নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত ভূমিকা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তিনি গ্রন্থাগারগুলির প্রতি সমাজ-শিক্ষা বিভাগের বৈষম্যমূলক ও উদ্ভট আচরণের তীব্র নিন্দা করেন এবং কর্মীদের কোনরকম চক্রান্তের শিকার না হয়ে পড়ার জন্য সজাগ থাকতে বলেন।

তারাতলিয়া বীণাপাণি পাঠাগার : ২৪ পরগণা

তারাতলিয়া বীণাপাণি পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২১শে ডিসেম্বর (১৯৭৭) গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। সকালে পাঠাগারের সভ্য ও শুভানুধ্যায়ীগণের নিকট থেকে পুস্তক সংগ্রহ করার জন্য কর্মীগণ বাহির হন। বিকালের সভায় বাদুড়িয়া এল. এম. এস. উচ্চ বিদ্যালয়ের (দ্বাদশ শ্রেণী) রেক্টর শ্রীসহদেব বিশ্বাস সভাপতি, পাঠাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপ্রমথনাথ নাগ চৌধুরী প্রধান অতিথি এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীচঞ্চল কুমার সেন বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন, গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন সম্পাদক শ্রীশান্তি দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জনাব গোলাম হোসেন, শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীচঞ্চল কুমার সেন, গ্রন্থাগারিক শ্রীনারায়ণ প্রসাদ সুর ও শ্রীসহদেব বিশ্বাস। সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীশ্যামল সরকার কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হয়।

১ অবিলম্বে বিনা চাঁদায় রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার আইন চালু করতে হবে।

২. শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২৫ ভাগ রাজ্যের গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের খাতে ব্যয় করতে হবে।

৩ প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অধীনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৪. গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বার্থে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

চাণক পাঠাগার, ২৪ পরগণা

গত ২১শে মে '৭৮ তারিখে রবিবার সন্ধ্যায় চাণক পাঠাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে শ্রীব্রজপ্রসাদ দাস ও শ্রীগোপাল চন্দ্র রায়। প্রধান অতিথি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে কবির অনন্য সাধারণ পরিহাস পটুতার ও জমিদারী কাজে থাকাকালীন প্রজারঞ্জনের পরিচয় দেন। নীলেন্দু মিত্রের পরিচালনায় একটি গীতিআলেখ্য এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়।

ধরমপুর এ্যাথলেটিক ক্লাব (চুঁচুড়া)

ধরমপুর ক্লাব প্রাঙ্গনে গত ৪ঠা ও ৫ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখে দুদিনব্যাপী ধরমপুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের পাঠাগার বিভাগের রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী (উচ্চ) অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে হুগলী জেলা শাসক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার শ্রী জে. সি. সেনগুপ্ত। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্ত কুমার ঘোষ ও হুগলী জেলার পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীদীপক হালদার। ক্লাব সভাপতি অধ্যাপক নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে ক্লাবের বর্তমান অবস্থা এবং ক্লাব ও পাঠাগারের আদর্শ, সমস্যা ও সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন। দু'দিনের সভায় উদ্বোধক সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিগণ তাঁদের ভাষণে পাঠাগারের উন্নয়ন কামনা করেন এবং তাঁদের সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। দু'দিনের উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৫ তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে বিকাল ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র ছাত্রীদের একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, তাঁর জীবন দর্শন আলোচনা এবং প্রতিযোগিতার বিজয়ীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিত্তশানন্দ মহারাজ কবিগুরুর জীবনের আদর্শ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে বিজয়ীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। এছাড়া কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অধ্যাপক অতুল ঘোষ, জেলা গ্রন্থাগারিক রামরঞ্জন ভট্টাচার্য ও অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রবীণ আইনজীবি হরিসাধন সরকার।

শ্রীরামপুর তরুণ সংঘ পাঠাগার

গত ২রা এপ্রিল, ১৯৭৮ বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার কাইতি-শ্রীরামপুর গ্রামে ধর্মমঙ্গল প্রণেতার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রূপরাম চক্রবর্তীর জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। মহাকবি রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' বর্ণিত ভূমিকায় তৎকালীন সামাজিক চিত্র, গ্রামীণ পরিবেশের বর্ণনা ও পারিবারিক যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ আছে তাহা সুধীজন সভায় সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন। 'ধর্মমঙ্গল' পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের জাতীয় 'মহাকাব্য'। এছাড়া 'মহাকবি রূপরাম জয়ন্তী স্মরণিকা' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ

গত ১৩ই মে সঙ্ঘের সাধারণ নির্বাচনে ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছেন।

সভাপতি—ডাঃ মুরারী মোহন মুখোপাধ্যায়। সহ-সভাপতি—সুভাষ চন্দ্র ঘোষ ও অমিয় কুমার নন্দী। সাধারণ সম্পাদক—গণেশ চন্দ্র নন্দী। সহ-সাধারণ সম্পাদক—করুণা শীল। পাঠাগার সম্পাদক—শ্যামল পাল। জন কল্যাণ সম্পাদক—কমল কুমার চট্টোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শরৎ নন্দী। ক্রীড়া সম্পাদক—সনৎ দাস। পত্রিকা সম্পাদক—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়। সাংস্কৃতিক সম্পাদক—অনন্ত কুমার দে।

পরেরদিন ১৪ই মে সঙ্ঘের নবনির্মিত গৃহে বিকাল ৫টায় সঙ্ঘের ১৯৭৭-৭৮ সালের বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সঙ্ঘের সভাপতি শ্রদ্ধেয় ডাঃ মুরারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রতিবেদক : বিভূতি চক্রবর্তী
অমিতাভ দাস

Library Law Drafting—Report

This is a brief report on the drafting of Public Libraries Act, 1978, a committee for which was constituted by the State Govt. The revised draft has been placed before the Govt. As the draft Bill is under consideration of the Govt, it has not been printed here.

P. Roy Chaudhury
Secretary
Bengal Liberary Association

A REPORT ON THE DRAFTING OF A BILL OF WEST BENGAL PUBLIC LIBRARIES ACT. 1978.

The Committee was constituted by the Govt. of West Bengal under their following resolution with membership and terms of reference as indicated below :

Education Department
S. E. Branch

No. 204-End (SE)
5L-66/67.

Dated, Calcutta the 13th March '78

The Government intend to introduce a bill covering all the major issues touching libraries of the State. To prepare a comprehensive draft bill for this purpose the Governor is pleased to constitute a committee with the following persons :

1. Director of public Instruction, Govt. of West Bengal. — Chairman (ex-officio)
2. Deputy Director of Public Instruction (Social Education), Govt. of West Bengal. — Secretary (ex-officio)
3. Librarian, National Library, Calcutta. — Member
4. Secretary, Raja Rammohan Roy Library Foundation, Calcutta. — Member
5. Librarian, State Central Library, Calcutta. — Member
6. Shri Phani Bhusan Roy, 144, Maharaja Nandakumar Road, Cal-700029. — Member
7. Shri Prabir Roy Choudhury,

27/2, Chakraberia Road (South), Cal-700025. Member

8. Shri Satya Brata Sen,
50. Akhil Mistry Lane, Cal-700009. Member

9. Shri Sourendra Mohan Ganguly,
100/1, Bhupen Basu Avenue, Cal-700004. Member

10. Shri Pramil Chandra Basu,
'Suradham', Basunagar, P. O. Madhyamgram
24-Parganas. Member

2. The terms of reference of the Committee will be as follows :

I. Preparation of a draft bill on Library Legislation covering all major issues touching libraries in the State, including the following details :

a) Administrative Pattern,

b) Resources and financial arrangements.

II. To advice on any other matter relating to proper establishment and functioning of library services in the State.

The committee met/four times on the dates mentioned below :

Meeting	Date	Attendance
1st Meeting	5. 4. 78.	All except Dr. B. P. Barus, Secretary, Raja Rammohan Roy Library Foundation, Calcutta.
2nd Meeting	25. 4. 78.	All members attended the meeting
3rd Meeting	10. 5. 78.	—do—
4th Meeting	25. 5. 78.	All except Librarian, National Library (calcutta) attended the meeting.

All the meetings were held in the Committee room of the Director of Public Instruction at Writers' Buildings, Calcutta.

In the second meeting held on 25. 4. 78 the Committee started their discussion on the basis of the draft bill of West Bengal Public Libraries Act, 1978 prepered by the Bengal Library Association. This draft bill was submitted by the Association on the basis of a resolution adopted in the meeting of the Drafting Committee, held on 5. 4. 1918. The Association claims to have drafted the said bill on the basis of : —

A) Other bills drafted by some expect committees and working groups, viz.

i) Model Public Libraries Bill, drafted in 1763 by a Committees under the Chairmanship of Rs. D. M. Sen, the then Edcation Secretary of Govt. of West Bengal, the Committee was appointed by the Govt. of India in response to the recommendations of the Advisory Committee for Libraries (1959) appointed

by the Ministry of Education, for encment of suitable legislation by State Govts.

ii) Model Public Libraries Bill drafted in 1965 by the Planning Commission, Govt. of India, and

iii) Model Public Libraries Act drafted in 1972 by Dr. S. R. Ranganathan, the international expert in Library Science and then National Research Professor in Library Science. The bill was discussed and approved in the All India Seminar on Public Library System held at Bangalore during 28 to 30 April, 1972, and

B) Relevant Act in force in the four states of India as follow :

i) Madras Public Libraries Act, 1948 (Madras Act XXIV of 1948 : came into force on 1st April 1950)

(ii) Andhra Pradesh Public Libraries Act, 1960 (Act VIII of 1960 : came into force on 1st April 1960)

iii) Mysore Public Libraries Act 1965 (Mysore Act of 1965 : Came into force on 22nd April 1965)

iv) Maharashta Public Libraries Act, 1967.

The draft was circulated to the members on 2. 5. 78 and was considered by the Committee in third meeting held on 10. 5. 78.

C) The bill was thoroghly discussed in several conference.

The draft with same corrections and modifications was then approved by the Committee with Shri S. K. Gupta, Deputy Director of Public Instruction (Social Education regarding a note of dissent.

The draft has been prepared keeping in mind a few fundamental codsiderations. These are—

i) that the library services rendered by the system should be absolutely free of charge. It is socially to put any direct or indirect impediment to an user's success to documents or information of his or her choice.

(ii) That rendering of this important service should be the direct respensibility of the Govt. Considering the social importance of the service it must not be left to the care of either fully private or sponsered bodies ever which the Govt. 's control is remote and the Govt.'s responsibility to the public is ewually so in such cases.

(iii) That rendering of this service should not be left to the care as a secondary responsibility, of any dept. already everburdened with other work and not pessessing any specialised professional competence toarrange for administrattion of such a complex service on a state basis.

(iv) *That for efficient control and administration of a state wide net work of public libray system, the entire work should be put in charge of and leeked after by a separate Directorate of Library Service which should be created for the purpose.*

The remaining provisions of the law are just to ensure maximum participation of different sections of the public at different levels for smooth administration of Act.

The approval draft is given in the Appnedix.

Though the Committee has not suggested detailed estimate of cost for the entire pubic library system, the Committee would prefer to indicate desirable amounts that should be spent for the purpose.

The Committee is opinion that the public library system has to play a major role in giving support to the education imparted to the pubic through different formal and nonformal ways. Its budget should therefore be linked up with the Education budget of the state. In the Opinion of the Committee 2.5% of the total Education Budget of the state is a reasonable sum that should be spent for administration, maintenance and development of free public library system in the State. Some of the expert bodies have recommended a higher allotment for the purpose. Calculated on the basis of the existing Educational budget 2.5% comes to about Rs. 4.65 crores. It is understood from the information supplied by the DDPI (Social Education) that the Govt. is now spending about Rs. one Crore (Rs. 99.31 lacs) which excludes expenditure on Govt. controlled public libraries (out of concolidated fund). The Govt may therefore decide to fix up the minimum for the Bill keeping in mind the extreme social importance of the service that the entire community may get from the public library system. The Committee therefore recommends that, if necessary the programme be implemented in phases. The phases and the priorities will be determined on the basis of funds actually available for the purpose.

In its 4th meeting, the Committee felt it necessary to advise as follows as per terms of reference item II; for consideration of the Govt. :

1. In view of the expected Library law for West Bengal to be enacted soon, it is advised that grant toward different categories or Public Libraries should be regulated as per table below :—

(a) Sponsored Libraries

Categories of Libraries	No. of Libraries	Grant for each Libraty				Total for each Library
		Salary, Allowance CPF contribution Interim pay & Exgratia	Books & Journals	Contingent including maintenance & etc.	mobile-libraries services, cost of petrol & repair	

1) Distrilt Library	17	36,000/-	10,000/-	7000/-	6000/-	59,000/-
2) Sub-Divn. Town & Secondary Library	32	15,000/-	4,000/-	3000/-	—	22,000/-
3) Rural / Area Library & the Like	707	7,100/-	1,000/-	1400/-	—	9,500/-
Total : (59000/-X17)+(22000/-X32)+(9500/-X707) =						84,23,500/-
b) Grant-in-(b) aid to Library run by Voluntary organisation.	1000 approx	—	250/- avorgge	—	—	2,50,000/-
c) Govt. Libraries	8	From Consolidated Fund	All these for Purpose excluding expenses from consolidated fund.			2,50,000/-
d) Institutional Libraries as mentioned by DDPI (SE) in his letter Dt/-	22	For all these purposes				3,00,000/-
e) Librarianship Training Centres	2	For all these purposes (excluding mob. lib. Service), and for payment of stipend etc. @ 56,000/- each i.e.				1,12,000/-
f) Grant to Library Associations or the like	3	For maintenance				30,000/-
g) Contribution to Raja Ram Mohan Roy Library Foundation.						2,00,000/-
h) For all other Committed expenditure not mentioned above						2,82,500/-
					Total—	Rs. 98,48.000/-

While recommending the above scale of grant, consideration has been given to the expenditure of Rs. 99,3100/- incurred during the financial year 1977-78, and the following budget provision for the year 1978-79,

(1) 277	Education-Non-Plan II Development & expansion of Library Science, H. General V Other expenditure grant in aid / contribution	Rs. 13,30,000/.
(2) 277	Education—4th Plan-Committed Development & expansion of Library Service, H. General V Other Expenditure, grant in aid/contribution.	Rs. 5,56,000/-
(3) 277	Education—5th Plan—Development & Expension of Library Service, H. Genl. V Other Expenditure, grant in aid/contribution.	Rs. 28,50,000/-
(4) 288	Art & Culture : Non-Plan I Public Libraries, grant in aid/contribution.	Ks. 62,00,000/-
(5)	H-Genl-V-Other expenditure Non-plan-Training in Librarianship, grant in aid/contribution.	Rs. 32,000/-
(6)	H. Genl V-Other expenditure III 5th plan, Development of Training in Librarianship grant in aid/contribution.	Rs. 80,000/-
(7)	Amount to be made available for payment of Interim pay.	Rs 4,00,000/-
	Total—	Rs. 1,14,48,000/-

Therfore, the balance amount of Rs. 16,00,000/- should be utilised for the purpose of of implementation of the proposed Library Act.

No amount should be spent this year for non-recurring grant to any institution, if there is no commitment in the previous year years except under very special circumstancs.

No book should be purchased centrally either at District Level for distribution to any Library.

Henceforth all grant should be released through District Social Education Officer except State Central Library with instruction to submit disbursement Statement at an interval of 3 months within the 1st week of July, October. January and April.

2. It is advised that the posts lying vacant in govt. and sponsered Libraries should be filled up immediately as per single set of rules. Otherwise such Libraries with small number of staff are bound to tuffer in many respects.

3. It is advised that every High School & Higher Seconday School of West Bengal should be provided with a professionally qualified graduate to ensure school library services to students and others in an appropriate manner.

4. It is advised that a permanent Library Development Advisary Committee at State Level consisting of not less than 16 members be constituted and appointed related to Library maintenance development etc. and to advise on the matters till the enactment and implementation of Library Law in question.

Memorandun Submitted To The West Bengal Pay Commission, 1978 On The Pay & Status Of Library Workers Working In Different Categories Of Libraries In West Bengal

BY

THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

TABLE OF CONTENTS

Section Number			Page

Memorandum Submitted To The West Bengal Pay Commission 1978 On The Pay And Status Of Library Working In Different Categories Of Libraries By The Bengal Library Association.

O. Importance of Library Service

Modern world has already accepted that a well organised library and information service is an essential necessity for social, economic and cultural development of the community. Modern library is now interpreted as "Learning Resource Centre", where various kinds of print, non-print and audio-visual materials are procured, processed and organised for use of various kinds of clientele for various purposes.

One of the essential functions of education is to help in the arousing, developing and full blossoming of their faculties, apparent or latent, dormant or potential of individuals who, in their turn, will contribute for social development and progress. This process of development of the self is a continuous one and it spreads over the whole life of the individuals. Formal education as imparted in schools, colleges and universities can be acquired by individuals for only a limited period in the early part of their life. Moreover most of the persons in our country today cannot afford to pass through the stages of formal education. Again, those who go for fomal education, most of them even cannot afford to pass through all the stages of education. But all these people, highly literate and specialists, literate, neo-literates and illiterates, are required to play their roles in the socio-economic development of the country. But the problem lies in keeping the people informed and alert throughout their life, So that they can play an effective role in individual and social life. It is the library and information service which alone can play the most vital role to keep the people regularly fed with knowledge or information and to help them retain what they have acquired in the different stages of formal education. Besides, it should be kept in mind that in decision making process the role of information is crucial and vital.

The Bengal Library Association feels that as in cases of various other essential needs of human life, such as, food, clothing, shelter, education, etc, people should have an equally full right to have access to knowledge or information that they may need for proper living. To maintian this flow of knowledge or information uninterrupted, to make the foundation of democracy sound and to help in the development of a courageous and liberal minded people, to eradicate illiteracy and to ensure spread of primary and adult education, to help retain the education that have already been distributed in the formal stages of education, to supplement the inadequacy of formal education, to save education, and culture from decay and deterioration. to accelerate socio-economic development of the country, and above all to bring the experaive aspects of acquiring knewledge or information within the reach of common people, we have nothing but to look to the library and information service.

Unless the social importance of the library and information service as visualised above is appreciated in its proper perspective, one cannot realize the role of library personnel in giving proper shape to such library and information service and the pay and status due to them for effective rendering of such services.

1. Library Personnel and Library Service

Library and information personnel and their fellow workers, by whatever names they are called, are essentially responsible for building, maintaining and running the library and information service. They are, therefore, responsible for selecting, collecting, processing, organising such documents and information effectively and comprehensively and disseminating the information thus organised to the different persons with different purposes or to meet different kinds of other social needs. They have to organise such type of service not only to meet current needs but also to organise in anticipation to be of use in times of need. To organise this service in an effective manner, the profession of librarianship has been steadily developed during the last century. As library service is a professional service, the professional staff from the topmost cadre of Librarian to the lowest cadre of Library Assistant play very vital role and the other auxiliary staff such as, semi-professionals and non-professionals collaborate with them for effective management of this service. The overall quality and usefulness of the library largely depends upon the dynamic effeciency, technical know-how and co-operative spirit of working of the entire library personnel.

2. Categorisation of Library Personnel

The basic principle of management science demands that in order to attain the optimum result from the working of a band of workers engaged in an organisation, it is essential that at the initialstage itself, the band of workers, here the library personnel, should be categorised in different groups on scientific lines. Unscientific categorisation cannot but results in loss and wastage due to inefficient functioning.

Generally, in a modern library, there are broadly the following three groups of library personnel :

21 *Professional personnel*—There may be different levels of professional personnel—from the topmost level of highly skilled professional-cum-managerial personnel to the lowest level of skilled professional personnel. In this cotext, we should know very precisely what we mean by professional personnel. Professional personnel are those who are required to have some professional in library and information science, whatever may be the level of training, for performance of professional jobs. Professional jobs, in this context, are those jobs for execution of which specialised knowledge of library and information science is essential. Higher cadres of group are required to perform supervisiory-cum-managerial and administrative duties, while the junior cadres may have to do professional jobs of more or less routine or repititive types.

22 *Semi-professional personnel*—Semi-professionnel are those who may not be required to have any regular specialised training in library and information science, but their nature of jobs may demand some amount of specialised experience acquired during the course of work. One example of this category is Library Attendants who are differently designated at different places as Library Sorters, Literate peons etc.

They perform duties in circulation and reference counters, stacks, reading rooms etc., to fetch documents from the shelves on receipt of requisitions from users and to restore to their appropriate places. Performing these jobs will require some sort of skill and experience and such they are required to be treated differently from other staff.

23 *Non-professional staff*—Besides, the above there is another category of staff who are non-professional. This category consist of clerical staff (Clerk, Typist, Accountant, Cashier etc.), Technical aud skilled staff (Photographer, Binder, Driver, Projectionist etc.), Class IV staff (peon, Mali, Darwan, Night Watchman, Sweeper, Cleaner, etc.). Because of a similarity in the pattern of services rendered by them staff of this category are required to be treated at par with other Govt. employees of similar cadres.

3. Defects and Limitations in Existing Conditions

Pay and status of library personnel working in different types of Govt. controlled, sponsored and aided libraries display many defects and limitations, some of them are as follows :

31 Lack of Proper understanding about the role of libraries and library Personnel.

It is regrettable that even after thirty years of Independence the proper role of libraries, be it a public library or an academic library or a Govt. departmental library, has not been duly recognised. That the academic programmes (be it in a school, or in a college or in a polytechnic, or in a Govt controlled specialized college or in a college of Technology) cannot be successful unless we make our education library oriented is yet to be realised. That a public library (be it Govt. controlled, or sponsored or aided) can play a vital role in spread of education, in cultural uplift of the people and as an information centre for socio-economic development of the country, is yet to be recognised. That a Govt. departmental library is an essential necessity for executives, planners and decision makers at different levels, is yet to be understood in proper perspectives. How defective is Govt's attitude towards libraries can be illustrated by one example. It has been suggested there may be some libraries where service of professionally qualified Librarians may not be required. It is now universally accepted that no collection of documents can be called a Library and can be expected to give an efficient and effective service unless this is soundly organised on a scientific basis and managed by properly qualified library personnel.

This unhelpful and unscientific attitude is responsible for the extremely deplorable and distressing condition of the libraries and also of pay and status of library workers

working in different categories of Govt. controlled, sponsored and aided libraries. Nowhere the pay scales and status offered to the library personnel are commensurate with their academic and professional qualifications, experience, administrative and technical responsibilities. Many cases may be cited to illustrate this lack of proper understanding about the role of library personnel in library service. To be brief, only one example is quoted here. Rural Librarians with the minimum qualifications of School Final & Certificate in Library Science are expected to perform some sort of professional and administrative responsibilities in running the library service at the rural level. But they are offered pay scales much lower than those of the L. D. Clerks for whoms the minimum qualification is S. F and whose job responsibilities are much less than those of the Rural librarians. This position should be changed not only in the economic interest of the library personnel but also in the greater interest of the library and information service. Improvement and expansion of better library and information service demands properly paid staff with due status and security of life.

32 Violation of the Principle : Equal Pay for Equal work

The basic principle of "Epual pay for Equal work" is never adhered to in suggesting pay scales for library staff working in Govt. controlled, sponsored and aided libraries It will appear that with equivalent qualifications and the same type of job responsibilities, one group of library staff are put into lower pay scales as compared with their counterparts elsewhere. Only few examples may be quoted here to justify the statement :

a) Librarians of Govt. Sponsored District Libraries (Rs. 270-540 + Rs. 25 as special pay or Rs. 237-404 + Rs. 23 as special pay) are offered pay scales lower than those of the Librarians of Govt. controlled Central libraries at Taki, Banipur, Kalimpong and Uttarpara Jaikrishna Public library and the Asst. Librarian of the State Central Library (Rs. 400-730) although the qualifications stipulated and duties allotted are similar. However, we would also state that the pay scale offered even to these cadres (Rs. 400-750) is not at all commonsurate with professional and administrative responsibilities that they have to perform. In addition to the above they have suffered consistently as a result pay revisions since 1961.

b) Librarians and Asst. Librarians of some of the non-Govt. colleges, having same qualifications and performing same nature of job, are offered much lower pay scale (Lower Division Clerk Rs. 230-425) than their counterparts in Govt colleges (Pay scale (Rs. 300-600). Even then the pay scale of the latter is not commensurate with the nature of job and responsibilities.

c) Two types of pay scales exist for School Librarians having same qualification and performing same nature of job, when the Librarians of Govt. Schools get the pay scale of Rs. 300-600, Librarians of private schools get the scale of pay of Rs. 250-500. None of they pay scales, however are not commensurate with the nature of responsibilities and job allottment.

d) There are two types of Polytechnic Librarians of them one group is in the scale of Rs. 300-600, while another group is in the scale of Rs. 250-550 or even a lower scale. None of the scales however are commensurate with the nature of responsibilities and job allottment.

e) There are two types of Govt. Departmental Libraries for one type. The Librarians are required to have professional qualifications and they are placed in the scale of Rs 300-600, for another type. The Librarians are not required to have professional qualifications and they are placed in the scale of L. D. C. (Rs. 230-425). None of the pay scales however are commensurate with the natur of responsibilities and job.

f) Librarians and staff of some aided institutions such as, (Pratap Chandra Memorial Library, Audio-visual centres, Community Hallcum-Library etc.) are offered very poor fixed pay years after years, not to speak of equal pay for eqal work.

g) Similarly, the Other professional staff, the Clerical staff, Drivers and the Class IV staff working in Govt. Sponsored and Govt. aided libraries are fixed in pay scales lower than those enjoyed by their counterparts in Govt. libraries. However none of these scales commensurate with nature of responsibilities and job allottment.

There is no justification for this type of discrimination. This should be abolished and pay scales should be determined on the basis of the principle of equal pay for equal work, wherever the works is performed.

33 Defective criteria for determination of pay scale : Book strength

In order to firm up appropriate pay scales for different categories of libraries in a indicious manner, it is necessary to develop certain norms or standars for measuring their performance on scientific and objective basis

The Pay Committee, appointed in 1960-61 by the State Gov , recommened certain pay scales for Librarians basing on the number of volumes the libraries possess. The same recommendation is followed by the State Govt. till today, though it was discarded by the last Pay Commission, appointed by the State Govt in 1968. This Commisson clearly stated that the number of volumes of stock may be one of the criteria for determination of number of staff in a library but it cannot be only factor for determination of pay scales.

This practice of determining the importance of libraries on the basis of the number of volumes they prossess, is quite illogical, unscientific and altogether out of date in the context of modern library service. This practice has brought a retarding effect on the motivation of the librarians.

An active library is judged not by the number of volumes it possesses but by the nature and extent of different kinds of services that it renders, number and composition of the clientele that it serves and the nature and extent of the collection it possesses. An untidy collection

of documents, many of which may be rarely used cannot ensure the most congenial condition for optimum utilisation of the resources. If numerical strength of collection is made all important, it is feared that it may encourage enlisting of materials of doubtful value and discourage weeding out of outdated and unnecessary documents. This is against one of the very basic principle of library service which emphasises that 'Documents are for use', not for preservation.

34 Anomalous and confusing situation existing in the administration of Libraries

One basic requirement for development of norm or standard for assessment of performance of the library personnel is to remove the glaring anomalous and inconsistencies that may exist and vitiate taking of any scientific step for obtaining a result. A look at the plight of libraries in West Bengal under direct Government administration or sponsored or aided by Government will show some such glaring anomalies and inconsistencies, a few of which are listed below as specimen cases.

341 Absence of scientific method of categorisation of Libraries

The libraries have not been categorised on the basis of any scientific method (For example, there are colleges or college type organisations under different administration, general and professional, Govt. Colleges (Edn. Dept.), Medical colleges (Health Dept.), Agricultural and Veterinary colleges (Agriculture Dept.), Sponsored colleges (managed by sponsored bodies), Colleges of Leather technology, Ceramic and Textile Technologies (Commerce and Industries Dept.), private aided colleges (private management), polytechnics (Govt. controlled). On the basis of the nature of clientele served and the nature of services rendered by them, these should be grouped together and the same norms should be followed for determination of pay scales, etc. in cases of similar type of institutions. The libraries should therefore, be categorised on the basis of the nature of clientele served and nature of services rendered, irrespective of whether it is controled by a particular Dept. of the Government or it is a sponsored or private institution. The pay structure suggested by the Bengal Library Association in this memorandum is based on categorisation of libraries on scientific method.

342 No proper categorisation of library staff

Categorisation of libraries on a scientific basis a precondition for a scientific categorisation of the library staff without which no judicious decision regarding proper payscale is possible. Scientific categorisation of library staff is therefore, totally absent from the West Bengal Library scene. The first glaring example under this head is the existence of two types of librarian, under the management of Govt. itself. One category of these Librarians require professional training but the category of librarians do not require any professional training for performance of their duties. No Librarian can perform his duties efficiently without adequate professional training. The cadre of librarian is therefore a professional cadre everywhere in this world. Basing on the academic and professional qualifications

and the nature of responsibilities and job they perform, the Association has suggested the principle for categorisation of library staff in Section 2.

343 Heterogeneous designations of library staff

Appropriate, clear and profession-based designations are essential in order to avoid any misunderstanding in duty allotment etc. This has also been completely disregarded for describing different cadres. For example, different types of designations exist for professional staff in different libraries : Sr. Librarian, Librarian, Technical Assistant, Jr. Technical Assistant, Library Assistant, Catalogure etc.

344 Differentiation in recruitment quaifications

There is no uniform recruitment qualification policy for library personnel working in a particular cadre in the same level. For example, minimum qualifications for the post of Librarian and Assistant Librarian in Government controlled colleges and schools are graduation B. Lib. Sc./Dip. Lib. Sc., whereas the prescribed minimum qualification for the post of Librarian and Asstt. Librarian in non-Govt. private colleges is Master degree. B. Lib. Sc/Dip. Lib. Sc.

345 No scope for promotion

Ordinary rules for social justice demands that any individual recruited at a particular point should have some scope for promotion which will work as an incentive for his/her alround betterment. Unfortunately, however, virtually no avenue for promotion exists for library personnel working in different libraries. For lack of West Bengal Library Service cadre the scope of promotion is very limited and as a result one has to join to and retire from the same post.

346 No uniform fringe benefits

Different kinds of fringe benefits, such as D.A., H.R A., Medical Allowance etc., widely vary from Library to library.

4 **Certain Factors Need to be Considered by the Pay Commission**

As steps for removal of the anomalies and inconsistencies, the Pay Commission may consider the following recommendations of this Association :

41 Proper categorisation of Libraries and Library personnel

a) There should be categorisation of libraries basing on the nature of clientele served and the nature of services rendered.

b) There should be proper categorisation of Library personnel basing on academic and professional qualifications and nature of responsibilities assumed and jobs performed by them. The methods normally adopted for the job evaluation are—(i) ranking method,

(ii) grading or classification method, (iii) factor comparison method and (iv) the point rating method.

The Bengal Library Association has categorised libraries and library personnel basing on some of those principles and has suggested pay structure accordingly in Section 9.

42 Recognition of the professional and administrative responsibilities of library cadres

a) Due recognition should be given to the professional and administrative responsibilities of Library cadres. The cadre of the Librarian, be it State Librarian and Rural Librarian, and the Asstt. Librarian, implies both professional and administrative responsibilities. Besides performing different levels of professional jobs of different levels, they have to discharge different levels of administrative and managerial responsibilities.

b) The cadre of Librarian or Sr. Librarian are expected to take major responsibilities for preparation of plans and programmes for a Library or Library system.

c) The cadres of Library Assistant and Library Attendant have to discharge different levels of professional and semi-professional responsibilities respectively.

d) Under the existing conditions, the wage differences are maintainted between different levels of workers for some specified reasons.

In this connection, the Bengal Library Association wants to draw the attention of the Commission to the fact that The Committee on Fair Wages had recommended that differentials in wages should take the following factors into consideration :

1) Degree of Skill
2) Strain of Work
3) Experience Involved
4) Training Required
5) Responsibility Undertaken
6) Mental and Physical Requirements
7) Disagreeableness of the Task
8) Hazard Involved
9) Fatigue Involved.

The Bengal Library Association has given due recognition to the professional and administrative responsibilities of different levels of library cadres in different categories of libraries and has suggested pay scales accordingly in Section 9.

43 Adoption of the principle "Equal Pay for Equal Work"

a) The basic principle of "Equal Pay for Equal Work" is a norm of international recognition. It should, therefore, be adopted for determination of pay structure of employees, whether working in Government controlled, sponsored or aided organisations. The pay scale of the employees working in different cadres with different designations should be rationalised basing on this principle of "Equal Pay for Equal Work".

b) In support of the above contention, The Bengal Library Association would like to draw the attention of the Commission to some important recommendations which were made by some responsible bodies in the recent past :

i) "Equal Pay for Equal Work" (Administrative Reforms Commission, Government of India).

ii) "Pay what Other Responsible Employers Pay for comparable Work" (Priestely Commission, United Kingdom).

The Bengal Library Association accepts the opinion prevailing in thhe national as well as international field and has given recognition to the principle while suggesting pay structure for library personnel in Section 9.

44 Time Scale and Rate of Increment

The basic principles of management as well as of social justice demands that there should be some regular methods of giving incentives to the employees to get from them the best kind of service that is possible. This is obtained through sanction of increment, through periodic revision of pay scales and through promotion in service. The Bengal Library Association feels that—

i) After every five to seven years the pay scales should be revised with a view to avoid any erosion in real wage for which the Library personnel are not at all responsible. The pay scale should be framed within the limit of shorter Time Scale. We would, therefore, suggest that the pay scales should be framed within the time limit of 15 years.

ii) The lowest rate of increment in a scale should in no case be less than Rs. 10.00.

45 Avenues of Promotion and Stagnation Benefit

Promotion is a means of giving incentive to the employees and is at the same time economical, in the sense that the benefit of experience which is of vital importance to any organisation is available without any extra cost. The Bengal Library Association, therefore, holds the view that there should be more than one scope of promotion in the service career of an employee which generally ranges from 30 to 35 years. At present there are a huge number of library staff working in different categories of libraries who have no scope for promotion during their entire service career. This state of affairs should be immediately changed and at least one avenue of promotion should be immediately opened, pending finalisation regarding opening of other avenues. The Bengal Library Association, therefore suggests that there should be at least one scope for promotion in the total service career of an employee and if any employee has not been able to avoid of any promotion during the last 10 years (approximately total service years) of his service career in a particular organisation or if an employee has reached the maximum of the payscale and has been stagnating, he should automatically be fixed in the next higher scale in existence.

46 Abolition of Fixed Pay

For reasons already stated the practice of asking people to work on fixed pay basis is an anachronism and goes against all principles of good management. This Association, therefore, cannot but regret that some library workers are working in certain Govt. Sponsored or aided institutions in very poor fixed pay for years together (a few examples of cases are—Pratap Chandra Majumdar Memorial Library, Calcutta, Audio-visual Centres, Library-cum-community centre, etc.) The Bengal Library Association very strongly urges upon the Pay Commission to recommend introduction of proper pay scales for them. Considering the nature of service rendered by these libraries, we have categorised them in proper place and suggested pay scales for the library personnel concerned in Sec. 9.

47 Recruitment Policy

For building up a qualified and competent cadre efficient enough to render a public service of the nature of Library Service, the administrative authority should have some sound recruitment policy which should be imposed strictly and impartially for this framing of policy and its impositor :—

The Bengal Library Association would like to suggest the following for consideration of the Pay Commission :

a) At the time of recruitment, strict adherence should be made to the prescribed qualifications, allowing some relaxation only to the existing staff who have quite long experience.

b) The Bengal Library Association is against any dual system of recruitment. The Association is of the clear view that direct recruitment should be made at the cadres at some specified lower levels and posts in higher services and cadres should be filled up by promotion only from lower services or cadres, provided the candidates have the minimum prescribed qualifications at the time of promotion. For smooth working of this suggestion a 'West Bengal Library Service' Cadre is to be created which has been discussed in Sec. 494.

48 Fixation Policy

It is a general experience that unless some clear cut procodurers are suggested by the recommending body a lot of complications arises at the time of implementation of the recommendation and fixation of pay in the revised scales. There should therefore be a clear cut recommendation regarding such fixation of pay in the revised scale. The very purpose of revision of pay is to extend benefit to the existing employees who have already rendered long service. In this context the Bengal Library Association urges upon the Pay Commission to recommend that the principle of Point-to-Point fixation of Pay in the revised scales should be adhered to in cases of the library employees.

491 Age of Retirement

There should be uniform age of retirement for all employees, whether working in Govt. organisations or in Govt. sponsored or aided institution. Considering the fact that the maximum age limit for appointment has been extended to 35 years, the Bengal Library Association urges upon the Pay Commission to recommend 65 years as uniform age or retirement for all employees of Govt. Sponsored or Aided institutions and no further extension should be given on any grounds after supperannuation.

492 Service Rules

Clear and specific service rules are of advantage to the employees as well as to the management. Such rules reduce areas of conflict and eliminates apprehension or uneasiness. At present such rules are more or less non existent in non-Governmental Libraries. The Association feels that the Pay Commission may consider recommending as follows :

a) There should be uniform Service Rules for employees, whether they are working in Govt. controlled organisation or in sponsored or aided institutions

b) For this purpose, the WBSR be suitably amended to eliminate provisions harmful to the interest of the employees and allowing trade union rights to the employees

The Bengal Library Association would support the suggestions put forwarded by the State Co-ordination Committee of West Bengal Govt. Employees Associations and other Unions.

493 Appropriate Designations

The basic purpose of all designations is to indicate as much as possible of the following three aspect of a designee. i) The type of service that is rendered ii) The position of the designee in the staff hierarchy of the organisations. Well thoughtout scientific designations achieve all the three and generate a spirit of cofidence and awarness of responsibility into the bargain. The Library field in West Bengal is absolutely chaotic in this respect.

4931 Introduction of Profession-based designation

a) The Bengal Library Association therefore urges upon the Pay Commission to recommend profession-based designations for Library professionals to eliminate the existing anomalous and confusing conditions.

The Library personnel having professional qualifications and doing professional job will come within the purview of such profession-based designations. These profession-based designations will indentify the profession and will indicate the position of the designee in the hierarchical order of the designation. For example, if an organisation has the

following existing cadres of professional, such as, Sr. Librarian, Librarian, Asst. Librarian, Library Asst., these may be redesignated as Librarian A, Librarian B, Librarian C, Librarian D. These will clearly show that all of them are doing Librarian's job at different levels.

b) Similarly, Library Attendants and other Class IV staff with different designations doing the job of Library Attendant should uniformly be designated as Library Attendant.

4932 Rationalisation of designation

We have already stated that the designation of a post should not only indicate the position of designee in the administrative hierarchy of the unit to which he is attached, but should also indicate, as far as possible, his position in the total staff complex of an entire system, in case he happens to belong to such a system.

The Association has already recommended that the professional personnel of the Library system of the state should be brought under one unified cadre with different levels. It is, therefore, recommended that all the persons in the cadre should have the common designation of Librarian. To indicate the level to which they belong in the system this common designation would be qualified with A, B, C, D etc.

In the scheme of rationalisation that has been proposed in para 91 to 94 there are in all four such levels. The rationalised designation now proposed would therefore cover the different levels as follow :—

For	Level	I	—	Librarian	A
,,	,,	II	—	,,	B
,,	,,	III	—	,,	C
,	,,	IV	—	,,	D
		etc.			etc.

This rationalisation of designation would do away with the existing practice of designating in all possible manners. This will also make posting in promotions appreciably easy and help administration in various other ways.

In support of the above proposal it may be stated that a similar practive of designating the Scientists is in vogue in the Offices under the administrative control of the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.

4933 Abolition of double-barrelled designations alloting multiple responsibilities, and derogatory designations

a) There are certain designations which are double-barrelled in form and allot double responsibilities on the designee. Some examples may be cited : Durwan-cum-Night Watchman (He works as Durwan during the daytime and Night watchman during the

night,—two separate jobs—24 hours Service); Peon-cum-Mali (two separate jobs); Warden-cum-Librarian (two separate jobs); Daftry-cum-Peon (two separate jobs); Driver-cum-operator (two separate jobs), etc.

These types of designations alloting dual responsibilities should be discontinued and separate cadre with precise and specific designations be created for separate jobs.

b) There are certain posts which contain the word 'Servant' in the designation (in Taki Govt. Central Library). This type of deregatory designation should be discontineud immediately.

494 Need-for creation of West Bengal Library Service Cadre

The Library and Information Service is a professional service. Professional education in Library and Information Science and expertise knowledge in Library management and operation are essential conditions for efficient and effective library and information service. The total work will involve engaging a very large number of persons with different levels of training and experience for rendering different types of services. An efficient working of the entire system will require creation and development of West Bengal Library Service Cadre, like other professional service cadres.

The Bengal Library Association, therefore, urges upon the Pay Commission to recommend for creation of West Bengal Library Service Cadre. The state govt has already taken full responsibility for payment of salaries of sponsored and aided institutions in the educational field. We suggest that on the same consideration and for better administration all professional library staff working in Govt. controlled, sponsored and aided institutions and organisations should be brought within the purview of this West Bengal Library Service Cadre, To start with, West Bengal Library Service Cadre could be introduced with the Library staff under direct control of the state Govt. and the Library staff in the other institutions could be brought within its in different phases. If it is introduced it will have the following advantages :

a) It will eliminate and avoid different anomalous and confusing situation as regards selection, recruitment, designation, salary scales, promotion etc.,

b) It will ensure flow of better quality of professionals for different levels of professional job.

c) It will bring confidence and sense of self-prestige among the professionals which will be ultimately reflected in better quality of Library and Information service.

d) It will open better avenues of promotion to the staff without involving much extra expenditure.

e) It will achieve mobility of staff which is essential for better quality of library service.

5 Need Based Minimum Wage : Basic Principle for Pay Revision.

51 Concept of minimum wage

The concept of minimum wage is now universally accepted and it hardly needs any explanation in details. The said idea is know to have resulted from the necessity of giving to the person in lowest rung of the ladder, and unskilled worker, a fair and resonable wage, which must be an amount adequate to cover the normal needs of the employee regarded as a human being living in a clvilized community. It may be emphasized in this connection that such an wage is regarded as an irreducible minimum figure and stands out irrespective of the financial capacity of the individual employer.

In post-independence India with the growth of the trade union movement the concept of minimum wage has engaged the attention of the committees and conferences. The Fair Wages Committee was of opinion that there should not be any wage below a certain level which the Committee termed as the "Minimum Wage". In order to preserve the normal efficiency of an worker this minimum wage must provide for some measure of education, meet some basic medical requirements and also some other ameneties besides meeting expenses for good and clothing.

In view of all these the claim for a grant of minimum wage to meet the basic needs of the worker and his family, in other words, of a need minimum wage is unassailable for all employees in our country. It is more so when the fundamental principle of our country is to raise the social, economic and political status of the people. What is now neccessary is to quantify the said Minimum Wages and to express it in terms of money.

52 Recommendations of Indian Labour Conference

In 1957 the 15th Indian Labour Conference met and came to certain unanimous decision regarding the norms to be accepted by the wagefixing authorities in calculating the minimum wage The conference was attended by the representatives of the Central Government, the State Governments, representatives of the employees and the employers. The unanimous decision of the Indian Labour Conference was as follow :

"While accepting that minimum wage was need-based and should ensure the minimum human needs for the Industrial Works, the following norms were accepted as a guide for all wage-fixing authorities including minimum wage committees, wage boards, adiudicators, etc.

i) In calculating the minimum wage the standard working class family should be taken to comprise three consumption units for the earner, the earning women, children and adolescent being disregarded.

ii) Minimum food requirements should be calculated on the basis of a net in take of 2700 calories, as recomended by Dr. Akrovd for an average Indian adult of moderate activity.

iii) Clothing requirements should be estimated on the basis of a per capita consumption of 18 yards per annum which will give for the average worker family of four a total of 72 yards.

iv) In respect of housing, the rent corresponding to minimum area provided for Governments' Industrial Housing Scheme should be taken into consideration in fixing the minimum wage.

v) Fuel, lighting and other miscellanious items should constitute 20% of total minimum wage.

The above noted norms have been accepted by the various Trade Union Organisations in India, as being the result of a collective agreement between the employees, the employers and the Governments. We also accept these norms and propose to calculate Minimum Wage on the basis of those norms.

The recomendations of the 15th Indian Labour Conference were also made after considering the question of funds and the low per capita income etc. It was made with the specific intention of raising the workers from their sub-human standards.

53 Price level for calculations for need-based Minimum Wage

The National Labour Commission (Page 241, para 16) have categorically recommended that the wage structure should be constructed with a basic wage at the 1968 price level.

"We have taken note elsewhere of the enquiries proposed in the year 1969-70 for measuring changes in workers' level of living and for providing a base for revising the price indices at different centres. It would, therefore, be more practical to merge D. A with basic wage at the base year of the revised series. In the interim we recommend that (1) all future wage claims should be dealt with on the basis of 1968 price level and (ii) the ground should be prepared for introducing a consolidated wage (basic plus D. A) as the base period of the proposed revised series of consumer price index numbers".

The average price index for the year 1968 is 215 points (1949 base) or 177 points (1960 base).

Pay scales are to be constructed on 300 points (1960 base) and the scheme for D. A. is worked out for rise in price over the base 300 points (1960).

54 Our suggestions regarding need-based minimum wage

On the basis of the discussions in the preceeding paragraphs our suggestions stand as follows :

a) The Pay structure should be based on Minimum Wage.

b) Minimum wage should be "need-based" as recommended by the 15th Indian Labour Conference and should be determined on the basis of norms laid down in the said conference.

c) The Minimum wage as well as basic pay in other cases should be fixed with reference to the cost of price index 300 point (1960-100) which was reached in January-March, 1977.

d) Different Pay scales are to be constructed basing on this principle of Minimum Wage.

e) On the basis of the aforesaid norms, the need based minimum wage of an unskilled worker should be round about Rs. 650·00. However, considering many other aspects as obtaining in the Society in this respect. This Association has decided to accept for the present Rs. 400·00 as the minimum wage which should be paid to an employee placed at the lowest rung of the pay structure, apart from the House Rent Allowance, Medical benefit, additional Dearness Allowance for further price rise and other economic and other economic and fringe benifits which are in vogue at present.

6 Other Fringe Benefits

The fringe benefits enumerated below should be applicable to all employees, whether they are working in Government organisation or working in sponsored or aided institutions. At present sponsored library employees do not get D.A at the rate of Govt. employees nor do they get Medical Allowance, House Rent Allowance and other fringe benefit. This Association, therefore, urges upon the Pay Commission to recommend that all these fringe benefits be given to all categories of employees without any discrimination irrespective of whether they are working in govt. controlled, sponsored or aided institutions.

61 Dearness Allowance

The Dearness Allowance is a device which seeks to give protection to the purchasing power of the workers. That is, it protects the wage from any erosion due to rise in the price level. Once a wage structure is determined the scheme of D.A should ensure that the real wages at any given time do not fall below the structure originally fixed. This can be done only through one method. i.e., by granting full neutralisation for every rise in price. It means that for every percentage of increase in price level an equal percentage of

pay has to be granted as D.A to every single employee as a compensation in full for the price rise. We have suggested that the Pay scales be drawn on 300 points (1960=100) as stated above. We further suggest that for each point increase over the base price level on which the Pay scales are constructed, Dearness Allowance be increased by Rs. 2/-, such increase in the level of price index being determined on the basis of quarterly average of C.P.I in the months of January, April, July and October in a year.

62 Medical Benefit

The present system of payment of Medical Allowance may be discontinued. In its place a comprehensive scheme for re-imbursement of actual amount spent by an incumbent for himself or for the members of his family, on medical account, should be introduced with immediate effect and this benifit be extended to all categories of employees working in govt. controlled, sponsored and aided organisations.

63 House Rent Allowance

House Rent Allowance at the existing rate of 15% of the basic pay be continued and the benifit be extended to all categories of employees working in govt. controlled sponsored and aided organisations, without any discrimination.

64 Hill Allowance

The rate of Hill Allowance be increased and the benefit of this allowance be extended without any discriminations, to all categories of employees in appropriate areas irrespective of whether they are working in govt. controlled, sponsored and aided organisation

65 Leave Travel Concession

All types of employees and members of their family working in govt. controlled, sponsored and aided organisations should be given the benefit of Leave Travel Concessions upto 1500 K.M. one in every two years.

66 Education Allowance for Children and Dependents

This benefit should be extended to all employees whether working in govt. controlled libraries or in sponsored or aided libraries.

67 Retirement Benefit

a) Tripple Point benefit (Provident Fund, Gratuity and Pension) should be introduced in true sense and be extended to all categories of employees working in govt. controlled, sponsored or aided organisations.

b) At the time of his retirement, an employee should be given the benefit of the drawal of salary at the rate of his "last drawal" against his earned leave at credit subject to the maximum of 180 days.

68 Staff Development Programme

As library service is a professional as well as educational service, proper staff development programmes should be initiated in following ways :

a) Study leave for higher and specialised education in the field of library and information science should be sanctioned liberally to the library staff.

b) Library staff should be deputed liberally to attend professional seminars, symposia, workshops, refresher courses, conferences etc.

c) Special increment should be sanctioned for added academic and professional qualifications.

7 Some Important Recommendations of Earlier Commissions and Committees

An examination of the recommendations about library staff etc. made by some of the earlier Commissions and Committees in India will indicate that almost all of these have recommended for better pay and status for library workers. Unfortunately however, in most of the cases those recommendations have not been implemented. For ready reference and quick perusal of the present Commission views of some of these Committees and Commissions are quoted below very briefly :

71 Recommendation of the Advisory Committee for Libraries, appointed by the Govt. of India in 1958.

"The Librarians get relatively lower salaries than persons of comparable qualifications in other professions and there is, therefore, universal disatisfaction among the librarians on this score".

"... ....The pay scales of Librarians should be based on parity with scales obtaining in equivalent professions, i. e., professions requiring analogous training and qualifications. The library profession is comparable in length and quality of training and academic qualifications to the profession of education with which it require closer association. We accordingly recommend equating the post of Librarians with those of teachers and educational administrators." (Chapter VI, para 251, 252).

72 Recommendation of the Education Commission (1964-66), appointed by the Ministry of Education, Govt. of India regarding pay scales of Librarians working in school Libraries.

"The Scales of pay for Librarians should also be related to those for teachers in a suitable manner" (P 53 Column 2, Topic No 3. 15, Second para).

73 Recommendation of different Committees and Seminars on the pay and status of Polytechnic Library staff

a) Recommendations of the "Special Committee on Polytechnic Education" (Populary known as Damodarn Committee), appointed by the Govt. of India. "The

recognition of the important role of the library as an essential part of the education system demands that it should have a qualified, competent and well paid librarian with adequate staff to assist him.

Hitherto, the position of the librarian has not been clearly appreciated and he has been thought of as some one "looking after the books". As the library has an important educational role, it is necessary that the Librarian should be given the recognition and appropriate status due to him as an important member of the academic team. The Committee recommends that the Librarian should be given a grade equal to that of a lecturer and granted the status of the Head of the Department. The Librarian should serve on the Committee of Heads of Departments to be able to develop the library services in conformity with the changing needs of the Polytechnics.

Additional staff will be required to supervise the library throughout the day, to issue books, to look after their return, to shelve the books, to assist readers. to check books and periodicals, to prepare accession lists, to collect overdue books, clean the halls and to carry out a host of other routine duties. Due provision should also be made for staff for overtime work.

b) Recommendation of the Seminar on Development of Library facilities and services in Polytechnics, held under the auspices of Ministry of Education and Social Welfare, Govt of India, in November, 1972.

This Seminar has recommended that the Librarian and the Asst. Librarian of Polytechnic should have the Pay-scales of Lecturer of the Department plus an additional remuneration of Rs. 100 00. The same Seminar has also recommended that each Polechnic should have atleast five staff : Librarian, Library Asst. Librarian, Asst , Library Attendant, and Peon.

c) Recommendation of Sengupta Committee

This Committee has recorded its recommendation as follows : "agrees with the general recommendations of the Damodaran Committee Report in respect of libraries for Polytechnics and suggests implementation in stages. In this context the Sub-Committee also wishes to draw the attention of the Government to the Report of a Seminar on Library Facilities, which was orgnaised by the Technical Teachers' Training Institute, under the auspices of the Ministry of Education , Government of India, on 22nd, 23rd, 24th November, 1972".

74 **Recommendations regarding pay and status of College and University library staff**

a) The Calcutta University Commission (1917-18, Chairman : Michael Sadler), The University Education Commission (1948-49, Chairman : Dr. S. Radhakrishanan), The Education Commission (1964-66, Chairman : Dr. D. S. Kothari —all these commis-

sions have recommended that the professional librarians be given the pay and status of academic staff.

b) The Library Committee of the U. G. C in their report of 1969 (Chairman : S. R. Ranganathan) has made the following recommendations :

"The high academic and professional qualifications, the combination of academic and administrative responsibilities and the practice in the universities all the world-over indicate that the status and salary of library staff should be same as that of all teaching and research staff."

c) The U. G. C in its circular No. F 68-2/60 (SS) dt. 18. 1. 1961 states "the University Grants Commission has decided to up-grade the salary scales of the library staff in the Universities and Colleges. The professionally qualified library staff are for purpose of salary revision to be treated as academic staff"

d) The Ministry of Education, Govt. of India, in its letter No. F 29-20/66 U. I dt. September 6, 1968 addressed to the State Governments, states "On the recommendations of the University Grants Commission, the Govt. of India have decided to include a) Directors/ Instructors of Physical Education and b) Librarians in Universities and Colleges in the same revision of salary scales of University and college teachers with effect from 1. 4. 66."

75 <u>Recommendations of the Pay Commission, Government of West Bengl, 1967-69</u>

"There is hardly any rational basis for the differences in some of the Pay scales. There are cases where pay scales differ though the prescribed qualifications are the same. Then, again there is a difference in pay scales according to the number of books in a Library. The number of books in a library may certainly be taken into account in determining the number of Librarians and Assitant Librarians required but it should not be the determining factor in fixing pay scales. A striking cases of discrimination is the case of the Secretariat Library as compared with the State Central Library. The Secretariat Library has been thoroughly reorganised and it is not only not inferior to the State Central Library but also superior to it in some respects. In the opinion of the Commission the Secretariat Library, the State Central Library which is under the Education Department and the Libraries of Colleges should be placed in the same category. The pay scales of Librarians and Assistant Librarians of these Libraries who hold Master's Degree and a Diploma in Librarianship should be the same as the pay scales of Assistant Professors of colleges. If the number of Librarians be not less than four, the seniormost Librarian, if he satisfies the qualifications prescribed by the University Grants Commission should be allowed the scales of pay admissble to Professors. Librarians in any of these Libraries who do not hold a Master's Degree but are graduates with Diplomas in Librarianship should be allowed the scale of Rs. 450-15-600-25-825/-.

As regards Libraries attached to the Schools, the scales of pay of Librarians and Assistant Librarians, if any, who hold a Librarianship Dipioma, the scale of pay should be the same as the scale of pay of Assistant Teachers. For those who do not have any Librarianship Diploma the scale of pay should be the same as the scale of pay admissible to Lower Division Clerks in District Offices.

As regards Librarians attached to Secretariat Departments, Directorates, Regional or District offices and other Libraries, the scale of pay of Librarians and Assistant Librarians who hold a Librarianship Diploma should be the same as the scale of pay admissible to Upper Division Clerks of the Office concerned For others the scale of pay should be the same as that of Lower Division Clerks. Holders of posts of Librarians in these offices should be eligible for promotion to higher posts.

Library Bearars

Library Bearars in the more important libraries like the Secretariat Library, the State Central Library and College Libraries should be treated differently from Class IV employees. They have to be literate and intellegent and it is they who locate books, required by readers, in different racks and almirahs and bring them to the Service counter and they have also to replace such books in their proper places when done with.

It is recommended that Library Bearers in the Secretariat Library, the State Central Library and College Libraries be designated as Library Attendants and allowed the revised scale of pay recommended for Record suppliers."

8 Norms of Library Service and Minimum Staff Requirments

81 Norms of Library Service

Library and Information service is essentially a service oriented to the users. Keeping in view of the needs of the users, both current and potential, at different levels, the library service should therefore, have some well defined norms of services.

a) It should have a balanced collection of documents of different types considering the need of the users.

b) The documents should be scientifically processed, documented and stored, so that retrieval of documents and information may be done effectively and quickly.

c) It should have lending, reading from and reference service in each and every library, keeping those open for as many hours as possible depending on the availability of the staff.

d) It should have following modern aspects of library service, considering the nature and need of the clientele it serves : *Readers Assistance Service* (General guidance to readers about use of resources in the library), *Bibliographical service* (Preparation and

supply of different kinds of bibliographies, etc. on the request of the clientele) *Documentation service* (Preparation and supply of different kinds of indexes and abstracts on micro—documents, Preparation and supply of Local Documentation lists, Personalised Information Service (SDI) and different types of Current Awareness Service. *Reprographic and Translation Service* (Preparation and supply of reprographic reproduction and translation of documents) *Extension Service* (Different kinds of activities to attract the users to the library service).

e) The Public Libraries should have the following types of services, besides those enumerated above : i) Library and Information Service to Neo-literates and illiterates ii) Book Mobile Service iii) Information Service for socio-economic development.

f) Academic library (Schools, Colleges, Polytechnics etc) primarily should provide lending, reading and reference services to students, faculty members and other staff. They are also expected to organise Bibliographical and Documentation Services to the faculty members, who may require them for higher studies, research and programmes related to teaching work.

g) The Govt. Departmental Libraries, besides organising above mentioned services, should concentrate on meeting the needs of executives, planners, decision makers, Govt. officials and staff. They are expected to work as specialist departmental library.

h) If the Library is at the apex of a library system (such as, State Central Library for State Public Library system, District Libraries and Central Libraries for a Public Library system under their jurisdictions, Alipur Court Central Library for libraries its system) it should co-ordinate, integrate and give leadership to the libraries and library system under its purview.

82 Minimum staff requirement

To arrange for the rendering of the above mentioned services effectively and efficiently and appropriate number of staff must be provided for. Unfortunately, because of a lack of proper understanding of the role of libraries from the side of administration most of the libraries were not provided with adequate number of staff, and they could not therefore organise any effective and efficient library service. Even the minimum quantum of staff required for routine administration have not been provided. It will not be correct to suggest uniform staff pattern for all libraries. The number of staff and the staff pattern of libraries will depend upon the following factors : a) Nature and number of clientele served b) Nature and level of services rendered c) No. of documents d) No. of annual acquisition e) Working hours etc.

Taking the above factors into consideration the Bengal Library Association feels that there is a minimum number of staff that would be required for ensuring security of library property and also for rendering an effective service befitting a library of the stated category :—

Minimum staff requirement for Libraries of different categories

Staff Categories : / Categories of Libraries	Librarian	Assistant Librarian	Library Assistant	Library Attendant	Adult Education Organiser	Accounts Clerk / Typist	Binder	Durwan	Driver/ Cleaner	Peon/ Mail	Night Guard
District Libraries/Govt. Controlled Central Libraries	1	2	4	4		1	1	1	1+1	2+1	1
Town/Sub-divisional Libraries	1	1	2	1		1		1		1	1
Rural/Area Libraries, Community Center-cum-Library & Similar Organisations	1			1	1					1	1
College/Polytechnic Libraries	1	1	1	1						1	
School Libraries	1	1		1						1	
Govt. Departmental Libraries	1	1	1	1						1	

9 Pay Scales Recommended for Staff of Different Categories of Libraries

90 Basis of grouping and rationale behind recommendation

901 Basis of grouping of liblibraries

Basing on the nature and level of clientele served and the nature of services rendered libraries have been grouped under the following categories.

Public Libraries Group (Sec. 91)—All Govt. controlled, Govt. sponsored and Govt. aided public libraries (such as, Bangiya Sahitya Prishad, Mahajati Sadan etc.)

Departmental Library Group (Sec. 92)—All departmental libraries (excluding general and specialised college of Technologies) under different departments, agencies and organisations of the Govt.

College Libraries Group (Sec. 93)—Libraries attached to all colleges whether Govt. controlled colleges under different department of the Govt. sponsored or Govt. aided. This will include colleges, both general and professional.

School Libraries Group (Sec. 94)—Libraries attached to all schools whether Govt. controlled, Govt. sponsored or Govt. aided.

902 Rationale behind recommendations

The rationale behind the recommendations for pay scales are : i) Academic, Professional and Administrative nature of duties and adjoined responsibilities of the cadre ii) Different levels of academic and professional education required for the cadre for discharge of those duties iii) Experience and expert knowledge required from the incumbent to a post iv) Supervisory nature of duties of the cadre v) Responsibility of the cadre to give leadership to a Library system (such as, State Librarian, Dt. Librarian) vi) Types of services expected from a particular Library or library system vii) Specially of the library and the library system viii) Injustice done previously to that cadre.

91 Public Libraries Group : Pay Scales ; Recommendations

1	2	3	4
Group	Designations and Libraries	Proposed minimum qualifications, for a new appointment with provision for existing staff and experience required if any	Proposed pay scales to be equivalent to the payscales of the cadre of

I	Librarian, State Central Library	Master Degree + B. Lib. Sc./Dip. Lib. Sc. + 5 years experience of professional work in a responsible position in a library of standing.	Deputy Director of Public Instructions (DDPI)
II	(a) Librarians Govt Sponsored District Libraries, (b) Librarians, Govt. Central Libraries, Taki, Banipur, Kalimpong, (c) Librarian, Uttarpara Jaykrishna Public Library, (d) Librarian, North Bengal State Library, (e) Asst. Libraians, State Central Library, (f) Librarian, Bangiya Sahitya Parishad. (g) Librarian, Mahajati Sadan.	Graduation + B. Lib. Sc/Dip. Lib. Sc. + 3 years experience of professional work in a responsible position in a library of standing.	West Bengal Education Service (WBES) (Senior Scale)
III	(a) Librarians, Town/Subdivisional Libraries, (b) Librarian, Digha Govt. Library, (c) Librarian, Krittibus Memorial Library-cum-Museum. Fulia, (d) Asst. Librarians, District Libraries, (e) Asst. Librarians, Govt. Central Libraries, (f) Technical Asst., Uttarpara Jaykrishna Public Library) (to be redisgnated as Asst. Librarian, Uttarpara Jaykrishna Public Library, (g) Librarian, Advaita Asram Library, (h) Asst. Librarian, Bangiya Sahitya Parishad, (i) Librarian, Pratap Memorial Library, (j) Asst. Librarian Mahajati Sadan, (k) Librarian, Rabindra Sadan Library.	Graduation + B. Lib. Sc/Dip. Lib. Sc. or Graduation + Certficate. Lib. Sc. + 2 years experience in professional work.	West Bengal Education Service (WBES) (Junior Scale)
IV	(a) Librarians, Rural/Area Libraries, (b) Library Assistants, State Central Library (c) Library Assistants, District Libraries, (d) Library Assistants, Govt. Central Libraries, (e) Library Assistants, Uttarpara Jaykrishna Public Library, (f) Library Assistants, North Bengal State Library,	S. F. + Cert. Lib. Sc.	Upper Division Clerks (U.D.C.)

1	2	3	4
IV	(g) Librarian, Library-cum-Community Centre and Audio-visual Centres, (h) Library Assistants, Adyaita Ashram Library, Bangiya Sahitya Parishad, Pratap Memorial Library, Mahajati Sadan & Rabindra Sadan.		
V	(a) Library Attendants, (b) Such other class IV staff with different designations but doing the job of Library Attendants in the Circulation and Reference Counters, Reading Rooms, Stacks, etc. (to be redesignated as Library Attendant)	8. F.	Lower Division Clerks (L.D.C)
VI	Driver	as prescribed	Driver of Heavy Vehicles
VII	Other non-professional staff-Clerical, Office, Technical (non-library professional) and Class IV staff, all with different designations.	as prescribed	As proposed by the State Co-ordination Committee of Govt. Employees.

92. Departmental Libraies Group : Pay Scales : Recommendations

I	(a) Librarian, W. B. Sectt. Library, (b) Librarian, W. B. Legislative Assembly Library.	Master Degree + B. Lib. Sc./Dip. Lib. Sc. + 5 years experience of professional work in a responsible position in a library of standing	Deputy Director of Public Instructions (DDPI)
II	(a) Sr. Technical Asst. W. B. Sectt. Library (to be redes-	Graduation + B. Lib. Sc/Dip. Lib. Sc. +	West Bengal Education

1	2	3	4
	gnated as Asst. Librarian, W. B. Sectt. Library), (b) Librarian, Central Library, District Judge's Court, Alipur (Incharge of a Lib rary system), (c) Asst. Librarian, W. B. Legislative Assembly Library, (d) Librarian, Calcutta Information Centre.	3 years experience of professional work in a responsible position in a library of standing.	Service (Senior Scale)
III	(a) All Librarians of the Departmental Libraries of the State Govt. (excluding school and college libraries) in different scales, (b) Jr. Technical Asst , W. B. Sectt. Library (to be redesgnated as Technical Asst, W. B. Sectt. Library), (c) Librarian, Film Library, (d) Asst Librarians in the Central Library, District Judges Court, and Calcutta Information Centre (e) Tech. Asst. W. B. Legislative. Assembly Library.	Graduation + B. Lib. Sc/Dip. Lib. Sc or Graduation + Cert. Lib. Sc. + 2 years experience of library work.	West Bengal Education Service (Junior Scale)
IV	(a) Asst. to Librarian, Reference Asst., Catalogure, all these posts in different Govt. departmental libraries (to be redesignated, as Library Asst.), (b) Library Assts. in different departmental Libraries, (c) Asst. Librarians in some Govt. departmental libraries in the scale of L. D. C.	S. F.	Upper Division Clerks (U. D. C.)

1	2	3	4
V	(a) Library Attendants in different departmental libraries, (b) Other Class IV staff with different designations performing library Attendant's job in the circulation and Reference counters, Reading Rooms, Stacks etc. (to be redesignated as Library Attendants), (c) Record Supplier-cum-Library Attendant, Cultral Research Institute (to be redisgnated as Library Attendant), (d) Library Literate-Peon, Central Library, District Judge's Court, Alipur (to be redisignated as Library Attendant)	S. F.	Lower Division Clerks (L. D.C.)
VI	Mender-cum-Treater, W. B. Sectt. Library (to be redisignated as Binder).	as prescribed	Binder of the W. B. G. Press
VII	Binding Supervisor, W. B. Sectt Library	as prescribed	Binding Fore man of W. B. G. Press
VIII	Other non- professional staff clerical, office, technical (non-library professional) and Class IV staff all with different designations.	as prescribed	As proposed by the State Co-ordination Committee of Govt. Employees.

93 College Libraries Group : Pay Scales : Recommendations

I	(a) Sr. Librarian in presidency College, B.E. College and Sanskrit College.	M.A.+B.Lib. Sc/Dip. Lib. Sc.+3 years experience of professional in Library work in a responsible position in a library of standing.	Professor of the respective colleges

1	2	3	4
II	All Librarians and Asst. Librarians of Govt. controlled, sponsored and aided colleges (General and professional), Polytechnics, and colleges of Textile, Leather and Ceramic Technologies.	Graduation + B. Lib. Sc/ Dip. Lib. Sc.	For both cadres Asst. Professors/Lecturers of respective colleges +20% of the basic pay as special allowance for the post of Librarian only where there is no cadre of Sr. Librarian
III	Cataloguers (to redesignated as Library Assistants) and Library Assistants in different Govt. controlled, sponsored and aided colleges, Polytechnics and colleges of Textile Leather and Ceramic Technologies	S.F. + Cert. Lib. Sc.	Upper Division Clerks (U D.C.)
IV (a)	Library Attendants in different institutions in this category, (b) Class V staff having different designations but performing Library Attendants' job in Circulation and Reference counters, Reading Rooms, Stacks. etc. (to be redesignated as Library Attendant)	S.F.	Lower Division Clerks (L D C.)
V	Other non-professional staff—clerical, Office, technical (non-library professional) and Class IV staff all with different designations.	as prescribed	As proposed by the State Co-ordination Committee of Govt. employee.

94. **School Libraries Group : Pay Scales : Recommendations**

I	Librarian	Graduation + B. Lib. Sc/Dip. Lib. Sc.	Master Degree trained (BT/BED) teachers + 20%

1	2	3	4
			of the basic pay as special allowance for Librarians of School upto Class XII (10+2) standard.
II	Asst. Librarian (Post to be created)	Graduation + Certificate-in Library Science	Graduation Trained Teachers
III	Library Assistant (Post to be created for all schools)	S. F. + Certificate in Lib. Sc.	Upper Division Clerks (U. D. C.)
IV	Peon	as prescribed	As proposed by the Co-ordination Committee of Govt. employee.

95. Appeal for Interim Relief

It is assumed that submission of the final report of the Pay Commission will take some time. It is, therefore, requested that an interim relief of Rs. 100·00 (Rupees one hundred only) be given to all employees at a flat working in govt. controlled, sponsored and aided to organisations without any discrimination. This will be a matter of great help to the employees in these days of hardship.

Annual Price Rs. 15.00
Issue Re. 1·50

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 28 : No. 2 **May-June 1978**

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Pradip Chaudhuri

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৩ | আষাঢ়, ১৩৮৫

সূচী

বার্ষিক চাঁদা ১৫·০০ | সম্পাদক : প্রবীর চৌধুরী | প্রতি সংখ্যা ১·৫০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা-১৪

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা পরিষদের সদস্যদের সুবিধার্থে জানানো হচ্ছে যে যাঁরা ১৯৭৭-৭৮ সালের সদস্য চাঁদা এখনও জমা দেননি, তাঁরা "গ্রন্থাগার" পত্রিকার আষাঢ় (১৩৮৫)-সংখ্যার পর "গ্রন্থাগার" পত্রিকার কোন সংখ্যা পাবেন না। বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করার পর সদস্য হিসেবে পুনরায় তাঁদের "গ্রন্থাগার" পত্রিকা পাঠান হবে। এই সঙ্গে এও জানান হচ্ছে যে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং কেহ বকেয়া চাঁদা পরিশোধ না করলে ঐ সভায় তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

প্রবীর রায়চৌধুরী

কর্মসচিব

১লা জুলাই, ১৯৭৮

বিঃ দ্রঃ—চাঁদা Bengal Library Association-এর নামে Crossed Postal Order বা Bank Draft-এর মাধ্যমেও পাঠানো যাবে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী | সহযোগী সম্পাদক : অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৩ | আষাঢ়, ১৩৮৫

॥ সম্পাদকীয় ॥

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবীতে বিধান সভা অভিযান

পশ্চিমবঙ্গে আইনের মাধ্যমে বিনা চাঁদায় নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী দীর্ঘ দিনের। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে এরাজ্যের গ্রন্থাগারদরদী এবং গ্রন্থাগারকর্মীরা এ দাবী নিয়ে সোচ্চার। এ রাজ্যের জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই বর্তমান জনপ্রিয় সরকার পশ্চিমবঙ্গবাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, জনসাধারণের স্বার্থে তাঁরা একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করবেন।

রাজ্যের গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে একাধিকবার এই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশও দিয়েছেন কাজও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু সরকারী আমলা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই আইন যাতে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করতে না পারে সে বিষয়ে খুবই তৎপর। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করতে চাই যে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি যতই তৎপর হোন না কেন, এ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হবেই। তবে এই প্রস্তাবিত আইন অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে।

আন্দোলনের দু'টি উদ্দেশ্য থাকবে; প্রথমতঃ, যারা গ্রন্থাগার আইন কার্যকর করার পথে বাধাসৃষ্টি করছে, জনসাধারণের কাছে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া এবং তাদের প্রতিহত করা; দ্বিতীয়তঃ, বিধান সভার সদস্য, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান পরিচালকবর্গ এবং জনসাধারণের বিভিন্ন অংশকে এই আইনের তাৎপর্য বোঝান। এই আন্দোলনকে সফল করতে হলে প্রতিটি গ্রন্থাগারকর্মী সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার আইনের স্বপক্ষে পোষ্টার, জনসভার মাধ্যমে প্রস্তাবগ্রহণ, সংবাদপত্রের মাধ্যমে সংবাদ ও চিঠিপত্র প্রকাশ ইত্যাদি উপায়ে প্রচার অভিযান চালাতে হবে। জেলায় জেলায় এই আন্দোলনের ধারা সম্মেলিত রূপ নেবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব-ঘোষিত আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে বিধান সভা অভিযানে। তাই এই প্রস্তাবিত বিধান সভা অভিযানকে সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগার দরদী ও গ্রন্থাগার কর্মীকে সাদর আহ্বান জানাই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা সেপ্টেম্বর মাসে পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্যন্ত যাদের চাঁদা দেওয়া আছে এবং যারা ১৯৭৮-৭৯ সালে সদস্য হয়েছেন তাদের সকলের কাছে সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক কার্যবিবরণী, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি পাঠান হবে। যে সব সদস্যের সদস্যপদ ১২ মাসের অধিক এবং যাদের ১৯৭৮-৭৯ সালের চাঁদা দেওয়া আছে কেবল মাত্র তারাই নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন এবং কোন নির্বাচন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। তাই পরিষদের সদস্যদের কাছে আবেদন যে অবিলম্বে যেন তাঁরা ১৯৭৮-৭৯ সাল পর্যন্ত চাঁদা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন।

প্রবীর রায় চৌধুরী
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

৬ই সেপ্টেম্বর বিধানসভা অভিযান সার্থক করুন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যুগ্ম উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা সফল করতে আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে (বৃহস্পতিবার) গ্রন্থাগার কর্মীদের বিধান সভা অভিযান অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিধান সভা অভিযান সার্থক করে তোলার জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীকে বেলা ৩টার মধ্যে কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রবীর রায় চৌধুরী
কর্মসচিব

৩৪-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচিত প্রবন্ধ :

গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও গ্রামোন্নয়ন—একটি আলোচনা

চৈতালী দত্ত
জুট টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরীজ (আই, সি, এ, আর)

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি সাধারণের গ্রন্থাগারই। গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এগুলির বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা ও গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশ ও তার মানোন্নয়নের ভার গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রহণ করা উচিত। আজ ভারতবর্ষের তথা বাংলার গ্রামগুলির মধ্যে কয়েকটিতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলেছে কিন্তু তাতে বাইরের অন্ধকার কাটলেও নিরক্ষরতা ও নিম্নমানের সংস্কৃতির প্রভাবে জনমানসে যে অন্ধকার ছিল তা কিন্তু আজও কাটেনি। গত ১৯৭১ সালের আদম-সুমারী রিপোর্টে যে নিরক্ষরতার ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায় সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের, তার থেকেই আমাদের পশ্চিম-বঙ্গের অবস্থাও সহজেই অনুমেয় :—

"….he rate of literacy in the country (India) has gone up from 24.03% in 1961 to 29.35% in 1971 according to the provisional census figures announced her….

Thus more than 70% of the population of 546, 955, 945 still remains illiterate."

যে দেশে সাক্ষরতার হার এত কম, সে দেশে গ্রামীন গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। এই পরিস্থিতিতে কোন উন্নয়নশীল দেশ তার অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারে না। কারণ জনগনই একটি রাষ্ট্রের মূল শক্তি। তারা যদি অজ্ঞানতা, অপসংস্কৃতি ও বঞ্চনার শিকার হয়, তবে দেশের অগ্রগতি ও শিল্পোন্নয়ন হবে কাদের নিয়ে? কাদের জন্য? ব্যাপকভাবে এই নিরক্ষরতা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো আজকে প্রয়োজন। আর তা করতে হবে মূলতঃ গ্রামেই কারণ গ্রামভিত্তিক ভারতে। গ্রামই দেশের প্রাণকেন্দ্র। এছাড়া শহরে শিক্ষিতের হার মোটামুটি সন্তোষজনক। কৃষ্টির চর্চা যা কিছু হয় তাও হয় শহরে। তাই গ্রাম পড়ে থাকে অবহেলিত হয়ে। গ্রন্থাগার এর বিরাট দায়িত্ব রয়েছে এ ব্যাপারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রামীন গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেছে অনেক দেরীতে। এতকাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারসমূহের বিকাশ এবং বিস্তারও সীমাবদ্ধ ছিল শহরের গণ্ডীতে। গ্রামে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে পৌঁছায়নি এবং সরকারও ছিলেন উদাসীন। তাই গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা করুণ! পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালীন কর্মসূচীতে এগুলির সম্বন্ধে অনেক গালভরা কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখি অবস্থার বিশেষ তারতম্য হয়নি।

১৯৫২ সালে ভারত সরকার এলাকা-উন্নয়নের যে পরিকল্পনা নেন, তাতে গ্রামীন গ্রন্থাগারকে সমাজশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অগ্রনী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং পরীক্ষামূলকভাবে ১০০টি গ্রামকে নিয়ে পাঁচটি 'Community Centre' গঠিত হয়। এই ১০০টি গ্রামের জন্য ছিল একটি শাখা-গ্রন্থাগার। এইভাবে সারা দেশে ২৯টি এলাকায় গ্রন্থাগার পরিষেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই প্রচেষ্টা ছিল নগণ্য। তবু এর সুফল সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু মুখ্যতঃ অর্থনৈতিক কারণেই সারা দেশকে এইভাবে Community Centre-এ ভাগ করে গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যাপকতর সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৫৬-৬১) লক্ষ্যমাত্রা ছিল রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমূহ এবং জেলা-গ্রন্থাগারগুলি স্থাপন করা এবং জেলা-গ্রন্থাগারগুলির পরিসেবার আওতায় প্রত্যেকটি গ্রামকে নিয়ে আসা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে (১৯৬১-৬৬) চারটি জাতীয় গ্রন্থাগারের আরো বিকাশ; রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলির সংহতি সাধন এবং আরো বেশী সংখ্যায় জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করা ইত্যাদি ছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা। ১৯৫৭ সালে গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হল। এর কাজ হল স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির কাজকর্ম সম্বন্ধে অবহিত থাকা এবং সেগুলির কর্মসূচী নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভবিষ্যতে দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি ধরণের হবে সে সম্পর্কে চিন্তা করা। গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিসেবা সম্পর্কে ১৯৫৯ সালের রিপোর্টে বলা হয়, "It should stem out of semi-urban centres as far as possible." কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষণীয় যে এই কমিটির সুপারিশগুলি অর্থনৈতিক ঘাটতির জন্য কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৪ সালে সরকার সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে হয়ত বা কিয়দংশে সচেতন হন। এবং এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৬৪ সালে পরিকল্পনা কমিশনের পরিচালনাধীনে একটি Working Group গঠিত হয়। মূলতঃ এই Group ও পূর্বোক্ত উপদেষ্টা পরিষদের অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করেন। কিন্তু যদিও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনায় এ সম্পর্কে সঠিক কর্মসূচী গ্রহণের কথা ছিল, তবু বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয় নি। অর্থাৎ চিত্রটি বিশেষ আশাব্যঞ্জক নয়।

প্রধান সমস্যাবলী :—আশানুরূপ ফললাভের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হল অর্থনৈতিক সমস্যা। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি প্রধানতঃ মাসিক সরকারী অনুদানের উপরে নির্ভরশীল। এই মাসিক অনুদানের পরিমাণ এতই স্বল্প যে এর দ্বারা গ্রন্থাগারের কোন খরচই মেটানো সম্ভবপর নয়। আমাদের জাতীয় শিক্ষাপ্রকল্পে এই খাতে যে ব্যয়-বরাদ্দ আছে তা হাস্যকরভাবে অপ্রতুল। অন্যান্য দেশের এই খাতে বার্ষিক ব্যয়ের তুলনায় আমাদের দেশের ব্যবস্থা অতি সামান্য। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য কতিপয় অনুদানের পরিমাণ বাড়াবার কথা চিন্তা করার সময় এসেছে। কারণ গ্রন্থাগারে পুস্তকক্রয় ইত্যাদি আনুষঙ্গিক খরচ ছাড়াও উপযুক্ত বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগারকর্মীদের উপযুক্ত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন অন্যথায় গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলিতে সুযোগ্য কর্মীর সমস্যাটি চিরকালীন হয়ে থাকবে। এ ব্যাপারে সরকারপক্ষের সক্রিয়তা জনগণ দেখতে চান।

দ্বিতীয় সমস্যা হল সঠিক পরিকল্পনার অভাবজনিত ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে গ্রামগুলি শহরাঞ্চলের সংগে সংযোগবিহীন অবস্থায় কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। এর মূল কারণ পরিবহন সমস্যা এবং দেশের আয়তনিক বিশালতা। এই পরিবেশে একটি সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দেশে চালু রাখা আয়াসসাধ্য কাজ সন্দেহ নেই। তবে সুপরিকল্পিত পন্থায় অগ্রসর হলে সব বাধাই দূর করা সম্ভব। এতদিন পর্যন্ত এই সুসংহত প্রয়াসের অভাবই সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে এবং তারই ফলে আজও গ্রামীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধিত হয় নি। এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী জে, সি, মেহতা তাঁর "Rural Library in India" প্রবন্ধে বলেছেন।

" the village Libraries function as isolated units, mostly as lending libraries for the cities and the towns where they are located ...

...To achieve a reasonable coverage of rural India with adeguate library services in a reasonable time total coverage would be an unobtainable objective the Government of India should create a national agency at the centre in the form of a National Advisory Council for Libraries supplemented by a Department of Libraries in the Ministry of Education, to lay down policies and co-ordinate library development plans in all the

tates. This central authority should help the states and the states and the union territories to enact Library laws expeditiously. All public Libraries, urban as well as rural should then be transferred to the state library authorities, created by statue and determined effort made to implement the recommendations made by the 'Advisory Committee for Libraries' or the 'Working Group of the Planning Commission, with adjustments, where necessary".

প্রকৃতপক্ষে সুপরিকল্পনার মাধ্যমে রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে একটি সংযোগসূত্র রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সবিশেষ অনুভূত হয়। সরকারের উচিত এ সম্পর্কে সর্বাগ্রে উদ্যোগী হওয়া। একটি কর্মসূচী যা কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ ঠিক করবেন তারই ভিত্তিতে সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের মূল কাজকর্ম চলবে। এইভাবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে জেলা গ্রন্থাগার, মহকুমা গ্রন্থাগার, গ্রাম গ্রন্থাগার ইত্যাদি পরপর স্তরে কর্মধারা প্রবাহিত হবে। অথচ এই সর্বস্তরের গ্রন্থাগারই মোটামুটিভাবে স্বয়ং পরিচালিত হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতির হাতে থাকবে কেন্দ্রীয় পরিচালনের ভার। এই সমিতি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সংগে আলোচনা করে পরিচালনের কাজে অংশ গ্রহণ করবে। সর্বস্তরের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এইভাবে রক্ষিত হলে একটি সুসংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশ সম্ভব।

তৃতীয় সমস্যা হল গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা! বস্তুতপক্ষে গ্রন্থাগার যে সাধারণের শিক্ষার সঙ্গে কি ওতপ্রোতভাবে জড়িত,—শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা যে কি অসীম গুরুত্বপূর্ণ এবং সমাজের সর্বস্তরে যে এর প্রভাব কী সুদূর প্রসারী সে সম্পর্কে জনগনের মধ্যে সুস্পষ্ট কোন ধারণাই নেই। সামগ্রিক পরিস্থিতিই এর জন্যে সর্বাংশে দায়ী। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্য সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সৃষ্টি দূরের কথা—গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সীমিত পরিষেবার ফলে সাধারণ মানুষের মনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কোন রেখাপাত করতে পারেনি। সুসংহত যোগাযোগ ব্যবস্থার বনিয়াদে গ্রন্থাগারগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি বলে গ্রন্থাগারের সার্বজনীন আবেদনটি ব্যাহত হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থাগার আন্দোলন শহরাঞ্চলের সীমানা ছাড়িয়ে গ্রামে গ্রামান্তরে সমভাবে ছড়িয়ে না পড়াও জনমানসে গ্রন্থাগার সম্পর্কে উদাসীনতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। জনগণকে গ্রন্থাগার সচেতন এবং গ্রন্থাগার অভিমুখী করে তুলতে না পারলে সর্বাঙ্গীন সাফল্য আসতে পারেনা। কারণ পাঠানুরাগী পাঠক সমাজের সক্রিয় ও সচেতন সহযোগীতা ব্যতিরেকে গ্রন্থাগার তার যথাযথ ভূমিকা পালনে অসমর্থ হয়।

এ প্রসঙ্গে M. F. A. Sharr তাঁর "Functions and Organisation of rural library System" নামক প্রবন্ধে বলেছেন : -

"...People who have never had the opportunity to see an efficient modern local Library can not be expected to imagine what it is like, to appreciate its full value, or to understand what it requires in finance, staff organization and accomodation. It is often found, in areas, where libraries are not an accepted part of social provision, that public authorities believe that they can not be afforded. Whether one can afford something or not depends to a great extent on how much one wants it. Poople who do not know public libraries can not be expected to want them. One of the first tasks—to be faced uncompromisingly—

by a librarian concerned to establish libraries in rural areas, is to create a desire for them among the people and the autorities. When desire is aroused, funds are likely to follow."

এ কথা অনেকাংশে সত্যি। শুধুমাত্র মুখের কথায় মানুষকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো যাবে না। ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু তার সংগে যদি একটি সুপরিচালিত আদর্শ গ্রন্থাগার এবং সুসংহত পরিসেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলে জনগণের সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে রাখা যায় তবে তা হবে মানুষকে গ্রন্থাগারপ্রেমী করে তোলার এক বড় হাতিয়ার। সেই সংগে গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্তন, বিনা-চাঁদায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গ্রামে-গঞ্জে সমভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা ইত্যাদি এই কার্যের সহায়ক হবে।

এইসব মূল সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে ছোট বড় আরো অসংখ্য সমস্যা। যেমন নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পাঠকের রুচি ও নিয়মিত পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার সমস্যা, গ্রন্থ-ক্রয়োপযোগী অর্থের অভাব, শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব, পরিবহন-জনিত সমস্যা স্থানীয় চাহিদাকে সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করে পুস্তক-নির্বাচনের সমস্যা, প্রচার-কার্য চালানোর পথে নানান বাধা, অনুন্নত সেবার সমস্যা ইত্যাদি।

কিন্তু এর প্রত্যেকটিই মূল সমস্যাগুলির উপর নির্ভরশীল। কাজেই সমস্যার সঙ্গে মূল সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করে—সে সম্পর্কে সঠিক কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার, শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী সাধারণ মানুষ, গ্রন্থাগার কর্মী এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহিত যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রথায় এই অচলায়তনকে সরিয়ে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারবে—এই আশা রাখি।

।। গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিসেবা প্রসঙ্গে ।।

একটি সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সারা দেশে প্রচলিত করতে পারলে পরিসেবার নতুন নতুন দিক জনগণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। পরিসেবার প্রাথমিক স্তরের কাজ হবে বয়স্ক শিক্ষা এবং পাঠ অভ্যাস গড়ে তোলার সক্রিয় প্রয়াস। এই প্রয়াস তিনটি মূল স্তরে বিভক্ত :—

(১) প্রস্তুতি পর্ব—প্রথমতঃ এই প্রয়াস সম্পর্কে সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে এবং সেই পরিকল্পনার ভিত্তি হবে ব্যাপক field survey-র উপর।

(২) কার্যক্রম— এই পর্বে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে সাক্ষরতার অভিযান চালাতে হবে।

(৩) ফলো-আপ—এই পর্বে নবসাক্ষরদের পাঠেচ্ছা বাড়িয়ে, তাদের উপযুক্ত পুস্তকাদি সরবরাহ করে তাদের 'Compulsive, purposefull readers'-এ পরিণত করতে হবে।

প্রথম পর্বের কাজের জন্য এলাকাটিতে ব্যাপক social-economic survey প্রয়োজন। গ্রামটিতে জনবসতি কেমন, শতকরা কতজন ব্যক্তি ঐ এলাকায় নিরক্ষর, মোটামুটিভাবে অধিকাংশ লোক কোন্ বৃত্তি ভোগী, সাংস্কৃতিক মান কেমন এবং অর্থনৈতিক কাঠামোই বা কেমন ইত্যাদি সকল বিষয়েই গ্রন্থাগার কর্মীদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন নচেৎ একটি কার্যকরী পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পর্বের কাজ কঠিনতর। গ্রন্থাগারের নিজস্ব প্রয়াসে একটি নিয়মিত সাক্ষরদানের আসর বসানো যেতে। এবং গ্রামে যদি অন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এ কাজে ইতিমধ্যে অগ্রণী হয়ে থাকেন তবে গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁদের সংগে যোগাযোগ করে যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালাতে পারেন। তাছাড়াও বয়স্ক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে আলোচনাচক্রের (এই আলোচনা অবশ্যই গ্রামীণ সমস্যাকেন্দ্রীক এবং শ্রোতৃবর্গের প্রয়োজন ভিত্তিক হবে। অনথায় সে আলোচনাচক্র তাদের মনো-

যোগ আকর্ষণে অসমর্থ হবে) আয়োজন করা যেতে পারে। মানচিত্র, চার্ট, পরিসংখ্যান-তথ্য, গ্লোব ইত্যাদির সাহায্যেও শিক্ষাদানের কাজ চলবে। যাঁরা নিরক্ষর বা নবসাক্ষর তাঁদের জন্য পাঠচক্রেরও আয়োজন করা যেতে পারে। এই পাঠচক্রের মাধ্যমে জনগনকে সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী, ছোটখাটো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী, ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহজবোধ্য ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত করা যায়।

তৃতীয় পর্বে আসে ফলো আপ ব্যবস্থা। অর্থাৎ যাঁরা সদ্য সাক্ষর হয়েছেন তাঁদের মধ্যে জ্ঞানের আলোকে জ্বালিয়ে রাখা। যথোপযুক্ত চর্চার অভাবে নব-সাক্ষররা বহু ক্ষেত্রে পুনরায় নিরক্ষরে রূপান্তরিত হন। এই অবস্থা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। তাই নব সাক্ষরদের মধ্যে শিক্ষা এবং অনুশীলনের ধারাকে অব্যাহত রাখতে, তাদের নিয়মিত পাঠ অভ্যাস গড়ে তুলে গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের। এই উদ্দেশ্যে তাদের পাঠোপযোগী গ্রন্থ সরবরাহের ভার নিতে হবে গ্রন্থাগার কর্মীদের। এইভাবে তিনটি স্তরে নিরন্তর কর্ম প্রবাহ চালালে হয়তো আমরা আমাদের লক্ষ্য মাত্রায় একদিন পৌঁছাতে পারব।

পরিসেবার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল গ্রামের প্রতিটি গৃহকোণে গ্রন্থকে পৌঁছে দেওয়া। এতে সাধারণ মানুষের নিয়মিত পাঠ অভ্যাস গড়ে ওঠে। বিশেষতঃ গ্রামের মহিলারা আজও হয়তো নিয়মিত গ্রন্থাগার গৃহে যাতায়াতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন নি—তাঁদের নিকট এই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সর্বাপেক্ষা বেশী সহায়ক। সপ্তাহে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে ও গ্রামান্তরে বহন করে নিয়ে যাবে গ্রন্থসম্ভার। এই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগারের সংগেও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা এবং পুস্তক আদান প্রদান করবে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পরবর্তী লক্ষ্য হবে আঞ্চলিক ও জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সুসংস্কৃতির প্রসার এবং অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব থেকে জনগনকে মুক্ত রাখা। এ ব্যাপারে পুস্তক নির্বাচন থেকে শুরু করে গ্রন্থাগারের প্রতিটি পর্যায়ের কাজের মধ্যেই দৃষ্টি রাখতে হবে। গ্রন্থাগারের গ্রন্থসম্ভারে শুধু উপন্যাসই থাকবে না— সৎ ও নির্বাচিত সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, ঐতিহাসিক কাহিনী, সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প ইত্যাদিও গ্রন্থসম্ভারের অন্তর্ভুক্ত হবে। সংস্কৃতির চর্চা এবং সাধারণ শিক্ষা একই সংগে সম্ভব হবে যাত্রা, কথকতা, কবি গান, লোকগীতি ও লোকনৃত্য ইত্যাদির আয়োজন যদি মাঝে মাঝে করা যায়। এছাড়া বেতারযন্ত্র এবং সম্ভব হলে একটি দূরদর্শন গ্রন্থাগার গৃহে রাখা উচিত। মাঝে মাঝে Projection Machine-এর সাহায্যে তথ্যচিত্র এবং শিক্ষামূলক চিত্র-সমূহ প্রদর্শিত করা যায়—এও জনশিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অনুলিপ সেবা এবং বিশেষায়িত তথ্য-নির্ভর কর্মসূচীর সংযোগের প্রয়োজন রয়েছে। গ্রামীণ সমাজের অধিকাংশ মানুষই কৃষি এবং অন্যান্য ছোটখাটো কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে সাধারণ ভাবে কৃষিজীবির সংখ্যাই সর্বাধিক। কাজেই গ্রামীণ অর্থনৈতিক স্তরকে উন্নত করতে হলে কৃষিজীবি এবং কুটির শিল্পজীবি জনগণকে নানাভাবে সাহায্য করতে হবে। এই পরিসেবা সম্পর্কে বলতে গিয়ে Mr F A Shari বলেছেন :—

"An important function of a public library is to improve the economic level of its community by the provision of not only of books, periodicals etc, but also of commercial and technical information. In rural areas and particularly those in the Third World, the most urgent economic problem is to improve the praductivity of Agriculture,, what they need is verbal advice and encouragement."

গ্রামীণ সমাজের এই বিশেষ ধরনের চাহিদার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রেখে কর্মভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

এজন্য প্রথম প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং বাঞ্ছনীয়তঃ স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মীর। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন তথ্য-সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় Tools। তথ্যভিত্তিক পত্র পত্রিকা, পরিসংখ্যান তথা সংবাদপত্র থেকে সংরক্ষিত অংশবিশেষ, বেতার ও দূরদর্শন ইত্যাদি তথ্য-সরবরাহের মাধ্যম। কৃষির উন্নতি কিভাবে করা সম্ভব, ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, জমির ফলনশীলতা সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ, সেচ পদ্ধতি ও সারের ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে গ্রন্থাগারিককে। তাই তাঁকে এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। কৃষিজীবি জনগণকে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য, ক্ষতিকারক জীবাণুর পরিচয় ও তাদের প্রতিরোধের উপায়, প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কেও অবহিত রাখতে হবে। এছাড়া যারা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল তাঁদের দিতে হবে সংশ্লিষ্ট শিল্প সংক্রান্ত নানান পরামর্শ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আজ গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন। আশার কথা বর্তমান সরকার পশ্চিমবংগের গ্রন্থাগার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এবং হয়তো অদূর ভবিষ্যতে গ্রন্থাগার আইনও আমাদের রাজ্যে প্রবর্তিত হবে। এ সম্পর্কে সরকার চিন্তা করছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে যুক্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে আরও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের সেবামূলক মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নেবার মানসিক প্রবৃত্তি গঠন করতে হবে। সমস্যার গুরুত্ব যদি সকলে অনুধাবন করতে পারেন এবং সমাধানের প্রয়াসে একযোগে অগ্রসর হন তবে সমস্যার সমাধান অচিরেই সম্ভব।

॥ সহায়ক পঞ্জী ॥

1. Function and organisation of a rural library system—F. A. Sharr, State librarian of Western Australia, UNESCO Bulletin for Libraries, Vol. 26, No. 1, Jan.-Feb., 1972.
2. Rural libraries in India J. C. Mehta Director, Delhi Public Library, UNESCO Bulletin for Libraries, Vol. 26, No. 1 Jan.-Feb., 1972.
3. Rural libraries in functional literacy compaigns -- M. L. M. Baregu Rural Survice Librarian, UNDP/UNESCO Work-oriented Adult Literacy Pilot Project, Tanzania, UNESCO Bulletin for Libraries, Vol. 26, No. 1, Jan.-Feb., 1972.

নারায়ণ পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী

সুনীল দাস
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

৪৩৫. শিশির বিন্দু (ক)—হেমন্তনাথ পণ্ডিত ; পৃ ৮৮২ ।

৪৩৬ প্রাচীন রাজগৃহ (প্র)—যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, পৃ ৮৮৩-৯২ ।

৪৩৭. বিজয়া (ক)—মানিক ভট্টাচার্য্য ; পৃ ৮৯২ ।

৪৩৮. বেদনার বৈচিত্র্য (প্র)—জগদম্বা দেবী, পৃ ৮৯৩-৯৫ ।

৪৩৯. চার-ইয়ারী কথা (প্র)—সতীশচন্দ্র ঘটক ; পৃ ৮৯৬-৯০০ ।

৪৪০. পাপের প্রতি (ক)—ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, পৃ ৯০১-২ ।

৪৪১. নির্ব্বোক সার চিন্তামণি (প্র)—তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, পৃ ৯০৩-৮ ।

৪৪২. শেষ বেলায় (ক)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ; পৃ ৯০৮-৯ ।

৪৪৩. ছেঁড়া ফুল (গ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, পৃ ৯১০-১৪ ।

৪৪৪. জীবন ও জীবনের ধর্ম (প্র)—আশালতা সেন, পৃ ৯১৫-২১ ।

৪৪৫. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী পৃ ৯২২-৩০ ।

৪৪৬. মহীশূর ভ্রমণ (ভ্রমণ কাহিনী)—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ৯৩১-৪১ ।

৪৪৭. সার্থ (ক)—বহুবল্লভ গোস্বামী ; পৃ ৯৪২-৪৩ ।

৪৪৮. শকুন্তলার মা (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৯৪৪-৪৯ ।

৪৪৯. বিজয়া (গা) [ওহে প্রাণ নাথ......]—রামপ্রসাদ সেন ; পৃ ৯৫০ ।

৪র্থ বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩২৪ ।

৪৫০. নারায়ণ (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১-৪ ।

৪৫১ বাঙ্গলার গীতি কবিতা (প্র) - চিত্তরঞ্জন দাশ, পৃ ৫-৩৪ ।

৪৫২. ছুয়েছে হাড় মাধবা (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৩৫-৪৩ ।

৪৫৩. রস-বাহিনী (ক)— ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ৪৩ ।

৪৫৪ কমলের দুঃখ (উ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৪৪-৫৫ ।

৪৫৫. কপাটী (ক)— ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ; পৃ ৫৫ ।

৪৫৬. সারেঙ্গী (গ)—অবনীকুমার দে ; পৃ ৫৬-৬৩ ।

৪৫৭ নিবেদন (প্র)— জগদীশচন্দ্র বসু ; পৃ ৬৪-৭২ ।

৪৫৮. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, পৃ ৭৩-৭৭ ।

৪৫৯ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম (প্র)—শ্রী:— ; পৃ ৭৮-৮১ ।

৪৬০ গান [আজি মেতেছি গানে···] শ্রী:— ; পৃ ৮২ ।

৪র্থ বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২৪ ।

৪৬১ সাড়ে-তিন-হাত (ক)—শ্রী:— ; পৃ ৮৩-৮৪ ।

৪৬২ দুর্ব্বাসার শাপ (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৮৫-৯০ ।

৪৬৩. কমলের দুঃখ (উ)—সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ; পৃ ৯১-১০৭ ।

৪৬৪. [১]বৈষ্ণব কবিতা (সমা)—সতীশচন্দ্র রায় ; পৃ ১০৮-২৩ ।

৪৬৫. বঙ্গীয় সাজা (গ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; পৃ ১২৪-৩৮ ।

৪৬৬. পাগলের গীত (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, পৃ ১৩৯ ।

৪র্থ বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩২৪ ।

৪র্থ বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩২৪ ।

৪র্থ বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৪ ।

---

১. বগুড়ায় উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে দশম অধিবেশনে পঠিত ;

২. প্রেসিডেন্সী রঙ্গালয়ে সঙ্গীত পরিষদের অধিবেশনে পঠিত ।

৩. শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী ও বৈষ্ণব-কবিতার কথা ।

---

২. ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ।

৩. ঐ

৪. ১লা বৈশাখ ১৩২৫—ঢাকার সাহিত্য সম্মেলনে লেখক কর্তৃক পঠিত

১. বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ বরিশাল শাখার ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত ।

৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ভাদ্র ১৩২৫ ।

৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৫ ।

৪র্থ বর্ষ ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা কার্ত্তিক ১৩২৫ ।

---

২. দেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত । (ক্রমশঃ)

।। **বিজ্ঞপ্তি** ।।

যাঁরা ১৩৮৪ সনের চাঁদা এখনো দেন নি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে সত্বর চাঁদা পরিষদের অফিসে জমা দেবার জন্যে। চাঁদা দেওয়া না হলে, তাঁদের কাছে 'গ্রন্থাগার' পাঠানো সম্ভব হবে না।—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

পুস্তক আলোচনা

Library Scene in Calcutta: Seminar on the occasion of the 100th -meeting of the IASLIC Study Circles, February 26-27, 1977. Edited by S. K. Kapoor. IASLIC, Calcutta, 1977. 160 p Rs 50.00.

ইয়াস্‌লিক (IASLIC) অর্থাৎ ভারতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার তথা তথ্য পরিসেবাকেন্দ্র পরিষদ নিজের কাজ সম্বন্ধে খুবই সচেতন এবং আপন কর্মক্ষেত্রে এই পরিষদের কর্মীবৃন্দের তৎপরতা, কুশলতা, অভিনিবেশ, শ্রম নিষ্ঠার পরিচিতি আজ লব্ধ প্রতিষ্ঠা এই কর্মকুশলতাই এঁদেরকে একদা—বছর তেরো-চোদ্দো আগে উদ্বুদ্ধ করেছিল পরিষদের অঙ্গ হিসেবে একটা পাঠচক্র (Study Circle) গড়ে তুলতে যেখানে তাঁদের বৃত্তির সমস্যা একতান্ত্রিক ও ব্যবহারিক বিষয় সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা তুলে ধরা হবে, আলোচনা হবে, এবং সম্ভবস্থলে সমাধানের উপায়ও নির্দেশিত হবে এঁদের সেই প্রচেষ্টার বাস্তব রূপায়ণ সংঘটিত হয়েছে—একশটি সভা এঁরা করেছেন উক্ত সময়ের মধ্যে। এই শতসংখ্যক পাঠচক্র যে সাফল্য সূচীত করে তাকে স্মরণীয় ক'রে রাখতে গত বছর এরা একটি বড়ো মাপের আলোচনাসভার আয়োজন করেন ও সেই সভায় আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রধান বক্তাদের বক্তব্য একত্র গ্রথিত ক'রে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশন হিসেবে ছাপিয়ে বার করেছেন। সমালোচ্য সেই প্রকাশনের আখ্যাপত্র ওপরে বিবৃত হয়েছে।

প্রকাশনের শিরোনাম থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আলোচনা প্রবন্ধগুলি কলকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রাপ্তব্য চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছে। এবং এই প্রয়াস সতেরোটি প্রবন্ধে বিধৃত। জাতীয় গ্রন্থাগার, কতকগুলি বিশেষ বিজ্ঞান গ্রন্থাগার তথাকথিত সাধারণ গ্রন্থাগার, স্কুল গ্রন্থাগার, ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, বিদেশী দূতবাস পরিচালিত গ্রন্থাগার—এগুলির ব্যবস্থা, পরিচালনা, গ্রন্থ সংগ্রহ ও পরিসেবা সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত বিবরণ পরিবেশিত হয়েছে। বাকি প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু হল কলকাতার গ্রন্থাগারে প্রাপ্তব্য ভারতীয় বিদ্যাবিষয়ক সংগ্রহ ও মানচিত্রের সংগ্রহ; গ্রন্থাগার আন্দোলনে গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা; গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঠনপাঠন; আঞ্চলিক গ্রন্থাগার-পরিসেবা সমবায়; এবং কলকাতার বিশেষ বিজ্ঞান গ্রন্থাগারগুলিতে প্রাপনীয় পরিসেবা।

সমষ্টিগতভাবে উক্ত প্রবন্ধগুলিতে কলকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে গ্রন্থাগারের বাহ্য পরিচয় যতোটা পাই, আন্তর পরিচয় ততোটা পাই না। তার মানে, আলোচকগণ তথ্য সমাবেশ ও বিবৃতির দিকে মোটামুটি মন দিয়েছেন, কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণ ও সমীক্ষার প্রতি খেয়াল রাখেন নি বললেই চলে। আসলে, প্রবন্ধগুলিতে বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট মনোযোগের অভাব লক্ষিত হয়, বক্তব্যে কেমন একটা ভাসা-ভাসা দায় সারা ভাব। দু-একটি ব্যতিক্রম আছে, যেমন চন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত লিখিত কলকাতার বিশেষ বিজ্ঞান গ্রন্থাগারগুলিতে প্রাপ্য পরিসেবা এবং প্রবীর রায়চৌধুরী ও ফণিভূষণ রায় লিখিত কলকাতার সাধারণ গ্রন্থাগারের ওপর প্রবন্ধ। বিষয় দুটির প্রতি এঁদের অভিনিবেশ ছিল বুঝতে পারি।

আমার মনে হয়, এই প্রকাশের বিষয় পরিধি কলকাতার তাবৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না হয়ে যদি শুধু কলকাতার বিশেষ বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ও তথ্যপরি সেবা ব্যবস্থায় সীমিত থাকত তাহলে বিষয়সংগতি বাড়ত এবং 'ইয়াসলিক' প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সংগে সংগতি ও সুস্পষ্ট হত। বিশেষ বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ও তথ্যপরি সেবার নানা বিভাগ ও দিক

নিয়ে ব্যাপক ও গভীর তথ্যানুসন্ধান ও সমীক্ষা-সমৃদ্ধ আলোচনার একটা সুসংবদ্ধ গোটা বই পাবার সুযোগ মিলত।

তবু যা মিলেছে তার মধ্যেও ইয়াসিনিক কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষ ক'রে সমালোচ্য প্রকাশনের সম্পাদক মহাশয় ধন্যবাদার্হ। এই প্রকাশনে যে সব তথ্যাদি আছে তা শুধু গ্রন্থাগার নিয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন তাঁদেরই যে কাজে লাগবে এমন নয়, যাঁরা সম্পর্কে আগ্রহী ও এর উন্নতিকামী, তাঁদেরও কাজে লাগবে।

পরিশেষে একটি কথা। প্রকাশটিকে পত্রিকার আকারে ছাপিয়ে কর্তৃপক্ষ পুরোনো রীতি আঁকড়ে রইলেন কেন? আজকালতো সম্মেলন ও আলোচনা সভায় পঠিত ও আলোচিত প্রবন্ধাবলী গ্রন্থের আকারেই ছাপা হচ্ছে।

আদিত্য ওহদেদার

বসুনগর গ্রন্থাগার : রজত জয়ন্তী বর্ষ স্মারকলিপি, ১৯৫২-১৯৭৭। সম্পাদক : শ্রী প্রমীলচন্দ্র বসু

বসুনগর গ্রন্থাগার-এর ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটি সুসম্পাদিত। গ্রন্থাগার সম্পাদকের প্রতিবেদন, গ্রন্থাগারটির পঁচিশ বছরের ইতিকথা, একটি কবিতা ও কয়েকটি প্রবন্ধ সমৃদ্ধ স্মারক গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লেখক সূচীতে আছেন : সর্বশ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী, অমর সেন, প্রদীপ চৌধুরী, ডঃ আদিত্য ওহদেদার, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সুনীল কুমার দাশগুপ্ত, ফণিভূষণ রায়, প্রবীর চন্দ্র বসু, জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডঃ জয়ন্তী রায় ও শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়।

অমল আচার্য

পরিষদের জেলা শাখা সম্মেলন

।। জলপাইগুড়ি ।।

গত ১৫ই জুন '৭৮ জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার ভবনে জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের আহ্বায়ক শ্রীঅমিতেশ ভট্টাচার্যের প্রস্তাবানুযায়ী এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের সমর্থনে পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা শাখা কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। সভাপতি—শ্রীনির্মল চন্দ্র চৌধুরী, সহ-সভাপতি—সর্বশ্রী শ্যামাপদ ব্যানার্জী, বাসু চক্রবর্তী, সম্পাদক—শ্রীঅমিতেশ ভট্টাচার্য, যুগ্ম-সম্পাদক - শ্রীসরেন্দ্র নাথ রায়, সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী দিলীপ কুমার মুখার্জী, কল্যাণ দে, বিনয় কুমার দে, কাশীনাথ দাস, প্রবীর সেনগুপ্ত, রমা বসু ও মাল প্রগতি সংঘ।

উক্ত সম্মেলনে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরের প্রতিনিধি শ্রীশশাঙ্ক বাগচী ও শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা উপস্থিত থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন. সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীনির্মল চন্দ্র চৌধুরী।

।। নদীয়া ।।

গত ৯ এপ্রিল '৭৮ কৃষ্ণনগরে বিপ্রদাস পাল চৌধুরী ইনিস্টিটিউট অব্ টেক্নোলজি গ্রন্থাগারে পরিষদের নদীয়া জেলা শাখার সভাপতি শ্রীমোহিত কুমার রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে পরিষদের নদীয়া জেলা শাখা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

সভাপতি—শ্রীবিশ্বনাথ সিংহ, সহ-সভাপতি—সর্বশ্রী বিনয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কুমার রায়, মোহিত কুমার রায়, সম্পাদক—শ্রীসত্যানন্দ মজুমদার; যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীকেশবলাল চক্রবর্তী; সহ-সম্পাদক—শ্রীনিতাই পোদ্দার; সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী অরুণ কুমার আদিত্য, অনিমেষ মজুমদার, মদনমোহন মল্লিক, তপন সেন, নারায়ণ চন্দ্র সাধু, প্রহ্লাদ কুমার বাগচী, এবং নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার, মদনপুর সাধারণ পাঠাগার, কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী, কাঁদোয়া বিবেকানন্দ পাঠাগার, হালালপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, খাটিয়ারী যুবক সমিতি গ্রন্থাগার, রাণাঘাট মহকুমা গ্রন্থাগার।

কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে শ্রীশশাঙ্ক বাগচী ও সহ কর্মসচিব শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

।। পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ।।

গত ১১ই জুন (১৯৭৮) রায়গঞ্জ ইনষ্টিটিউট হলে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীর এক গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ। সকাল ১০টায় প্রতিনিধি পরিচয় ও শুভেচ্ছা বিনিময় অধিবেশনে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন নিঃ বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শ্রীঅমিতাভ সেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি শ্রীভুজঙ্গভূষণ রায়। বেলা ২টায় প্রতিনিধি সম্মেলনে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সমস্যার উপর বক্তব্য রাখেন উপস্থিত প্রতিনিধি মণ্ডলী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শ্রীশশাঙ্ক বাগচী, শ্রীঅশোক বসু, শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা সংগঠনমূলক রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অতীত, বর্তমান এবং আগামী দিনের

পটভূমিকার উপর বিশেষ আলোকপাত করেন। তাঁরা বলেন পঃ বঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ফলে এখানো গ্রন্থাগার সম্পর্কে জনচেতনা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমান সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। এরফলে অবিলম্বেই গ্রন্থাগার আইন চালু হচ্ছে। আইন চালু হলে, গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বৃদ্ধি পাবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রতিটি জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী করতে হবে। সুসজ্জিত মঞ্চে মনোরম আলোক সজ্জায় সান্ধ্য অধিবেশন মুখর হয়ে উঠে। শুরু হয় বিশেষ আলোচনা চক্র "গ্রামীণ উন্নয়নে ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা"। অধ্যাপক পরিমল কুমার সরকার, অধ্যাপক কল্যাণ ঘোষ, পীযুষ কান্তি ঘোষ, প্রভাত সরকার, নারায়ণ চৌধুরী, প্রদীপ নন্দী, প্রধান অতিথি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ও সভাপতি ডাঃ বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী— মহোদয়বৃন্দ বিশেষ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা গঠিত হয়।

সভাপতি—শ্রীসুজিতভূষণ রায়, সহঃ সভাপতি—শ্রীসৌরেন্দ্র কুমার ঘোষ; শ্রীচিত্তরঞ্জন দত্ত; শ্রীসঞ্জীব বসু, সম্পাদক—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী; যুগ্ম সম্পাদক - শ্রীসুবীর কুমার মিত্র, সদস্য মণ্ডলী - সর্বশ্রী শঙ্কর মিত্র, অসিত কুণ্ডু, শঙ্কর সেনগুপ্ত, শচীন্দুলাল চৌধুরী, খগেন্দ্রনাথ সিংহ, সৌমেন্দ্র কুমার বসু সুবোধচন্দ্র খাঁ, ফণীন্দ্রনাথ সরকার, প্রবীর সেনগুপ্ত।

সমাপ্তিতে সুখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা রায়গঞ্জ শিল্পীতীর্থ "নজরুল গীতি বিচিত্রা" পরিবেশন করেন। এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে যারা বার্তা পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রী জ্যোতি বসু, মুখ্যমন্ত্রী; শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, তথ্যমন্ত্রী; শ্রী পার্থ দে, গ্রন্থাগার মন্ত্রী, ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ প্রসাদ কুমার ঘোষ, উপাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

।। বাঁকুড়া ।।

গত ২ মে' ৭৮ পরিষদের বাঁকুড়া জেলা শাখার একটি সভা জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলা শাখা কমিটির প্রায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় শাখা কমিটির জন্য কিছু কাজ নির্দিষ্ট করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীশশাঙ্ক বাগচী ঐ সভায় উপস্থিত থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে শাখা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

।। হাওড়া জেলা শাখা ।।

বিগত ১১.৬.৭৮ বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগারে বিকাল ৪টার সময় হাওড়া জেলা শাখার কার্যকরী সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলাশাখার সভাপতি হরিদাস মুখোপাধ্যায়। সভায় উপস্থিত সংঙ্গের জন্য সদস্য বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে বিগত জেলা সম্মেলনের কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়।

জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পর স্থির হয় যে (ক) ব্যাপকহারে BLA-র সভ্য সংগ্রহ করতে হবে (খ) লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর কর্ম ত্বরান্বিত করাতে হবে (গ) জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক সম্মেলন করে জেলার গ্রন্থাগারসমূহের সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে (ঘ) গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা সমাধানের জন্য আগামী সভার পূর্বে D. S. E (S) র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে এবং এই ডেপুটেশনের ফলাফলের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে জেলা শাসক, সভাপতি, হাওড়া ও বালি পৌরসভা এবং মুখ্য সমাজ শিক্ষা অধিকারিকের সমীপে ডেপুটেশন দেওয়া হবে (ঙ) গ্রন্থাগার আইন-এর সমর্থনে জুলাইয়ের মধ্যে উলুবেড়িয়ায় একটি জেলা কনভেনশন আহ্বান করে ও (চ) জেলায় গ্রন্থাগারগুলির যৌথ সমস্যাগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও সমাধান সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরী করা।

গ্রন্থাগার সংবাদ

। মনোহরপুর সাধারণ পাঠাগার, ভানকুনি, হুগলি ।

২৫শে জুন, ১৯৭৮ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মনোহরপুর সাধারণ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা পাঠাগার গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে সমরজিৎ কর ও বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত। পাঠাগারের উন্নতি কল্পে বক্তৃতা দেন সভাপতি, প্রধান অতিথি ও পাঠাগারের সম্পাদক শিবনাথ গুপ্ত।

সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হন ; (১) আশুতোষ ভট্টাচার্য (২) সুজয় বাগচী (৩) শিবনাথ গুপ্ত (৪) স্বপন রায় বিশ্বাস (৫) প্রদ্যুৎ চ্যাটার্জী (৬) নিমাই ঘোষ (৭) বেণীমাধব ঘোষ (৮) শিবপ্রসাদ গুপ্ত (৯) বাদল ঘোষ।

।। পানিহাটী ক্লাব, ২৪ পরগণা ।।

সম্প্রতি পানিহাটী ক্লাবের ৬৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ১৯৭৭-৭৮ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও সম্পাদকীয় বিবরণী পেশ করা হয়।

।। শহীদ পাঠাগারের ৩০তম সাধারণ অধিবেশন ও গুণীজন সম্বর্ধনা ।।

গত ১৮ই জুন ত্রৈলোক্যেশ সামন্তের সভাপতিত্বে শহীদ পাঠাগারের সাধারণ অধিবেশনের প্রথমে প্রয়াত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর এবং পাঠাগারের স্বর্গত ৪জন সদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সম্পাদিকা পার্বতী মাইতি পাঠাগারের পক্ষ থেকে ৪ খণ্ড "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" এবং "স্বাধীনতা সংগ্রামে সুতাহাটা" নামক পুস্তক প্রদান করেন। অতঃপর সম্পাদকীয় বিবৃতি এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা ও অনুমোদিত হইবার পর ত্রিলোক সামন্ত সভাপতি ও পার্বতী মাইতি সম্পাদিকা এবং আরও ১৯ জন সদস্যকে নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

।। সুবার্বান পাঠাগার ও মহিলা স্মৃতি ক্রি রিডিং রুম ।।

২৮মে, ১৯৭৮ পাঠাগারের ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ১৯৭৭-৭৮ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব ও সম্পাদকীয় বিবরণী পেশ করা হয়। ১৯৭৮-৭৯ সালের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিটিতে নির্বাচিত হন। সভাপতি—অরবিন্দ রায়, সম্পাদক—জীবনময় বসু ; সহ-সম্পাদক—সিদ্ধার্থ ঘোষ ; গ্রন্থাগারিক—প্রদীপ সিংহ ; সহ-গ্রন্থাগারিক সজল রায় ও আশুতোষ রায়চৌধুরি ; কোষাধ্যক্ষ—দীপঙ্কর পাল ; আভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক—স্বপন গাঙ্গুলি, সদস্যবৃন্দ—সমীর সাহা, অসীম ঘোষ, বিমল চ্যাটার্জী ও রাজা মুখার্জী।

।। নব প্রভাত সঙ্ঘ, মহীপাল, পশ্চিম দিনাজপুর ।।

এক সভায় এই সঙ্ঘের ১৯৭৬-৭৭ সালের বার্ষিক বিবরণী পেশ করা হয়।

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া।

গত ২৮শে মে ১৯৭৮ রবিবার গ্রন্থাগার ভবনে সন্ধ্যা ৭টায় 'রবীন্দ্র জন্মোৎসব" পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত বেচারাম ঘোষ মহাশয়। সভায় আবৃত্তি, কবিতা পাঠ, রবীন্দ্রসংগীত, যন্ত্রসংগীত, হাস্যকৌতুক, প্রবন্ধ পাঠ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা হয়। ধন্যবাদান্তে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

।। পরিষদ ভবনে রবীন্দ্র— নজরুল সন্ধ্যা ।।

১৮ই জুন, ১৯৭৮ তারিখে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র সংযোগ উপসমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল

সভা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল বর্তমান বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর। অনুষ্ঠানটির আহ্বায়ক ছিলেন শ্রীমানবেন্দ্র বসু ও সুজিত আচা।

উদ্বোধন সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা হয়। উদ্বোধন সংগীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীমতী শিপ্রা কোনার, রত্না মিত্র, মঞ্জুলা সেন, মিলন রায় ও সুমিত্রা সেন। এরপরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায়কে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপরে ছাত্র সংযোগ উপসমিতির পক্ষ থেকে রবিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রাখেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন নারায়ণ চ্যাটার্জী। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন শ্রীমতি মিলন রায়। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন অঞ্জনা দত্ত, মধুমিতা বড়ুয়া, কৃষ্ণপ্রিয়া চ্যাটার্জী, ফটিক মান্না ও মিলন রায়। যন্ত্র সংগীতে অংশগ্রহণ করেন মনোরঞ্জন চ্যাটার্জী. রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুল গীতি পরিবেশন করেন মঞ্জুলা সেন, রত্না মিত্র, বিমল গোস্বামী ও হিরণ কুমার দত্ত।

সভা শেষ হওয়ার পূর্বে পরিচালক শ্রীফণিভূষণ রায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, রবীন্দ্র-নজরুল অনুষ্ঠান করলেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবেনা। তাঁদের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করে তাঁদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদনের নিদর্শন রাখতে হবে।

প্রতিবেদক : অমিতাভ দাশ

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সাধারণ কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে ঠিকানা ও পোষ্টাল স্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) সম্বলিত একটি বড় খাম পাঠিয়ে প্রশ্নমালা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অরুণ রায়
আহ্বায়ক
ডাইরেক্টরী উপসমিতি

ভ্রম সংশোধন

মেদিনীপুরে ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদানকৃত প্রতিনিধিদের নামের তালিকায় "নিত্যরঞ্জন গুহ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি" স্থলে নিত্যরঞ্জন গুই ছাপা হয়েছে। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক
"গ্রন্থাগার"

Bengal Library Association

West Bengal Government Sponsored Employees Library Association

P-134 C I T Scheme 52 Calcutta-700014.

22 June 1978.

Prof Partha De
Minister-in-Charge of Primary and Secondary Education and Library Services
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta-700001.

Sub : Memorandum on different aspects of library services and on some problems of library workers in West Bengal, jointly submitted by the Bengal Library Association and the West Bengl Sponsored Library Employees Association.

Sir,

We express our sincerest thanks to you for granting us an interview on the 23rd June, 1978 to place before you some of the outstaning issues of library services and some problems of library workers in West Bengal for your kind consideration. These issues are as enumerated below :

(A) **Draft Bill of the West Bengal Public Libraries Act, 1978.**

We express our sincerest thanks to the State Govt. in general and to you in particular for appointing a drafting committee to prepare a Public Libraries Bill for West Bengal in persuasion to the assurance made in the election manifesto of the Left Front (Vide Govt. Order No. 204-Edn (SE)/5L-66/77 dt. 13th March, 1978). We are glad to inform you that the said committee has finished its work and after some deliberations has adopted the revised draft Bill of the West Bengal Public Libraries Act, prepared by the Bengal Library Association for this purpose, with some modifications and corrections. We hope you might have received by this time the Bill along with a report, from the convenor of the Committee. This Bill when implemented will ensure a better managed, integrated and expanded free public library service to the people. The library service will be a powerful social institution for dissemination of information to all sections of the people-literate and illiterate—for socio-economic and cultural development of the country. Moreover this library service is an essential tool for spread and retention of education. We would, therefore, request you to take immediate necessary steps for introduction and adoption of this Bill in the next session of the West Bengl Legislative Assembly.

We apprehend transfer ard encroachment of properties of some sponsored libraries in view of the propos d Public Libraries Act. We would therfore, request you to consider the proposal for issue of appropriate ordnance to prohibit such transfer and encroachment of properties of sponsord libraries in the State.

(B) Re-constitution of the District Advisory Council for Social Education.

We are also thankful to the State Govt. for its decision to include three Librarians including representatives of Library Associations, in the District Advisory Council for Social Education for each district. The Bengal Library Association and the West Bengal Sponsord Library Employees Association have prepared a list of such persons. We have already submitted this list to you for your kind consideration. We hope you will kindly approve this list and take necessary steps for early circulation of this list to different districts.

(C) Enquiry Commission to enquire malpractices in book purchase programmes during last five years.

You were kind enough to assure us that an enquiry will be instituted by the State Govt. to enquire different kinds of malpractices in the book purchase programmes of the Raja Rammohan Roy Library Foundation and the Social Education Directorate of the State Govt. adopted during the last five years, prior to the re-constitution of the State Library Planning Committee by you. In public interest and in the interest of better library service a public enquiry of officiat nature should be conducted to ascertain the correct position. We would, therefore, request you to take an early decison in this regard.

We would also request you to stop any purchase of books at the district level by CAP office. which was also recommended by the Library Law Drafting Committee.

(D) Govt. Order for increase in pay of sponsored library workers.

We are also thankful to the State Govt. for issuing a Govt. order announcing increase in pay of sponosored library workers. Though it was clearly stated in the above mentioned order that all sponsored library staff other than the class four staff are entitled to get an increase in pay at the rate of Rs. 25·00 each per month and all class IV staff at the rate of Rs. 15·00 each per month, the office of the DSEOs in some of the districts have interprited the circular the circular in their own way. They have interpreted that persons drawing salary below Rs. 230·00 per month are not entitled to get increase in pay at the rate of Rs. 25·00 per month. If it is interpreted in this way, Library Attendants and Drivers working in district libraries will be deprived from the benefit of Rs. 25 00 per head per month. There are nearly thirty eight Library Attendants and seventeen drivers working in different District Libraries. Their job cannot be equated with the job of class IV staff nor should they be deprived of this benefit on the ground that they are drawing poor pay for which they are not responsible. Immediately some clarification may kindly be made so that they are not deprived from this benefit.

In this regard, another clarification is also needed- The order in the above circulatr announces the enhancement as "increase in pay". Even then the DSEOs offioe in some

of the districts are not deducting provident fund due from this increase in pay. It is requested that benefit of provident fund be given in case of this increase in pay.

(E) Staff not covered by the Order for increase in pay.

A few staff employed in Librarianship Traning Centre, Audio Visual Units (Book mobile or non-book mobile) have not been covered by the Govt. Order No. $\frac{\text{341-Edn (SE)}}{\text{5L-24/74}}$ dt, 5th April, 1978 for the purpose of Ad-hoc increase in pay of such staff will be near about 25 who are working under Social Education Directorate related to Library Services.

It is, therefore, urged that the benefit of ad-hoc increase in pay as given to sponsored library workers should also be extended to the above mentioned employees.

(F) Govt. grants to sponsored libraries.

We express our thanks to the Govt. for sanctioning grants to the sponsored libraries for purchase of books and equipments and for binding. (Vide Govt. Order No. 297-Edn (SE) dt. 28. 3. 78). This is for the first time that the rural libraries will be receiving grants for purchase of books and equipments and for binding, the amount sanctioned to Rural Libraries (Rs. 300·00) for these purposes are not at all adequate.

As regards this Govt, order some complications have developed in different districts which require immediate solution. These are :

(i) It is strange that DSEO's office in the Burdwan District is insisting for a certificate from each library, to be furnished to their office, to the effect that a sum calculated at 12½% on the sanctioned amount will be borne by the intitution as local/institutional share and that the entire amount, i.e., the Govt. grant plus the local/institutional share will be utilised towards the purpose for which such govt. grant has been sanctioned. There was no such condition in govt. order and insisting on such condition will frustrate the whole purpose of the govt. grant.

(ii) In some of the districts, the DSEO's office is insisting that they will purchase books and equipments for libraries. We have strong objection to this decision on the following grounds : (a) Libraries should be given liberty to purchase materials and equipments, according to their choice ; (b) There are many allegations of malpractices regarding purchase of books, etc. by the Social Education Directorate during the last few years : (c) There is no such condition for grant in govt. order.

(iii) While circulating the Govt. order, the D.P.I. prescribes the percentage of money to be spent for different purposes, namely, for purchase of books, furniture and equipments and for binding. As the amount is meagre, we would suggest not to insist on this division of money under different heads and libraries may be permitted to spent money according to the needs of such local libraries.

(G) **Retirement-cum-Death benefit for sponsored Library Workers.**

The Sponsored Library workers get very poor pay scales. They do not get any benefit of H. R. A., Medical Allowances Pension and Gratuidy. Moreover they do not get any sort of retirement-cum-death benefit. Only the Provident Fund Scheme has been introduced few years back. Many of the Sponsored employees have retired or expired without being entitled to any financial benefit after rendering long service.

This matter was brought to your kind notice through a memorandum submitted by the Bengal Library Association on 20th April, 1978 (vide Association's letter No. 568/78-79 dt. 20. 4. 78). You were kind enough to assure us that the matter would be sympathetically considered. We would, therefore, request you to sanction some sort of retirement-cum-deah benefit, pending revision of their pay-scales and introduction of other benefits by the Govt.

(H) **Appointment in Sponsored Libraries and Avenues of promotion.**

We understand that you have given an order restricting any sort of appointment in sponsored libraries. We further understand that you want to introduce some definite principles for recruitment. We fully agree with your move on this issue. We would only request you to hasten up this work, as quite a good number of posts in sponsored libraries are lying vacant for pretty long time and consequently for want of proper personal library works are being hampered. Your attention was drawn to this matter through a memorandum submitted to you on the 20th April, 1978 (vide BLA's letter No 568/78-79 dt, 20th April, 1978). But till to-day no decision has been taken on this issue.

We also like to draw your kind attention to one more point about which also your attention was drawn in the abovementioned letter. We have nothing to say if applications for vacant posts are invited through Employment Exchange or through advertisment. But quite a good number of sponsored library staff working in lower cadres are unable to apply though they have requisite prescribed qualifications and experience for the higher posts, as they are employed and are not elligible to register their names in the Employment Exchange. Sponsored library workers have no avenues of promotion under the present system. We would, therefore, request you to allow these sponsored library workers having requisite qualifications, to apply for higher posts, without any age restrictions. If this principle is accepted this may kindly be notified to concerned people and authorities.

(I) **Double-barrelled designations and twenty four hour service in sponsored libraries.**

There are some posts, such as, Durwan-cum-Night Guard or Durwan-cum-Night Watchman in sponsored Subdivision/Town libraries. These staff are asked to perform twenty-four hours service. They are Durwan during daytime and Night guard during the night time. This is an inhuman practice and goes against some basic principles of social Justice. It is a common demand of the working people throughout the world that nobody should be asked to work for more than eight hours a day. The Left Front has also suppor-

ted this demand and accured in its election manifesto that nobody will be asked to work for more than eight hours a day. We would, therefore, request you to provide appropriate additional posts in sponsored libraries so that day and night-time duties may be devided appropriately among the staff concerned. Till it is done, the govt. should issue an order directing the local authorities that no staff be asked to work for not more than eight hours a day and they should be asked to work in one post, either as Durdwan during daytime or as Night Guard during night time as per local condition.

(J) **Increament for Library staff having Certificate Course in Library Science, conducted by the Bengal Library Association.**

The Bengal Library Association is conducting a Certificate Course in Library Science since 1937. This is one of the oldest cources at the Certificate level in our country and is recognised by the State Govt. and other educational authorities. The State Govt. is also giving a recurring grant for this purpose.

Now, as per Govt. order, Rural Librarians and some other staff in sponsored libraries are entitled to increaments only when they pass Certificate in Library Science Examination. As the District Social Education Officers in some of the districts are not aware of the govt's recognition of the Certificate Course in Library Science conducted by the Bengal Library Association, some sponsored library staff who have obtained Certificate in Library Science from this Association are deprived of the benefit of annual increaments. We would, therefore, request you to instruct your office to clarify this issues to the District Social Education Officers in different districts.

(K) **Cases of Librarians of Amta Public Library and Old Maldah Bani Bhavan Town Library.**

Three Librarians for three Sub-Divisional Libraries were selected and posted by local authorities. The general qualification for the post of Librarian in a Sub-Divisional/Town Libraries is Graduation plus Degree in Library Science, though all of them have Certificate in Library Science. The DDPI (Soc Edn), West Bengal Govt., while approving those appointments acted in two different ways. While the Librarian of the Harischadrapur Town Library, Maldah, was allowed to draw salary at Rs. 237.00 per month in the initial of the pay scale of Rs. 237-404 for the post, the other two Librarians working in Amta Public (Sub-Divisional) Library, Howrah and Old Maldah Bani Bhavan Town Library, Maldah were allowed to draw salary at Rs. 184.00 in the initial of the pay scale for the Library asst. which is a lower post in Sub-Divisional/Town Libraries. We do not find any reason for this type of discriminatory treatment.

We are in favour of insisiting upon requisite qualifications for appointment. After appoinment the incumbant should be treated in an uniform manner. In these cases as appointments have been made, all of them should be fixed at the initial of the pay scale for Librarians of Subdivisional/Town Libraries and whereever necessary the incumbant may be asked to acquire Degree in Library Science within a specified period. This practice was followed earlier.

(L) Case of Pratap Chandra Majumder Memorial Hall and Library.

Pratap Chandra Majumdar Memorial Hall and Library, Calcutta is managed by a Trust-Board and it receives grant from the State Govt. for maintenance of library service. Authority of that institution has closed the library for the last few months on the plea that there is a possibility of assult on the staff by some outside group of persons. Though the authorities of the library has received govt. grant, the staff have not been paid their salary since February, 1978. They have not also been paid the additional D.A. for the period since December 1976 and arrrear D.A. for the period April 1976 to February 1978, although the authorities have drawn the amount on this account.

The salary of the employees of this particular library, although paid from the Govt. fund, are still in the fixed pay the highest pay of which is Rs. 257.50 per month and the lowest pay of which is Rs. 67.50 per month. We hope you will appreciate their acutely distressing condition, particularly when they are not paid their salaries timely and regularly.

Under the circumstances we would suggest the following for your kind consideration :

(a) Necessary steps may kindly be taken for payment of their salaries and D. A. regularly and timely :

(b) Authorities of the Library may be asked ·to arrange for opening the Library immediately. If necessary, proper police protection may be given to the staff on duty.

(c) In case these steps fail the Govt. should think seriously about the takeover of this library in the interest of library staff and library service.

(M) Problems of staff of Uttarpara Jaikrishna Public Library.

Some persons were appointed as Cataloguers and Library Attendants on an ad-hoc basis to prepare a descriptive catalogue of the collections of the Uttarpara Jaikrishna Public Library. The State Govt. has sanctioned in terms of its G. O. No. 164-Edn (SE) dt. 28.2.67 as an intial cost of Rs. 22,850.00 of which Rs. 4,000.00 were sanctioned in terms of the same order to start with the work. The balance of the grant i. e. Rs. 18,850.00 was released in terms of G. O. No. 198-Edn (SE) dt. 13. 3. 74. In continuation of the previous Govt. Order, another amount of Rs. 31,253.00 was sanctioned to continue the project (vide Govt. order No. 571-Edn (SE) dt. 4. 8. 76.

This project, as approved by the Govt., has provision of six cataloguers and one Attendant. Three Cataloguers and one Attendant are now working in the Uttarpara Jaikrishna Public Library since 1974. At the initial stage they were appointed at the consolidated pay of Rs. 175.00 and Rs. 75.00 respectively. During the financial year 1976-77 they were given the pay scales of Rs. 300-600 and Rs. 130-180 respectively. But during the financial year 1977-78 again they were paid salary in the consolidated pay of Rs. 175.00 and Rs. 75.00 respectively.

The fate of these staff are hanging on a thread, there being no security of their service. Moreover they are working in reduced and consolidated salary. We would, therefore, reqeust the State Govt. to place them in the pay scales applicable to the Govt. Employees of similar cadres. *

(N) Case of the staff Milan Sangha Pathagar, Nathuahat, Jalpaiguri.

Milan Sangha Pathagnr, Nathuahat, Jalpaiguri, was sealed by the Police during the period of emergency. You were kind enough to give order to re-open the library with two former staff. They have joined to their posts.

But the two employees had not been paid their salaries and allowances for the period for which it was kept under seal. They were not responsible for the closure. Nor they they were arrested or prosecuted or punished for any undesirable activities.

As a result, non-payment of salary to them for the period in question now appears to be a punishment for no fault of theirs. No employee was also employed in their place as the library was completely closed.

It is, therefore, urged that the arrear salary and allowances, as mentioned above, should be paid to the effected two employees immediately.

(O) Case of the Librarian of Midnapur District Library.

The services of the Librarian of the Midnapur District Library was terminated during the period of emergency. You were kind enough to give order for his reinstatement. Accordingly, he has jojned to his post. But unfortunately he has not been paid his arrear salaries for the period he was not in service. We would, therefore, request to give order for immediate paymenet of his arrear salaries.

Yours faithfuily,
P. Roy Chaudhury
Secretary
Bengal Library Association
Biswanath Koley
Secretary
West Bengal Sponsored Library Employees Association.

Bengal Library Association

P 134 CIT Scheme 52, Calcutta-700014.

To
The Secretary and Commissioner
Education Department
Government of West Bengal
Writer's Buildings
Calcutta-700 001.

Sub : Staff pattern for college libraries as suggested by the Government of West Bengal under its order No. 750-Edn (CS) CS. 4E-42/773 dt. 17. 4. 78.

Dear Sir,

We are surprised and aggrieved to go through the abovementioned Government order, which contains staff pattern for library staff working in non-government colleges (sponsored and non-sponsord) along with the staff pattern for other categeries of non-teaching staff in colleges. In this connection, we want to place the following observations for your kind consideration :

a) The library service is a professional service. It is, therefore, expected that in deciding the norms of library service, including the personal required to render that service and maintain it at a desirable level, the prefessional bodies of libraries will be consulted. Though it is a declared policy of the State Government that on vital policy matters, the mass organisations will be consulted, at no stage the Bengal Library Association, the biggest and the eldest body of prefessional librariansin the State was consulted.

b) There are many important findings and recommendations about the staff pattern in college libraries. At the national level we have the recommendations of the University Grants Commission and other expert bodies and persons. It appears that either the State Government is totally ignorant about these recommendations or they have not given due consideration to these recommendations.

c) It appears that the State Government has considered that the book-strength is the only criteria in determining the strength and type of staff pattern in college libraries. Unfortunately that is an out-dated concept and nowhere in the world this practic is followed. The staff-pattern of a library depends not only on the strength of collection of a library, but also on other important factors,

such as, number and nature of clientle, nature and types of services rendered, number of working days in a year and number of hours in a day for which the library is kept open, number and types of annual acquisition of documents, categorisation of professional and non-professional jobs, etc We apprehend all these factors were not taken into consideration in recommending the staff pattern for a college library

d) We are astonished to find that the State Government has recommended that the college library having a book strength of upto 5000 can be managed by an Assistant Librarian and there is no for any Librarian in this case. It is a strange recommendation and unheard of in the history of library service. The above mode of thinking would suggest as acorollary that a school or a college with fewer students on the tole can be managed without any head master or a principal This way of thinking is absolutely faulty and ludicrous. No library, small or big, can be properly managed and planned without a fulltime professional Librarian It appears that the State Government is still carrying on the legacy of the 1961 pay commission which very unwisely stated that there are certain libraries which do not require the services of professionally trained librarian, though it was later on rejected by the Pay Commission appointed in 1967.

e) It appears that the State Government has no proper idea about the minimum number of professional and non-professional staff that the smallest college library should have. In our opinion, the smallest college library should have the following minimum staff strength for a reasonably efficient management :

1)	Libraian	1	…… Professional level 1
2)	Assistant Librarian	1	…… ,, ,, 2
3)	Library Assistant	1	… ,, ,, 3
4)	Library Attendant	1	…… Skilled staff engaged in circulation and reading room jobs
5)	Class IV Staff	1	

Each and every college should have those minimum staff if we want to introduce library service in a true sense at the college level Over and above, this minimum requirements additional staff will have to be provided considering the nature of clientle, rate of annual acquisitions, number of hours a day library is kept open, whether the library has a book-bank under the U. G. C. scheme or, not, whether there is a separate library for class XII standard or not, the subjects taught and the level of teaching at the college level etc : This extra load can be easily calculated in terms of staff strength through application of the existing norms of evaluations. This alone can ensure an efficient rendering of library services to the clientle at the colleges. Adoption of any outmoded or arbitrary manner of staff allotement can but lead to denial or restriction of services to the clientle in some form or other.

Considering our above mentioned view-points, we would request the State Government to withdraw the said order regarding staff pattern for college libraries and formulate a scientific and need-based pattern of staff allotement for the college libraries. In this respect, we are ready to extend our co-operation.

Thanking you,

Yours faithfully.
Sd/ **P. Roychaudhury**
Secretary.

॥ সম্পাদক সমীপেষু ॥

১৪. ৬. ৭৮

সবিনয় নিবেদন,

আমি গ্রন্থাগার কর্মী না হলেও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। এবং গত কয়েক বছর আমার কাছে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, বিভিন্ন লেখক ও পত্রিকার রচনাপঞ্জী। গ্রন্থাগার-কর্মী, যাঁরা এই রচনাপঞ্জী সংকলন করছেন তাঁদের সাধুবাদ জানাই। রচনাপঞ্জী সংকলনের কাজ যে কতটা শ্রমসাধ্য ও সময়সাধ্য তা আমার কিছুটা জানা আছে। কিন্তু এই কাজের ফল ভোগ করি আমরা সকলেই, এবং বিশেষতঃ গবেষকদের কাছে এই রচনাপঞ্জীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং একান্ত সহায়। রচনাপঞ্জী-সংকলকদের কাছে তো বটেই, এবং আপনি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় তা নিয়মিত প্রকাশ করছেন বলে আপনার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

প্রসঙ্গত, আমার সবিনয় নিবেদন, বর্তমানে 'নারায়ণ পত্রিকা: পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী' 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু পত্রিকায় সম্ভবত স্থানাভাবের জন্য রচনাপঞ্জীটি অত্যন্ত খণ্ডিত আকারে অল্পপরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে। রচনাপঞ্জীর জন্য আর একটু বেশী স্থান দেওয়া কি সম্ভব নয়? ১০/১২ পৃষ্ঠা পেলে ভালো হয়। অন্ততঃ এক বছরের রচনাপঞ্জী 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার একটি সংখ্যায় মুদ্রিত হওয়া উচিত। আপনি এ সম্বন্ধে অবহিত হলে একান্ত বাধিত হবো।

নমস্কারান্তে

ভবদীয়

অলোক রায়

Alok Ray, M.A., D. Phil.,
Head of the Department of Bengali.
Scottish Church College, Calcutta.

নির্ঘণ্ট ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য আরও অনুরোধ এসেছে। এ সম্পর্কে আমরা অবহিত। আগামী সংখ্যা থেকে চেষ্টা করা যাবে। — সম্পাদক

Annual Price Rs. 15.00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 28 : No. 3

June-July 1978

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Modern [illegible]
131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012

Editor : Pradip Chaudhuri

Associate Editor : Achintya Mullick

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৪ শ্রাবণ, ১৩৮৫

সূচী

বার্ষিক চাঁদা ১৫.০০ সম্পাদক : প্রদীপ চৌধুরী প্রতি সংখ্যা ১.৫০

জনস্বার্থমুখী নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ আইন ভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য
গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ (বুধবার)

বিধান সভা অভিযান

জমায়েত : কলেজ স্কোয়ার

সময় : বিকেল ৩টা

আহ্বায়ক :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

* গ্রন্থাগার-এর আষাঢ় ১৩৮৫ সংখ্যায় ৩৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিধান সভা অভিযানের বিজ্ঞপ্তিতে ভুল বশতঃ বুধবারের স্থলে বৃহস্পতিবার ছাপা হয়েছিল। এজন্য আমরা দুঃখিত—সম্পাদক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
বন্যা ত্রাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন

ভয়াবহ বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন বিপর্যস্ত। বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান আমাদের পবিত্র কর্তব্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বন্যা ত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করার কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে ৬ই সেপ্টেম্বর গণডেপুটেশনের দিন স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীরা পাঁচশত এক টাকা গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে জমা দিয়েছেন। গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের কাছে আমাদের অনুরোধ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বন্যা ত্রাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন। সংগৃহীত অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর বন্যা ত্রাণ তহবিলে জমা দেওয়া হবে।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : প্রবীর চৌধুরী | সহযোগী সম্পাদক : অচিন্ত্য মল্লিক

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৪ | শ্রাবণ, ১৩৮৫

ব্যক্তিগত সঞ্চয়নের গ্রন্থাগার সংরক্ষণ প্রসঙ্গে

শ্রীঅনিলচন্দ্র পাল

সমাজে মানুষের মতন বাঁচতে গেলে কতকগুলো জিনিসের প্রয়োজন হয় রোজ। বই বোধ হয় তারই মধ্যে একটি। মানুষ বই কেনে অজানাকে জানার আগ্রহে, মনের আনন্দের খোরাক হিসেবে। নিজের পেশার উন্নতির জন্যে। নতুন নতুন বিষয়কে জানার জন্যে। আর যে কোন বিষয়ের উপর গবেষণামূলক ও তথ্যমূলক বস্তুকে গ্রহণ করার জন্যে। একজন উকিল বা ব্যারিষ্টার আইনের বই ছাড়াও অন্য বই পড়তে পারেন। অনেক উকিল দর্শনশাস্ত্রের উপর প্রচুর চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একজন নামকরা আইনজীবী ছিলেন। প্রচুর আইনের বই পড়তেন। তবুও অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাঁর এক গভীর টান ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রচুর অঙ্কের বই পাওয়া গেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও দেশসেবার ফাঁকে ফাঁকে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় পেশায় একজন ডাক্তার। আসল কথা ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ যেসব বই, পত্র-পত্রিকা কেনেন তা তাঁদের পেশার বাইরের বিষয়েরও হতে পারে।

প্রত্যেক পাঠকের ব্যক্তিগত সঞ্চয় আর পারিবারিক সূত্রে পাওয়া বই, পত্র-পত্রিকায় গড়ে ওঠে এক একটা গ্রন্থাগার। তা তবেলা পাঠকের অজান্তেই বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বই, পত্র-পত্রিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে বিজ্ঞান-সম্মত কোন প্রাথমিক জ্ঞান না থাকায় অনেক সময় অমূল্য সম্পদের অবক্ষয় ঘটে। যে-সব কারণে বইপত্র নষ্ট হয়ে যায় সেগুলির নাম হল :

১. জলবায়ু,
২. 'দূষক জাতীয়' বায়ু,
৩. ধুলাবালি,

এবং ৪. কীটপতঙ্গ, উই, চামড়ার পোকা, আরশুলা, ছাতাপুলি (Silver fish) ইঁদুর—এইসব।

তা ছাড়া আছে :

৫. সব সময় বন্ধ করা আলমারি / লোহার আলমারি/ সিজনের কাঠের আলমারি।

যাঁরা এইসব ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের গ্রন্থাগারগুলোর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন, তাঁদের এই ক'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

১. সচ্ছল পরিবারের লোক : যাঁরা বড় শহরে বাস করেন।

২. মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক : যাঁরা বড় শহরে উপকণ্ঠে বা আধা শহরে বাস করেন।

৩. নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত লোক : যাঁরা ভাড়া বাড়ীতে অল্প জায়গায় বাস করেন বা গ্রামে বাস করেন।

৪. যাঁরা বস্তিতে, পুরানো মাটির গাঁথনির পাকা বাড়ীতে বাস করেন।

• যাঁরা কলকাতায় অনেকদিন ধরে বাস করছেন, বিশেষ পেশাগত বিভাগে উন্নতি করেছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ অনেক ক্ষেত্রে বেশীই হয়ে থাকে। সে-ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের সংগ্রহশালাটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করে রাখবেন—এটাই আশা রাখি। উত্তরপুরুষেরা ইচ্ছা করলে পারিবারিক গ্রন্থাগারটি আধুনিক গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করে উপযুক্ত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারেন। মনে রাখবেন বই ব্যবহার না করলে তার পরমায়ু বাড়ে না বরং কমে যায়। তা সম্ভব না হলে সংগ্রহকারকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঐ সব বই, পত্র-পত্রিকা সবই জাতীয় গ্রন্থাগারে বা অন্য কোন গ্রন্থাগারে দান করা উচিত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বংশধরগণ

তাঁর সংগৃহীত আশি হাজারেরও বেশী বই জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করে সবার শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। আবেগের বশে তা করতে না পারলে পাঠকক্ষে একটি থাইমস্ট প্রকোষ্ঠ (Thimost Chamber) বসাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

● এবার যাঁরা বড় শহরের উপকণ্ঠে অথবা আধা শহরে বাস করেন সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁদের জানাই :

১. তাঁরা গ্রীষ্মকালে বইয়ের আলমারি খুলে রাখবেন, আর্থিক চাপ না পড়লে আলমারির কাছাকাছি বিদ্যুতচালিত দু' একটা পাখা খুলে রাখতে পারলে ভালো হয়।

২. প্রত্যহ ধূলাবালি ঝাড়ার জন্য সাদা কাপড়ের টুকরো অথবা পরিষ্কার ছেঁড়া তোয়ালে ব্যবহার করতে পারেন। বই আর বইয়ের তাক থেকে ধূলাবালি তাড়াতে না পারলে পোকামাকড় বইয়ের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবেই।

৩. অতিরিক্ত গরমে চামড়ার মলাটের বইয়ে কাট ধরে, তাই দরকার মতো ভেসলিন ব্যবহার করা উচিত।

৪. বর্ষাকালে বইয়ে মলাটে 'ছত্রাক জাতীয়' জীবাণু বা গাছের জন্ম হয়। তার জন্যে পেট্রোল/তার্পিন/অভাবে কেরোসিনের ছোঁয়া লাগিয়ে চামড়া বা রেক্সিন ভালোভাবে মুঁছে দেওয়া উচিত।

৫. ভাদ্রমাসে মাঝে মাঝে বইপত্র ১০/১৫ মিনিটের জন্যে রোদে দেওয়া উচিত।

৬ আরশুলা দূর করার জন্যে সোহাগা (Borax) ব্যবহার করা উচিত।

৭. উই মারতে ডি. ডি. টি আর গ্যামাক্সিনের ব্যবহার চলছে সর্বত্র। তবে স্বাস্থ্যের কারণে ডি. ডি টি বা গ্যামাক্সিন বইয়ের আলমারিতে দেওয়া উচিত নয়। গবেষণায় জানা গেছে ডি.ড টির প্রতিক্রিয়া (Re-action) দশ বছর পর্যন্ত থাকে।

৮ আলমারিতে যাতে মরচে (Rust) পড়তে না পারে সেজন্যে তিসির তেল (Linseed oil) ব্যবহার করা যেতে পারে।

৯. ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইয়ে মোটা কাগজের মলাট (Dust Cover) দেওয়ার বাধা নাই।

●১. যাঁরা গ্রামে মাটির বাড়ীতে বাস করেন কিংবা শহর অঞ্চলের বস্তি এলাকায় বাস করতে বাধ্য হন, তাঁদের উপরের কয়েকটি সহজসাধ্য ব্যবস্থা ছাড়াও বইকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে নিসিন্দা, নিম ও তামাকপাতা ব্যবহার করতে অনুরোধ করছি। এখন তামাকপাতার খুব দাম বেড়েছে। কিন্তু নিসিন্দা আর নিমপাতা পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না। বইয়ের তাকে সেগুলো ফেলে রেখে দিন। তাতেই অনেক কাজ হবে। মশা তাড়াবার জন্যে নিসিন্দা পাতার ধোঁয়া দিলে, পাঠকক্ষ থেকে মশাও তাড়ানো আর উচ্চিংড়ে আদি পোকা-মাকড়কেও দূর করা যায়।

২. মাটির বাড়ীতে উইয়ের অত্যাচার দমন করা একটা সহজ ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানীদের মতে এক হাজারেরও বেশী উইয়ের প্রজাতি আছে। তবে আমরা সাধারণতঃ দুটো জাতের উইয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। যারা সরু লাইন করে দেওয়ালে বাসা বাঁধে আর কাঠের সেলুলোজ খেতে ভালোবাসে। আর যারা ঘরের একপাশে বড় বড় মাটির ঢিপি অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী করে ফেলে। শেষের দলকে আমরা পশ্চিমবঙ্গের একটু শুকনো এলাকায় দেখে থাকি। রাতারাতি তারা একটা ঘরের মধ্যে মাটির পাহাড় তৈরী করে দিতে পারে। এই ধরনের উইয়ের কামড়াবার ক্ষমতা খুব বেশী। তাদের কামড়ে হাত জ্বালা জ্বালা করে এবং যেখানে কামড়ায় সেই জায়গায় লাল লাল দাগ পড়ে। তাই সাবধানে মাটির ঢিপি সরিয়ে গর্তের মধ্যে বেশ কিছু পরিমান বালি ঢেলে দিতে হয়। আর লক্ষ্য রাখতে হয় অন্যকোন জায়গায় উইয়ের নতুন ঢিপি উঠছে কিনা।

দেওয়ালের বাসা ভেঙে দেওয়ালে ওষুধ ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বাজারে এখন অনেক ধরনের উইমারা ওষুধ বেরিয়েছে। যদি তার কোনটারই মান নাই।

৩. ইঁদুর মারার নানারকম কল ও কৌশল বেরিয়েছে। গ্রামের মানুষও ইঁদুর মারার নানারকম ফাঁদ পাতেন। তবু জানা দরকার যে কলিচুনে ইঁদুরে চামড়ার ক্ষতি হয় বেশ। জলে কলিচুন ঢেলে দিলে ইঁদুর বাড়ী ছেড়ে চলে যায় বেশ কিছুদিনের জন্যে।

উপরের অংশে যা বলেছি সেগুলিকে যদি কেউ কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন তবে আমরা এক জাতীয় সম্পদের একটি বড় অংশ রক্ষা করতে পারি।

জনগণতান্ত্রিক চীনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : একটি রিপোর্ট

ডি. টি রিচনেল । হাওয়ার্ড নেলসন

[১৯৭৬ সালের জুন মাসে একদল ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক চীন ভ্রমণে যান - উদ্দেশ্য চীনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এই দলটির নেতৃত্ব দেন ব্রিটিশ গ্রন্থাগারের আকর গ্রন্থ বিভাগের ডাইরেক্টর ডি টি. রিচনেল এবং সহকারী ছিলেন চীনা পাণ্ডুলিপির তত্ত্বাবধায়ক হাওয়ার্ড নেলসন। তাঁদের ভ্রমণের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জার্নাল অব লাইব্রেরীয়ানশিপের (ব্রিটিশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন) জানুয়ারী ১৯৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে—এই প্রবন্ধ তারই মূল অংশের অনুবাদ। জীবন, রাজনীতি ও গ্রন্থাগারিকতা সম্পর্কে আমাদের অস্বচ্ছ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ বিদেশের গ্রন্থাগারিকতার প্রবণতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তির সামগ্রিক দর্শনের গড়ে তোলার কাজে সহায়ক। গ্রন্থাগারিকরাও সামাজিক জীব সেই হিসেবে জীবন ও জগতের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে রাজনীতির সঙ্গেও যোগাযোগ থাকবে এটাই স্বাভাবিক—অবশ্য এর অর্থ এই নয় একটি বিশেষ দর্শনকে সমর্থন করার অর্থই হ'ল গ্রন্থাগারিককে সেই দর্শনের বই তাঁর গ্রন্থাগারে সমাবেশ করতে হবে—কারণ চীনের গ্রন্থাগারিকরা মার্কসবাদী দর্শনের সাথে সাথে অন্যান্য দর্শনের প্রকাশিত গ্রন্থও সংগ্রহ করে। শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিতে ইতিহাস সভ্যতা ও বিশ্ব রাজনীতিকে জানার কাজে চীনা গ্রন্থাগারিকরা জনগণকে হাতিয়ার তুলে দিচ্ছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন সমাজবাদী সমাজ একটি অনেক দীর্ঘ ঐতিহাসিক যুগকে ধারণ করে। এই সমগ্র ঐতিহাসিক যুগব্যাপী থাকবে শ্রেণী, শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রাম। আর বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তের চিন্তা ও কর্মের বর্শামুখ থাকবে বিকৃত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। যাইহোক এ রিপোর্টের লেখকের মত আমরাও দেখব "সংগ্রাম-সমালোচনা-সংস্কার" এর কারখানায় চীনের নূতন মানুষ গড়ে উঠছে।

—সত্যব্রত ঘোষাল]

জনগণতান্ত্রিক চীনের বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের সংগঠন ব্যবস্থা নিম্নলিখিত রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৬ সালে একদল ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক চীনের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে এই রিপোর্ট দেন। ১৯৭৩ সালের পর থেকে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা, রাজনৈতিক কাজকর্ম ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা, প্রকাশনার দায়িত্ব, বিভিন্ন আকর গ্রন্থ প্রকাশের কাজে প্রচেষ্টা ও গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তিকুশলী করার কাজে সরকারের ভূমিকা এ রিপোর্টে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিকদের দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার সমূহ পরিদর্শন করে সংগঠন, প্রশাসন ও কার্যপ্রণালীর বিশ্লেষণ আপাততঃ আর হয় না—অবশ্য বৃত্তিগত ভাবে এর পর্যালোচনা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। ১৯৭৬ সালের জুন মাসের চীন ভ্রমণের ফল হ'ল এ রিপোর্ট, নিঃসন্দেহে বর্তমান সময়ে গ্রন্থাগার জগতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রবন্ধের লেখকদ্বয় পরিদর্শক দলের দলনায়ক ও সম্পাদক। সনহুয়া নিউজ এজেন্সীর ১১ জুনের, ১৯৭৬ সংবাদ বুলেটিনে বলা হয়েছিল ;

> পিকিং ; ৯ জুন, ১৯৭৬। আজ সন্ধ্যায় রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহশালার ডাইরেক্টর, ওয়াং ইয়ে চিউ ব্রিটিশ পরিদর্শক দলের সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনায় মিলিত হন। ব্রিটিশ গ্রন্থাগারের আকর গ্রন্থ বিভাগের ডাইরেক্টর ডি. টি. রিচনেল এই দলের নেতৃত্ব দেন। এ ছাড়াও দলে আছেন ই. বি. সিম্যাজেল [গ্রন্থাগারিক, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়], এইচ. জি. এইচ নেলসন, ডি আবারক্রেল [লীডস বিশ্ববিদ্যালয়], এ ডি এস রবার্টস [বডলিয়ান গ্রন্থাগার], ডক্টর এইচ. লিন [এডিনবার্গ

বিশ্ববিদ্যালয়] এবং জে. লাস্ট [স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজ, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়]। চীনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ই. ইয়ুত সস্ত্রীক, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমী অফ্ সাইন্সেস গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই পরিদর্শক দলটি ৭ জুন ১৯৭৬ চীনে পৌঁছেচে এবং দক্ষিণ চীনের গ্রন্থাগার সমূহ পরিদর্শন করবে।

এই সংবাদ সরকারী সফরের কথা পরিবেশন করছে, যার উদ্যোক্তা ছিল ব্রিটেনের চীন-ব্রিটিশ সংস্থা। এই পরিদর্শক দলে নেতা ও সম্পাদক ব্যতীত কেউই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নয়। মিঃ সিন্নাজেল একজন জাপান বিশেষজ্ঞ এবং অপরব্যক্তিগণ চীন সম্পর্কিত সংগ্রহ শালার ভারপ্রাপ্ত—যাঁদের চীনের গ্রন্থাগারের উপাদান ও তাদা সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান আছে। এই দলটি পিকিং, তিয়েনসিন, শাওতি, সিয়ান [সেনসি], সাংহাই, হ্যাংচাউ [কুয়াং টুং], চাংসা [হুনান], এবং ক্যান্টন [কুয়াং টুং] শহরের প্রত্নতত্ত্বশালা, যাদুঘর, ও গ্রন্থাগার সমূহ পরিদর্শন করে।

প্রসঙ্গতঃ আলোচনার সাহায্যার্থে দুটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ চীনের ইতিহাস ও তার গতি প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের পাশ্চাত্যদেশীয় চোখে এর বিশ্লেষণ সম্যক নয় কারণ চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিতি এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য। আমরা মূল্যায়নের কাছে চীনা সহকর্মীদের বিশ্লেষণ ও আমাদের চিন্তাধারার ওপর প্রাধান্য দিয়েছি। সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে দেশের অন্যান্য সংগঠনের মত গ্রন্থাগারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীনের গ্রন্থাগারের সঙ্গে পশ্চিমী গ্রন্থাগারের তুলনা করা যুক্তিযুক্ত নয় কারণ উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বেশী। সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতি প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগারের কার্যপ্রনালী ঠিক করা হয়—কারণ এটাই তাঁদের চিন্তাধারার পরিণতি।

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আমাদের সমস্ত আলোচনাই হয়েছে দোভাষীর মাধ্যমে তবুও আমরা চেষ্টা করেছি সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে।

১৯৭৫ সালে যখন একদল ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিকের চীন ভ্রমণের প্রশ্ন ওঠে তখন চীনের তরফ থেকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা হয় এবং তারই ফলশ্রুতি হ'ল এই রিপোর্ট। মহান সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ছাপ সমাজের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পূর্ণ গঠনের কাজ ১৯৭০ সাল থেকে শুরু হয়েছে। গত তিন বছরে এ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়েছে এবং চীনের গ্রন্থাগারিকরা বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ আলোচনা করে অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

।। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ।।

আমরা চীনে পৌঁছে প্রথমে জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর শাও চেং কুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। প্রথম সপ্তাহে আমরা চীনের গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে তিনটি আলোচনায় মিলিত হয়েছিলাম। প্রথম আলোচনায় চীনের পক্ষে নেতৃত্ব দেন গ্রন্থাগার বিভাগের বিপ্লবী কমিটির সভাপতি লিউ চি পিং। তিনি তাঁর বক্তব্যে চীনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্রটি তুলে ধরেন।

এখানে একটি প্রসঙ্গ অবশ্যই উল্লেখ্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর চীনের প্রত্যেক সংগঠনই বিপ্লবী কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই কমিটি শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও পার্টির সদস্যদের থেকে গঠিত হয় এবং সংগঠনের প্রশাসনিক কাজে সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল। আঞ্চলিক পার্টি শাখার নির্দেশ প্রত্যেক দিনের কার্যক্রমের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। দুইটি নীতির ভিত্তিতে এই সব কমিটি গঠিত হয়। প্রথমতঃ "একের মধ্যে তিন নীতি" যার অর্থ হ'ল সদস্য সংখ্যার মধ্যে বৃদ্ধ, মধ্যবয়স্ক ও যুবকদের সংখ্যার ভারসাম্য ঠিক রাখা। দ্বিতীয়তঃ পুরুষ ও নারী সদস্য সংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য রাখা।

ডাইরেক্টর লিউ. চি পি. তাঁর বক্তব্যের মধ্যে চীনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায় অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক যুগ যখন গ্রন্থ সংগ্রহের দিকে

লক্ষ্য রাখা হ'ত, অর্থাৎ রাজারা শাসক সম্প্রদায়ের জন্য নিজেদের স্বার্থে পুঁথি ও গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। দ্বিতীয় পর্যায় আধা সামন্ততান্ত্রিক আধা উপনিবেশিক পর্যায়ের গ্রন্থাগার। চিং যুগের পর (১৮৪০ সাল) থেকে এ পর্যায় শুরু হয়েছে চীনের স্বাধীনতা পর্যন্ত (১৯৪৯ সাল)। লিউ বলেছিলেন এই পর্যায়ে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়। বিশেষতঃ ১৯২৪-২৭ এই সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ধারণা এই ভূমিকার শুরু ১৯০৩ সাল থেকেই। কারণ এই সময় থেকেই মানুষের বইয়ের চাহিদা মেটানোর জন্যে বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে গ্রন্থাগার গড়ে উঠতে থাকে। এই ধরনের প্রাদেশিক গ্রন্থাগার সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশে প্রথম থেকেই সাহায্য করেছে। তৃতীয় পর্যায় সমাজতান্ত্রিক দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। বিপ্লবের পরেও সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব থাকায় ফলেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যেও সংশোধনবাদী চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়।

॥ সংশোধনবাদ, সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও গ্রন্থাগার ॥

জুনের ১৯৭৬এ চীনের গ্রন্থাগার অথবা যে কোন বিষয়েই আলোচনা করা হোক না সংশোধনবাদের প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক এবং আলোকপাত করাও বাঞ্ছনীয় যদিও আমরা গ্রন্থাগারে এর ভূমিকা সম্পর্কে অজ্ঞ।

ইসাবেল হিলটন পিকিং ও সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃটিশ বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন ছাত্র। তিনি সানডে টাইমস ; উইকলি রিভিউতে লিখেছেন "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ হওয়ার পরেই ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির সুযোগ পেত এবং শিক্ষাগত মানের ওপর জোর দেওয়া হত। চীনে শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার সুযোগের তারতম্য ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করত। কনফুসিয়াসের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার ধারক হিসেবে "সহজাত প্রবৃত্তির" কথাও চিন্তা করত।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব কনফুসিয়াসের চিন্তাধারার ওপর আক্রমণ করেছিল এবং সমাজে শ্রমিক কৃষকের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সংশোধনবাদ বহুমানুষের ওপর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক মানোন্নয়ন ঘটায়— যা কনফুসিয়াস ও লিন পিয়াও এর চিন্তাধারার অনুকূলে। ১৯৭২ সাল থেকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে দেশের প্রত্যেক স্তরে ছড়িয়ে দেবার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তার সূত্রপাত উপভোক্তাদের আন্দোলন থেকেই।

তিয়েনসিনের ইংরাজী সাহিত্যের অবসর প্রাপ্ত একজন অধ্যাপক গ্রামের পথে একটা পোস্টারের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন "যান্ত্রিকীকরণের আগে যৌথ ব্যবস্থার, যৌথ ব্যবস্থার আগে যান্ত্রিকীকরন নয়"। তিনি বলেছিলেন সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে এটাই ছিল মূল সংগ্রাম। অবশ্য এর অর্থ এই নয় চীনারা আধুনিকীকরণের বিরোধী—বরং তারা মনে করে শ্রমিক কৃষকের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে তার প্রয়োগ হওয়া উচিত। বিদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতির থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত কিন্তু নির্ভরশীলতা কোন অংশেই কাম্য নয়।

ডাইরেক্টর লিউ এর মতে ;

"সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী। বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই সংগ্রামের নীতির ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত। বর্তমান অবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে যদিও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগের ও পরের অবস্থার মধ্যে তারতম্য আছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সংশোধনবাদী প্রবণতা ছিল, যার ফলে গ্রন্থাগারের উন্নতি হয়েছিল বিপর্যস্ত। আমরা সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সমালোচনা ও সংগ্রামের পথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি।"

অর্থাৎ লিউ এর বক্তব্য অনুযায়ী সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সকল রকমের গ্রন্থাগারেই সংশোধনবাদী নেতৃত্বের ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল এবং এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৩

সালে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব ও পথের পরিবর্তন হয়েছিল।

তিনি আরও বলেছিলেন "অতীতের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় কিছু গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক বোঝা (Burden) ছিল।" এর অর্থ হ'ল প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলি ভূমি মতবাদ সম্বলিত গ্রন্থের আগার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য বর্তমানে এই পুঁথিপত্রগুলি সংরক্ষণের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে—কারণ, "অতীতের থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর" এই পদ্ধতি অনুযায়ী অতীতের ইতিহাস অধ্যয়ন ও সমালোচনা প্রয়োজন। আমাদের আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা উপনিবেশিক পর্যায়ের কিছু গ্রন্থাগারে বোঝা (Burden) আছে। পিকিং এর জাতীয় গ্রন্থাগার এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিপ্লবের পরে প্রথম পর্যায়ে যদিও কিছু সংস্কার হয়েছিল কিন্তু মূলতঃ সেগুলি সংশোধনবাদীদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত ছিল। সেইজন্যই সামগ্রিক ব্যবস্থার পুর্ণগঠন প্রয়োজন ছিল।"

বর্তমানে গ্রন্থাগার উন্নয়নের কাজে চারটি বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখা হয় :

(১) গ্রন্থাগার শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিককে সাহায্য করবে। সর্বহারার রাজনীতির প্রবক্তা হিসাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার কাজে সাহায্য করবে। অবশ্য গ্রন্থাগার শেষ বিচারে পার্টির কর্মী ও বুদ্ধিজীবিদের যাঁরা শ্রমিক কৃষক ও সৈনিকদের প্রয়োজনে কর্মরত আছেন।

(২) গ্রন্থাগার মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাওয়ের চিন্তাধারার প্রচারের কাজে সাহায্য করবে। গ্রন্থাগারের কর্মীরা এই প্রকারের পুস্তক প্রচারের জন্য পাঠ করবে এবং বিভিন্ন ভাববাদী চিন্তাধারার পুস্তক সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করবে—যা তাদের বিপরীত দর্শনের পরিচিতির কাজে ও সমালোচনায় সাহায্য করবে।

(৩) গ্রন্থাগার বিপ্লবের তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি সজাগ থাকবে—শ্রেণী সংগ্রাম, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং উৎপাদন। পুরানো বই সংগ্রহ করতে হবে নতুন মতাদর্শকে নতুন বইয়ের মধ্যে দিয়ে প্রচারের জন্যে। বিদেশী যে সমস্ত বই দেশ গঠনের প্রয়োজনে লাগবে সংগ্রহ করতে হবে।

(৪) সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থাগার কর্মী তৈরী করতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মী শ্রমিক, কৃষক ও পার্টির মধ্যে থেকে গড়তে হবে যারা শুধুমাত্র উৎপাদন কার্যেই অংশ গ্রহণ করবে না, পরিচালন ব্যবস্থার কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। লিউ পরিশেষে জানালেন,

> আমরা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আধুনিকীকরণের সাহায্য গ্রহণ করব যা কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে। আধুনিকীকরণের দিকে চীনের গ্রন্থাগার বিদেশের থেকে পিছিয়ে আছে কিন্তু কিছু নতুন পদ্ধতি আমরাও প্রয়োগ করেছি।

লিউ এর বক্তব্যের উপরোক্ত সার সংক্ষেপ অসম্পূর্ণ। যদিও আমরা আশা করি এ বিবৃতি কোন ভুল তথ্য পরিবেশন করছে না। আমরা আলোচনার ক্ষেত্রে দেখেছি তাঁর মতের অনেক কিছুই আমাদের কাছে নতুন। তাঁর মতে চীনের গ্রন্থাগার কর্মীরা একটি বিশেষ মতের প্রবক্তা ও দক্ষ রাজনৈতিক কর্মী হবেন। কিন্তু ব্রিটেনের ক্ষেত্রে পাঠকদের জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কৌশলগুলি আয়ত্তকরন করতে পারলেই গ্রন্থাগার কর্মী হতে বাধা নেই। লিউ বলেন গ্রন্থাগার কর্মীরা জনগণের কাছে যখন রাজনৈতিক প্রচারে যাবে তখন শুধুমাত্র বক্তব্যই রাখবে না- বরং জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে তাঁদের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে যা রাজনৈতিক চেতনা, পরিসেবা ও উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে সাহায্য করবে।

॥ সংগঠন ॥

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে চীনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থা নীচে দেওয়া হ'ল। চীনে ছয়

ধরনের গ্রন্থাগার দেখা যায় এবং প্রত্যেক ধরনের গ্রন্থাগারই একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে পরিচালিত হয়।

১ **সাধারণ গ্রন্থাগার :** পিকিং জাতীয় গ্রন্থাগার, পৌর, প্রাদেশিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে কমিউনের বিভিন্ন বাহিনীর (Brigade) গ্রন্থাগারকে এর পর্যায়ভুক্ত করা হয়। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে State Administrative Bureau of Museums and Archaeological Data'র ওপর। অবশ্য প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যাপারে সকল সংস্থাই স্বয়ংশাসিত।

২. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার :** বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমূহ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বভার থাকে শিক্ষা মন্ত্রকের ওপর।

৩. **ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প শ্রমিকদের গ্রন্থাগার :** প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কার্যে সাহায্যের জন্য একটি গ্রন্থাগার ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ধরনের গ্রন্থাগার সাধারণ গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের সদস্যরাও ব্যবহার করেন। এই গ্রন্থাগারে কারিগরী বিদ্যার পুস্তক ব্যতীত সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের জন্য সাহিত্য সংস্কৃতির পত্র পত্রিকাও সংগ্রহ করা হয়।

৪. **বিজ্ঞান ও গবেষণা গ্রন্থাগার :** দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গবেষণা কার্যে সাহায্যার্থে বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহ ও অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সেস এর গ্রন্থাগার এই পর্যায়ভুক্ত।

৫. **কেন্দ্রীয় ও অঞ্চল প্রশাসনিক গ্রন্থাগার :** ব্রিটেনের সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের গ্রন্থাগারের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। চীনে কেন্দ্রীয় ব্যতীত প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রশাসনকার্যের সহায়তার জন্য এই ধরনের গ্রন্থাগার আছে।

৬. **সৈনিকদের গ্রন্থাগার :** প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে শুরু করে প্রত্যেক বাহিনীর গ্রন্থাগার আছে।

আমরা উপরোক্ত যে ছয় প্রকারের গ্রন্থাগারের কথা আলোচনা করলাম প্রত্যেকটিই পার্টির অধীনে থাকে, কিন্তু প্রশাসনিক দপ্তর ভিন্ন। অবশ্য প্রত্যেক ধরণের গ্রন্থাগারের মধ্যেই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যদিও আঞ্চলিক প্রচেষ্টা ও পরিচালন কার্যের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। আমরা চীনের মূলতঃ ১ থেকে ৪ এই ধরনের গ্রন্থাগার এবং বিশেষতঃ ১-২ ধরনের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেছিলাম।

চীনের প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাওয়ের চিন্তাধারা অধ্যয়নের জন্য পাঠকক্ষের ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত পাঠকক্ষ মার্কস, লেনিন ও মাওয়ের ওপর বিভিন্ন দেশী বিদেশী লেখা পুস্তকে সমৃদ্ধ। পাঠকক্ষের গ্রন্থাগারিকরা এই রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রত্যহ প্রচারের মাধ্যমে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থাগার কর্মীরা পাঠে সাহায্যের জন্য পত্র-পত্রিকার অংশ বিশেষ (News clipping) সংগ্রহ করে। পাঠকদের প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ দেওয়া এবং গ্রন্থাগারের বাইরে আলোচনাচক্র সংগঠিত করার জন্য গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব থাকে। বিজ্ঞান ও কারিগরী গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে দেশী বিদেশী পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ উচ্চমানের।

গ্রন্থাগারের সদস্য হওয়ার নিয়মে পার্থক্য আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরাই গ্রন্থাগারের সভ্য হতে পারেন, অবশ্য বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে পাঠককে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। সাধারণ গ্রন্থাগার সকলেই ব্যবহার করতে পারেন। জাতীয়, পৌর ও প্রাদেশিক এই সকল বড় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সভ্য সংখ্যা সীমিত রাখা হয়। অবশ্য এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে কিছু সদস্যপদ দেওয়া হয় (Group borrowing) সেই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কর্মীরা প্রয়োজন মত সেই সুযোগ গ্রহণ করেন। চীনে যৌথ পাঠ ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়ার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বই-পত্র

শিল্পশ্রমিকদের এক দলের জন্ম দেওয়া হয়। ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিনিময় ব্যবস্থার প্রচলন আছে।

১৯৭৩ সালের পর থেকে গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুব বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমান চীনে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকের অভাব দেখা দিয়েছে। চীনের মাত্র দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে—পিকিং ও উহান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর দুই বৎসরের পাঠক্রম চালু আছে। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা পাঠ শেষ করে বড় গ্রন্থাগারের কাজে নিয়োজিত হ'ন। চীনের প্রত্যেক শিক্ষার্থীই কলকারখানায় বা কৃষকদের সঙ্গে দু-তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তিগত শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগারিককে সাহায্যের জন্ম অনেক স্বেচ্ছাকর্মী থাকেন। গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই সকল নীতি প্রয়োগের অর্থই শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বজায় না রেখে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। যাঁরা পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র হবেন তাঁদের কমপক্ষে দুই বৎসর কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কৃষি খামারে কর্মরত থাকতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন বৎসরের কমপক্ষে দুইমাস গ্রামে গিয়ে কৃষক, শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক কর্মীকে ছয়মাস কোন বিদ্যালয়ে মার্কসবাদ; লেনিনবাদ ও মাওয়ের চিন্তাধারার শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং প্রচারকার্যে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে উঠবে।

॥ প্রকাশনার কাজ ॥

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় উন্নতি ও গুরুত্ব দেশে প্রকাশনার পরিমাণ ও পরিকল্পনার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় প্রকাশনার কাজ ব্যাহত হয়েছিল এবং এখনও পুনরাবস্থায় পৌঁছোয়নি। বর্তমানে নতুন গ্রন্থাগারেও এর ফলে সংগ্রহের পরিমাণ বেশী নয়, শিল্প কারিগরী ও কৃষি বিদ্যায় বইয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম নয় কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশনার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। লেখার কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগার লেখক, কলা কুশলী সম্মেলন (wokshop) ও সাহিত্যপাঠের আসরের আয়োজন করে। আমরা এই রকম কিছু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম—গ্রন্থাগারিকদের সাহিত্য আলোচনা ও সমালোচনার কাজ প্রশংসার যোগ্য।

চীনের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী Chuan-kuo Wsin Snu Mu ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭২ সাল থেকে আবার জাতীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রকাশনার কাজ বন্ধ আছে। এই অবস্থায় সংস্কৃত দপ্তর প্রকাশিত নূতন বইয়ের তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করে।

আমরা আমাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী চীনের গ্রন্থাগারের অবস্থা জানার জন্যে কিছু গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেছিলাম, আমরা এর সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য লিউ-চি-পিং চীনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চিত্রটুকু সঙ্গে আলোচনার সময় তুলে ধরে ছিলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি আঞ্চলিক অবস্থার সঙ্গে মূল ব্যবস্থার কিছু পার্থক্য আছে-এ সম্পর্কে আমরা বিশেষ ওয়াকিবহাল নয় কারণ আমাদের চীন ভ্রমণের সময় ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

॥ পিকিংয়ের জাতীয় গ্রন্থাগার ॥

পিকিংয়ের জাতীয় গ্রন্থাগার ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অবশ্য বর্তমান গ্রন্থাগার ভবনটি ১৯৩৮ সালে তৈরী হয়। চীনের এটিই সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার পুস্তক সংখ্যা ৯১ লক্ষ [একাধিক খণ্ড বিশিষ্ট রচনাবলীও সংখ্যার এক হিসেবে ধরা হয়] এবং কর্মীর সংখ্যা ৭০০। চীনের স্বাধীনতার (১৯৪৯) পর থেকেই গ্রন্থাগারের পরিসর বৃদ্ধি পেতে থাকে—কারণ ১৯৪৯ সালে এই গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ লক্ষ। চিং ও মিং রাজাদের সংগৃহীত গ্রন্থই এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহের প্রাথমিক ভিত্তি [অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিয়েন লুং এর পৃষ্ঠপোষকতায় লিখিত Ssu-ku-ch'nan-shn পাণ্ডুলিপি এখানে সংরক্ষিত আছে] এ ছাড়াও Tunhauug এর sung পাণ্ডুলিপি ও আইন

সভার [Nei-ko ta ku] সংগ্রহও এখানে সংরক্ষিত আছে। বিদেশী গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়, অবশ্য এই সমস্ত কিছুই স্বাধীনতার পূর্বে সংগৃহীত। প্রাচীন সংগ্রহকে লিউ চি-শিং অতীতের বোঝা [Burden of the Past] বলে মন্তব্য করেছেন।

চীনে সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আলোকে সমস্ত কিছু আলোচনা করা হয় সেই কারনে ১৯৬৬ সালের পর থেকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ ও পুর্নমূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গঠনের কাজে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি চারটি নির্দেশের কথা লিউ আমাদের জানিয়েছিলেন আমরা প্রয়োগ পদ্ধতি লক্ষ্য করেছি।

মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাওয়ের চিন্তাধারা অধ্যয়নের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে এবং জনগণের সঙ্গে এই ধরনের রচনাবলীর দৃঢ় যোগাযোগ করার জন্য অবাধ ব্যবস্থা (open access) ও সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের প্রদর্শনীর [আমরা প্রবেশ কক্ষে সু-সুনের ওপর সাম্প্রতিক প্রকাশিত পুস্তকের প্রদর্শনী দেখেছিলাম] আয়োজন করা গ্রন্থাগারে আলোচনাচাচক্রের ব্যবস্থা করা হয়—ক্যাপিটাল ষ্টেডিয়ামের এমন একটি সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১৮,০০০। এই সব দৃষ্টান্ত থেকেই দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগার প্রচারকার্যে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শ্রমিক, কৃষক সৈনিককে তাত্বিক দিকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

আমরা জাতীয় গ্রন্থাগারে অনেকটি প্রদর্শনী দেখেছিলাম—প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল কনফুসিয়াসের চিন্তাধারার ওপর নীতিবাদীদের সংগ্রাম ও চীনের প্রাচীন বিজ্ঞান ও কারিগরী ব্যবস্থা। সাংহাইয়ের পৌর গ্রন্থাগারও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দশম বার্ষিক উপলক্ষে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল।

আমরা গ্রন্থাগারে সাম্প্রতিক প্রকাশিত বইয়ের লেখকদের নিয়ে আলোচনার কথা লিউ এর মুখে শুনেছিলাম—কার্যতঃ দেখলাম সাংহাই মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ও তিয়েনসিন শিপলস গ্রন্থাগারে। তিয়েনসিনের এই রকম একটি আলোচনাচক্রে লেখক এবং ২০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

সাংহাই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক আমাদের জানালেন এই রকম আলোচনাচক্র গত বৎসরে ৩৮টি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কোন কোন আলোচনাচক্রে ৩০০ জন উপস্থিত ছিলেন। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাওয়ের চিন্তাধারার আলোকে প্রত্যেকটি গ্রন্থের মূল্যায়ন করা হয় এবং পরবর্তীকালে প্রবন্ধের মাধ্যমে [সাম্প্রতিক ৩২০টি প্রবন্ধের সাংহাই মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারে আছে] পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হয়। প্রবন্ধ সকল সংকলন আকারে পাঠককে থাকে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় ৩০টি দল (Unit) জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি নতুন বর্গীকরণ পদ্ধতির জন্য সমবেত হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের আগে চীনের জাতীয় গ্রন্থাগারেই পুস্তক বর্গীকরণের জন্য দশটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল [আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা উপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থায়]। বর্তমানে নতুন বর্গীকরণ পদ্ধতি [৪০,০০০ শিরোনাম যুক্ত] চীনের সমস্ত গ্রন্থাগারেই প্রয়োগের চেষ্টা করা হচ্ছে, যদিও বহু গ্রন্থাগারে পুরানো বইয়ের পুর্নবর্গীকরণ এখনও করা হয়নি।

জাতীয় গ্রন্থাগারের আর একটি কাজ প্রকাশিত পুস্তকের সূচীকরণের অনুলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রয়োজনানুযায়ী পাঠান। পৌর ও প্রাদেশিক গ্রন্থাগার সমূহও নিজ নিজ অঞ্চলে এই নীতি অনুসারে কাজ করে, সূচীকরণের অনুলিপি চীনা ভাষার ছাড়াও রোমাণ হরফে পাওয়া যায়। জনসাধারণের কাছে নতুন বইয়ের খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারে সূচীকৃত অনুলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সাজানো থাকে।

॥ এ্যাকাডেমিকা সিনিকা ॥

এ্যাকাডেমিকা সিনিকা দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের সর্বোচ্চ সংস্থা। চীনের বিভিন্ন স্থানে এ্যাকাডেমিক

সিনিকার বিভিন্ন বিভাগ আছে। বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহ তাদের প্রয়োজনানুযায়ী বিশেষ শাখার পুস্তক সংগ্রহ করে, এবং প্রয়োজনানুযায়ী ফটোকপি অথবা আন্তগ্রন্থাগার ঋণের মাধ্যমে পাঠককে বই ব্যবহারের সুযোগ দেয়। পুস্তক ক্রয়ের কাজে বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে। পুরানো বইয়ের জন্য যৌথ সূচী (Union Catalogue) আছে এবং নতুন বইয়ের ক্ষেত্রে যৌথ তালিকার (Union list) সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর থেকে গবেষণা কেন্দ্রের গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহ আরো বেশী সময়ের জন্য গবেষক ছাত্র শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের জন্য খোলা থাকে এর মূল উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে প্রচার ও সমালোচনার কাজকে অক্ষুন্ন রাখা এবং গবেষক ও ছাত্রদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে সাহায্য করা।

বাহ্যিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মীরা পাঠকদের প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্ধান দেওয়ার কাজে সর্বদাই সাহায্য করে এবং নির্দেশ (Index) ও গ্রন্থতালিকার (Bibliography) সংকলন করে। পরিশেষে উল্লেখ্য এ্যাকাডেমিকা সিনিকার গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৪০, ১০,০০০। এই পরিধির একটি মূল্যবান সংগ্রহ চীনা জনগণের জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রগতির কাছে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা বহন করছে।

গবেষণাকেন্দ্রগুলির বেশীর ভাগ পুস্তকই বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় লেখা কিন্তু চীনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও বিদেশী ভাষায় দক্ষ কর্মীর অভাব আছে—প্রসঙ্গত: এই অভাব পূরণের জন্য তাঁরা চেষ্টা করছেন। পিকিং ও ক্যান্টনের চুংসান মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিদর্শনকালে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম এই ধরণের গ্রন্থাগার মূলতঃ স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্যের কাজে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর থেকে শিক্ষাকাল কমিয়ে দেওয়া দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষা প্রলেতারীয় রাজনীতির সেবায় নিয়োজিত করা ও উৎপাদনশীল শ্রমের সঙ্গে যুক্ত করায় মাওয়ের চিন্তাধারাকে সফল করার কাজে গ্রন্থাগারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন গ্রন্থাগারটি ১৯৭৫ সালের ১লা মে উন্মুক্ত করা হয়েছে। এই সুদৃশ্য ভবনটিতে ২৪০০টি আসন সহ ৩১টি পাঠকক্ষ আছে এবং পুস্তকের সংখ্যা ৩০ লক্ষ এর মধ্যে বিদেশী পত্র পত্রিকার সংখ্যা ৮ লক্ষ। আমরা সাময়িক পত্র বিভাগ ও আকর গ্রন্থ বিভাগের সংগ্রহ দেখেও বিস্মিত হয়েছিলাম।

আমরা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিভাগটি আমাদের তৃতীয় পরিদর্শনে দেখেছিলাম। সংগৃহীত গ্রন্থরাজি প্রকাশনার ইতিহাসের একটি চিত্র ও সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করে। আমরা সাংহাই ও ক্যাংচাউ এর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রদর্শনী দেখেছিলাম সেখানেও সংরক্ষণের বিষয়ে নিপুণতা পরিলক্ষিত হয়েছিল।

যদিও আমাদের প্রতিনিধি দলের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু সকলেই "জনগণের গ্রন্থাগার" প্রকল্পের দ্রুত উন্নতি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন, যা কলকারখানায় ক্ষেত খামারে [সাহিত্য, কারিগরী বিদ্যা ও শিশু সাহিত্য পরিবেশন করে] এবং গ্রামশহরের বসতি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। ১৯৭৩ সালের পর থেকে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়ছে এবং প্রদেশ অনুযায়ী বিভিন্নতা সত্বেও প্রশংসনীয় একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

বিবলিওগ্রাফি:

Bishop, Enid. University libraries in China : Some personal observation. Australian Academic and Research libraries, 5 (supplement), 1974, 25-28.

Brewer, J G. Libraries in China : A comparative view. Libr. Ass. Rec., 70 (5) May 1968, 124-127.

Fang, Josephine R. Chinese l ibraries carry out Chairman Mao's dictum : Serve the people. Wilson Libr. Bull., June 1976, 744-749.

Fang Josephine R. Library developments in the People's Republic of China. Bowker Annual of Library and Book trade information, 21st ed. New York, 1976, 362-387.

Goldberg, Birgitte. Libraries and mass communication in the People's Republic of China. Scandinavian Public Library Quarterly, 8 (2) 1975, 62-71.

Howard, Roger. Libraries in the People's Republic of China. Assistant Librn., 67 (4) 1974, 54-57.

Kno, Thomas C. The state of current librery operation in China. Association of Research libraries center for Chinese Research Materials News letter, 20, 1976, 1-11.

Pellssier, Roger. Les bibliotheques en China, premiere moitie du xxe. siecle. Mouton, Paris aud La Haye, 1971.

Proett, PAB. A history of libraries in the People's Republic of China, including some aspects of college and University library development, 1949-1974. Ed. D. Thesis. George Washington University, 1974.

Wan, weiying. Libraries in the Peoples Republic of China : A first hand report. University of Michigan Librarian, 8 (22) 1976, 1-9.

Wang, SW. Impressions of Chinese libraries and the Chinese book market. Australian Academic and Research Librarias, 5, 1974, 19-24.

Wang, Chi. Library and publishing activities in China : Personal observation from a visit to the People's Republic of China. Foreign Acanisitions News letter, 38, 1973, 1-5.

Wang, Chi. Report of visit to China, June 1-18, 1972. Libr. Cong. Inf. Bull., 31 (39) 1972, A 169-173.

Wu, E. Recent developments of Chinese publishing. China Quarterly, 52, 1973, 134-138.

Yu, P K. Bibliographic control in the Peopl'es Republic of China, 1949-1972 : Paper presented to the XXV Annual Meeting of the Association for Asian studies, Chicago, 1973.

জলপাইগুড়ি জেলায় গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশ

শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী

গ্রন্থাগার যে জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের অন্যতম উপাদান এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এখনকার দিনে তো বটেই প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ছিল ;—তক্ষশীলা ; নালন্দা, বিক্রমশীলা. সোমপুরী বিহার প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থাগারের নাম পাওয়া যায়। সেকালে গ্রন্থাগারিকের স্থানও সমাজের অতি উচ্চে ছিল। "নাগাইর শিলালেখ থেকে জানা যায় যে সেখানে অধ্যাপকদের যেমন রাজদরবারে সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, এবং অধ্যাপকগণ যেমন রাজন্যবর্গের কাছ থেকে ভূমিদান পেতেন, গ্রন্থাগারিকগণও অনুরূপ সম্মানে ভূষিত হতেন। এই লিপি থেকে জানা যায় যে প্রত্যেক গ্রন্থাগারিক অধ্যাপকদের সম পরিমাণ জমি বা ৩০ খণ্ড জমি রাজসরকার থেকে পেয়েছেন। তখনকার দিনে গ্রন্থাগারিকের উপাধি ছিল সরস্বতী ভাণ্ডারিক" মুসলমান আমলেও গ্রন্থাগার ছিল এবং ইংরেজ আমলে যে গ্রন্থাগার আন্দোলন নূতন করে দানা বেঁধে ওঠে সে বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

জলপাইগুড়ি জেলার পত্তন হয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। জেলা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অফিস আদালতের কাজ সুরু হয় এবং এ জেলায় আসতে থাকেন বহু শিক্ষিত লোক। তাঁরা এ জেলায় এসে আবার অনুভব করলেন মেলামেশার স্থান এবং সেই সঙ্গে একটি গ্রন্থাগারের। যেটুকু সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায় যে, জলপাইগুড়ি সহরে প্রথমে একটি ছোট গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় দীনবাজার পোষ্ট অফিসের কাছে ১৮৯০ সালে একটি কাঠের ঘরে। স্বর্গীয় দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম গ্রন্থাগারিক। ১৯১২ সালে এটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০৪ সালে জলপাইগুড়ি সহরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একটি প্রাথমিক স্কুল ও একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। জানাল মিঞার স্ত্রী ছিলেন গ্রন্থাগারিকা। তবে সেটির অস্তিত্ব এখন আর নেই। ১৯০৬ সালে রায়কত পাড়ায় কালীমোহন নিয়োগীর বাড়িতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক কর্মীদের একটি ছোট পাঠাগার স্থাপিত হয়। বছর দুই বাদে এটি লোপ পায়। এই ১৯০৬ সালেই বর্তমান জলসংযোগ দালান যেখানে উঠেছে সেখানে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ক্লাব নামে এই বিরাট গ্রন্থাগার। সঙ্গে ছিল ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র সেন ছিলেন প্রথম গ্রন্থাগারিক। এখানে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়ে বক্তৃতা হতো। ১৯১২ সালে এটি উঠে যায় এবং বইপত্রগুলি নিয়ে শশী কুমার নিয়োগীর বাড়িতে গড়ে ওঠে আর একটি গ্রন্থাগার। অনেক দিন পরে এটি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীর সঙ্গে মিশে যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ১৯০৭ সালে আর্য্যনাট্য সমাজগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিদ্যালয় এবং সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি গ্রন্থাগার। জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ হবার পরে গ্রন্থাগারটি আর্য্যনাট্য সমাজের সঙ্গে মিশে যায়। এটি এখনও আছে। ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলেজ ও এক্স-স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের গ্রন্থাগার ; ১৯১৮ সালে শশী কুমার নিয়োগীর প্রচেষ্টায় এটিকে নিয়ে জলপাইগুড়ি রিডিং রুম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ভারতীয় চা-কর সমিতি এই পাঠাগারটি পরিচালনা করছেন। ১৯১৮ সালে জলপাইগুড়ি ইন্সটিটিউটে এক পাঠাগার স্থাপিত হয়। এখন এটি মে, ওয়াই, এম,-এর সঙ্গে মিশে গেছে। ১৯৩১ সালে জলপাইগুড়ির বর্তমান কংগ্রেস অফিস গৃহে কংগ্রেস

পাঠাগার নামে এক পাঠাগার স্থাপিত হয়। ১৯১২এর আন্দোলনের সময় পুলিশী তৎপরতায় এটি লোপ পেয়ে যায়। এর ভিতরে ১৯৩৯ সালে দিনবাজার কদমতলার কাছে গড়ে ওঠে শ্রীঅরবিন্দ পাঠাগার। এরপর থেকে ধীরে ধীরে অনেক পাঠাগার স্থাপিত হতে থাকে।

১৯৪২ সালে কংগ্রেস পাঠাগার উঠে গেলেও ১৯৪৫ সাল থেকে পাঠাগার আন্দোলন নূতন করে সুরু হয়। ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের "জনমত" পত্রিকায় লেখা হয়—"জলপাইগুড়িতে গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুব কম নয়। কিন্তু কোনটির অবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। ভাল ভাল পুস্তক একটু দামী হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা রাখার ব্যবস্থা না করিলে গ্রন্থাগার রাখারই বা লাভ কি। এখানকার গ্রন্থাগার সমূহের এই দুরবস্থার মূল কারণটাই আমার যতদূর মনে হয় অর্থাভাব।....সবগুলো গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ যদি এসোসিয়েশন করিয়া এ বিষয়ে একত্রিত হইয়া আলোচনা করেন একটিকে খুব বড় করিয়া অন্য গুলোকে শাখা হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলেও হয়ত কতকটা কাজ হইতে পারে।....এখানকার গ্রন্থাগার কয়টির কর্তৃপক্ষগণ এদিকে চিন্তা করেন এবং একটি ভাল গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলুন।"

এই আবেদনে সুফল পাওয়া যায় ১৩৫১ সালের ৬ই কার্তিক তারিখের "জনমত" পত্রিকায় সংবাদে প্রকাশ "সম্প্রতি Babupara Boys Library ও Friends Library নামক কিশোর পরিচালিত লাইব্রেরীদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া 'বাবুপাড়া' নাম গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত লাইব্রেরী প্রাক্তন কার্যাকরী সমিতির সদস্যগণ হইতে বর্তমান লাইব্রেরীর কার্যাকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।" ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আজাদ হিন্দ পাঠাগার। ১৯৫০ সালের ১০ই জুলাই তারিখের "জনমত" পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৪৬ সালে আজাদ হিন্দ পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ছিল ৫৭০ খানা। ১৯৪৯ সালে ছিল ৭৫৯ খানা এবং ১৯৫০ সালে ১৩৪৯ খানা; এই সময়ে পাঠাগারের সদস্য ছিল ১১০ জন। বর্তমানে "আজাদ হিন্দ পাঠাগার" জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই "আজাদ হিন্দ পাঠাগার" এ জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনে নেতৃত্ব করে আসছে। ১৩৫২ সালের পূজা সংখ্যা "জনমতের" সংবাদের প্রকাশ "গ্রন্থাগার আন্দোলনকে উৎসাহিত করার জন্য গত ৩১শে আগষ্ট হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী আজাদ হিন্দ পাঠাগারে যথাযোগ্য পরিবেশের মধ্যে গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়।"

পাঠাগার পরিচালনায় বিভিন্ন দিক দিয়ে নানা সমস্যা দেখা দেয়। ১৩৫৯ তারিখের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখের "জনমত" এ বিষয়ে নিম্নলিখিত আবেদনটি প্রকাশিত হয়।

"জলপাইগুড়ি সহরে কয়েকটি পাঠাগার আছে। অধিকাংশ পাঠাগার হইতে দেখা যায় কেহ কেহ পুস্তক লইয়া আর ফেরত দেন না। Caution money যাহা জমা থাকে তাহা অতি সামান্য। তিন-চার মাসের চাঁদা বাকী রাখিয়া এবং পুস্তক ফেরত না দিলে পাঠাগারের প্রভূত ক্ষতি হয়। এইরূপ সভ্য এক পাঠাগারের পুস্তক ও চাঁদা বাকী রাখিয়া আবার অন্য পাঠাগারে ভর্তি হইতেছেন। যাহাতে কোন পাঠাগার ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তজ্জন্য জলপাইগুড়ি সহরে সমস্ত পাঠাগার মিলিয়া "জলপাইগুড়ি পাঠাগার সমিতি" গঠন করা আবশ্যক। এ জন্য আমরা আগামী ৩০শে নভেম্বর বৈকাল ৫-ঘটিকায় বাবুপাড়া পাঠাগারে আলোচনা সভা স্থির করিয়াছি। আপনারা বিভিন্ন পাঠাগার হইতে অন্ততঃ দুইজন করিয়া উপরোক্ত সভাতে যোগদান করিয়া বিভিন্ন পাঠাগারের যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করিতে সহায়তা করিবেন।"

যথা সময়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হইল। ১৩৫৯ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ তারিখের "জনমতে" প্রকাশ উক্ত সম্মিলনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল—

"বিভিন্ন পাঠাগারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন এবং পাঠাগার সমূহের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যাকলাপ বন্ধ করিবার

জন্ম এবং জলপাইগুড়ির প্রত্যেক পাঠাগারের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কর্মপন্থা লইয়া 'জলপাইগুড়ি পাঠাগার সমিতি' গঠিত হইল। যাহাতে কোন সভ্য এক পাঠাগারের পুস্তকাদি আত্মসাৎ করিয়া এবং ঐ পাঠাগারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া অন্য কোন পাঠাগারে সভ্যরূপে প্রবেশলাভ করিতে না পারেন সে সম্বন্ধে একটি সম্মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণ এবং সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

"এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সর্বসম্মতি-ক্রমে স্থির করা হইল যে আগামী ডিসেম্বর মাস হইতে বিভিন্ন পাঠাগার আপন আপন স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক বলিয়া বিবেচিত এইরূপ সভ্যগণের এক তালিকা অপর পাঠাগারের অবগতির এবং ভবিষ্যত সতর্কতার জন্য তাহা-দিগের নিকট প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে দাখিল করিবেন এবং কোন পাঠাগার নূতন সভ্যগ্রহণের পূর্বে ঐ তালিকাদৃষ্টে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" মনে হয় এই প্রস্তাব বর্তমানে অচল হয়ে গেছে। কারণ কোন পাঠাগারের বর্তমানে এই বিধান চালু আছে বলে জানিনা।

এর পর ১৯৫৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এই জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক বিশিষ্ট ঘটনা। জেলা গ্রন্থাগারের প্রেরণায় জেলায় পাঠাগারের সংখ্যা প্রভূত পরিমানে বেড়েছে। জেলার মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১১২টি-এর মধ্যে ৩৪টি সরকার পৃষ্ঠপোষিত এবং ৭১টি প্রতিষ্ঠানগত উদ্যমে সৃষ্টি। এদের মধ্যেও কোন কোনটি সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে। এই সাহায্যের পরিমান একহাজার টাকা থেকে দু'হাজার টাকা পর্যন্ত। এছাড়া জেলাগ্রন্থাগারের সঙ্গে যারা বার্ষিক ২৫ টাকা দিয়ে যারা যুক্ত হয়েছেন সেই সব পাঠাগারকে ৫০ খানা করে বই দু'মাস পর পর দেওয়া হয়ে থাকে। এর ফলে যে সকল পাঠাগার আর্থিক কারণে বই কিনতে পারেন না, তাঁদের উপকার হয়ে থাকে।

এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থা-গার আন্দোলন। ইংরেজ আমলে যে সহযোগিতা ছিল দুর্লভ বর্তমানে জনপ্রিয় স্বাধীন সরকারের আনুকূল্যে তা হয়েছে সহজলভ্য এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক। তবু এখনও অনেককিছু করার আছে। শুধুমাত্র সরকারী প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করে নিজেদেরও এগিয়ে যেতে হবে এবং দুর্লভ বইগুলি যাতে নষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গ্রন্থাগারিকের উপাধি যেখানে ছিল "সরস্বতীভাণ্ডারিক", গ্রন্থাগারিকগণ যাতে সত্যিকারের সরস্বতীর সেবক হতে পারেন সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সাধারণ কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে ঠিকানা ও পোষ্টাল স্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) সম্বলিত একটি বড় খাম পাঠিয়ে প্রশ্নমালা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অরুণ রায়
আহ্বায়ক
ডাইরেক্টরী উপসমিতি

পুস্তক আলোচনা

সুব্রত রায়—চলচ্চিত্রের স্রষ্টারা (১৮৯৫-১৯৭৬)। ১ম খণ্ড।
কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৭৭। ৪০·০০ টাকা।

চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি, যখন বর্তমান সমালোচক সবে কৈশোরের চৌকাঠ পেরোচ্ছে, এক শনিবার দুপুর বেলায় সে তার ভাইয়ের সঙ্গে মফঃস্বলের এক সিনেমাগৃহে একটি সিনেমা দেখছিল। ছবিটির নাম ছিল "থীফ অব বাগদাদ।" ছবিটির দৃশ্যে দেখানো হচ্ছিল একটি ভীষণ দর্শন জল্লাদ একটি প্রকাণ্ড খাঁড়া দিয়ে তৎকালীন জনপ্রিয় অভিনেতা সাবুর গলা কাটতে উদ্যত। হাড়িকাঠে আটকানো সাবুর গলার উপর যখন খাঁড়াটি নেমে আসছিল তখন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখার আতঙ্কে বর্তমান সমালোচক চোখ বুজে ফেলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের ডাকে চোখ খুলতেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখতে পেল সাবুর গলা কাটা যায় নি। কে একজন, বোধহয় আরেকজন জনপ্রিয় অভিনেতা জনহল, একটি উড়ন্ত কারপেটের উপর থেকে তীর ছুঁড়ে খাঁড়াটিকে ছিটকে ফেলে দিয়েছে, সাবু একলাফে উড়ন্ত কারপেটের উপর উঠে পড়েছে, দর্শকমণ্ডলী উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

সত্তরের শেষে এসে, শুধু কিশোর-কিশোরী কেন, আমাদের মতো অনেকেরও চলচ্চিত্র সম্বন্ধে ধারণা একই রকম একটা মনগড়া মায়াময় জগতের সুখদুঃখ অনুভব করার প্রয়োজনে সিনেমা দেখা। অথচ ইতিমধ্যে "পথের পাঁচালী" সৃষ্টি হয়েছে, ফিল্ম সোসাইটিগুলির জন্ম হয়েছে, কতশত চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছে। সাহিত্য বা শিল্পের অন্যান্য বিভাগগুলিতে যেমন যা হোক একটা চেতনা বা রুচির প্রকাশ দেখা যায় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সে-রকম কিছু ঘটে নি। সংখ্যার দিক থেকে চলচ্চিত্র তৈরী হয় প্রচুর, সিনেমা দেখার কথা শুনলে আমাদের অনেকের জিভে জল আসে, একটা "বই" মনে ধরলে আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা টেবিল চাপড়াই। কিন্তু শিল্পের দিক থেকে একটা মাঝারি মানের চলচ্চিত্র এ দেশে সৃষ্টি হওয়া ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠেছে। এমন নয় যে শিল্পসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলিতে দারুণ কিছু ঘটছে। তবে চলচ্চিত্রের অবস্থা একটু বেশী খারাপ। যেমন উচ্চমানের স্রষ্টার তথা সৃষ্টির অভাব, তেমন অভাব বুদ্ধিমান ও দরদী দর্শকের বা বিশ্লেষণী ও তথ্যানুসন্ধানী আলোচনা সমালোচনার। চলচ্চিত্র যে সংস্কৃতির একটা অঙ্গ এ-রকম সাধারণ চেতনার অভাবের ফলে পয়সার জোরে অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য এ-রকম হবেই। আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদী সমাজে শিল্প-সংস্কৃতির এটাই ঐতিহাসিক পরিণতি।

এই অপসংস্কৃতির জোয়ারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কিছু প্রাথমিক কাজ শুরু করেছেন কেউ কেউ। অন্ততঃ সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর কাজে। সুব্রত রায় তাঁদের মধ্যে একজন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে—বাংলা ভাষায় তো বটেই, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও—তিনি প্রথম এ-ধরণের বই লিখলেন। এই বইটি ১৮৯৫ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত কাল খণ্ডের মধ্যে ক্রমানুসারে বিভিন্ন দেশের ৮০ জন চলচ্চিত্র স্রষ্টা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য চার খণ্ডে পরিবেশিত করবে। বর্তমান খণ্ডটিতে ১৭ জনের কথা আছে। এই সতেরো জন কালানুক্রমে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়, জর্জ মেলিস, এডউইন পোর্টার, ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ, রবার্ট ভীন, রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি, এরিখ ফন স্ট্রোহাইম, গেয়র্গে পাবস্ট, ফ্রেডরিখ মুরনাউ, কার্লড্রেয়ার, চার্লি চ্যাপলিন, ফ্রিটস ল্যাঙ, আর্নস্ট লুবিচ, জোসেফ ফন স্টার্নবার্গ, জন ফোর্ড, লিও কুলেশভ, সের্গেই আইজেনস্টাইন। এঁদের কথা বলতে গিয়ে লেখক তথ্যের উপর ভিত্তি করে এঁদের সময়কার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার কথাও কিছু বলেছেন। এই অবস্থার পটভূমিকায় এঁদের শিল্পীজীবনের গতিপ্রকৃতি, পরিণতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই গ্রন্থের উপযোগিতা

বেড়ে গেছে কয়েকগুণ, নিছক তথ্যপঞ্জী হয়ে দাঁড়ায় নি। ভূমিকাতে মৃণাল সেন ঠিকই বলেছেন : "তিনি…চলচ্চিত্রের গোটা ইতিহাসকেই বিধৃত করেছেন অসংখ্য তথ্যের ভিত্তিতে।…পাঠককে লেখক চাঞ্চল্যকর নানা খবর দিয়েছেন। ঝুড়ি ঝুড়ি তথ্য জুগিয়েছেন, চলচ্চিত্রের মহৎ ইতিহাসের আন্দাজ দিয়েছেন। কাজটি অবশ্যই বড়ো কম নয়।" এই কাজটির জন্য বইটি রেফারেন্স বই হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এটিও কম কথা নয়। এদেশের ছোট্ট রেফারেন্স গ্রন্থের দলে একটি উচ্চমানের সংযোজন হলো।

এই একটি বই থেকে আমরা জানতে পারলাম কলকাতায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয় ১৮৯৭ সালে—লুমিয়েরের সূত্রে; পোর্টার ১৯০১ সালে "সার্কুলার প্যানোরামা অফ ইলেক-ট্রিক টাওয়ার" ছবিতে প্রথম ক্যামেরা প্যান করান; গ্রিফিথের "বার্থ অফ এ নেশন" ছবিতে নিগ্রো-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও—যা আইজেনস্টাইনের খুব খারাপ লেগেছিল—লেনিন গ্রিফিথকে সোভিয়েত রাশিয়ায় এসে চলচ্চিত্র প্রযোজনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানিয়ে ব্যক্তিগত পত্র দিয়েছিলেন; ১৯২৩ সালের পরে "মোয়ানা" ছবি তৈরীর সময়ে ফ্ল্যাহার্টি প্রথম অর্থোক্রোম্যাটিক ফিল্ম বাতিল করে প্যানক্রোমাটিক ফিল্ম ব্যবহার করেন; এই সময়ে "গ্রীড" ছবিতে স্ট্রোহাইম প্রথম প্যান সিক্যুয়েন্স রীতি ও ডীপ ফোকাসের প্রচলন করেন; সত্যজিৎ রায় ডীপ ফোকাস যে রেনোয়ার আবিষ্কার বলেছেন, তা ভুল; তার পরের বছর মুরনাউ এবং মেয়ার "দি লাস্ট লাফ" ছবিতে প্রথম ক্যামেরাকে মানুষের মতো চলাফেরা করার ও ট্র্যাক ফরোয়ার্ডের প্রচলন করেন; এই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকটের ফলে একটুকরো কাঁচা ফিল্মও হাতে না পাওয়ায় কুলেশভ অন্য ছবি থেকে ফিল্ম কেটেছুটে উইদাউট ফিল্ম" বা কুলেশভ এফেক্টের জন্ম দিলেন, যা হলো এক নতুন মন্তাজ রীতি; স্তালিন-বিরোধীরা যাই প্রচার করে থাকুক না কেন, স্তালিনের সঙ্গে আইজেনস্টাইনের একাধিকবার সোভিয়েত সমাজে চলচ্চিত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল যাতে ভুল বোঝাবুঝির স্থান ছিল না। এই তথ্যগুলি যে আমরা এ-বই সে-বই থেকে পাই নি বা পেতাম না, তা'নয়। আসল কথা হচ্ছে এক জায়গায় এতোগুলি তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে যথাস্থানে যথাসময়ে সে-গুলি হাতের কাছে পাওয়ানোর ব্যবস্থা করা। এ-টি প্রচুর আয়াসসাধ্য। লেখক পেশায় গ্রন্থাগারিক এবং রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিপুণতা থাকার জন্যে কাজটি উচ্চমানের হয়েছে।

যেমন হয়েছে সংলগ্ন গ্রন্থপঞ্জীটি। চলচ্চিত্রের উপর প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষায় ১৬০০-র উপর, বই-এর গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থের নাম, অনুবাদক অথবা সম্পাদকের নাম, প্রকাশের স্থান, প্রকাশক, প্রকাশকাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মূল্য দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থপঞ্জীতে। বইগুলিকে ষোলটি বিষয়ের অন্তর্গত করে সাজানো হয়েছে বর্ণানুক্রমে লেখকের নাম অনুসারে। ৫৭টি চলচ্চিত্র পত্রিকা একটি পৃথক তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। চলচ্চিত্র-বিষয়ক বাংলা বই ও পত্রিকার একটি গ্রন্থপঞ্জীও অনুরূপভাবে স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থপঞ্জী দুটির একটি করে নির্ঘণ্ট দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রন্থের নাম, বিষয় ও সহ-গ্রন্থকারের নাম বর্ণানুক্রমে সাজানো হচ্ছে। চার খণ্ডে সম্পূর্ণ হলে মোট তিন হাজার বই-এর একটি গ্রন্থপঞ্জী পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে যদি লেখক কোনদিন বিভিন্ন পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে সংযোজিত করতে পারেন তাহলে সেটি ইংরেজী ভাষার সীমার মধ্যে থেকেও, বিশ্বের রেফারেন্স বইয়ের জগতে একটি অনন্য অবদান হয়ে থাকবে। বর্তমান সমালোচক যতদূর জানে, নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ণ আর্টের "ফিল্ম ইনডেক্স" প্রকাশিত হবার পর প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল চলচ্চিত্রের উপর ব্যাপক কোনো গ্রন্থপঞ্জী ইংরেজী ভাষায় কোথাও প্রকাশিত হয় নি, এমনকি তারাও বার করতে পারে নি।

যদিও এই বই-এর দাম এতো বেশী যে তা মধ্যবিত্ত চলচ্চিত্র রসিকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে, তবু গ্রন্থাগারগুলি যদি বইটিকে তাদের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে পাঠকের প্রভূত উপকার হবে।

—তারক পাঠক

৫ম বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩২৫।

৫৬৪. বেণের মেয়ে (উ) —হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১-৭।

৫৬৫. নারী ও চিত্রকর (ক)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃ ৮-৯।

৫৬৬ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ; পৃ ১০-২৩।

৫৬৭. জীবন পথে (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ২৪-২৫।

৫৬৮. স্থায়ী সাহিত্য (প্র)—শশাঙ্কমোহন সেন ; পৃ ২৬-৩২।

৫৬৯. ভুবনেশ্বর (প্র)—গুরুদাস সরকার ; পৃ ৩৩-৪৪।

৫৭০. রঘুকাব্য বড় কিসে? (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃ ৪৫-৫০।

৫৭১. প্রেমের অভিযান (ক)—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ; পৃ ৫১-৫৪।

৫৭২. জেল ফেরৎ (গ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; পৃ ৫৫-৬৩।

৫৭৩. সীতারাম দাসের মনসা মঙ্গল (প্র)—তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ; পৃ ৬৪-৬৯।

৫৭৪. অবতার বাদ (সমা)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পৃ ৭০-৭৮। [আশ্বিনের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'ধর্ম রাজ্যে সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ' নামক প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের বক্তৃতার সমালোচনা।]

৫৭৫. [1]আলোচনা—সরোজনাথ ঘোষ ; পৃ ৭৯-৯০।

৫৭৬. উত্তর-রাম-চরিত রহস্য (ছায়া রহস্য)—নলিনী মোহন মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী ; পৃ ৯১-৯৮।

৫ম বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২৫।

৫৭৭. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৯৯-১০৯।

৫৭৮. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ; পৃ ১১০-২৫।

৫৭৯. ভুবনেশ্বর (প্র)—গুরুদাস সরকার, পৃ ১২৬-৩৩।

৫৮০. পথ ভ্রষ্টা (গ)—সরোজ নাথ ঘোষ, পৃ ১৩৪-৫৬।

৫৮১. উত্তররাম চরিত-রহস্য (প্র)—নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী, পৃ ১৫৭-৬২।

৫৮২. নদীয়ানগরের সংস্কারের প্রস্তাব (প্র)—ব্রজমোহন দাস ; পৃ ১৬৩ ৬৯।

৫৮৩. রঘুবংশে বাল্যলীলা (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১৭০-৭৬।

৫৮৪. প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত (প্র)—শশাঙ্কমোহন সেন, পৃ ১৭৭-৮৩।

৫৮৫. সমালোচনা।—শ্রী—পৃ ১৮৪-৮৯।

৫৮৬. বাঙ্গলা মাসিকে গোবিন্দচন্দ্র দাস

৫৮৭. বিশ (?)—সমালোচনা : শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃ: ?

৫৮৮. আবেদন (ক)—চিত্তরঞ্জন দাশ, পৃ ৯০।

১. কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত নরেশচন্দ্র সেনের 'বাঙ্গলার প্রাণ ও বাঙ্গালীর সাহিত্য' প্রবন্ধের আলোচনা।

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩২৫।

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩২৫।

৫ম বর্ষ ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৫।

---

১. অস্কার ওয়াইল্ড প্রণীত।

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬।

৬২১. [1]সত্যাগ্রহ (প্র)—চিত্তরঞ্জন দাশ : পৃ ৪৫৯-৬১।

৬২২. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : পৃ ৪৬২-৬৯।

৬২৩. সালোম (প্র)—ভেঙ্কটরত্নম মুদেলিয়র : পৃ ৪৭০-৭৭।

৬২৪. প্রতিযোগী (গ)—সরোজ নাথ ঘোষ ; পৃ ৪৭৮-৯৮।

৬২৫. কুন্দনন্দিনী (সমা)—রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী : পৃ ৪৯৯-৫০৭।

৬২৬. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—রেবতীমোহন সেন : পৃ ৫০৮-১৪।

৬২৭. মায়ার অধিকার (গ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য : পৃ ৫১৫-২৭।

৬২৮. সমালোচনা—শ্রী—পৃ ৫২৮-৪১।

৬২৯. নদীয়া ও ফুলিয়া—ব্রজমোহন দাস

৬৩০. স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্ম কি না ?—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

৬৩১. বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী

৫ম বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

৬৩২. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১-১২

৬৩৩. ব্রাহ্মসমাজের কথা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১৩-২০।

৬৩৪. পাগলের কাণ্ড (গ)—নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য : পৃ ২১-৩২।

৬৩৫. রঘুবংশে প্রেম-বিরহ (প্র)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী , পৃ ৩৩-৩৬।

৬৩৬. সালোম (প্র)—ভেঙ্কটরত্নম্ মুদেলিয়র : পৃ ৩৭-৪৫।

৬৩৭. জীবন নাট্য (গ)—সরোজনাথ ঘোষ ; পৃ ৪৬-৬০।

৬৩৮. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—রেবতীমোহন সেন ; পৃ ৬১-৭৩।

৬৩৯. সমালোচনা। শ্রীঃ [শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী] : পৃ ৭৪-৮৬।

৬৪০. ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ; [আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।]

৬৪১. পুরাতন ও নূতন বাঙ্গলা সাহিত্য—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

৬৪২. ইব্রাহিম ? সাহিত্য :— [মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা।]

৫ম বর্ষ ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা আষাঢ় ১৩২৬।

৬৪৩. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৮৭-৯৪।

৬৪৪. ব্রাহ্মসমাজের কথা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৯৫-১০০।

৬৪৫. অমানিশা (গ)—সরোজনাথ ঘোষ ; পৃ ১০১-১১০।

৬৪৬ সালোম (প্র)—ভেঙ্কটরত্নম্ মুদেলিয়র ; পৃ ১১১-২১।

৬৪৭. ভাগ্যহীনা (গ)—গিরিবালা দেবী ; পৃ ১২২-৩৩।

৬৪৮. ঠাকুর হরিদাস (প্র) রেবতীমোহন সেন ; পৃ ১৩৪-৪৬।

৬৪৯. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ; ১৪৭-৫৫।

৬৫০. সমালোচনা—শ্রী—পৃ ১৫৬-৬৮।

৬৫১. ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক প্রভাব—কালীচন্দ্র ঘোষাল (বক্তৃতা)।

৬৫২. বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

৬৫৩. বাঙ্গালীর সেবা ধর্ম " "

---

১. গত ২৩ শে চৈত্র ১৩২৫, সত্যাগ্রহ সম্মেলনের বিরাট জন সংঘের সম্মুখে, কলকাতা গড়ের মাঠে, সম্পাদক কর্তৃক কথিত।

৫ম বর্ষ ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩২৬।

৬৫৪. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ১৬৯-৭৯।

৬৫৫. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—রেবতীমোহন সেন ; পৃ ১৮০-৯০।

৬৫৬. ব্রাহ্মসমাজের কথা (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১৯১ ৯৮।

৬৫৭. সংস্কারের প্রভাব (গ)—সরোজনাথ ঘোষ ; পৃ ১৯৯-২১২।

৬৫৮. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ; পৃ ২১৩-৩২।

৬৫৯. গণিকাতন্ত্র সাহিত্য (প্র)—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ২৩৩-৪১।

৬৬০. গুপ্তিপাড়া গুহ (প্র)—গুরুদাস সরকার ; পৃ ২৪২-৪৮।

৬৬১. সমালোচনা—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ; পৃ ২ ৯-৫৪।

৬৬২. প্রবর্ত্তকের আদর্শ—

৫ম বর্ষ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ভাদ্র ১৩২৬।

৬৬৩. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ২৫৫-৬৪।

৬৬৪. সাহিত্যিকের অদৃষ্ট (গ)—সরোজনাথ ঘোষ ; পৃ ২৬৪-৭৬।

৬৬৫. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ; পৃ ২৭৭-৯১।

৬৬৬. গণিকাতন্ত্র সাহিত্য (প্র)—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; ২৯২-৯৬।

৬৬৭. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—রেবতীমোহন সেন ; পৃ ২৯৭-১০।

৬৬৮. [1]ইংরাজী শিক্ষা, স্বাদেশিকতা ও স্বাধীন চিন্তা (প্র)—ঐ—পৃ. ৩১১-১৬।

৬৬৯. সমালোচনা—ঐ—পৃ ৩১৭-২০।

৬৭০. কবি অক্ষয়কুমার বড়াল—

৫ম বর্ষ ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৬।

৬৭১. আগমনী (বাঙ্গলার প্রাচীন গান)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী (সং) ; পৃ ৩২১-২৬।

৬৭২. গদাধর মুখোপাধ্যায়ের গান [পুরবাসী বলে…] —ঐ ; পৃ ৩২৪-২৬।

৬৭৩. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৩২৭-৩৪৯।

৬৭৪. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ; পৃ ৩৫০-৬৫।

৬৭৫. কেরাণী (গ)—সরোজনাথ ঘোষ ; পৃ ৩৬৬-৮৩।

৬৭৬ ঠাকুর হরিদাস (প্র)—রেবতীমোহন সেন ; পৃ ৩৮৪-৯২।

৬৭৭. জীবন প্রহসন (প্র)—জগদম্বা দেবী ; পৃ ৩৯৩-৯৫।

৬৭৮. গণিকাতন্ত্র সাহিত্য (প্র)—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৩৯৬-৪০৬।

৫ম বর্ষ ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা কার্ত্তিক ১৩২৬।

৬৭৯. বেণের মেয়ে (উ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ; পৃ ৪০৭-১৭।

৬৮০. ঠাকুর হরিদাস (প্র)—রেবতীমোহন সেন ; পৃ ৪১৮-২১।

৬৮১, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (প্র)—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ; পৃ ৪২২-২৯।

৬৮২. মাতৃমূর্ত্তি (গ)—সরোজনাথ ঘোষ ; পৃ ৪৩০-৩৮।

৬৮৩. উপগুপ্ত (প্র)—গুরুদাস সরকার ; পৃ ৪৩৯-৪৫।

৬৮৪. নবীনচন্দ্রের কাব্যে নারী চরিত্র (প্র)—বগলামোহন দাশগুপ্ত ; পৃ ৪৪৬-৫১।

১. রামমোহন পুস্তকাগারের দশম বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে সভাপতি মাননীয় বিচারপতি স্যার উড্রফ্ মহোদয়ের অভিভাষণ।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২৬।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩২৬।

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অনুষ্ঠিত ৺কবিবর স্মৃতি সভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত

২. গিরিধি ব্রহ্ম মন্দিরে পঠিত।

১১৪. ব্রহ্মোত্তম (প্র) —মধুসূদন গোস্বামী ; পৃ ২২০-২৮ ।

১১৫. বেণু (গ)—সরোজ চৌধুরী ; পৃ ২২৮-৩৮ ।

১১৬. "গীতাঞ্জলি" ও "অন্তর্যামী" (প্র)—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ; পৃ ২৩৮-৫৩ ।

১১৭. কবিরাজ মহাশয় (গ)—ইন্দুলোচন চক্রবর্তী ; পৃ ২৫৩-৬৫ ।

১১৮. অব্যক্ত (ক)—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ; পৃ ২৬৫-৬৬ ।

১১৯. চীনা-পাড় (প্র) —শ্রীফকির— ; পৃ ২৬৬-৭৫ ।

১২০. তন্ত্রের মূল-তত্ত্ব (প্র)- নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ২৭৬-৮২ ।

১২১. পৌষ-পার্ব্বণ (প্র)—[বাঙ্গালী ১লা মাঘ বৃহস্পতি বার ১৩২৬ হইতে উদ্ধৃত] পৃ ২৮২-৮৬ ।

১২২. সমালোচনা : রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ছন্দ (প্র)—শ্রী — ; পৃ ২৮৬-১১ ।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩২৬ ।

১২৩. বাঙ্গালীর আদর্শ (প্র)—শ্রী [গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী] পৃ ৩১৫-২৩ ।

১২৪. পত্র ও চিত্র (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; ৩২৪-৩৪ ।

১২৫. রাম গোপাল ঘোষ (প্র)—প্রিয়নাথ কর ; পৃ ৩৩৫-৪৮ ।

১২৬. বাক্য-পাঠে (প্র)— শান্তিকুমার রায় চৌধুরী ; পৃ ৩৪৯-৭৫ ।

১২৭. সহ ধর্ম্মিনী (গ)—সরোজ নাথ ঘোষ ; পৃ ৩৭৬-৮৮ ।

১২৮. সংগ্রহ ; পৃ ৩৮৮-৪০১ ।

১২৯. জনগণ বাক্য, দেববাক্য [নায়ক ৫ই মাঘ ১৩২৬]

১৩০. প্রজার জাগরণ, [বাঙ্গালী ১৪ই মাঘ ১৩২৬]

১৩১. টিপ্পনী [নায়ক, ৫ই মাঘ ১৩২৬]

১৩২. ক্রমে উঠে দেশ উচ্চে [হিন্দুস্থান ২৯শে পৌষ ১৩২৬]

১৩৩. কলিকাতা ইউনিভারসিটি [নায়ক, ২০শে পৌষ ১৩২৬]

১৩৪. জালিনওয়ালা বাগ স্মৃতি [বঙ্গবাসী, ৩রা মাঘ ; ১৩২৬]

১৩৫. মহালক্ষ্মী (ক) —কালিদাস রায় ; পৃ ৪০১-৩ ।

১৩৫.ক [1] সমালোচনা : — সুরেন্দ্র মোহন রায় পৃ ৪০৪-১৮ ।
বিরাজ বৌ ; পৃ ৪০৪-৫ ।
নীলাম্বর ; পৃ ৪০৫-৮ ।
বিরাজ বৌ ; পৃ ৪০৮-১২ ।
পীতাম্বর ; পৃ ৪১২ ।
মোহিনী ; পৃ ৪১২-১৩ ।
উপসংহার ; পৃ ৪১৩-১৪ ।

প্রবর্ত্তক (পত্রিকা)—পৃ ; ৪১৪-১৮—সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার ।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৬ ।

১৩৬. বাঙ্গালার কথা (প্র)—[গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী] ; পৃ ৪১৯-৪৩০ ।

১৩৭. বিধবা (গ)—ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ; পৃ ৪৩০-৪৩ ।

১৩৮. প্রণাম (গ)—ক্ষেত্রমোহন সেন ; পৃ ৪৪৪-৪৯ ।

১৩৯. ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্য ও উড়িষ্যার শিল্প কলা (প্র)—গুরুদাস সরকার ; পৃ ৪৪৯-৭০ ।

১৪০. রামগোপাল ঘোষ (প্র)—প্রিয়নাথ কর ; পৃ ৪৭১-৭৬

১৪১. সঙ্গীত-সংগ্রাম (প্র)—শরৎচন্দ্র সিংহ ; পৃ ৪৭৬-৮১ ।

১৪২. অলকা (গ)—গিরিবালা দেবী ; পৃ ৪৮২-৯০ ।

১৪৩. পত্র ও চিত্র (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ৪৯১-৫০০ ।

১. হাটখোলা 'মনীন্দ্র লাইব্রেরীতে' 'হাটখোলা সাহিত্য সভার' পঞ্চম অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ হইতে পরিবর্দ্ধিতভাবে লিখিত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বিরাজ বৌ।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা বৈশাখ ১৩২৭।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭।

১. হিন্দুস্থান-বৃহস্পতিবার ৭ই ফাল্গুন ১৩২৬ এর সম্পাদকীয় এর সমালোচনা।
২. অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক গীত।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা আষাঢ় ১৩২৭।

৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩২৭।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩২৭

৮৫২. সৈনিক-সীমন্তিনী (প্র)—বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় ; পৃ ৯৮৫-৯৯।

৮৫৩. স্বরলিপি (স্রোতস্বিনীর সকল) নলিনীকান্ত সরকার ; পৃ ৯৯৪-৯৫।

৮৫৪. নারায়ণের নিকষ মণি ; পৃ ৯৯৫-১০০১।

৮৫৫. জাতিভেদ -দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

৮৫৬. চতুর্বর্ণ-বিভাগ— ঐ

৮৫৭. শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার—ঐ

৮৫৮. জল চল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার—ঐ

৮৫৯. ঠাকুর দয়ানন্দ ও অরুণাচল মিশন —ঐ

৮৬০. মোসলেম ভারত—মাসিক পত্র।

৮৬১. উপাসনা নব পর্য্যায়—

৮৬২. [১]নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ পৃ ১০০১-২।

৮৬৩. অরবিন্দের ভাবকণা—

৮৬৪. পাত্র আবশ্যক

৬ষ্ঠ বর্ষ ১১ শ সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৭।

৮৬৫. হারিয়ে দিলে (ক)—কিরণচন্দ্র দরবেশ ; পৃ ১০০৩-৪।

৮৬৬. গোষ্ঠবিহারী (প্র)—প্রিয়ম্বদা দেবী ; পৃ ১০০৫-১০২০।

৮৬৭. নন্দোৎসব (ক)—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১০২১-২৩।

৮৬৮. সুখের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ১০২৩-১০৩৫।

৮৬৯. [২]বাংলা সাহিত্যের অভিব্যক্তি (প্র)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ১০৩৬-৫০।

৮৭০. পতিতা (ক)—সুবোধচন্দ্র রায় ; পৃ ১০৫১ ৫৪।

৮৭১. দেশের কথা (প্র)—নীরদরঞ্জন মজুমদার ; পৃ ১০৫৪-৫৭।

৮৭২. স্নেহের টান (গ)—যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার ; পৃ ১০৫৮-৬২।

৮৭৩. অন্তর্ধানে (ক)—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : পৃ ১০৬২-৬৩।

৮৭৪. আয়র্লণ্ডে ইংরাজাধিকার (প্র)—উ.পদ্মনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ১০৬৪-৭৩।

৮৭৫. প্রেমের জোয়ার (গ)—[আজকে প্রেমের জোয়ার ...]-নলিনীকান্ত সরকার ; পৃ ১০৭৩-৭৪

৮৭৬. সমাজের কথা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ১০৭৪-৮৩।

৮৭৭. ভুল (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ১০৮৩ ৮৪।

৮৭৮. জোনাকীর গরব (প্র)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ; পৃ ১০৮৪ ৮৭।

৮৭৯ স্বরলিপি (প্রেমের জোয়ার)—নলিনীকান্ত সরকার ; পৃ ১০৮৭-৮৮।

৮৮০. পঞ্চপ্রদীপ-- পৃ ১০৮৯-৯৩।

৮৮১. নারায়ণের নিকষ-মণি (সমা)—পৃ ১০৯৩-৯৫।

৮৮২. স্বস্তিকা —ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৮৩. ধ্যান লোক—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

৮৮৪. পতাকা বাহার—সাপ্তাহিক পত্রিকা

৮৮৫. তারে নয়নেতে যায় গো চেনা (প্র)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ; পৃ ১০৯৫-৯৮।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১২ শ সংখ্যা কার্ত্তিক ১৩২৭।

৮৮৬. অপূর্ব্ব আগমনী (ক)—কালিদাস রায় ; পৃ ১০৯৯

৮৮৭. বর্ত্তমান বাঙ্‌লা সাহিত্য (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃ ১১০০—১১০৪।

১. বিভিন্ন সংবাদ

২. কলিকাতা 'সাহিত্য সেবক সমিতি'তে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

১. আমার স্বপন তোমা জনমি......

২. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রেসিডেন্সী কলেজের সাহিত্য সভায় পঠিত।

৯২৭. মোড় ফিরাও (গা)—[অত যতন করে...]—নলিনী কান্ত সরকার ; পৃ ২২-২৩।

৯২৮ সুখের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ২৩-৩২।

৯২৯. তার মন কথা (ক)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ; পৃ ৩২-৩৩

৯৩০. শিল্প (প্র)—অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ৩৩-৪২।

৯৩১. নির্বাসিতের আত্মকথা (স্মৃতি কথা)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৪৩-৪৯।

৯৩২. চির-অভিসার (ক)—কালিদাস রায় ; পৃ ৪৯ ৫০।

৯৩৩. বিশ্বের দরবারে ভারত (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃ ৫০-৫৩।

৯৩৪. অনন্তানন্দের পত্র (প্র)—অনন্তানন্দ ব্রহ্মচারী ; পৃ ৫৩-৫৮।

৯৩৫ তোমার হাসি (ক)—নির্মলচন্দ্র বড়াল ; পৃ ৫৮।

৯৩৬. সাহিত্যে অনুভূতি (প্র) —রামপদ মজুমদার পৃ ; ৫৯ ৬৭

৯৩৭ একটি রাতের পরিচয় (ক)—সুবোধচন্দ্র রায় ; পৃ ৬৮ ৬৯।

৯৩৮. শুকদেব (গ) – বীনাপাণি দেবী ; পৃ ৬৯ ৭২।

৯৩৯. কে আসে! (ক)—দরবেশ ; পৃ ৭২-৭৩।

৯৪০. কাঁচার কোঠা (প্র)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, পৃ ৭৪-৭৭।

৯৪১. অক্ষয় দান (ক)—শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ ; পৃ ৭৭-৭৮।

৯৪২. মনোহারী সভ্যতা (প্র)—নীরদরঞ্জন মজুমদার ; পৃ ৭৮-৮১।

৯৪৩. গান [(আজ) যুগের পরে ঘরকে...]—নজরুল ইসলাম ; পৃ ৮১।

৯৪৪. আন্তর্জাতিক চিরন্তন শান্তি তাহার উপায় ও সম্ভাবনা (প্র)—কুমুদরঞ্জন দাসগুপ্ত ; পৃ ৮২-৮৮

৯৪৫. মর্ম ও বেদনা (ক)—প্রসাদ ; পৃ ৮৯।

৯৪৬ নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ ; পৃ ৯০-৯৫।

৯৪৭. গত কংগ্রেস—

৯৪৮ কংগ্রেসের স্বরূপ—

৯৪৯. প্রথম প্রধান ঘটনা—

৯৫০. দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা—

৯৫১. সর্ব্ব প্রধান ঘটনা—

৯৫২. বিচার—

৯৫৩. ভোট—

৯৫৪. উপসংহার—

(৯৪৭–৯৫৪) বীরবল। আশ্বিন-সবুজপত্র

৯৫৫. বাঁধন-হারা—মোসলেম ভারত—ভাদ্র।

৯৫৬. নারায়ণের নিকষমণি ; পৃ ৯৬-১০১।

৯৫৭. মোসলেম ভারত—(পত্রিকা)

৯৫৮. উপাসনা—(পত্রিকা)

৯৫৯. পদচারণ (ক)—প্রমথ চৌধুরী

৯৬০. প্রবর্ত্তকের নূতন বই।

৯৬১. ধর্ম ও জাতীয়তা মূল্য—১॥ দেড়টাকা

৯৬২. The Renaissance in India (ভারত জাগরণ)

৯৬৩. গীতা—একটাকা চার আনা।

৯৬৪. সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়। পৃ ১০১-৪।

৯৬৫. এক সত্যে হিন্দু-মুসলমান—মহম্মদ খলিলর রহমান

৯৬৬. হাসির তোড়া—মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য

৯৬৭. মহাজন-পথা—সন্তোষনাথ শেঠ

৯৬৮. রাজা সলোমনের রত্নাগার—সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৯৬৯. ঘর ও পর—বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৯৭০. স্বদেশ-রেণু—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯৭১. কর্ম্মের পথে—স্বামী স্বরূপানন্দ

৯৭২. ত্যাগ ও ভোগ (প্র)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১০৪-১০।

৯৭৩. চিত্র (গ)—অনাথনাথ বসু ; পৃ ১১০-১২।

৯৭৪ সিদ্ধি (ক)—লীলা দেবী ; পৃ ১১২।

৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২৭।

৯৭৫. মিলন (গা) [আমি শুধু তোমায় চাই]—নলিনীকান্ত সরকার ; পৃ ১১৩ ৪।

৯৭৬ চরকে দেশ বাঁচবে (প্র)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ : পৃ ১১৪ ১৮।

৯৭৭ অ যির সাধ (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ১১৯-২০।

৯৭৮. কেরাণীবাবু (গ)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃ ১২১-২৩

৯৭৯. ঋণ-শোধ (ক)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ; পৃ ১২৪-২৫।

৯৮০. সমাজের কথা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ১২৫-৩৩।

৯৮১. তদগত (ক)—কালিদাস রায় ; পৃ ১৩৩।

৯৮২. নারীর সমানাধিকার (প্র)—সত্যবালা দেবী : পৃ ১৩৪-৩৮।

৯৮৩. সহজ দান (ক)—সুবোধচন্দ্র রায় ; পৃ ১৩৮-৩৯।

৯৮৪. নির্ব্বাসিতের আত্মকথা (স্মৃতিকথা)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১৩৯-৪৫।

৯৮৫. ব্রাহ্মণ (ক)—সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১৪৫-৪৭।

৯৮৬. [1]প্রতিবাদ (প্র)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ১৪৭-৫৬।

৯৮৭ জীবন-তরী (ক)—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ১৫৬-৫৭।

৯৮৮. সিনফিনের জন্মকথা (প্র)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ ১৫৭ ৬১।

৯৮৯. বিলাপবিধুরা (ক)—গোবিন্দলাল মৈত্রেয় ; পৃ ১৬২-৬৩।

৯৯০ সাহিত্যে অনুভূতি (প্র)—রামপদ মজুমদার ; পৃ ১৬৩-৭২।

৯৯১. প্রভাতে (ক)—সরোজকুমার সেন ; পৃ ১৭৩

৯৯২. সুখের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ১৭৩-৮৩।

৯৯৩. বাণী (ক)—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ; পৃ ১৮৪-৮৫।

৯৯৪. আন্তর্জাতিক চিরন্তন শান্তি তাহার উপায় ও সম্ভবনা (প্র)—সুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত ; পৃ ১৮৫-৯২।

৯৯৫. পথ (ক) শশাঙ্কমোহন চৌধুরী ; পৃ ১৯২।

৯৯৬. [2]শরৎসাহিত্যে মাতৃভাব (প্র)—উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ১৯৩-২০৬।

৯৯৭. নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ ; পৃ ২০৭-২০।

৯৯৮. সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট [উপাসনা-অগ্রহায়ণ]

৯৯৯. হুংমার্গ—[নবযুগ]

১০০০. নারায়ণের নিকষ-মণি ; পৃ ২২১-২৩।

১০০১. দুনিয়ার দেনা—হেমলতা দেবী।

১০০২. পল্লীব্যথা—সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

১০০৩. সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয় ; পৃ ২২৩-২৪।

১০০৪. রামমোহন রায় ও হিন্দুধর্ম—সুকুমার হালদার।

১০০৫. পাশ্চাত্যধর্ম ও বর্ত্তমান সভ্যতা—সুকুমার হালদার

১০০৬. নাটক ও নাটকের অভিনয়—ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩২৭।

১০০৭. দুখিনীর ধন (ক)—সরলাবালা দাসী ; পৃ ২২৫-২৮

১০০৮. আর্টের সমজদারি (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃ ১২৯-৩৫।

---

১. 'ভারতবর্ষ' আশ্বিন ১৩২৭ পত্রিকায় জগদানন্দ রায় মহাশয়ের 'ভৌতিককাণ্ড' প্রবন্ধের সমালোচনা।

২. কলিকাতা 'নীতিশিক্ষা প্রচারিণী সভা ও যুবক লাইব্রেরী' হইতে 'স্বর্ণমণি পদক' পুরস্কার প্রাপ্ত।

---

১. বিবেকানন্দ-পরিচিতিতে পঠিত

৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৭।

১০৮৫ নিগ্রো সমস্যা (প্র)—[এসিয়ান রিভিউ-জানুয়ারী ১৯১১]

১০৮৬ বিরহে (ক)—শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।

১০৮৭. নারায়ণের নিকষ মণি। পৃ ৫২৯ ৩৭

১০৮৮. মোসলেম ভারত—পৌষ।

১০৮৯. সাহিত্যিকা—নলিনীকান্ত গুপ্ত।

১০৯০. শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত—হেমলতা দেবী

১০৯১. রূপম - চতুর্থ সংখ্যা।

১০৯২. শিক্ষায় নবীন সৃষ্টি—

১০৯৩. সুর ও স্বরলিপি—মোহিনী সেনগুপ্ত ; পৃ ৫৩৮-৩৯। [নজরুল ইসলাম রচিত : পথিক ওগো চলতে......]

১০৯৪. চাকুরের ছুটি (গ)—উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ৫৪০ ৪৭।

১০৯৫. রূপকথা (ক) সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৫৪৭-৫০।

১০৯৬ বুদ্বুদ (উক্তি)—সত্যবালা দেবী ; পৃ ৫৫১-৫৩।

১০৯৭. জাতীয় শিক্ষার গৌরচন্দ্রিকা (প্র)—অরবিন্দ ঘোষ ; পৃ ৫৫৪-৫৯।

১০৯৮. নিকুঞ্জে (ক)—সুরেশচন্দ্র ঘটক ; পৃ ৫৬০।

৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা বৈশাখ ১৩২৮।

১০৯৯. প্রভাত মিলনে গোপবালা (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ৫৬১-৬২।

১১০০. ধর্ম ও জীবন (প্র)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৫৬৩ ৬৮।

১১০১. ব্যথিতা (ক) গোবিন্দলাল মৈত্রেয় ; পৃ ৫৬৮-৬৯।

১১০২. নন্-কো-অপারেশন (গ) প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ৫৬৯-৭৩।

১১০৩. বাঁশরী (ক)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৫৭৩-৭৪।

১১০৪. সুখের ঘর গড়া (উ)—অতুল চন্দ্র দত্ত ; পৃ ৫৭৫-৮২।

১১০৫. দুঃখ-সাধনা (ক)—নিরুপমা দেবী ; পৃ ৫৮৩।

১১০৬. সুর ও স্বরলিপি—মোহিনী সেনগুপ্ত ; পৃ ৫৮৪-৮৭।

১১০৭. নির্বাসিতের আত্মকথা (স্মৃতিকথা)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৫৮৭-৯৪।

১১০৮. ডাক (ক)—সরসীকান্ত দত্ত ; পৃ ৫৯৪।

১১০৯. জাতীয়তা ও দেশ (প্র)—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ; পৃ ৫৯৫-৯৮।

১১১০. মায়ের পরিচয় (ক)—শশাঙ্কমোহন চৌধুরী ; পৃ ৫৯৯-৬০০।

১১১১. অতীত ও বর্ত্তমান নারী (প্র)—সত্যবালা দেবী ; পৃ ৬০১-৬।

১১১২ বদমতলি (ক)—দরবেশ ; পৃ ৬০৬-৮।

১১১৩. এক চেবুয়া (গ)—বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৬০৮-১৫।

১১১৪. একাকী (ক)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৬১৫।

১১১৫. সমাজের কথা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ৬১৬-২১।

১১১৬. শিব-স্তুতি (ক)—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ; পৃ ৬২১-২৩।

১১১৭. পতিতার সিদ্ধি (উ)—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ; পৃ ২৩৩-৩৮।

১১১৮. বিফল নিশীথে (ক)—কালিদাসী দেবী ; পৃ ৬৩৮-৪০।

১১১৯. নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ ; পৃ ৬৪০-৫৮।

১১২১. স্বরাজ ও স্বরাজ্য—[প্রবর্ত্তক, মাঘ ৩য় সংখ্যা]।

১১২১. সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট [উপাসনা, ফাল্গুন]।

১১২২. কর্ম্মের আনন্দ—[আর্য্য]।

ভারতবর্ষ থেকে সংকলিত।

১১৫৯. আমি (ক)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৭৭৪-৭৬।

১১৬০. নারীমঙ্গল (প্র)—উমানাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ৭৭৬-৮০।

১১৬১ গান [ফুল মালা লয়ে...]—নির্মলচন্দ্র বড়াল ; পৃ ৭৮০-৮১।

১১৬২. যোগ বিয়োগ (প্র)—রাজকিশোর রায় ; পৃ ৭৮১-৮৮।

১১৬৩. উৎস (ক)—আশালতা সেন ; পৃ ৭৮৮-৮৯।

১১৬৪. সুখের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ৭৮৯-৯৪।

১১৬৫. আবেশ (ক)—জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ ; পৃ ৭৯৫-৯৬।

১১৬৬. ঋগ্বেদের সময়ে ভারত : মানবের (আর্যদের) আদিগেহ (প্র)—অতুলচন্দ্র গঙ্গো ; পৃ ৭৯৭-৮০৭।

১১৬৭. আনন্দের শিশু (ক)—অবনীমোহন চক্রবর্তী ; পৃ ৮০৮-৯।

১১৬৮. নির্বাসিতের আত্মকথা (স্মৃতি কথা)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৮০৯-১৫।

১১৬৯ অসময়ে (ক)—নলিনীবালা ঘোষ ; পৃ ৮১৫-১৬।

১১৭০. পতিতার সিদ্ধি (উ)—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ ; পৃ ৮১৬-৩১।

১১৭১. মনোহর (ক)—প্রিয়ম্বদা দেবী ; পৃ ৮৩১-৩৩।

১১৭২. নারায়ণের নিকষ-মণি ; পৃ ৮৩৩।

১১৭৩. ওপারের আলো—দীনেশচন্দ্র সেন।

১১৭৪. পর্ণপুট—
১১৭৫. বল্লরী—
১১৭৬. ঋতু মঙ্গল—
} কালিদাস রায়।

১১৭৭. জাগৃহি (ক)—শ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ ; পৃ ৮৩৮-৩৯।

১১৭৮. চিঠির গুচ্ছ (উ)—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ৮৩৯-৪৬।

১১৭৯. শাস্ত্র বিচার (ক)—বরবেশ ; পৃ ৮৪৭।

১১৮০. নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ ; পৃ ৮৪৭।

১১৮১. সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট [উপাসনা, বৈশাখ]

১১৮২. চাই স্বর্গরাজ্য—[প্রবর্তক]

১১৮৩. প্রিয় (ক)—কৃষ্ণলাল বসু ; পৃ ৮৬০।

১১৮৪. পণ্ডিচারীর পত্র (প্র)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ; পৃ ৮৬১-৬৩।

১১৮৫. আমার রাখালরাজ (ক)—সুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত ; পৃ ৮৬৩-৬৪।

৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩২৮।

১১৮৬. শ্রাবণে (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ৮৬৫-৬৬।

১১৮৭. বাঙলা কাব্যে একটি নূতন সুর (প্র) হেমন্তকুমার সরকার ; পৃ ৮৬৭-৭৯।

১১৮৮. সুখের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ৮৭৫-৮৫।

১১৮৯. অকূলের আহ্বান (ক)—জ্যোতির্ময়ী ; পৃ ৮৮৫-৮৬।

১১৯০. ধর্মের বনিয়াদ (প্র)—সত্যবালা দেবী ; পৃ ৮৮৬-৯২।

১১৯১. বিশ্ববিদ্যালয় বিদায়-গীতি (ক)—সুবোধচন্দ্র রায় ; পৃ ৮৯২-৯৫।

১১৯২. চিঠির গুচ্ছ (উ)—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ৮৯৬-৯০৩।

১১৯৩. নিশ্চিন্ত (ক)—বিজয় সেনগুপ্ত ; পৃ ৯০৩।

১১৯৪. [1]ততো ভারতীমুদীরয়েৎ—প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত ; পৃ ৯০৪-৯১০।

১. ভাণ্ডারকর স্মৃতিগ্রন্থ হইতে ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁ লেভির অনুবাদ।

১১৯৫. ফিরে (ক)—কালীপদ ঘোষ ; পৃ ৯১০-১২।

১১৯৬ পতিতার সিদ্ধি (উ)—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ; পৃ ৯১৩-৩৭।

১১৯৭ কৃপা-দান (ক)—সুরেশচন্দ্র ঘটক ; পৃ ৯৩৭-৩৮।

১১৯৮. নির্বাসিতের আত্মকথা (স্মৃতিকথা)—উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ৯৩৮-৪৪।

১১৯৯. তৃতীয় দৃষ্টি (ক)—লীলাদেবী ; পৃ ৯৪৫।

১২০০ ঋগ্‌বেদের সময় ভারত : বেদে ভূতত্ত্ব ও বৈদিক জনপদ সমূহের স্থিতি নির্দেশ (প্র)—অতুল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ; পৃ ৯৪৫-৫০।

১২০১. অশান্তি (ক)—জ্যোতির্ময়ী দেবী ; পৃ ৯৫১।

১২০২. নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ ; পৃ ৯৫২-৫৮।

১২০৩. সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট : [উপাসনা]

১২০৪. উর্দু ও বাংলা সাহিত্য—[বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা]

১২০৫. নারায়ণের নিকষমণি ; পৃ ৯৫৮-৬০।

১২০৬. ব্যক্তি ও সমাজ—বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১২০৭. জার্মানির বর্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি—ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২০৮. পুরস্কার—স্বরেন্দ্রমোহন দত্ত

১২০৯. পথের সাথী—স্বামী স্বরূপানন্দ

১২১০. শুকুর জয় (ক)—সুধীর চন্দ্র রায় ; পৃ ৯৬০।

৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩২৮।

১২১১. সত্য ও সৌন্দর্য্যবোধ-রাধাপদ মজুমদার ; পৃ ৯৬১-৬৯।

১২১২. এই শ্রান্ত গোধূলিতে (ক)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ৯৬৯-৭১।

১২১৩. তিনির তত্ত্ব (উ)—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ৯৭১-৭৯।

১২১৪. নীরবে (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ৯৮০-৮১।

১২১৫. সাংখ্য দর্শন কি স্ব-বিরোধি ? (প্র)—উপেন্দ্রকুমার কর ; পৃ ৯৮১-৯০।

১২১৬. বর্ষার গান (ক)—ননিগোপাল ঘোষ ; পৃ ৯৯০-৯১।

১২১৭. পতিতার সিদ্ধি (উ)—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ ; পৃ ৯৯২-১০০৯।

১২১৮. রুধির-রঙে কোটা (ক)—শশাঙ্কমোহন চৌধুরী ; পৃ ১০০৯-১০।

১২১৯. অম্বরের পাগল (প্র)—সত্যবালা দেবী ; পৃ ১০১১-১৬।

১২২০. অনাদৃতা (ক)—কাজী নজরুল ইসলাম ; পৃ ১০১৭।

১২২১. নির্বাসিতের আত্মকথা (স্মৃতি কথা)—উপেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১০১৮-২৩।

১২২২. তুমি যদি রও কাছে (ক)—নির্মলচন্দ্র বড়াল ; পৃ ১০২৪।

১২২৩. নরনারায়ণ (প্র)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ; পৃ ১০২৫-২৮।

১২২৪. মাঝখানে (ক)—শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক ; পৃ ১০২৮।

১২২৫. সুখের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ১০২৯-৩৪।

১২২৬ নারায়ণের পঞ্চ-প্রদীপ ; পৃ ১০৩৫-৪২।

১২২৭. যন্ত্রশক্তি ও তর্কবুদ্ধি—নলিনীকান্ত গুপ্ত [প্রবাসী, শ্রাবণ]।

১২২৮. সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট ; [উপাসনা]।

১২২৯ স্বরাজ-কাহার রাজ ? বা, কোন্ রাজ ? (প্র)—বিপিনচন্দ্র পাল ; পৃ ১০৪৩-৫০। [নব্য ভারত]

১২৩০. রূপান্তর—[প্রবর্তক]

১২৩১ নারায়ণের নিকষমণি ; পৃ ১০৫ ।—

১২৩২ রূপম (পত্রিকা ; ২য় বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা)

১২৩৩ নিবেদিত (ক)—লীলা দেবী ; পৃ ১০৫৬ ।

৭ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা আশ্বিন ১৩২৮ ॥

১২৩৪. আগমনী (ক) কালিদাস রায় : পৃ ১০৫৭-৫৮ ।

১২৩৫ সত্য ও সৌন্দর্যবোধ (প্র)—রামপদ মজুমদার ; পৃ ১০৫৮ ৬৮ ।

১২৩৬. গোপন কথা (ক)—গিরিজাকুমার বসু ; পৃ ১০৬৮ ৬৯ ।

১২৩৭. সুখের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ১০৬৯-৭৫ ।

১২৩৮. অশ্রু (ক) সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ১০৭৫-৭৬ ।

১২৩৯ জগতজুড়ে ইঙ্গিত (প)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ; পৃ ১০৭৭ ৮৩ ।

১২৪০. পাগলহারা (ক)—সুবোধচন্দ্র রায় ; পৃ ১০৮৪ ৮৫ ।

১২৪১ খেয়ালী (গ)—পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ; ১০৮৬-১১০৩ ।

১২৪২ পূর্ণতা (ক)—লীলা দেবী ; পৃ ১১০৪ ।

১২৪৩ নির্বাসিতের আত্মকথা (প্র) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ ১১০৪ ১১১০ ।

১২৪৪. অবকাশ পিয়া (ক)—কাজী নজরুল ইসলাম ; পৃ ১১১০ ।

১২৪৫. মনস্তত্ত্বের দিক (প্র)—সত্যবালা দেবী ; পৃ ১১১০-১৭ ।

১২৪৬ রাজা সন্ন্যাসী (ক)—সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ; পৃ ১১১৮-১৯ ।

১২৪৭ চিঠির গুচ্ছ (উ)—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ১১২০-১১৩৩ ।

১২৪৮. নারায়ণের শকপ্রদীপ ; পৃ ১১৩৩ ।

১২৪৯. সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট [উপাসনা, শ্রাবণ]

১২৫০. তুমি (ক)—চারুবালা দত্তগুপ্তা ; পৃ ১১৩৮ ।

১২৫১. [1]আগমনী : সুর ও স্বরলিপি—মোহিনী সেনগুপ্তা ; পৃ ১১৩৯-৪০ ।

১২৫২. পতিতার সিঁদুর (উ)—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ; পৃ ১১৪১-৪৯ ।

১২৫৩. নারায়ণের নিকষমণি ; পৃ ১১৪৯ ।

১২৫৪ ইরাণী উপকথা—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ;

১২৫৫. বীরবলের টিপ্পনী—প্রমথ চৌধুরী ।

৭ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা কার্তিক ১৩২৮ ।

১২৫৬. বর্তমান সমস্যা (প্র)—নলিনীকান্ত গুপ্ত ; পৃ ১১৫৩-৬০ ।

১২৫৭. লীলা (ক)—কৃষ্ণদয়াল বসু ; পৃ ১১৬০ ।

১২৫৮ সমাজ সংস্কারের ভূমিকা (প্র)—অক্রমান দাশগুপ্ত ; পৃ ১১৬১-৭৪ ।

১২৫৯. মুক্তিগাথা (ক)—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ; পৃ ১১৭৫-৭৭ ।

১২৬০. চিঠির গুচ্ছ (উ)—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; পৃ ১১৭৭-৮৬ ।

১২৬১. দুর্গোৎসব (ক)—প্রফুল্লময়ী দেবী ; পৃ ১১৮৭-৮৮ ।

১২৬২. মায়াবাদ ও অদ্বৈত-তত্ত্ব (প্র)—ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী পৃ ১১৮৮-১২০১ ।

১২৬৩. বিচারক (ক)—শশাঙ্কমোহন চৌধুরী ; পৃ ১২০১-২ ।

১২৬৪. সুখের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃ ১২০৩-১৫

১২৬৫. ছায়া-মণি (ক)—কাজী নজরুল ইসলাম ; পৃ ১২১৬-১৭ ।

(ক্রমশঃ)

১. কালিদাস রায়ের আগমনী কবিতার সুর ও স্বরলিপি ।

গ্রন্থাগার আইনের স্বপক্ষে

প্রবীর রায়চৌধুরী

পটভূমিকা :

অবিভক্ত বাংলাদেশে এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে, গ্রন্থাগার কর্মীরা দীর্ঘদিন যাবৎ নিঃশুল্ক আইন-ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করে আসছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই আন্দোলনের প্রধান সংগঠক। পরবর্তীকালে পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিও এই আন্দোলনে পরিষদের প্রধান সহযোগী। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষার জন্য গ্রন্থাগার আইনের একটি খসড়া রচনা করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে, রাজ্য শিক্ষা অধিকর্তাকে (ডি, পি, আই) সভাপতি এবং উপশিক্ষা অধিকর্তা (সমাজশিক্ষা) কে সচিব করে, দশজনের একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ইতিমধ্যে সরকার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই এই রাজ্যে বিনা চাঁদার সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার আইনের একটি খসড়া রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর বিবেচনার জন্য পেশ করেছেন। আশা করা যায় যে রাজ্য সরকারের বিবেচনার পর এই আইনটি শীঘ্রই বিধানসভায় পেশ করা হবে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল এই প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু বক্তব্য পেশ করা।

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান অবস্থা :

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাত হাজারের মত সাধারণ গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারগুলি প্রধানতঃ জনসাধারণের দান, শ্রম ও উদ্যোগের ফলে গড়ে উঠেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে রাজ্য সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে কিছু ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার প্রথা জন্ম লাভ করে। বিগত দুই দশকে কিছু সাধারণ গ্রন্থাগারকে এই স্পনসর্ড প্রথার আওতায় আনা হয়। এই প্রথায় কর্মীদের বেতন ও আকস্মিক খরচ (কন্টিনজেন্সী) বাবদ ব্যয়ের (পরিমাণে খুবই অল্প) দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন। গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য যে অনুদান দেওয়া হয় তার থেকে এতদিন পর্যন্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি বঞ্চিত ছিল। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারগুলিকেও গ্রন্থ-অনুদান দেওয়া হচ্ছে, যদিও অনুদানের পরিমাণ খুবই কম। স্পনসর্ড প্রথার অধীনে ১৫০০র মত সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও ৮টি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের পরিচালনাধীনে। এই স্পনসর্ড ও সরকারী প্রথার বাইরে প্রায় ছয় হাজারের মত গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারগুলি প্রধানতঃ জনসাধারণের দান, শ্রম ও উদ্যোগের দ্বারা পরিচালিত। এই গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশই আর্থিক সমস্যা দ্বারা জর্জরিত এবং এদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থাগার অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে জেলা সমাজ শিক্ষা বিভাগ থেকে সামান্য পরিমাণে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে এই সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল ত্রুটিগুলি হল : (ক) এই গ্রন্থাগারগুলিকে প্রকৃত অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগার বলা যায় না। যে সব দেশে প্রকৃত অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ইউনেস্কো নির্ধারিত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে সাধারণ গ্রন্থাগার এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার দ্বার সমাজের সর্বশ্রেণী মানুষের কাছে উন্মুক্ত থাকবে এবং যেখানে প্রবেশের জন্য চাঁদা বা ডিপোজিটের

কোন বাধা থাকবে না। যে প্রতিষ্ঠান মানুষের চিত্ত বিনোদনে সাহায্য করবে না, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, গণ-তান্ত্রিক চিন্তাধারার উন্মেষ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে গ্রন্থাদি এবং তথ্য সরবরাহ করে এক অনন্য ভূমিকা পালন করবে। অধিকাংশ দেশেই এই ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের নিঃশুল্ক আইনভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও প্রবর্তিত হয় নি। (খ) এই রাজ্যে যে তথাকথিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, এমন কি প্রত্যক্ষ-ভাবে সরকারের পরিচালনা ও শর্তসাপেক্ষ প্রথার অধীনে যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তার পিছনে কোন সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। এর ফলে একদিকে যেমন লক্ষ্য করা যায় অসম ও অসম্পূর্ণ বিকাশ, অপরদিকে এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সুসংবদ্ধতা, সমন্বয়, পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকার ফলে এবং যথাযথ প্রশাসনিক বিধির অভাবে ঘটছে সম্পদ ও অর্থের চরম অপচয়। সুযোগ ও সম্ভাবনার ব্যবহারের কোন প্রচেষ্টাই হয়নি। (গ) সমাজ শিক্ষা বিভাগের হাতে এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব থাকায় একদিকে যেমন লক্ষ্য করা যায় অনভিজ্ঞতা প্রসূত পরিকল্পনাবিহীন কর্মপ্রচেষ্টা, অপরদিকে সার্থক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে যারা প্রকৃত ভূমিকা পালন করতে পারে সেই গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্ম-উদ্যোগের প্রতি দেখানো হয়েছে চরম অবহেলা, উপেক্ষা ও অমর্যাদা। সমাজশিক্ষা দপ্তরের প্রশাসকদের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার লক্ষ্য, তাৎপর্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি না থাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি ও বিকাশ আশানুরূপ হয়নি। (ঘ) শর্তসাপেক্ষ প্রথার অন্যান্য ত্রুটিগুলি হ'ল: চরম আর্থিক অপ্রতুলতা ও অর্থ সরবরাহের অনিশ্চয়তা, কর্মী বাহিনীর অপ্রতুলতা ও তাদের শোচনীয় অবস্থা, প্রশাসনিক বিধি ও নিয়মকানুনের অভাব, ইত্যাদি (ঙ) শর্তসাপেক্ষ প্রথার একটি প্রধান ত্রুটি হল, এই ব্যবস্থার আর্থিক দায়িত্ব পুরোপুরি সরকারের হলেও এই গ্রন্থাগার-গুলির উপরে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই ধরণের দ্বৈত শাসনের ফলে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠছে না, অনেক ক্ষেত্রে অর্থের চরম অপচয় ও অপব্যবহার ঘটেছে এবং নানা ধরণের প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিচ্ছে।

অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রন্থাগার আইন :

রাজ্য সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ণ কমিটির বিবেচনার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার আইনের যে খসড়াটি পেশ করেছে এবং যে খসড়া আইনটি কিছু সংশোধন সহকারে গৃহীত হয়ে উক্ত কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে, তা নিম্নলিখিত আইন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের অভিজ্ঞতার আলোকে তৈরী করা হয়েছে: (ক) মাদ্রাজ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৪৮ (খ) অন্ধ্রপ্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৬০ (গ) মহীশূর সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ১৯৬৫ (ঘ) মহারাষ্ট্র সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৬৭ (ঙ) মডেল পাবলিক লাইব্রেরীজ বিল, ১৯৬৩ (ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির [১৯৫৯] সুপারিশ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তৎকালীন শিক্ষা সচিব ডঃ ডি এম, সেনের নেতৃত্বে এই বিলটি রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন) (চ) ভারত সরকারের যোজনা কমিশন নিয়োজিত "গ্রন্থাগার ওয়ার্কিং গ্রুপ" প্রণীত মডেল পাবলিক লাইব্রেরীজ বিল, ১৯৬৫ (ছ) আন্তর্জাতিক গ্রন্থ বর্ষে সারা ভারত পাবলিক লাইব্রেরী সেমিনারে (ব্যাঙ্গালোর, এপ্রিল, ১৯৭২) প্রয়াত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন কর্তৃক উত্থাপিত মডেল পাবলিক লাইব্রেরীজ বিল, ১৯৭২ (জ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের নবদ্বীপ (১৯৫৮) ও উত্তরপাড়া (১৯৬৯) অধিবেশনে গৃহীত গ্রন্থাগার আইনের দুটি খসড়া বিল (ঝ) বর্তমানে কয়েকটি রাজ্য সরকার ও বিধানসভার বিবেচনাধীন গ্রন্থাগার আইনের কয়েকটি বিল (ঞ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মেদিনীপুর (১৯৭৮) অধিবেশনে গ্রন্থাগার আইনের উপর আলোচনার ধারা বিবরণী ও সুপারিশ সমূহ (ট) এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্মীদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা।

প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনের কয়েকটি মৌলিক দিক :

প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনে নিম্নলিখিত মৌলিক দিকগুলি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে।

(ক) বিনা চাঁদায় সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে :

এই ধরনের একটি নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে তা যে শুধু শিক্ষিত ও শহরের লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, দরিদ্র ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে তা প্রসারিত হবে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসম বিকাশ ঘটবে। প্রকৃত অর্থে এমন একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে যা সুস্থ উপায়ে চিত্ত বিনোদন, অপসংস্কৃতি রোধ তথা সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার বিস্তার, গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি কাজে অসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। চাঁদা এবং ডিপোজিটের বাধা অপসারিত হলে এই ধরনের একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা শুধু শিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে নয়, সদ্য সাক্ষর এবং নিরক্ষর মানুষদের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনেও নানা তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য তথ্য কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে ও জ্ঞান আহরণে জনগণের জন্মগত মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। গ্রন্থাগার হয়ে উঠবে প্রকৃত অর্থে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাংস্কৃতিক মিলন কেন্দ্র।

খ। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পৃথক ডাইরেক্টরেটের কথা বলা হয়েছে : সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে মুক্ত করে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য পৃথক একটি ডাইরেক্টরেট গঠন করার পিছনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি বিবেচনা করা হয়েছে :

(১) সমাজ শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকলেও উভয়ের কর্মক্ষেত্র এক নয়। সমাজ শিক্ষার কাজ ছাড়াও, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে, যথা কৃষি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, পশুপালন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রাম ও শহরের উন্নয়ন প্রভৃতি কাজে সাহায্য করাও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার লক্ষ্য। এছাড়া চিত্ত বিনোদন, অর্জিত শিক্ষা রক্ষা ও প্রসার, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি, জীবন ও জীবিকার অগ্রগতি প্রভৃতি কাজে নানাবিধ গ্রন্থাদি ও তথ্য সরবরাহ করা সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার লক্ষ্য। জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশে সাহায্য করবে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। তাই গ্রন্থাগারের কাজ শুধু সমাজশিক্ষার কাজে সাহায্য করা এই কথা বলার অর্থ গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করা।

(২) বর্তমানে রাজ্য সরকারের সমাজশিক্ষা দপ্তরের হাতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে : নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা জনশিক্ষার প্রসার এবং সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনা। কাজই খুব গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ একই সমাজশিক্ষা দপ্তরের হাতে থাকায় উভয় কাজই অবহেলিত হয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি সুপরিকল্পিতভাবে হয়নি নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ক্রমাগত পিছিয়ে যাওয়া প্রমাণ করে যে এই কাজও অবহেলিত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই নিরক্ষরতা দূরীকরণ কাজের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের দায়িত্ব সমাজ শিক্ষা দপ্তরের হাতে থাকা উচিৎ। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার মত আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে দেওয়া হলে তা পূর্বের মতই অবহেলিত হবে।

(৩) সমাজশিক্ষার কাজ এবং গ্রন্থাগারের কাজের জন্য দু'টি পৃথক ডাইরেক্টরেট হলে কাজের অসুবিধা দেখা দেবে এই বক্তব্যও আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে যে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান চলবে তাতে গ্রন্থাগারের সহযোগিতায় বাধা কোথায়? সদ্য সাক্ষররা তাদের নবলব্ধ শিক্ষাকে অব্যাহত রাখার জন্য যেমন

গ্রন্থাগারের আশ্রয় নেবেন, তেমনি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও গ্রন্থাগার ব্যবহার করবেন। সরকারের দুটি দপ্তর পারস্পরিক কাজ সহযোগিতা করতে পারবে না এই আশঙ্কা অমূলক।

(৪) বিগত দুই দশক ধরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকার ফলে কোন সুপরিকল্পিত পথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি হয়নি, প্রকৃত অর্থে সুসংবদ্ধ, সমুন্নত, সম্প্রসারিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। অর্থ ও শ্রমের অপচয়, প্রশাসনিক জটিলতা, গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ ভূমিকা পালনে, বাধাদান, দুর্নীতিমূলক কাজের প্রসার এই সব ঘটনা ঘটেছে। সমাজশিক্ষা বিভাগের প্রশাসক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে। সমাজশিক্ষা দপ্তরের প্রশাসকদের অধিকাংশের গ্রন্থাগার পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা না থাকার ফলে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। প্রস্তাবিত আইনে গ্রন্থাগার ডাইরেক্টরেট ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনায় বৃত্তিকুশল অভিজ্ঞ কর্মীরা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর ফলে শুধু প্রশাসনিক জটিলতা ও মানসিক তিক্ততাই দূর হবে না, সুপরিকল্পিত পথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্ভব হবে।

(৫) ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেখানে গ্রন্থাগার আইন চালু হয়েছে সেখানে এবং অন্যান্য দেশেও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পৃথক একটি ডাইরেক্টরেট বা ডিপার্টমেন্ট আছে।

(গ) স্পনসর্ড প্রথার অবসান ঘটিয়ে এই গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব সরকারকে নিতে বলা হয়েছে—স্পনসর্ড প্রথায় গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক দায়িত্ব সরকারের অথচ এই গ্রন্থাগারগুলির উপর কোন প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নেই। অনেকক্ষেত্রে সরকারী অর্থের অপচয়, দ্বৈত শাসনের ফলে প্রশাসনিক জটিলতা, কর্মজীবনে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব এই সব স্পনসর্ড প্রথার কুফল, তাই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং সুপরিকল্পিত পথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করে শুধু কর্মী, গ্রন্থাদি এবং আকস্মিক খরচের জন্য কিছু আর্থিক অনুদান দিলেই হবেনা, এই ধরনের একটি ব্যবস্থার পরিপূর্ণ আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। যে সব স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরা এই গ্রন্থাগারগুলি গড়ে তুলেছেন তারা সরকারের এই সিদ্ধান্তে আনন্দিত ও আশ্বস্ত হবেন। রাষ্ট্রের হাতে তাদের সৃষ্ট সংস্থাটির আর্থিক ও প্রশাসনিক নিশ্চয়তা আসবে। অধিকন্তু তাদের এই ভূমিকাও খর্ব করা হচ্ছেনা। প্রতিটি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ও সংগঠকদের নিয়ে তৈরী হবে একটি উপদেষ্টা কমিটি। এই কমিটি গ্রন্থাদি ক্রয় এবং উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মী ও সরকারকে নানা পরামর্শ দেবে।

(ঘ) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২'৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়ের সুপারিশ করা হয়েছে—বর্তমানে রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ টাকার মত ব্যয় করে থাকেন, যা রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা এক ভাগের কিছু কম। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যোজনা কমিশনের লাইব্রেরী গ্রুপ সুপারিশ করেছেন যে রাজ্যের শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার খাতে এই বিনিয়োগের ফল সুদূরপ্রসারী হবে-সামাজিক অগ্রগতির সহায়ক হবে। এর ফলে সুপরিকল্পিত পথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। রাজ্যের সমগ্র অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষম বিকাশ ঘটবে। গ্রন্থাগারের দ্বার আপামর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে।

(ঙ) গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে—রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুপরিকল্পিত ও সুষম বিকাশের জন্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কথাও এই প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে।

(৫) প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনের মূল কাঠামো—গ্রন্থাগার আইনের খসড়া দিলে যে কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে তার প্রধান দিকগুলি হল :

(ক) শিক্ষা দপ্তরের অধীনে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য একটি পৃথক ডাইরেক্টরেটের কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে যে সব গ্রন্থাগারের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবেন সেই সব গ্রন্থাগারের কর্মী এই ডাইরেক্টরেটের কর্মী হবেন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং গ্রন্থাগারের কাজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি ডাইরেক্টর অব্ লাইব্রেরী সার্ভিস পদে নিযুক্ত হবেন। তিনি পদাধিকার বলে স্টেট লাইব্রেরী কাউন্সিলের সচিব হবেন। সামগ্রিক ভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনা এবং বিভিন্ন ধরণের প্রশাসনিক দায়িত্ব এই অফিসারের উপর অর্পিত হবে।

(খ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে শীর্ষে রেখে এবং জেলা, মহকুমা, শহর, আঞ্চলিক, গ্রামীণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়ে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি সুসংবদ্ধ কাঠামো তৈরী করা হবে। পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্পদের যৌথ ব্যবহার প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের বিভিন্ন অংশের চাহিদা পূরণে সক্ষম নানাবিধ কার্যক্রম এই সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে।

(গ) রাজ্য স্তরে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি করে একটি স্টেট লাইব্রেরী কাউন্সিল গঠিত হবে। এই কাউন্সিল জনপ্রতিনিধি (এম, এল, এ), শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, সরকারী প্রশাসক, জেলা লাইব্রেরী বোর্ডের প্রতিনিধি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কর্মী সংস্থার প্রতিনিধি প্রভৃতিদের নিয়ে গঠিত হবে। এই কাউন্সিল রাজ্য গ্রন্থাগার উন্নয়ণ পরিকল্পনা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে নানাবিধ পরামর্শ দেবে। এর ভূমিকা হবে অনেকটা বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন উপদেষ্টা কমিটির মত। কাউন্সিলের পরামর্শগুলি ডাইরেক্টরেট বিবেচনা করে দেখবেন।

(ঘ) জেলা স্তরে জেলা শাসককে সভাপতি করে এবং ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী অফিসারকে সচিব করে একটি জেলা লাইব্রেরী বোর্ড গঠিত হবে। জেলা লাইব্রেরী বোর্ড জনপ্রতিনিধি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রতিনিধি, জেলা স্তরের বিভিন্ন প্রশাসক, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মী সংস্থার প্রতিনিধি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালক মণ্ডলীর প্রতিনিধি প্রভৃতিদের নিয়ে গঠিত হবে। জেলা স্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ, গ্রন্থাগারগুলির অধিগ্রহণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এই বোর্ড পরামর্শ দেবে।

(ঙ) জেলা স্তরের নীচে আর কোন বোর্ড বা কর্তৃত্বের কথা বলা হয়নি। এর নীচে বোর্ড গঠিত হলে কাজের জটিলতা ও প্রশাসনিক অসুবিধা দেখা দিবে। বর্তমানেও জেলা সমাজশিক্ষা উপদেষ্টা কাউন্সিলই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ সমস্যা বিবেচনা করে থাকেন। সমগ্র জেলায় সুসংবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষমবিকাশের জন্য একটি বোর্ডই থাকা প্রয়োজন।

(চ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জনগণের উদ্যোগও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। প্রতিটি গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগারের সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বিশেষজ্ঞ, প্রভৃতিদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে সচিব করে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি গ্রন্থাদি ক্রয় এবং নানা উন্নয়নমূলক কাজে গ্রন্থাগারিক ও জেলা গ্রন্থাগার বোর্ডকে পরামর্শ দেবে।

(ছ) বর্তমানে স্পনসর্ড ৫ধার এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে গ্রন্থাগারগুলি আছে—রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা, মহকুমা, সহর, আঞ্চলিক, গ্রামীন, গ্রন্থাগারসমূহ এবং প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন গ্রন্থাগার সমূহের বর্তমান মর্যাদা ও কর্মপরিধি কমবে না তো বটেই, আরো বৃদ্ধি পাবে।

গ্রন্থাগার আইনের দাবী জনগণের দাবী :

গ্রন্থাগার আইনের দাবী শুধু গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী। এই গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, পূর্বতন রাজ্য সরকার সমূহের নেতৃবৃন্দ একাধিকবার স্বীকার করেছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার এই আইন প্রবর্তনে অগ্রসর হয়েছেন। দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি বেতনভুক ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মী রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছেন। বিধানসভার মাননীয় সদস্যদের নিকট আমাদের অনুরোধ আপনারা খসড়া বিলটা বিবেচনা করে, প্রয়োজন বোধে সংশোধন করে, বিলটিকে আইনে পরিণত করুন এবং এই রাজ্যে নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করুন।

* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্ধমান জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন (৫ আগষ্ট ১৯৭৮) উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মরণিকা' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

পরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দের প্রতি একটি আবেদন

পরিষদের কার্যক্রমকে সুবিস্তৃত এবং সফল করার উদ্দেশ্যে, এবং সেই জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীগুলিতে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দের সঙ্গে জেলাগুলিতে বসবাসকারি গ্রন্থাগার দরদী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ সহজতর এবং সম্ভব করার উদ্দেশ্যেই রাজ্যের জেলা সমূহে পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী। রাজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশে রাজ্যের তেরটি জেলায় পরিষদের নিজস্ব জেলা শাখা কমিটি গঠিত বা পুনর্গঠিত হয়েছে। অবশিষ্ট জেলাগুলিতে (বীরভূম, ২৪ পরগণা ও কলকাতা) অদূর ভবিষ্যতে শাখা স্থাপন সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি—জেলায় শাখা স্থাপনই শেষ কথা নয়। সেই শাখাগুলি বাঁচিয়ে রেখে তার মাধ্যমে নানাবিধ কার্যসূচীর রূপায়ন এবং সেই উদ্দেশ্যে জেলা শাখার সঙ্গে সদস্যবৃন্দের সংযোগ সাধন প্রয়োজন সর্বাগ্রে। জেলায়, জেলায় বসবাসকারী পরিষদের মাননীয় সদস্যগণ স্ব-স্ব জেলা শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জেলার গ্রন্থাগার এবং তার কর্মীদের সমস্যা, দাবী দাওয়া নিয়ে সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে অংশ নিয়ে পরিষদকে কার্যকর ভাবে সাহায্য করতে পারেন। জেলায় জেলায় বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের পেশা ও চাকুরীগত অসুবিধা সমূহ নিয়েও জেলা শাখার মাধ্যমে যেটুকু করা সম্ভব সেই কাজগুলি করে পরিষদকে মূল্যবান সাহায্য দেওয়া যায়। আশা করি, মাননীয় সদস্যবৃন্দ অনুগ্রহ করে পরিষদকে তার জেলা শাখাগুলি সক্রিয় রাখার কাজে সাহায্যের জন্য প্রসারিত করবেন।

জেলা শাখা বা তার সংগঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে অসুবিধা থাকলে অনুগ্রহ করে জানাবেন। কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এবিষয়ে সাহায্য করা যাবে। পরিষদের জেলা শাখা বিষয়ে সদস্যদের প্রতিটি প্রস্তাবই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচিত হবে। কোনও সুপারিশ থাকলে অনুগ্রহ করে আজই পাঠিয়ে দিন।

১৭ই জুলাই, ১৯৭৮

শশাঙ্ক বাগচী
আহ্বায়ক,
সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
বার্ষিক সাধারণ সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ১৭ই সেপ্টেম্বর '৭৮ বিকেল ২-৩০ মিঃ সময় পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্যন্ত যাদের চাঁদা দেওয়া আছে এবং যারা ১৯৭৮-৭৯ সালে সদস্য হয়েছেন তাদের সকলের কাছে সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক কার্যবিবরণী, বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি পাঠান হয়েছে। যে সব সদস্যের সদস্যপদ ১২ মাসের অধিক এবং যাদের ১৯৭৮-৭৯ সালের চাঁদা দেওয়া আছে কেবল মাত্র তাঁরাই নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবেন এবং কোন নির্বাচন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। তাই পরিষদের সদস্যদের কাছে আবেদন যে অবিলম্বে যেন তাঁরা ১৯৭৮-৭৯ সাল পর্যন্ত চাঁদা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন।

প্রবীর রায় চৌধুরী
কর্মসচিব

পরিষদের জেলা শাখা সম্মেলন

। হুগলী ।

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৮) তারিখে ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি গ্রন্থাগার ভবনে জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পরিষদের হুগলী জেলা শাখার সম্পাদক সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। জেলা শাখার পরবর্তী সভা ১৯শে মার্চ (১৯৭৮) তারিখে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার-এ শ্রীঅনিল দত্ত মহাশয়ে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পরিষদের হুগলী জেলা শাখা কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। শাখা কমিটিতে আছেন—

সভাপতি—শ্রীঅনিল দত্ত, গ্রন্থাগারিক, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার। সহ-সভাপতি—সর্বশ্রী ললিত মোহন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মেলন; দীনবন্ধু ঘোষ, শরৎ স্মৃতি পাঠাগার, দেবানন্দপুর; এবং তারাপদ ঘোষ, সাবিত্রী মনোরমা পাঠাগার, ইটাচুণা। সম্পাদক—শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেণী হিতসাধন গ্রন্থাগার, ত্রিবেণী। সহ-সম্পাদক—সর্বশ্রী শৈলেন্দ্র নাথ পাল, মগরা প্রগতি সংঘ এবং সুনীল দাস, ত্রিবেণী। সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী অনন্ত ভট্টাচার্য্য, পাণ্ডুয়া সাধারণ পাঠাগার; জগবন্ধু কুণ্ডু, বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার, অসীম কুমার চৌধুরী, তিলক সাধারণ পাঠাগার, তারকেশ্বর হাটি, রাধাগোবিন্দ কর, মহানন্দ সাধারণ পাঠাগার; শঙ্কর প্রসাদ গুড়, রামকৃষ্ণ আশ্রম পাঠাগার, রিষড়া; দুলাল সরখেল, বিধান চন্দ্র কলেজ, রিষড়া; চিত্তরঞ্জন বেরা, হীরালাল পাল কলেজ; দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, খামারগাছি মুক্তকেশী সাধারণ পাঠাগার; অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপাল সাধারণ পাঠাগার; বলরাম চক্রবর্তী, গোস্বামী মালিপাড়া সাধারণ পাঠাগার; শঙ্কর পাল, তারকেশ্বর যুব সংঘ; শম্ভুধর নায়েক, মলিনান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গ্রন্থাগার; সম্পাদক, শ্রীরামপুর সাধারণ পাঠাগার এবং বাগাটী রাম গোপাল ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়, মগরা।

সভা ছুটিতে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীশশাঙ্ক বাগচী উপস্থিত থেকে রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান পটভূমিকায় পরিষদের শাখা ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

।। কুচবিহার ।।

১৩ই জুন, ১৯৭৮ কুচবিহার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার মহীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কুচবিহার জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মী গ্রন্থাগারদরদী এবং সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবিদের উপস্থিতিতে সম্মেলন শুরু হয় প্রয়াত গ্রন্থাগার কর্মীদের ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর। শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, জেলা শাখার শ্রীদীপেন চন্দ এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন ও ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীঅহীন সরকার।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রীশশাঙ্ক বাগচী এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমলকান্তি গুহ। সভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন জেলার বিশিষ্ট গণসংগীত শিল্পী শ্রীগৌরবরণ রায়। বিদায়ী সম্পাদক শ্রীদীপেন চন্দ জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে শ্রীবিমল বসু, এম. এল এ, শ্রীমতী অপরাজিতা গোপ্পী এম. এল. এ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন ও ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীঅহীন সরকার, উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগোপেশ্বর

সভ্য, জেলা সমাজশিক্ষা বোর্ডের সদস্য শ্রীশৈলেন মিশ্র ও অন্যান্যরা গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা ও পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী ও সহকারী কর্মসচিব শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা গ্রন্থাগার আইনের দাবীর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন এবং বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকার বিশ্লেষণ করেন।

জেলা সম্মেলনে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী, সহ-সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা এবং সংগঠনের ও সমন্বয় উপসমিতির আহ্বায়ক শ্রীশশাঙ্ক বাগচীর উপস্থিতিতে পরিষদের কুচবিহার জেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়। জেলার কার্যকরী কমিটিতে নির্বাচিত হন :

সভাপতি—শ্রীদীপেন চন্দ, সহ-সভাপতি—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শীল, শ্রীসুবলচন্দ্র সাহা, শ্রীনিতাইচন্দ্র সাধর্খা, সম্পাদক—শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীজীবতোষ দাস, সহ-সম্পাদক—শ্রীঅরুণবরন্ত বিশ্বাস, সদস্য—শ্রীমতী কল্পনা চক্রবর্তী, সর্বশ্রী পঙ্কজকান্তি কর, অমল মজুমদার মনোরঞ্জন দে, পরেশ চন্দ্র কর, বিনয়ভূষণ সরকার, মাধবচন্দ্র রায়।

মোট ১৪ জনকে লইয়া জেলা শাখার কার্যকরী কমিটি গঠনের পর সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে জেলা সংগঠনের কাজের সুবিধার্থে Co-opt member করা যাবে।

॥ দার্জিলিং ॥

গত ১৪ই জুন পরিষদের দার্জিলিং জেলা শাখার উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার (শিলিগুড়ি)-এ চতুর্থ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা এবং রাজ্য সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগের উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। উক্ত সম্মেলনে পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা ও শশাঙ্ক বাগচী বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন—অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার এবং শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্যোতির্ময় রায়।

উক্ত সম্মেলনে পরিষদের দার্জিলিং জেলা শাখা কমিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় :

সভাপতি—শ্রীনৃপেন বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি। সহ-সভাপতি—সর্বশ্রী হরেন এ্যালে, দেশবন্ধু জেলা গ্রন্থাগার, দার্জিলিং, সুনীল ঘোষ, বাগডোগরা ওয়াই, এম, এস, এ, গ্রামীণ গ্রন্থাগার ; তপন গুপ্ত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ; পুষ্পা ছেত্রী, কালিংপঙ ; কলমারী বিশ্বাস, সুব্রত সেনগুপ্ত, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বক্সীরহাট। সম্পাদক—শ্রীবীরেন্দ্র কুমার চন্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীদেবেন মজুমদার, শিলিগুড়ি সরঃ পলসর্ড কলেজ, শিলিগুড়ি। সদস্যবৃন্দ—সর্বশ্রী স্বপনকুমার বাগচী, নবীনমোহন রায়, নিত্যরঞ্জন গুহ, সুজিত চক্রবর্তী, দিলীপ চক্রবর্তী, অশোক ভট্টাচার্য, অবনী ঘোষ, অশোক কুমার হাতী, জে, এল দেওয়ান, বিমল বিহারী চৌধুরী, বিমল চৌধুরী, নারায়ণচন্দ্র সাহা, দীপ্তি সেনগুপ্ত, গোপী সিং বুমেন্ট, এবং সুশীল কুমার কুণ্ডু।

ভ্রম সংশোধন

পরিষদের মালদহ জেলা শাখার কার্যনির্বাহক সমিতিতে সদস্য হিসেবে প্রগতি সঙ্ঘ (হরিপুর)কে গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠানের নাম জেলা শাখার নামের তালিকায় বাদ পড়ে যাওয়ার জন্য দুঃখিত।

গ্রন্থাগার সংবাদ

॥ বেলঘরিয়া প্যারীমোহন স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার ॥

গত ৯ই জুলাই ১৯৭৮, রবিবার বেলা ২-৩০ মিনিটে গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় বিতর্ক পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ-এ একটি প্রদর্শনী বিতর্কে বিতার্কিকগণ অংশগ্রহণ করেন। সভার বিতর্ক বিষয় ছিল "সভার মতে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সমূহকে শাসনকার্য্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছে।"

॥ চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ।

গত ২৫শে জুন, ১৯৭৮ সঙ্ঘের নবনির্মিত ভবনে "Positive Health Centre" সম্বন্ধে একটি সুন্দর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ মুরারীমোহন মুখোপাধ্যায়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী গণেশ নন্দী, করুণা শীল, তপন ভট্টাচার্য, সুধাংশু মুখার্জী, অমিয় নন্দী, মতি মণ্ডল, অনাথ দাস, শিবরাম ধর, সলিল জানা প্রভৃতি। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ।

॥ নৈহাটী রবীন্দ্র পাঠাগার, ২৪ পরগণা ॥

নৈহাটী রবীন্দ্র পাঠাগারের উদ্যোগে মনোরম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্গাতা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের ১৪১-তম জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবনে মর্মর মূর্তিতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয় ও সম্প্রতি রাজ্য সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবন অধিগ্রহণের যে আশ্বাস দিয়েছেন তাকে স্বাগত জানানো হয়। সভাপতির ভাষণে ডাঃ অমূল্যচরণ দে শাস্ত্রী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ভাব ভাবনা প্রচারে, অপসংস্কৃতি রোধে, সুস্থ সংগ্রামী সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকার প্রশংসা করেন। সংস্থার সভ্য ও সভ্যবৃন্দ কর্তৃক জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গীত (বন্দেমাতরম্) পরিবেশন করা হয়। এই সভায় বহু ছাত্র, শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবি মহল উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে গ্রন্থাগারিক শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

॥ বেলায়েৎ আলী স্মৃতি পাঠাগার, হুগলী ॥

১৮ই জুলাই, ১৯৭৮ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বেলায়েৎ আলী স্মৃতি পাঠাগারের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রীহরনারায়ণ দেবদাসের সভাপতিত্বে পাঠাগার গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ১৯৭৭-'৭৮ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব ও সম্পাদকীয় বিবরণী পেশ করা হয়।

সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া আগামী তিন বছরের জন্য পাঠাগারের কর্মপরিষদ গঠিত হয়।

সভাপতি—হরনারায়ণ দেবদাস, সহ-সভাপতি—দীনবন্ধু ঘোষ ও অসিত সাহা, সম্পাদক—দিলীপকুমার হালদার, সহ-সম্পাদক—অনিতা সরকার, কোষাধ্যক্ষ—পাঁচকড়ি দত্ত, গ্রন্থাগারিক—প্রদীপকুমার দাস, সদস্য—সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়, শোভন রায় এবং দেবানন্দপুর অঞ্চল পঞ্চায়েত মনোনীত ২ জন।

॥ পরিষদের হাওড়া জেলা শাখা সংবাদ ॥

বিগত ৯।৭।৭৮ তারিখে হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত কার্যকরী সমিতি অধিবেশনের বিবরণী :-

জেলা শাখার সভাপতি শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় স্থির হয় যে জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিকের যে আইনী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করে এবং জেলা গ্রন্থাগারগুলির বিভিন্ন সংখ্যার

প্রতিকারের দাবীতে হাওড়া জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে

এই সভায় আরও স্থির হয় যে জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের এক তরফা এই জেলার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে এবং হাওড়া জেলা শাখার প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক সমিতিতে অন্তর্ভুক্তি করার জন্য দাবী করে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দের কাছে পাঠান হবে এবং এই প্রস্তাবের অনুলিপি জেলা উপদেষ্টা পর্ষদের ও জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক সমিতির সকলকেই দেওয়া হবে।

॥ সংস্কৃতি'র নজরুল সুকান্ত উৎসব ॥

চাকপোতার (হাওড়া) ঐতিহ্যশালী সংস্থা [গ্রন্থাগার সহ] সংস্কৃতি গত ২৩শে জুলাই সংস্থা অঙ্গনে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কবি নজরুল ইসলাম ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মোৎসব পালন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনীর কেন্দ্রীয় পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য কবি নিমাই মান্না। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, আলোচনা, সংগীত, কবিতা পাঠে অংশ নেন উত্তম সাহা, নিমাই মান্না, সমর পাত্র, ভৈরব কোলে, গোপাল মাণা, সনৎ কাঁড়ার, কালী বেরা, শশধর পাথীরা প্রমুখ। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক কবি অরুণ সাহা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

॥ কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার, বর্দ্ধমান ॥

কালনা মহকুমা গ্রন্থাগারের কার্য্যকরী সমিতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দ্বারা প্রকাশিত "পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইনের কাঠামো" বিশদভাবে আলোচনা ও পাঠ করে এই অভিমত প্রকাশ করে যে মহকুমা গ্রন্থাগারের স্থান একান্ত ভাবে আবশ্যক। সুতরাং তাঁরা সর্বসম্মতভাবে পশ্চিমবঙ্গ "গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রণয়ন" কমিটি সভ্যবৃন্দের নিকট অনুরোধ জানায় যে প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনে যেন মহকুমা গ্রন্থাগার অবলোপ না করা হয়।

॥ পল্লী ভারতী, মৃগকল্যাণ, হাওড়া ॥

হাওড়া জেলার মৃগকল্যাণ গ্রামে পল্লীভারতীর গ্রন্থাগারের নবতিতম বর্ষপূর্তি উৎসব মার্চ-এপ্রিল (৭৮) দুই মাসব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

মার্চ মাসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। শিশু বিভাগের আবৃত্তি, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কণ ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং সর্বসাধারণের জন্য প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৩০শে এপ্রিল। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী ও প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী নিরুপমা চট্টোপাধ্যায়।

॥ আন্দামানে গ্রন্থাগার পরিষদ ॥

১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রন্থাগারিকরা একটি গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করেছেন।

প্রতিবেদন : অজিতকান্ত দাশ

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

যাঁরা ১৩৮৪ সনের চাঁদা এখনো দেন নি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে সত্বর চাঁদা পরিষদের অফিসে জমা দেবার জন্যে। চাঁদা দেওয়া না হলে, তাঁদের কাছে আর 'গ্রন্থাগার' পাঠানো সম্ভব হবে না।—সম্পাদক গ্রন্থাগার।

বার্তা বিচিত্রা

॥ ২৪ তম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥

বাঙ্গালোরের গান্ধী স্মারক নিধিতে ২১শে জানুয়ারী থেকে ১লা ফেব্রুয়ারী ২৪ তম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল শ্রীগোবিন্দ নারায়ণ। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী টি আর জয়ারামন। আই. এল. এর সভাপতি শ্রী ডি. আর. কালিয়া ও অধ্যাপক টি. কবেনও সভায় বক্তৃতা দেন।

ইন্সডকের পরিচালক শ্রী টি. এস্. রাজাগোপালন "ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে সম্পদ বন্টন" অধিবেশনটি পরিচালনা করেন।

॥ পরলোকগত মিঃ মুলে ॥

জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী ওয়াই. এম. মুলে তাহার নাগপুর বাসস্থিত ভবনে গত ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৮ পরলোকগমন করেছেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি কিছু দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত। লণ্ডন থেকে তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের স্পেশাল অফিসার, উপ গ্রন্থাগারিক ও পরে গ্রন্থাগারিক হিসেবে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি আবার নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল বিব্লিওগ্রাফীর সম্পাদনা করেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ১ দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়।

॥ দিল্লীতে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের প্রদর্শনী ॥

লোক সভার অধ্যক্ষ মিঃ কে. এস. হেগড়ে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ লোক সভায় পার্লামেন্ট দুষ্প্রাপ্য ও শিল্প কলা বইয়ের এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এক হাজার দুষ্প্রাপ্য পুস্তক পার্লামেন্ট লাইব্রেরীর সহায়তায় লোক সভার সদস্যদের জানার্থে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

॥ শ্রীগণেশ ভট্টাচার্যের অধ্যাপক পদে যোগদান ॥

ডি. আর. টি. সি. র প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ১লা ডিসেম্বর '৭৭ থেকে যোগদান করেছেন। তাঁহাকে সারদা রঙ্গনাথন অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

॥ কাউলা পুরস্কার ॥

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ লণ্ডনের এক সভায় যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত ভারতবর্ষের হাইকমিশনার বি. কে. নেহেরু মিঃ বার্নার্ড আই পামারকে প্রফেসর কাউলা স্বর্ণ পদক দেন। মিঃ পামার ১৯৭৫ সালের এই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন।

॥ আই. এফ. এল. এ. কমিটিতে ইয়াসলিকের সদস্যদ্বয় নির্বাচিত ॥

ইয়াসলিকের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও ইয়াসলিকের সদস্য শ্রীমতী বিদ্যুৎ খাণ্ডেওয়ালা ইন্টারন্যাশানাল ফেডারেশান অব লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েসনের এশিয়ার আঞ্চলিক স্থায়ী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতিবেদন : অমিতাভ দাশ

পরিষদ কথা

সভা, সাক্ষাৎকার, স্মারকলিপি

(১লা মার্চ, ১৯৭৮ থেকে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৮)

১ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী এবং উপ-শিক্ষা অধিকর্তার (সমাজ শিক্ষা) সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন বিষয়ে স্মারকলিপি পেশ—

আলোচ্য সময়ে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে এবং উপ-শিক্ষা অধিকর্তার (সমাজ শিক্ষা) সঙ্গে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। এই সব সাক্ষাৎকারের সময়ে যে সব বিষয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তা হ'ল: (ক) আগামী বিধান সভার অধিবেশনে গ্রন্থাগার আইনের খসড়াটি উত্থাপন করা (খ) গ্রন্থ, আসবাব পত্র ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য রাজ্য সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে যে অনুদান দিয়েছেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন জেলার ডি এস ই ও বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করার ফলে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তার অবসান (গ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের এ্যাডহক বেতনবৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী নির্দেশনামার কয়েকটি বিষয় অনুল্লেখ থাকার ফলে কিছু কর্মী উচ্চতর হারে এ্যাডহক পে না পাওয়ার আশঙ্কা (ঘ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে ২৪ ঘণ্টা ডিউটি প্রথার অবসান (ঙ) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অর্থে বিগত ৫, ৬ বছরে গ্রন্থাদি ক্রয় সম্পর্কে যে সব অভিযোগ উঠেছে সে সম্পর্কে তদন্ত করা (চ) জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদে জেলা গ্রন্থাগারিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও প: ব: স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিনিধি গ্রহণ (ছ) স্পনসর্ড গ্রন্থাগারে নিয়োগের জন্য রিক্রুটমেন্ট রুল প্রণয়ন, নিয়োগ স্থগিত রাখার আদেশ প্রত্যাহার, উচ্চতর পদে নিয়োগ কালে কর্মরত যোগ্যতা সম্পন্ন স্পনসর্ড কর্মীদের আবেদন পত্র বিবেচনা করা (জ) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল লাইব্রেরী খোলার বন্দোবস্ত করা এবং ঐ গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন, ডি. এ প্রভৃতি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা (ঝ) উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর কতিপয় কর্মীর ক্ষেত্রে কনসলিডেটেড বেতন ক্রমের অবসান এবং যথাযথ বেতনক্রম প্রবর্তন (ঞ) জেলা গ্রন্থাগার কমিটি পুনর্গঠন কালে জেলা গ্রন্থাগারিককে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা (ট) হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার কমিটিতে জেলা গ্রন্থাগারিককে গ্রহণ করা (ঠ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স যে রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত তা জানিয়ে জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিকদের কাছে সার্কুলার পাঠানো (ড) স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে অবসর তথা মৃত্যুকালীন সুযোগ সুবিধার (পেনশন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি) প্রবর্তন ঢ) শিলিগুড়িতে অবস্থিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারকে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার হিসেবে ঘোষণা করা (ণ) রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন জেলায় প্রচার (ত) আরামবাগ মহকুমা গ্রন্থাগার, ওল্ড মালদা বাণী ভবন টাউন লাইব্রেরী এবং মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা (থ) যে সব কর্মীরা এ্যাড-হক বেতন বৃদ্ধির আওতায় আসেননি (লাইব্রেরীয়ানশিপ ট্রেনিং সেন্টার, অডিও ভিস্যুয়াল ইউনিটস্ ইত্যাদি) সে সব কর্মীদের সমস্যা।

এই সব বিষয়গুলি নিয়ে ২৩শে জুন, ১৯৭৮ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং প: ব: স্পনসর্ড কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট এক যুগ্ম ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং স্মারকলিপি পেশ করা হয় (বিশদ বিবরণের জন্য গ্রন্থাগার, ১৩৮৫, আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই বিষয়-

গুলি নিয়ে ১৬ই জুলাই, ১৯৭৮ তারিখে আবার গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। এছাড়াও মালদা জেলা গ্রন্থাগারের ড্রাইভারের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা, টাকী সরকারী জেলা গ্রন্থাগারের কর্মরত গ্রন্থাগারিকের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা এবং উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েও স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

২ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ

২৭শে জুন ১৯৭৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সচিবের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সময় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত সমস্যা, সম্প্রতি রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত কলেজ গ্রন্থাগারের স্টাফ প্যাটার্ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও স্মারকলিপি পেশ করা হয়। (স্টাফ প্যাটার্ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্মারকলিপিটির জন্ম গ্রন্থাগার, ১৩৮৫, আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৩ রাজ্য উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ

৩রা আগষ্ট, ১৯৭৮ তারিখে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার হয় এবং ১২-৯-১৯৭৭ এবং ৬-২-১৯৭৮ তারিখে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তার কোন সুরাহা না হওয়ায় পুনরায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখা হয় এবং স্মারকলিপি পেশ করা হয়। উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী মহাশয় এই বিষয়গুলি সম্পর্কে পুনরায় বক্তব্য শোনেন এবং সহ-শিক্ষা সচিব মহাশয়কে ডেকে বিষয়গুলি নিয়ে পরিষদের সঙ্গে কথা বলতে এবং একটি রিপোর্ট তাঁর কাছে পেশ করতে নির্দেশ দেন।

৯ই আগষ্ট, ১৯৭৮ তারিখে সহ-শিক্ষা সচিব মহাশয়ের সঙ্গে বিষয়গুলি নিয়ে পুনরায় কথা বলা হয়। সহ-শিক্ষা সচিব পরিষদের বক্তব্য শোনেন এবং জানান যে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট তিনি শীঘ্রই শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের নিকট পেশ করবেন।

৩রা আগষ্ট, ১৯৭৮ তারিখে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় সম্প্রতি রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত কলেজ গ্রন্থাগারের স্টাফ প্যাটার্ন সম্পর্কেও বক্তব্য রাখা হয়।

উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী মহাশয় এবং ডি ডি পি আইয়ে (এস জি সি) নিকট উত্তরপাড়া কলেজ, মেদিনীপুর কলেজ, কাঁচড়াপাড়া কলেজ, জিয়াগঞ্জ কলেজ, হুগলী উইমেন্স কলেজ, বহরমপুর গার্লস কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকদের ইউ জি সি বেতনক্রমের ফিক্সেসন, বকেয়া বেতন, ইত্যাদি নিয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

৪ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সহ-উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও স্মারকলিপি পেশ

১২-৭-৭৮ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সহ-উপাচার্যের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার হয়। ঐ সময় বি. লিব. এস. সি কোর্সে সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দাবি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ইউ জি সি বেতনক্রম প্রবর্তন এই সব বিষয় নিয়েও স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

৫ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ও ইউ জি সির চেয়ারম্যানের নিকট পত্র প্রেরণ

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য ঘোষিত ইউ জি সি বেতনক্রমের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যে স্মারকলিপি ৩০-১২-৭৭ তারিখে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পাঠানো হয় তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত জানতে চেয়ে পুনরায় চিঠি পাঠানো হয়।

অনুরূপভাবে ইউ জি সির চেয়ারম্যানের কাছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম ও অন্যান্য

সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং এই সম্পর্কে ইউ জি সির সিদ্ধান্ত জানতে চেয়ে পুনরায় চিঠি পাঠানো হয়।

উভয় চিঠিরই কোন উত্তর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

৬ রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের রাজ্য পরিকল্পনা কমিটির আহ্বায়কদের পরিষদ ভবন পরিদর্শন এবং আলোচনা

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের রাজ্য পরিকল্পনা কমিটির আহ্বায়করা ২৩শে মে পরিষদ ভবনে আসেন এবং তাঁদের চা চক্রে আপ্যায়িত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায়। পরিষদের কর্মসচিব রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের কার্যধারা এবং পুস্তকক্রয় নীতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। রাজ্য পরিকল্পনা কমিটির কয়েকজন আহ্বায়ক তাঁদের নিজেদের রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

৭ বিভিন্ন কর্মীদের সমস্যা নিয়ে স্মারকলিপি

আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের কিছু কর্মীর বেতন, ডি. এ. ও পদমর্যাদা নিয়ে বিভিন্ন স্তরের কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

।। পরিষদের গ্রন্থাগার পুনর্গঠন ।।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারে গৃহীত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার পুস্তক সম্ভার গণনা, সূচী করণ, বর্গীকরণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরিষদের গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা গত ১০ই নভেম্বর, ১৯৭৭ থেকে এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরিষদের গ্রন্থাগার চন্দ্রনাথ লেন থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার পর এই প্রথম পুস্তক সম্ভার গণনা (stock taking) করা হয়। পরিগ্রহণ সংখ্যা (Accession Number) অনুযায়ী মোট পুস্তক ও পত্র পত্রিকার সংখ্যা ২,৬৩৮ হলেও, গণনার পর দেখা যায় গ্রন্থাগারে পুস্তক ও পত্র পত্রিকার সংখ্যা ২,২৯৩। অর্থাৎ ৩৪৫টি পুস্তকের কোন হিসাব পাওয়া যায়নি।

দক্ষতা ও প্রশংসার সঙ্গে পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা এই প্রকল্পের কাজ সুসম্পন্ন করেছেন গত ৩০শে জুন, ১৯৭৮। এই সময় প্রকল্পে মোট ১৫০০ খানি পুস্তকের সূচী, বর্গীকরণ, পুস্তক তালিকা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ শেষ করা হয়।

চলতি বৎসরে গ্রন্থাগারে আরও ২২৫টি বই সংযোজন করা হয়। ফলে পরিষদের ছাত্র, শিক্ষক ও সদস্যদের কাছে পরিষদের গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে পরিষদের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও এই গ্রন্থাগার বহুল পরিমাণে ব্যবহার করছেন।

এই পুনর্গঠনের কাজে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী অমিতাভ দাস, অশোক মিত্র, রূপক মজুমদার, চন্দনা চক্রবর্তী, পরেশচন্দ্র সাহা, বিশ্বনাথ ঘোষ, দুর্বিকা দাস, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়, মৃন্ময় দাশ, মায়া দে ও নীলা ভট্টাচার্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Annual Price Rs. 15.00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd No. WB/CC—145
Regd No. RN/2674/57

Volume 28 : No. 4 ust 1978

GRANTHAGA

(The monthly organ of the Bengal Library Association devo... advancement of Library Science & Library Movement in West Be...

All payments should be sent to :
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and papers ...
should be addressed to :
The Editor, Granthag...
Bengal Library Associati...
P-134, CIT Scheme No. 5...
Calcutta-700014
Phone 44-8566

Published by : **Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-73**

Printed by : **Sourendramohan Gangopadhyay at the** Mudranee **131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-700012**

Editor : Pradip Chaudhuri

Associate Editor : **Achintya Mullick**

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-700014.

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৫-৬ | ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৫

সূচী

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগার সংগ্রহশালার কর্মী ও জেলাশাখা সমূহের সম্পাদকদের উদ্দেশে

সাম্প্রতিক অভূতপূর্ব ও ভয়াবহ বন্যায় বিপুল ক্ষয় ক্ষতির মধ্যে এ রাজ্যের গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক সংগ্রহশালা-গুলিও পড়েছে। এ ক্ষতি কিভাবে কতখানি পূরণ করা যাবে তা আমাদের ধারণার বাইরে। এখন পর্যন্ত যা খবর আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতে ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। বহু মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ, অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ নষ্ট হয়েছে।

যাইহোক, এই অবস্থার মধ্যেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে যা এখনও নষ্ট হয়নি, তা পুনরুদ্ধার করা, আর যা নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা।

আমরা সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা ; গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষয় ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ পরিষদ অফিসে পাঠানোর অনুরোধ রাখছি আর এই সংগে পরিষদের জেলাশাখা সমূহকে এই সমস্ত ক্ষয় ক্ষতির হিসাব সংগ্রহের বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বক্তব্য পেশ করব।

প্রবীর রায় চৌধুরী
সম্পাদক

(নিম্নলিখিত সংবাদ সমূহ পরিষদ কার্যালয়ে পাঠান)

১। প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা

২। কি ধরনের গ্রন্থাগার/সংগ্রহশালা

৩। ক্ষয় ক্ষতির বিবরণ ;

ক) ক্ষয় ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

খ) মোট ক্ষয় ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ

গ) গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা, ও অন্যান্য সংগ্রহের ক্ষতির পরিমাণ

ঘ) গ্রন্থাগার/সংগ্রহশালার ক্ষতির পরিমাণ

ঙ) আসবাবপত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের ক্ষতির পরিমাণ

চ) গ্রন্থযানের (Mobile van) এর ক্ষতির পরিমাণ

৪। ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীর ক্ষতির প্রকৃতি ও পরিমাণ।

শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার চাই

অমিতাভ দাশ
যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯৭৮-এর Summer Session-এর Admission Test-এ একটা প্রশ্ন এসেছিল। প্রশ্নটা ছিল, পথের পাঁচালীর লেখক কে? অনেকেই উত্তর দিয়েছিল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই যে ক্ষমাহীন অজ্ঞতা, এর জন্য দায়ী কে? অনেকেই তাদের দায়ী করলেও আমি দায়ী করব আমাদের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে। ছোট-বেলা থেকে বই পড়ার অভ্যাস বা বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তাদের করে দেওয়া হয়নি। ফলে তারা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

এই অব্যবস্থা যাতে বেশীদিন না চলতে পারে সেইজন্য পূর্বের ন্যায় এবারও (১৯৭৭) ২০শে ডিসেম্বর "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে অনেকগুলো দাবীর সঙ্গে এই দাবীও জানানো হয় "শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার চাই, ভালো ভালো বই চাই"। কিন্তু শুধু দাবী জানালেই হবেনা, শিশুদের গ্রন্থাগার ও তার ব্যবস্থা কিরকম হবে সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার সাহায্যে সম্পূর্ণ মানুষ করে তোলা, দেশের জাতীয় সরকারের কর্তব্য। শিশুরাই দেশের ভাবী নাগরিক ও পরিচালক। অথচ অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় এই রকম সব জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যক্তিগতভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশের জনসাধারণ এগিয়ে এসেছেন, যখন সরকার থেকেছেন নীরব। পাঠাগারের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তাই আজ সকলের চেয়ে বড় দায়িত্ব সরকারের। তাকেই এগিয়ে এসে এই বিশাল সংখ্যক শিশুকে অজ্ঞতার হাত থেকে বাঁচিয়ে তাদের সবুজ মনকে জাগিয়ে তুলতে হবে পাঠাগারের মাধ্যমে।

শিশুদের সঙ্গে যদি বই-এর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে না ওঠে, অথবা এই সম্পর্কটি যদি শুধু বিদ্যালয়ের কঠোর, গম্ভীর পাঠ্য পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে, তাহলে শিশুদের যা ক্ষতি হয়, তা কোন ক্রমেই পূরণ করা সম্ভব নয়। সময়ের দুস্তর পারাবারে শিশুরা সবেমাত্র তাদের জীবনতরী ভাসিয়েছে, তাদের এই যাত্রা সফল করে তুলবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তাদের দিতে হবে বস্তুতঃ জীবন সংগ্রামে গ্রন্থের স্থান যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা সম্যকভাবে উপ-লব্ধি না হলে কখনও গ্রন্থ পাঠের জন্য যথোচিত আগ্রহ জন্মাতে পারেনা। গ্রন্থ-পাঠ যে শুধু অবসর সময়ের চিত্ত বিনোদনের উপায় নয়—এটা অবসরবিহীন কর্মব্যস্ত লোকেরও সাফল্য অর্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই শিক্ষাটা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করা উচিত। আর সারা জীবনের অভ্যাস ব্যতীত গ্রন্থ পাঠে প্রকৃত অনুরাগ জন্মান সহজ নয়। তাই সদালাপ, সামাজিক ব্যবহার প্রভৃতি যেমন বাল্যেই শিক্ষণীয় তেমনি বাল্যকাল হতে গ্রন্থানুরাগও অর্জন করবার চেষ্টা উচিত।

প্রায়শঃই দেখা যায়, শিশুরা অপরিমিত কৌতূহল নিয়ে একের পর এক বই পড়ে যাচ্ছে। এবং এর জন্য তারা গ্রন্থাগারের সাহায্য নেয়। গ্রন্থাগার থেকে তারা নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন ধরনের বই-ই নিতে পারে; এবং তার ফলে তাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়—এই শ্রেণীর বইও তারা পড়ে। হতে পারে এই বইগুলি নিম্নস্তর রুচির, যা শিশুমনের বিকৃতি ও ক্ষতিকর মনোবিকারের কারণ। রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী, অজস্রনাম্নি পত্রিকা—যেগুলির

বাইরের একটা আকর্ষণীয় চটক আছে—সেগুলো শিশুদের শুধু ক্ষতিই করে। যদি আমরা এই ক্ষতি বন্ধ করতে চাই এবং শিশুদের সত্যিই উপকার করতে চাই তবে তাদের শিশু-মনের গল্পস্পৃহায় খোরাক জুগিয়ে। তবে শিশুদের জন্ম, সব-দিক দিয়ে তাদের উপযোগী সমস্ত বই তাদের সরবরাহ করতে হবে। এবং তা একমাত্র সম্ভব উন্নততর বইএর দ্বারা সুসজ্জিত ভালো শিশু গ্রন্থাগারের সাহায্যে।

দুটি উপায়ে শিশুরা অগ্রসর হতে পারে—নিজের পারি-পার্শিক সম্বন্ধে সকল জ্ঞান তাকে আহরণ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই জানার আকাঙ্খা থেকেই তার পঠনস্পৃহা বাড়ানো ও পাঠের অনুশীলন। দেহ মনে পরিপুষ্ট হয়ে শিশুদের এই পৃথিবীর যোগ্য হতে হবে। তাদের এই পূর্ণাঙ্গ গঠনের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন একটি পাঠাগারের। যে পরিমাণ পুস্তক শিশুমনের চাহিদা মিটাতে পারে, খুব কম লোকই ব্যক্তিগতভাবে তা শিশুকে দিতে পারেন। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় অনেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকও তাদের পক্ষে যতটা জানা ও পড়াশুনা করার প্রয়োজন ছিল, তা করেন না; এবং তার অন্যতম কারণ উপযোগী ও পর্যাপ্ত পুস্তকের অভাব। মুষ্টি-মেয় কয়েকজন অবশ্য পারেন নিজস্ব বই-এর সংগ্রহ রাখতে কিন্তু শিশুদের পক্ষে একটি দুটি সম্ভব হলেও বেশী বই কেনা সম্ভব নয়। আর কিনতে পারলেও তার নির্বাচন সহজ নয়। তাই একজন প্রাপ্তবয়স্ক অপেক্ষা একটা শিশুর পক্ষে সুন্দর, সুপরিকল্পিত পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। সেখান থেকে সে তার শিশুমনের আবশ্যকীয় খোরাক পাবে এবং তার মনের বিস্তৃতি ঘটে নানা শ্রেণীর পুস্তকের সংস্পর্শে এসে, যা ব্যক্তিগত সংগ্রহের দ্বারা সম্ভব নয়।

সুন্দরভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কয়েকটি জিনিস অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, সরকার এই গ্রন্থাগারের ব্যয়ভার বহন করবে ও বলা বাহুল্য সব শিশুরাই এটা বিনা শুল্কে ব্যবহার করতে পারবে। সবাই ধর্ম ও নীতি—নির-পেক্ষভাবে সমানভাবে বই পড়ার সুযোগ পাবে। দ্বিতীয়তঃ, শিশু গ্রন্থাগার শিশুদের, তাদের অভিভাবকদের এবং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সাহায্যকারী কর্মীদের একই সঙ্গে শিক্ষা দেবে। বিভিন্ন প্রকার মানস গঠন অনুযায়ী যারা একা একা অনুশীলন ও চিন্তা করতে ভালবাসে, অথবা যারা সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার দ্বারা শিক্ষার সম্প্রসারণ চায়—প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখানে থাকবে। তৃতীয়তঃ শিশু গ্রন্থাগারও যে সমগ্র জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ তা মনে রাখতে হবে। বড়দের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, তার বেশী সুযোগ সুবিধা ছোটদের দিতে হবে। চতুর্থতঃ, যদিও পৃথিবীর খুব কম দেশেই পাঠাগারের ব্যাপক প্রসার দ্বারা সব মানুষকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, তবুও আমাদের দেখতে হবে, যারা সহরে থাকে এবং যারা সুদূর গ্রামে থাকে—সবাই যেন পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ পায়। এর জন্য সময় ও অর্থ দুইই প্রয়োজন। তবু এই পরিকল্পনাকে কার্যসূচীভাবে উপস্থিত করতে হবে।

শিশুরা যেখানে বসে বই পড়বে—তার পরিবেশটি অতি সুন্দর হওয়া দরকার। এখানে ছোটদের আঁকা নানারকম ছবি থাকতে পারে। তাছাড়া দেশের মনীষিদের চিত্র ও বাণী পাঠাগারের সৌন্দর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। শিশু পাঠাগারের প্রাচীর চিত্র এমন হবে যে, তা যেন ছোটদের কল্পনা শক্তিকে বিকশিত করবার কাজে সাহায্য করতে পারে।

গ্রন্থাগার বৃদ্ধি করার প্রথম পন্থা হচ্ছে গ্রন্থাগারের বইয়ের সংগ্রহের দিকে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। নতুন বইগুলি একটা আলাদা তাকে গ্রন্থাগারে ঢোকার মুখে রাখা যেতে পারে অথবা বইয়ের মলাটগুলি ছোটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাদের পড়ার ঘরের সামনে একটা বোর্ডে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে।

অবশ্য বইয়ের বিষয়বস্তুর দিকে আকর্ষণ করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে বইয়ের গল্প করা (Book Talk)। 'বুকটক'-এর প্রধান উদ্দেশ্য বইয়ের বিষয় সম্বন্ধে পাঠকের উৎসাহ সৃষ্টি করা। বইয়ের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করা এবং

পরোক্ষভাবে পাঠককে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা।

শিশু গ্রন্থাগারে যেমন গ্রন্থের ব্যবস্থা থাকবে, যেমন তাহাদের সুবিধাজনক অন্যান্য আয়োজন থাকবে, তেমনি গ্রন্থপাঠে শিশুদের যাতে আগ্রহ জন্মে তারও বিস্তৃত ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের গল্প বলতে হবে, তাদের গান শুনতে দিতে হবে, তাদের প্রশ্ন করতে দিতে হবে, শিশুদের গল্প বলতে উৎসাহিত করতে হবে, তাদের অভিনয়, আবৃত্তি, আলোচনার সুযোগ রাখতে হবে। এককথায় শিশুদের গ্রন্থাগার হবে শিশুদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানে শিশুরা আনন্দের পরিপূর্ণ আয়োজন, আপনাকে বিকাশ এবং প্রকাশ করবার বিচিত্র সুযোগ ও ব্যবস্থা পাবে।

শিশু-গ্রন্থাগার সংগঠকদের একটা বিশেষ বিষয় মনে রাখতে হবে যে, শৈশবেই গ্রন্থাগার ব্যবহারের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দিতে হবে। কেমন করে পুস্তকাধার হতে পুস্তক নাবাতে হয়—পুস্তকের কাগজগুলি যদি ঘটনাক্রমে কাটা না হয়ে থাকে, তবে ওটা কেমন করে কাটতে হয়, হাতে থুথু লাগিয়ে পাতা উল্টোবার দোষ, পঠিত অংশে পাতা মুড়ে রাখার ক্ষতি, গ্রন্থাগারে নীরব থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষা পাঠাগারে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। তাছাড়া কেমন করে গ্রন্থ-সূচী (catalogue) হতে পুস্তকের সূচনা বার করতে হয়, কোষগ্রন্থ (Encyclopaedia) হতে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, এই সব শিক্ষাও এই সময় হতে দেওয়া উচিত।

অবশ্য স্কুলে শিশুদের দুটো জিনিস শেখালেই যথেষ্ট,—বইয়ের যত্ন এবং গ্রন্থাগারে চলাফেরার নিয়ম। একটু বড় শিশুকে উপরোক্ত এই সমস্ত শিক্ষা ছাড়াও আরও কয়েকটা জিনিসপত্র অগোছাল করা, ঝগড়া করা, চেঁচিয়ে কথা বলা, যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে বই ব্যবহার করা ইত্যাদি কুঅভ্যাসগুলি সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। এক কথায় পাঠাগার ব্যবহার করতে হলে যে সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলা পালন করা উচিত তা এই সময় হতে শিশুকে অভ্যাস করিয়ে দিতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ গ্রন্থাগারিকের সুবিবেচক ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার দেখাতে নিয়ে যেতে পারেন। ছোটদের গ্রন্থাগার দেখানোর উদ্দেশ্য বইপত্রের ঠিকমত ব্যবহার শেখান। ছোট থেকেই তাদের জানা উচিত গ্রন্থাগার কেবলমাত্র গ্রন্থের আগার নয়, হাতে লেখা পুঁথি, আলোকচিত্র, গ্রামাফোন রেকর্ড, নানান ধরণের সংবাদপত্র এবং পত্রিকার ভাণ্ডারও বটে।

শিশু গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক নির্বাচন ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সুনির্দিষ্টভাবে কোন শিশুর ব্যক্তিগত সম্ভাবনার পরিমাপ করা সম্ভব নয়, তবুও প্রতিটি শিশুর মানসিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বই নির্বাচন করা আবশ্যক। সঠিকভাবে বই নির্বাচনের জন্য শিশুদের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে কি ধরণের বই পড়ার জন্য দেওয়া উচিত তা ভাল করে জানা দরকার। বলাবাহুল্য অন্যান্য সাহিত্যের মতো শিশু-সাহিত্যেও কিছু সংখ্যক অনভিপ্রেতের ভীড় জমে উঠেছে। যার দ্বারা কেবলমাত্র শিশু গ্রন্থাবলীর বাহ্যিক সংখ্যা ক্রমই বেড়ে উঠেছে, কিন্তু শিশুমনোপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। কি ধরণের বই শিশুমনকে আকৃষ্ট করবে, কোন্ রচনা ছোট শিশুর উপযোগী হবে, গ্রন্থাগারিকের এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

নির্বাচিত বই-এর মানকে শিশুর মানসিক অগ্রগতির সাথে সাথে তাল রেখে চলতে হবে যাতে প্রতিটি শিশুর পাঠাগ্রহের ক্রমবৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। নির্বাচিত বই অবশ্যই শিশুর নিকট বোধগম্য ও সহজ পাঠ্য হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক বই সারবস্তুসম্পন্ন এবং পুষ্টিকর হওয়া দরকার। বস্তুতঃ শিশুদের উপযোগী বই দুর্লভ। প্রচুর ছবির রঙিন রঙের মধ্যে দিয়ে শিশুমনকে আকৃষ্ট করবার মত পুস্তক আমাদের দেশে প্রায় প্রকাশিত হয়না। কোন কোন বইয়ের মলাটের ওপর যদিও বা ভাল ছবি থাকে, কিন্তু ভেতরের কাগজ যতদূর সম্ভব নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। শিশুদের পুস্তকের অক্ষর বড় হরফের হওয়া প্রয়োজন। শিশুদের পুস্তকে বিষয়বস্তুর সহিত যথেষ্ট কল্পনার ক্ষেত্রও থাকা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য বৃহদাকার পুস্তক না হওয়াই উচিত। শিশুদের বই

হওয়া প্রয়োজন একান্তভাবেই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। অবশ্য একথা সত্য তাত্ত্বিক আলোচনা শিশুমনের উপযোগী নয়—বরং যে অবস্থায় তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হল সেই কাহিনী তাদের পক্ষে রুচিকর ও উপযোগী। তাই নির্বাচিত বইয়ের বিষয়-বস্তু যেন কখনই শিশুর বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতাকে ছাপিয়ে না যায়। শিশুর জন্য নির্বাচিত বই-এর ভাষা তার মানসিক গঠনের সামঞ্জস্য রেখে সহজ ও স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারে শিশুদের বই নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। অবশ্য প্রয়োজন হলে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তিদের সাহায্য নিতে হবে। শিশুদের এই সাহায্য এমনভাবে করতে হবে যাতে তারা না বুঝতে পারে। কেননা এই ধরণের প্রচেষ্টা তাদের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করলে শিশুদের জানবার ইচ্ছাকে দমিয়ে দেবে।

শিশু গ্রন্থাগারে সর্বক্ষেত্রেই অবাধ অধিগম্যতা (Open access) থাকা প্রয়োজন। কারণ শিশুরা কোন বিশেষ ধরণের চাহিদা নিয়ে গ্রন্থাগারে আসে না। সব কিছু হাতের কাছে পেলে সে তার মধ্যে থেকে নিজের পছন্দমত বই অনেক সময় বেছে নিতে পারে। এ বিষয়ে গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ দায়িত্ব আছে। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে শিশুর মনের গতি ও আগ্রহ কোন্ দিকে তা বুঝে তাকে উপযুক্ত বই সরবরাহ করা। সম্ভব হলে মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রও দেখান উচিত। শিশু গ্রন্থাগার পরিচালনার রীতিনীতিগুলি সরল ও সহজ হওয়া উচিত, যাতে প্রয়োজন হলে শিশুরাই যেন নিজেরাই তা পরিচালনা করতে পারে।

এবার শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা কিরকম হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। শিশুদের গ্রন্থাগারিকদের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার। শিশু গ্রন্থাগারিকদের সর্বদা শিশুদের মধ্যে থেকে তাদের জন্য কাজ করতে হয়। ছোটরা স্বভাবত ছটফটে, চঞ্চল, তারা একজায়গায় বেশীক্ষণ বসে থাকবে না, এটা তাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, তাই শিশুদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাণ্ডা মেজাজে কাজ করার জন্য সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল ব্যক্তি চাই। সেজন্য এ কাজে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশী উপযুক্ত মনে হয়। শুধু শিশুদের সঙ্গে মিশলেই হবেনা, সহানুভূতির সঙ্গে শিশুদের মনের খোঁজখবর নিতে হবে। তবেই উপযুক্ত শিশু গ্রন্থাগারিক হওয়া যাবে। এ ছাড়া তাঁকে গ্রন্থাগার গঠনের এবং পরিচালনার আধুনিকতম রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থাগারিককে বই সম্বন্ধে যাবতীয় বস্তুর জ্ঞানলাভ করতে হবে, যেমন, বই নির্বাচন, কেনাবেচা, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি। গ্রন্থাগারিককে অবশ্যই শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে হবে।

তৃতীয়তঃ, তাঁর নিয়মশৃঙ্খলা জ্ঞান ও দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষমতা থাকা চাই। আমাদের দেশে শিশু গ্রন্থাগারিকদের জন্য বিশেষ কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। বিশেষ কোন শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার যার মাধ্যমে শিশু গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা শিশু মনস্তত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। আমার ধারণা, শিশু গ্রন্থাগারিকরা যদি সর্টেনসরী ট্রেনিং নিয়ে নেয় তবে মনে হয় শিশু গ্রন্থাগারিকরা গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজে সুবিধা লাভ করবে।

প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের আদর্শ নাগরিক গড়ে তুলতে হলে আমাদের বয়স্ক ব্যক্তিদের চেয়ে শিশুদের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিতে হবে। শৈশব থেকে উপযুক্ত শিক্ষা পেলে আমাদের শিশুরা একদিকে যেমন বলিষ্ঠ, কর্মদক্ষ, জ্ঞানবান ও কুশলী হয়ে উঠবে, অন্যদিকে তেমন বেশীসংখ্যক শিশুদের মধ্যে জ্ঞানপিপাসার উদ্রেক হওয়ায় আমাদের গ্রন্থাগারের পাঠকসংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যাবে। তাই জাতির স্বার্থের জন্য, অধিকতর জ্ঞানপিপাসু পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের জন্য, আমাদের শিশুদের জন্য গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করতে হবে।

সেজন্য দেশ গড়তে যারা মানুষ চান, বিশৃঙ্খলা দূর করতে যাঁরা উৎসুক তাঁরা আগামী দিনের দিকে চেয়ে বর্তমান শিশু ও কিশোরদের শিশু গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সুস্থ ও সবল মন গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে আসুন।

॥ গ্রন্থাগার আইনের সমর্থনে ও প্রণয়নের দাবীতে ৬ই সেপ্টেম্বর মহাকরণ অভিযান ॥

রাজ্য সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা সার্থক করে তোলার জন্য এবং রাজ্যের বিধানসভাকে এই আইন গ্রহণের অনুরোধ জানাবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি যুক্তভাবে ৬ই সেপ্টেম্বর (বুধবার) ১৯৭৮ তারিখে বেলা ৩টার সময় কলেজ স্কোয়ার থেকে মহাকরণ অভিযানের আয়োজন করেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই অভিযান কলেজ স্কোয়ার থেকে বিধানসভা অবধি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঈদ উপলক্ষে বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবী থাকায়, পরে স্থান পরিবর্তন করে মহাকরণ অভিযান করা হয়। এই অভিযান সার্থক করে তোলার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার এবং এশিয়াটিক সোসাইটি কর্মী সমিতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং মিছিলে অংশ গ্রহণ করে।

গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীরা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে এই রাজ্যে জনস্বার্থমুখী নিঃশুল্ক আইনভিত্তিক সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীকে একটি সার্বিক আইন প্রণয়নে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা অধিকর্তা (D.P.I.)-এর নেতৃত্বে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে রাজ্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এই কমিটির বিবেচনার জন্য একটি খসড়া বিল পেশ করা হয়। উক্ত কমিটি ঐ বিলটি বিচার বিবেচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ গ্রহণ করেন এবং রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করেন। রাজ্য সরকার এই বিলটি বর্তমানে বিবেচনা করে দেখছেন এবং শীঘ্রই বিধানসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।

এই আইনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় :

১ নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপায়ন

প্রস্তাবিত আইনটির প্রধান বিষয় হলো সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিনা চাঁদার সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই ধরনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমগ্র রাজ্যের জনসাধারণের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার প্রসার করতে গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

২ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য পৃথক ডাইরেক্টরেট

সমগ্র রাজ্যে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে একটি পৃথক 'ডাইরেক্টরেট' এর সুপারিশ করা হয়েছে।

৩ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান ভিত্তি

গ্রন্থাগারগুলিতে উন্নততর কার্যধারার প্রবর্তন এবং পরিচালন ব্যবস্থার দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য সমস্ত স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে পুরোপুরি সরকারী আওতায় নিয়ে আসা বিশেষ প্রয়োজন।

৪ রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ১৫ ভাগ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে ব্যয় করতে হবে

বর্তমানে রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা এক ভাগেরও কম গ্রন্থাগারে ব্যয় করা হয়। এই অল্প পরিমাণ অর্থ

উপযুক্ত গ্রন্থাগার পরিচালনার পক্ষে অত্যন্ত কম। উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য খসড়া গ্রন্থাগার বিলে রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২.৫ ভাগ ব্যয় করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৫ পরিচালনার কাঠামো : ত্রিস্তর ব্যবস্থা

খসড়া আইন অনুসারে গ্রন্থাগারগুলির উপর রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে ত্রিস্তর বিশিষ্ট উপদেষ্টা মণ্ডলীর সুপারিশ করা হয়েছে। এই উপদেষ্টামণ্ডলীই গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য সামগ্রিক-ভাবে সুপারিশ করবেন। এই স্তরগুলো হলো :—

ক। প্রত্যেক গ্রন্থাগরের জন্যে একটি উপদেষ্টামণ্ডলী

খ। জেলা গ্রন্থাগার বোর্ড

গ। রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল

৬ বর্তমান জন-পরিচালিত চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা

অল্পসংখ্যক গ্রন্থাগারকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলেও পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনসাধারণকে সেবা করার মত অবস্থা এদের নেই। এজন্য 'বিলে' জন-পরিচালিত চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলিকে (সংখ্যায় ৪৮০০) গ্রন্থাগার আইনের আওতায় আনার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়াও এই ধরনের গ্রন্থাগার-গুলিকে নিয়মিত অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে তারা জনসাধারণকে উন্নততর পরিসেবার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন।

৭ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকার উপর গুরুত্ব

প্রস্তাবিত খসড়া বিলে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারটিতে সমগ্র রাজ্যে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা জমা হবে আইনগতভাবে, এর ফলে রাজ্যস্তরে তথ্য সমাবেশ ও তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা বন্যায় আক্রান্ত হওয়ায় এবং এই সেপ্টেম্বর প্রাকৃতিক দুর্যোগহেতু আশা করা গিয়েছিল, আশানুরূপ সমাবেশ হবেনা। কিন্তু সমস্ত ধারণা ভেঙে দিয়ে দেখা যায়, বহু গ্রন্থাগার কর্মী, পাঠক ও গ্রন্থাগার দরদী মিছিল ও সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হন। কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত গ্রন্থাগারকর্মী ও দরদীদের সামনে গ্রন্থাগার আইনের সমর্থনে বক্তৃতা দেন মহঃ শাহেদুল্লা এম. পি. শ্রীমতি কনক মুখোপাধ্যায় এম. পি. এবং স্টেট লাইব্রেরী কাউন্সিলের সদস্য শ্রীসুনীল বসু। তাঁরা বলেন, এই রাজ্যের জনসাধারণের গ্রন্থাগার আইনের দাবী বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। রাজ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের স্বার্থে ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন খুব তাড়াতাড়ি চালু হওয়া দরকার।

এরপর গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের একটা বিরাট মিছিল গ্রন্থাগার আইনের সমর্থনে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে এসপ্ল্যানেড ইষ্ট-এ এসে জমায়েত হয়। ঐখানে গ্রন্থাগার কর্মী, পাঠক ও গ্রন্থাগার দরদীদের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। তিনি বলেন; সাধারণ গ্রন্থাগার আইন জনসাধারণের একটা দীর্ঘ দিনের দাবী। রাজ্য সরকারের সহায়তায় সেই আইন প্রবর্তন হতে চলেছে বলে তিনি রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানান।

এরপর সমাবেশে উপস্থিত হন রাজ্যের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে। তিনি বলেন, এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন যাতে হয় সে ব্যাপারে তাঁরা খুব সচেষ্ট। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বন্যাজনিত পরিস্থিতির জন্য হয়তো এই মুহূর্তেই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা যাচ্ছে না। কিন্তু যাতে খুব তাড়াতাড়ি গ্রন্থাগার আইন চালু করা যায় সে ব্যাপারে তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি এও প্রতিশ্রুতি দেন যে, গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রতিটি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বিভিন্ন গ্রন্থাগার সমিতি ও গ্রন্থাগার দরদীদের পরামর্শ নেওয়া হবে।

এই সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে দেবার জন্য স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে সংগৃহীত ৫০১, (পাঁচশত এক টাকা) শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দের হাতে দেওয়া হয়।

নারায়ণ পত্রিকা : পরিচিতি রচনাপঞ্জী

সুনীল দাস

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

১২৬৬ নির্ব্বাসিতের আত্মকথা (স্মৃতিকথা)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ১২১৭।

১২৬৭ স্বরাজ (ক)—লীলা দেবী ; পৃঃ ১২২৪।

১২৬৮ আইরিশ জাতি—শিল্পীর একজন (প্র)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ; পৃঃ ১২২৫-২৮।

১২৬৯ মহানৃত্য (ক)—মোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় ; পৃঃ ১২২৯-৩২।

১২৭০ নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ ; পৃঃ ১২৩২-৩৬।

১২৭১ সহজিয়া—বিভূতিভূষণ ভট্ট (উপাসনা, ভাদ্র)

১২৭২ নারায়ণের নিকষমণি ; পৃঃ ১২৩৬।

১২৭৩ শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তি তত্ত্বসার—রাধানাথ কাবাসী।

১২৭৪ আর্ত্ত (ক)—সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ; পৃঃ ১২৩৭-৪৯।

১২৭৫ জিউজিৎসু (প্র)—হেম সেন ; পৃঃ ১২৩৯-৪১।

১২৭৬ আমেরিকার বিদায় (ক)—শ্রীঅমর্ক ; পৃঃ ১২৪১-৪২।

১২৭৭ শিল্প ও স্বদেশী (প্র)—নীরদরঞ্জন মজুমদার ; পৃঃ ১২৪২-৪৮।

৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩২৮

১২৭৮ ভারতের আহ্বান (প্র)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; ১-৩।

১২৭৯ শিক্ষার বিরোধ (প্র)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃঃ ৩-১৩।

১২৮০ অভয় মন্ত্র (ক)—রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ; পৃঃ ১৪-১৫।

১২৮১ ভাঙন ও গড়ন (প্র)—সুকুমাররঞ্জন দাশ ; পৃঃ ১৬-২৪।

১২৮২ কোকিল দাদা (গ)—প্রিয়কুমার গোস্বামী ; পৃঃ ২৪-৩২।

১২৮৩ উত্তিষ্ঠত: জাগ্রত (প্র)—ঊর্মিলা দেবী ; পৃঃ ৩৩-৩৫।

১২৮৪ বাংলা ভাষার ইতিহাস (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃঃ ৩৫-৩৭।

১২৮৫ বঁধু বিরহে (ক)—কুঞ্জধর রায়চৌধুরী পৃঃ ৩৮-৪২।

১২৮৬ সুখের ঘর গড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃঃ ৪২-৪৮।

১২৮৭ হাফিজের কাব্য-রহস্য (প্র)—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ; পৃঃ ৪৮-৫৭।

১২৮৮ প্রেমের পাত্র (ক)—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ; পৃঃ ৫৭-৫৯।

১২৮৯ পতিতার সিদ্ধি (উ)—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ; পৃঃ ৫৯-৬৮।

১২৯০ প্রেম-মুক্তা (ক)—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ; পৃঃ ৬৯-৭৩।

১২৯১ রাজনীতি ও ধর্ম (প্র)—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পৃঃ ৭৩-৭৬।

১২৯২ বন্দীজীবন (স্মৃতিকথা)—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ; পৃঃ ৭৬-৮২।

১২৯৩ তাই এত ভালবাসি (ক)—চারুবালা দত্তগুপ্তা ; পৃঃ ৮২-৮৩।

১২৯৪ চন্দ্রাবাই (গ)—সুকুমাররঞ্জন দাশ, পৃঃ ৮৪-৯৫।

১২৯৫ নারায়ণের নিকষমণি ; পৃঃ ৯৫-৯৬।

১২৯৬ বেহার চিত্র—যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত

১২৯৭ লেনিন—ফণিভূষণ ঘোষ

৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা পৌষ ১৩২৮।

১২৯৮ স্বরাজ সাধনা (ক)—দেবকুমার রায়চৌধুরী ; পৃঃ ৯৭-৯৯।

৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩২৮ ।

১৩৭২ ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত (প্র)—যোগীন্দ্রকিশোর রক্ষিত ; পৃঃ ২৭৪-৭৬।

১৩৪০ চন্দ্রগুপ্তের গান (তুমি যে হে .....)—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ; পৃঃ ২৭৭

১৩৪৩ক চন্দ্রগুপ্তের গান—স্বরলিপি—মোহিনী সেনগুপ্তা ; পৃঃ ২৭৭-৮০।

৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩২৮।

১৩৪৪ স্বাধীনতা স্বরূপ (প্র)—চিত্তরঞ্জন দাশ ; পৃঃ ২৮১-৮২

১৩৪৫ কবির প্রস্তি (ক)—নরদেব ; পৃঃ ২৮২-৮৪।

১৩৪৬ মনের লীলা (গ)—সুকুমার রঞ্জন দাশ পৃঃ ২৮৪-৮৯

১৩৪৭ বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃঃ ২৮৯-৯২।

১৩৪৮ নির্ভরতা (প্র)—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ; পৃঃ ২৯২-৯৩।

১৩৪৯ মাতাপুত্র (ক)—সুবোধ রায় ; পৃঃ ২৯৪-৯৭।

১৩৫০ দ্রাবিড় জাতীর ধর্মানুষ্ঠান (প্র)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ; পৃঃ ২৯৭-৩০৭।

১৩৫১ সুখের ঘর পড়া (উ)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃঃ ৩০৭-৩১৬।

১৩৫২ উদ্বোধন (ক)—শশাঙ্কমোহন চৌধুরী ; পৃঃ ৩১৭।

১৩৫৩ ফুলডালা (গ)—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ; পৃঃ ৩ ৮-২৪।

১৩৫৪ বন্দীজীবন (স্মৃ) শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ; পৃঃ ৩২৫-৩৮।

১৩৫৫ পত্তিতার সিদ্ধি (উ)—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ; পৃঃ ৩৩৯ ৪৪।

১৩৫৬ ভাদি । পৃঃ ৩৪৪-৪৭।

১৩৫৭ স্বাধীনতা—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (young India)

১৩৫৮ নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ ; পৃঃ ৩৪৭-৫৪।

১৩৫৯ জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন ; যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা]

১৩৬০ প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র (প্র)—রাধাকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ; (ইতিহাস ও আলোচনা)

১৩৬১ ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত (প্র)—যোগেশকিশোর রক্ষিত ; পৃঃ ৩৫৫-৬১।

১৩৬২ 'চন্দ্রগুপ্তের' গান [আয়রে বসন্ত তোর...] দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ; পৃঃ ৩৬২।

১৩৬৩ 'চন্দ্রগুপ্তের' গান—স্বরলিপি মোহিনী সেনগুপ্ত ; পৃঃ ৩৬৩-৬৪।

১৩৬৪ নারায়ণের নিকষমণি ; পৃঃ ৩৬৫-৬৬।

১৩৬৫ মানসী—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

১৩৬৬ স্বরাজ সাধন—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

১৩৬৭ যাত্রী (ক)—বুদ্ধদেব বসু ; পৃঃ ৩৬৬।

১৩৬৮ 'সত্য ও মিথ্যা (প্র)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পৃঃ ৩৬৭-৬৮।

৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৮।

১৩৬৯ আলোর উদ্দেশে (ক)—নরদেব ; পৃঃ ৩৬৯।

১৩৭০ বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃঃ ৩৭০-৭৪।

১৩৭১ অন্নপূর্ণা (গ) সুনীতি দেবী ; পৃঃ ৩৭৪-৮৩।

১৩৭১ তত্ত্বযাসের সংক্ষিপ্তসার (প্র)—অতুলচন্দ্র দত্ত ; পৃঃ ৩৮৩-৯৪।

১৩৭৩ প্রেমের জয় (ক)—শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক ; পৃঃ ৩৯৫-৯৬।

১৩৭৪ পত্তিতার সিদ্ধি (উ)—ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ; পৃঃ ৩৯৬-৪০৩।

১৩৭৫ রূপকথা (প্র)—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৪০৪-৬।

১৩৭৬ গৌতমবুদ্ধ (প্র)—জ্ঞানেশচন্দ্র শাস্ত্রী ; পৃঃ ৪০৯-১৬।

১৩৭৭ মায়ের ডাক (গ)—সত্যকুমার মজুমদার ; পৃঃ ৪১৬-৩৪।

১৩৭৮ বন্দীজীবন (স্মৃতিকথা)—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ; পৃঃ ৪৩৫-৪১।

১৩৭৯ বসন্তের গান (ক)—কান্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত ; পৃঃ ৪৪১-৪২।

৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা বৈশাখ ১৩২৯ ।

৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ ।

১. আর কেন মিছে আশা..

১৪১৭ চন্দ্রগুপ্তের গান স্বরলিপি—মোহিনী সেনগুপ্ত ; পৃঃ ৬১৬-২০।

১৪৩৫ সেবা ও সাধনা—মাসিক—পত্র জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দুনিভা দাস সঃ

১৪৩৬ আলমগীর (না)—ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা আষাঢ় ১৩২৯।

১৪১৯ [১]দেশের কথা (প্র)—বাসন্তী দেবী ; পৃঃ ৬২৬-৩০।

১৪২০ লতা (গ)—ঊর্মিলা দেবী ; ৬৩০-৩৯।

১৪২১ অন্বেষণ (ক)—কুঞ্জধর রায় চৌধুরী ; ৬৪০-৫০।

১৪২২ নারী (আর্থার গোপেন হাউয়ের হইতে)—মোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় ; ৬৫০-৬১।

১৪২৩ গান [চাঁদের তুমি ধরছ আজ...] জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ; ৬৬১-৬২।

১৪২৪ পতিতার সিদ্ধি (উ)—ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ ; পৃঃ ৬৬২-৭৪।

১৪২৫ সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড়ী শব্দ (প্র)—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৬৭৫-৮২।

১৪২৬ বাঙ্গালার ভাষার ইতিহাস (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার পৃঃ ৬৮৩-৮৮।

১৪২৭ নারায়ণের পক্ষ প্রদীপ/প্রলয়োল্লাস (ক)—কাজী-নজরুল ইসলাম [প্রবাসী] পৃঃ ৬৮০-৯১।

১৪২৮ ভারতবর্ষের সঙ্গীত (প্র)—যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত পৃঃ ৬৯১-৯৭।

১৪২৯ বন্দীজীবন (স্মৃ)—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ; পৃঃ ৬৯৮-৭০৫

১৪৩০ আলি/স্বাধীনতার ভিত্তি (টেরেন্স ম্যাকস্থইনি) পৃঃ ৭০৬-১১।

১৪৩১ নারায়ণের নিকষমণি পৃ ৭১১-১২।

১৪৩২ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা—নীলাকান্ত গোস্বামী অক্ষঃ

১৪৩৩ ব্যাথার দান (গ)—কাজী নজরুল ইসলাম

১৪৩৪ দেওয়ানাজী (উ)—কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১. আসাম মহিলা সমিতির অধিবেশনে পঠিত হইবার জন্য লিখিত অভিভাষণ। সরকারের চণ্ডনীতির কল্যাণে আমাদের কর্মীগণ যুক্ত হওয়ার সভার অধিবেশন হয় নাই।

৮ম বর্ষ ৯ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩২৯।

১৪৩৭ দেশের অবস্থা (প্র)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৭১৩-১৯।

১৪৩৮ চির শিশু (ক)—কাজী নজরুল ইসলাম ; ৭১৯।

১৪৩৯ প্রলয় বিষাণ (ক) কুমুমারঞ্জন দাস ; পৃঃ ৭২০

১৪৪০ লতা (গ)—ঊর্মিলা দেবী ; পৃঃ ৭২১-৩০।

১৪৪১ বিদায় (ক)—শ্রীধর শ্যামল ; পৃঃ ৭৩১-৩২

১৪৪২ কথাবার্তা (আইভান টুর্গেনিভ হইতে) মোহিনী-মোহন মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৭৩২-৩৬

১৪৪৩ জাতীয় উন্নতির ভিত্তি (প্র)—রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ৭৩৪-৩৯।

১৪৪৪ পতিতার সিদ্ধি (উ)—ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ পৃঃ ৭৪০-৫২।

১৪৪৫ বাঙ্গালার ভাষার ইতিহাস (প্র)—হেমন্তকুমার সরকার ; পৃঃ ৭৫২-৫৭

১৪৪৬ রুদ্র আহ্বান (ক)—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ; পৃঃ ৭৫৭-৫৯।

১৪৪৭ দেশে যার কর্তা (গ)—কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৭৫৯-৭১।

১৪৪৮ বিবর্তন ও আবর্তন (প্র)—হৃষীকেশ সেন ; পৃঃ ৭৭১-৮৮।

১৪৪৯ আলি/ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছেদ (টেরেন্স ম্যাকস্থইনি) পৃঃ ৭৮৮-৯৩

১৪৫০ নারায়ণের নিকষমণি—পৃঃ ৭৯৩-৯৪।

১৪৫১ কর্মমন্দির (উ)—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৪৫২ উদাসকাশী (প্র)—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪৫৩ বন্দীর ডায়েরী (স্মৃ)—হেমন্তকুমার সরকার।

১৪৫৪ আঁধি (উ)—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

৮ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩২৯।

৮ম বর্ষ—১১-১২সংখ্যা আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৯

ভ্রম সংশোধন

মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদানকারী প্রার্থীদের নামের তালিকায় বর্দ্ধমান জেলা গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি গোপীনাথ সেনগুপ্তের নাম বাদ পড়ে যাওয়ায় আমরা দুঃখিত।

সভা, সমিতি, সাক্ষাৎকার

(১৬ই আগষ্ট, ১৯৭৮ হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ পর্যন্ত)

১) অর্থ-বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও স্মারক-লিপি পেশ।

ক) ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে পরিষদের পক্ষ থেকে লিখিত পত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রকে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী, লাইব্রেরীয়ানশিপ ট্রেনিং সেন্টার এবং অডিও ভিসুয়াল সেন্টারের কর্মীদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুরূপ এককালীন সাহায্য (Ex gratia grant) দেওয়ার এবং এই সম্পর্কে অবিলম্বে রাজ্য সরকারের নির্দেশনামা প্রচারের অনুরোধ জানান হয়।

খ) ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি মণ্ডলী অর্থবিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থ বিভাগের অনুমোদন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রতিনিধি মণ্ডলীর বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শোনেন এবং বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

১) শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের সাক্ষাৎকার।

২৩শে আগষ্ট ১৯৭৮, ৩০শে আগষ্ট ১৯৭৮, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে শিক্ষা এবং গ্রন্থাগার বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের নিকট যে সব বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয় তা হল: গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে রিক্রুটমেন্ট রুল প্রবর্তন, এ্যাডহক বেতন বৃদ্ধি (১৫ টাকা ও ২৫ টাকা) সম্পর্কে যথাযথ ব্যাখ্যা দান, সম্প্রতি ঘোষিত ডি এ সম্পর্কে সরকারী নির্দেশনামা প্রচার, গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য এককালীন সাহায্য (ex gratia grant) ঘোষণা, ২৭শে জুলাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় সে সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা ইত্যাদি।

৩) ফলতা গ্রামীন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও পিওনের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে চিঠি।

ফলতা গ্রামীন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও পিওনের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে ২৪-পরগণা জেলা সমাজ শিক্ষা পর্ষদের সদস্যদের কাছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে এক চিঠি ২৫-৮-৭৮ তারিখে পাঠানো হয়।

৪) শিক্ষা বিভাগের উপ-সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার :

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ৩রা আগষ্ট ১৯৭৮ তারিখে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের নিকট পরিষদের পক্ষ থেকে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঐ স্মারকলিপিটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য শিক্ষা বিভাগের উপ-সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। পরিষদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপিতে উল্লিখিত বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য ১৬-৮-৭৮, ৩০-৮-৭৮ এবং ৮-৯-৭৮ তারিখে উপ-শিক্ষা সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয় এবং বক্তব্য রাখা হয়। উপ-শিক্ষাসচিব জানান যে বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁর মতামত উক্ত শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে সত্বর জানিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে পরিষদের পক্ষ থেকে বিষয়গুলি সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত জানতে চেয়ে এবং সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে মাননীয় উক্ত শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের নিকট চিঠি পাঠানো হয়েছে।

৫) রাজ্য শিক্ষা গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির সচিবের নিকট চিঠি

রাজ্য গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে রাজ্য শিক্ষা পরিকল্পনা কমিটি পুর্নগঠিত হয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের কয়েকটি প্রশ্ন বিবেচনার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে একটি চিঠি ১৩শে সেপ্টেম্বর পাঠানো হয়।

৬) কলেজ গ্রন্থাগারিকের সম্মেলন।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর শনিবার বিদ্যাসাগর কলেজে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচী। সভায় সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী সভাটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রবর্তিত বেতনক্রম প্রবর্তনের বর্তমান অবস্থা এবং সুসংগঠিত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ দত্ত, গগন বাগচী, সুধীর ঘোষ, মলয় ভট্টাচার্য, কণা ব্যানার্জী, কৃষ্ণা ব্যানার্জী প্রমুখ কলেজ গ্রন্থাগারিকরা বক্তব্য পেশ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী রামকৃষ্ণ সাহা, সত্যব্রত সেন, শশাঙ্ক বাগচী, দীপক রায় ও সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়।

AIFUTO—আঞ্চলিক সম্পাদক অধ্যাপক অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁদের সংগঠনের পক্ষ হতে আন্দোলনের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

সভায় ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সাধারণ কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে ঠিকানা ও পোষ্টাল স্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) সম্বলিত একটি বড় খাম পাঠিয়ে প্রশ্নমালা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অরুণ রায়
আহ্বায়ক
ডাইরেক্টরী উপসমিতি

॥ গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

॥ সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়া ।॥

গত ২৬শে আগষ্ট ১৯৭৮ শনিবার গ্রন্থাগার ভবনে বেলা ২ঘটিকায় গ্রন্থাগারের বর্তমান সভাপতি ডঃ অজিত কুমার মাইতির সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গ্রন্থাগারের ১৯৭৭-৭৮ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব, বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট ইত্যাদি আলোচনা ও পাশ করা হয়। ধন্যবাদান্তে সভা শেষ হয়।

॥ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র সার্কেলের উদ্যোগে গত ২২শে সেপ্টেম্বর একটি রক্তদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদানলব্ধ অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে পাঠানো হয়।

॥ ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাবলিক লাইব্রেরী, হুগলী ॥

গত ৩০শে জুলাই, ১৯৭৮ রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় পাঠাগারের ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাঠাগারের ১৯৭৭-৭৮ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব, সম্পাদকীয় বিবরণ ও বাজেট ইত্যাদি আলোচনা ও পাশ করা হয়। ধন্যবাদান্তে সভা শেষ হয়।

॥ চন্দননগর পুস্তকাগার, হুগলী ॥

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে পুস্তকাগারের কিশোর বিভাগের উদ্বোধন করা হয়। এই বিভাগের পুস্তক সংখ্যা এক হাজার। পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিভাগের সদস্য হওয়ার যোগ্য।

॥ ইয়াস্লিক ॥

১৯৭৮-এর ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ইয়াস্লিকের পরিচালনায় "ইনডেক্সিং সিস্টেম"-এর ক্লাস হবে। উৎসাহী ব্যক্তিগণ ইয়াস্লিকের অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দার্জিলিং জেলা শাখা ॥

গত ২৩শে আগষ্ট, ১৯৭৮ তারিখে শিলিগুড়ির বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার ভবনে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের দাবীতে একটি নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার আইনের সমর্থনে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সভাপতি নৃপেন বসু।

প্রতিবেদক : অমিতাভ দাশ

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

পরিষদের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ১৭-২-৭৮ তাং পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ২০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বিদায়ী সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভার কার্যক্রম শুরুর আগে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয় ১ মিনিট নিরবতা পালন করে।

সভাপতি ও কর্মসচিব পশ্চিমবাংলায় ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য সকলের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন।

এরপর বিগত বৎসরের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরনী পঠিত ও অনুমোদিত হয়।

সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে সভার বিবেচনার জন্য বার্ষিক বিবরনী পেশ করেন কর্মসচিব।

১৯৭৭ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সে ১ম স্থান অধিকার করার জন্য শ্রীপিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়কে "কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়" স্মারক পদক দেয়া হয়।

কোষাধ্যক্ষ শ্রীসত্যব্রত সেন ১৯৭৭-৭৮ সালের আয় ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব সভায় পেশ করেন।

১৩৮৪ সালে "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসেবে শ্রীঅনাদি গুপ্ত (ছদ্ম) তথা শ্রীব্যোমকেশ মাইতি "তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক লাভ করেন।

যুগ্ম কর্মসচিব ও সহ-কর্মসচিবের পদে কোন মনোনয়ন পত্র না পড়ায় পরিষদের কর্মসচিব জানান, ঐ পদ দুটি সভা থেকেই নির্বাচন করা হবে। এর পরে সভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে যুগ্ম কর্মসচিব ও সহ-কর্মসচিব পদে যথাক্রমে রামকৃষ্ণ সাহা ও প্রভাত বাগচী নির্বাচিত হন।

এরপরে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ—সর্বশ্রী সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু প্রামানিক, বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য, শিবেন্দু মান্না, নির্মলেন্দু মুখার্জী, সোমনাথ মুখার্জী, সত্যানন্দ মজুমদার অমলাংশু সেনগুপ্ত, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ও রাধানাথ রায়।

এই সভায় ২টি প্রস্তাব আনা হয়। প্রথম প্রস্তাবটি আনেন এশিয়াটিক সোসাইটির দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও দ্বিতীয় প্রস্তাবটি রাখেন জলপাইগুড়ি জেলা শাখার সম্পাদক অমিতেশ ভট্টাচার্য। প্রথম প্রস্তাবটি গৃহীত হয় কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় না। প্রথম প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যব্রত সেন, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ফনিভূষণ রায় ও প্রবীর রায়চৌধুরী।

ভবিষ্যতের কর্মপন্থা সম্পর্কে কর্মসচিব জানান যে, পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুত প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনের খসড়াটি শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন লাভ করেছে। আশা করা যায় এ বছরের শেষে বিধানসভায় আসতে পারে। আগামী ডিসেম্বর মাসে বিধান সভায় একটি গণ ডেপুটেশন দেওয়া যেতে পারে।

সাধারণ গ্রন্থাগার বিষয়ের একটি সেমিনার করা প্রয়োজন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে ও একটি সেমিনার হবে। বিদ্যালয়ে, যেখানে ১২ ক্লাস চালু আছে সেখানে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করার বিষয়ে সরকারের আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

এরপরে যে আলোচনা হয় তাতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী গীতা চ্যাটার্জী, প্রদীপ চৌধুরী, সোমনাথ মুখার্জী,

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যব্রত সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পিনাকী মুখার্জী, সত্যানন্দ মজুমদার, অরুণ সরকার ও রামকৃষ্ণ সাহা।

এরপরে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হন—

সভাপতি—শ্রীফণিভূষণ রায়

সহ-সভাপতি—সর্বশ্রী অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী, বিজয়নাথ মুখার্জী, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কর্মসচিব—শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী

যুগ্ম কর্মসচিব—শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা

সহঃ কর্মসচিব—শশাঙ্ক বাগচী

কোষাধ্যক্ষ—সত্যব্রত সেন

সম্পাদক 'গ্রন্থাগার': শ্রীঅরুণ রায়

গ্রন্থাগারিক: শ্রীসুধেন্দুভূষণ ব্যানার্জী।

কাউন্সিল সদস্য: সর্বশ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত, আশীষ নিয়োগী, বিজয়পদ মুখার্জী, দীপককুমার রায়, হিরণকুমার দত্ত, কালীপ্রসাদ, কেশবলাল চক্রবর্তী, কৃষ্ণপদ মজুমদার, মিনতি চক্রবর্ত্তী, পরেশচন্দ্র সাহা, প্রদ্যোৎকুমার বসুচৌধুরী, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্বপনকুমার বাগচী ও তপনকুমার সেন।

প্রতিষ্ঠানিক কাউন্সিল সদস্য :—

বাঁকুড়া—শ্রব সংহতি (বালসী) ; বীরভূম—পল্লীসেবা নিকেতন গৌরীবালা গ্রাম্য গ্রন্থাগার (বরগ্রাম) ; বর্ধমান—ক্ষাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ; কলিকাতা—মাইকেল মধুসূদন পাঠাগার ; বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ; কুচবিহার—নেতাজী স্মৃতি পল্লী পাঠাগার (নাজিরহাট) ; দার্জিলিং—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সাব-ডিভিশনাল লাইব্রেরী (শিলিগুড়ি) ; হুগলী—হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ (চুঁচুড়া) ; ত্রিবেনী হিতসাধন সমিতি সাধারণ গ্রন্থাগার ; হাওড়া—বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী ; জলপাইগুড়ি—চালসা শালবনী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার (চালসা) ; মালদহ—প্রগতি সঙ্ঘ (ঋষিপুর) ; মেদিনীপুর—জেলা গ্রন্থাগার (তমলুক) ; ক্ষুদিরাম স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতন (শ্রীকৃষ্ণপুর), ঝাড়গ্রাম সাব-ডিভিশনাল লাইব্রেরী (ঝাড়গ্রাম) ; মুর্শিদাবাদ—বহরমপুর গার্লস কলেজ ; নদীয়া—পঃ বঙ্গ গভর্নমেন্ট লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন, নদীয়া জেলা শাখা ; পুরুলিয়া—বিবেকানন্দ পাঠাগার শ্রীরামকৃষ্ণ তারকমঠ (কেন্দ্রিকা) ; পশ্চিম দিনাজপুর—পঃ দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার।

কাউন্সিল সভা

বিগত ১লা অক্টোবর, ১৯৭৮ নবনির্বাচিত কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় পরিষদ ভবনে। মোট ১৬ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। বন্যাজনিত পরিস্থিতিতে অনেক সদস্য সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি।

আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সঙ্গে অন্যান্য বিষয় সমূহ আলোচিত হয় এবং কার্য নির্বাহক সমিতি ও অন্যান্য সাব কমিটি সমূহ নির্ধারন ও নির্বাচন করা হয়।

সংবিধানের ২১ নং ধারা অনুযায়ী সর্বশ্রী গোপিকা ঘোষ, অরুণ আদিত্য ও বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাউন্সিলে মনোনিত করা হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন: সর্বশ্রী হিরনকুমার দত্ত, কালীপ্রসাদ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পরেশ সাহা, দীপককুমার রায়, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও আশীষ নিয়োগী।

শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামানিককে কার্যনির্বাহক সমিতিতে স্থায়ী আমন্ত্রিত হিসাবে গন্য করার সিদ্ধান্ত হয়।

কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী মোট নয়টি উপসমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। (প্রথা অনুযায়ী পরিষদের কর্ম সচিব, কোষাধ্যক্ষ ও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদক সমস্ত উপসমিতি সমূহের সদস্য এবং গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

শিক্ষা উপসমিতির সদস্য) এই প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

(১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা

সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, সচিব শ্রীহিরণকুমার দত্ত। সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী অজিতকুমার ঘোষ, বরুণ মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ সাহা সুনীলবিহারী ঘোষ, তপনকুমার সেনগুপ্ত, প্রীতি মিত্র, তরুণ মিত্র, অশোক বসু, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়।

(২) অর্থ বিষয়ক ও গ্রন্থাগার ভবন

সভাপতি শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামানিক, সচিব শ্রীসত্যব্রত সেন সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ সাহা, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন উপসমিতির সচিব বৃন্দ।

(৩) পরিষদ গ্রন্থাগার

সভাপতি শ্রীএম. এন. নাগরাজ, সচিব শ্রীসুখেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী অশোক বসু, কৃষ্ণপদ মজুমদার, কালীপ্রসাদ, প্রীতি মিত্র, তপন সেনগুপ্ত, কুমারকান্তি সান্যাল।

(৪) গ্রন্থাগার পত্রিকা ও প্রকাশন

সভাপতি শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সচিব শ্রীঅরুণ রায়। সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী প্রদীপ চৌধুরী, দীপককুমার রায়, মিনতি চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ সাহা, অমিতাভ দাশ, পিনাকী মুখার্জী, দিলীপ ভট্টাচার্য, দীপ্তিময় রায়, কল্যাণী মুখার্জী।

(৫) সাধারণ গ্রন্থাগার

সভাপতি শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, সচিব শ্রীমতি বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বশ্রী অমলাংশু সেনগুপ্ত, অনিল কুমার দত্ত, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন মল্লিক, শশাঙ্ক বাগচী, সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তপনকুমার সেন ও সকল প্রতিষ্ঠানগত কাউন্সিল সদস্য।

(৬) শিক্ষায়তন ও বিশেষ গ্রন্থাগার

সভাপতি শ্রীশান্তিপদ ভট্টাচার্য, সচিব শ্রীদীপককুমার রায়। সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী অরুণকুমার আদিত্য, অশোক বসু, বিশ্বনাথ সাঁতরা, চঞ্চলকুমার সেন, চিত্তরঞ্জন বেরা, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ কাড়ার, প্রদীপ চৌধুরী, মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, জ্ঞানকৃষ্ণ সরখেল, কনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কীর্তিময় চক্রবর্তী, প্রবীর দে, প্রবোধকৃষ্ণ বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ সাহা, রুচিরা গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মিত্র, অমরনাথ চ্যাটার্জী।

(৭) সংগঠন ও সমন্বয়

সভাপতি শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য, সচিব শ্রীশশাঙ্ক কুমার বাগচী। সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, গণেশ নন্দী, কেশবলাল চক্রবর্তী, মদনমোহন মল্লিক, পিনাকী মুখার্জী, কল্যাণ দে (জলপাইগুড়ি) তপন দাসগুপ্ত, (বিশ্বভারতী), কৃষ্ণপদ মজুমদার, বিধানচন্দ্র মুখার্জী আবদুল মমিন মিঞা এবং জেলা শাখা সমূহের সম্পাদক বৃন্দ।

(৮) ডাইরেক্টরী

সভাপতি শ্রীতরুণ মিত্র, সচিব শ্রীঅরুণ রায়। সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রীঅসীম ঠাকুর, চন্দনা চক্রবর্তী, দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ মজুমদার, পরেশচন্দ্র সাহা, প্রদ্যোৎ বসু চৌধুরী, তপতী বড়ুয়া, রবিশংকর মুখার্জী, শ্যামসুন্দর সাহা-পোদ্দার, তপন কুমার সেন, মীনা রায়, বিশ্বনাথ ঘোষ।

(৯) ছাত্র সংযোগ

সভাপতি শ্রীকুমারকান্তি সান্যাল, সচিব শ্রীপ্রদ্যোৎ বসু-চৌধুরী। সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী অমল দে, বুলা বসু, বুলবুল নাগ, চন্দনা চক্রবর্তী, জয়দেব ভট্টাচার্য, মৃন্ময় দাস, দিলীপ দাস, পরেশ সাহা, রবিশঙ্কর মুখার্জী, শুভ্রা ঘোষ, শ্যামসুন্দর সাহা পোদ্দার, তপনকুমার সেন।

প্রতিবেদক : অমিতাভ দাশ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত যে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে তা হল :

ক) ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ তারিখে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের হাতে ৫০১.০০ টাকা দেওয়া হয়।

খ) ১৯শে অক্টোবর ১৯৭৮ তারিখে গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের হাতে ৬৪৫.০০ টাকা দেওয়া হয়।

গ) জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে ৮০৬.০০ টাকা ১৬ই ১৯৭৮ তারিখে জমা দেওয়া হয়।

ঘ) কুচবিহার জেলার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীরা ৩৪৫.০০ টাকা জমা দেন। এই জেলার স্পনসর্ড কর্মীরা একদিনের বেতন দান করেন।

এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীরা নিজেদের সংস্থার মাধ্যমে বন্যা ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দেওয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ চলছে। পরিষদের কার্যালয়ে যে টাকা জমা দেওয়া হবে তার তালিকা পরে 'গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হবে।'

Government of West Bengal Education Department

Budget Branch.

No. 335 (4) Edn (B) Calcutta, the 21st June, 1978.

From : B. De, Deputy Secretary
to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Grant of Interim Dearness Allowance to the staff of the non-Govt. Educational (Aided/Sponsored) Institutions and staff of the Universities etc.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that after careful consideration of the Interim Recommendations of the Pay Commission on Dearness Allowance submitted on 25th May, 1978, the Governor is pleased to sanction subject to the existing terms and conditions in addition to the existing Dearness Allowance, Payment of Interim Dearness Allowance, to all whole time teaching and non-teaching employees of aided/sponsored educational institutions/universities as detailed in the enclosed statement at the following rates with effect from 1st April, 1978 and until further orders.

Class of Employees	Rates of Interim Dearness Allowance.
(1)	(2)
1. Employees drawing Basic pay between Rs. 100/-per month and Rs. 500/-per month.	8% of Basic Pay subject to a minimum of Rs. 25/-per month.
2. Employees drawing Basic pay above Rs, 500/-per month	6% of Basic pay subject to a minimum of Rs. 40/-p.m. and a maximum of Rs. 60/-per month.

Enclosure to Memo No. 335 (4) dn (B; dated 21st June, 1978.

1. *** *** ***

8. *** *** ***

9. Employees of Libraries

16. Staff of the Audio-Visual and Community Centres.

20. *** **.

Sd/-B. De,
Deputy Secretary.

Granthagar, Vol. 27, No. 9-10
Dec. '77—Jan. '78

English Abstracts

Editorial :—Problems of the Sponsored libraries of the West Bengal

The sponsored libraries came into existence in the year 1955-56. At present there are 761 such libraries in this state. Their expenditure is borne by the west Bengal government which is very meagre in comparison to their needs. The employees of these libraries are very poorly paid. Besides the payment of salary, there are various other heads of expenditure which are met by these libraries. From this it can be seen how difficult for them to perform the function of the general public library.

The related expenditures are as follows:—

a) Village libraries are given Rs.50/- per month.

b) In case of town and subdivison libraries Rs. 1200/1800 are paid as subsidy for related expenditures.

The libraries are beset with various problems owing to paucity of purse. Some of the problems are mentioned below:—

1) Town libraries are to pay the municipal takes. Owing to the increase cost of electricity and Kerosene and journals, verysmall amount is spent for the purchase of books. The rate of subscription has to be increased gradually which hampers the regular collection of subscription. The result is the decline of the number of readers.

2) After crying hoarse over the Want of fund, the System of subsidy payment during the last three or four years has been introduced.

3) There is no proper link among the libraries. Each library maintains its independent existence.

4) No uniform rules is maintained regarding the recruitment of the sponsored library workers.

5) At present the lowest and the highest paid among the six categories of sponsored library workers get Rs 50/- and Rs 250/- respectively less than the similar state government employees.

(6) Among the retirement benefits, only the contributory provident fund benefit scheme has been introduced in the year 1974. Due to this delay, those who retired earlier, they went home empty handed.

(7) There are also employees who are still drawing consolidated monthly salary.

(8) Besides, there is no system for the regular monthly payment of the employees. Moreover moneyorder commission or 50 rupees subsidy deduction is taken for other related expenses of the libraries.

(9) There are neither recruitment rules nor service rules for the employees. Nor is

there any prospect of promotion. Complete anarchy prevails there.

(10) The administrative control lies with the registered society or with the trust Committee or sometimes with the ad hoc committee. Elections of these committees seldom take place. So vested interest grows in course of time.

(11) During the last 22 years no assessment of work of the sponsored library workers has been done. The state authority lacks persons of such calibre to judge the quality of work of those persons.

Two demands of the sponsored library workers are to be accepted by the West Bengal Government for the massive enlightenment of the general public.

(i The introduction of the public library law is essential for the improvement of the library system and maintaining discipline in the library administration.

(ii) The pay and status of the sponsered library workers should not be neglected. They should be made at par with those of the State Government employees.

Biographical Dictionaries : by Probodh Bhattacharjee.

Every student of library science knows how great is the importance of the 'Who's who" or biographical dictionaries for a reference library

The most well renowned biographical dictionary which needs to be mentioned, is the "Who's who" published yearly from London. It was first published in 1849. Only living persons are entered there. Dead persons find entry in "Who was who".

Foreign biographical dictionaries are abundant in number. But paucity persists in the field of high grade indigenous biographical dictionary.

We learnt from "Indian Reference publication, a bibliography" complied by Sri Amitava Chatterjee and Sri Nimai Ghose that the number of biographies published in different Indian languages is 66 upto 1974. Among these books, the number published in English is 45, in Bengali is 5, in Hindi is 4 and in Marathi is 3 only. Besides, there are two books in Punjabi and Tamil, one in Assemese. Biographies have been published even in Gujarati, Telegu and Malayalam languages. Subject classification of these biographies reveals that there are 13 books in philology, 11 in History, 10 in Literature, 7 in general subjects 3 each in commerce, Education, Science and Engineering, 2 in Medicine and 1 each in Juvenile literature, Agriculture, Psychology, Astrology and life science.

Besides, there are two biographies on library science pesonnel. Viz :-

(1 Directory of libraries and who's who in library profession in Delhi edited by Sri N K. Goel.

(2 Men of library science and libraries in India edited by Sri R. K. Khosla and M. K. Kaur.

This exhibits the paucity of publication of biographical reference tools on various Indian regional languages. The Bengal library Association should come forward and fill in the gap.

Massive youth unemployment and the library movement : by Sasanka Kumar Bagchi.

Massive youth unemployment is one of the great problems of the country today. This is also present in massive form in West Bengal as in other States of India. Though different

steps have been taken to solve the problem, yet still there are more than 13 lakhs unemployed youths.

There are various reasons of the problem of unemployment. The writer of this article however, tries to throw some light on the solution of the problem in his own way. He says that the problem can be solved to some extent by the actualisation of library movement. By library movement he means to connect library successfully with the public life by the expansion of library system. With the extension of library system the two other great problems would arise. And already many public libraries are facing these problem. These are paucity of money and the lack of requisite number of qualified and efficient workers. In this respect he may not see eye to eye with the Bengal library Association or with any other organisations.

The elite of the society has realized this to some extent but a portion of them has overemphasised the need of eradication of illiteracy rather than the importance of the spread of library service. Their argument is that the library service without education is putting the cart before the horse. So they are not infavour of further extension of library service.

No doubt illiteracy is there but the same time the importance of library service cannot be done away with, as these two problems are inextricably connected with each other. Besides, the extension of library service will create avenues of employment for many unemployed youths. They can be also absorbed in the sporsored libraries of the state. Further libraries should be opened in the schools also and there by many people will get employment. Appointments should be made to college, university and other institutional libraries. Besides, like "special cadre teachers" special cadre of librarians should be created. This, of course, presupposes the possession of money. The Government should step in, and take the financial burden to solve the problems of unemployment. The 10 p.c. of the financial held rendered by the U. G. C. for the purchase of books can be spent for the recruitment of staff. Besides Government can create pressure for recruitment in the various institutional libraries. Thus it is seen that spread of library movement can solve the unemployment problem to a great extent.

Library Day Celebration.

The Bengal library Association convened a meeting at the Indian Association Hall on December 20. 1977 under the presidency of Sri Phani Bhusan Roy. Chief Minister Jyoti Basu and education Minister Partha Dey were the Chief guests.

On behalf of the Association Sri Prabir Roy Chowdhuri stressed the role of library in fulfilling the various demands of the people and the economic and financial development of the country. He discussed the conditon of libraries during the last thirty years and demanded the subscription free library service in the state. He congratulated the present leftist Government for the inclusion of the demand for the introduction of library legislation in the election manifesto and requested the Government to form committee consisting of the representatives of the different bodies connected with the library movement to expedite the task.

Chief Minister Jyoti Basu said, the present Government is the Goverment of the pe.ple and as a representative of the people he wants to fulfil the demands of the library wokers with his limited resources. Several demands such as (1) eradication of illiteracy, expansion of primary education and social and cultural development were placed in that meeting. Subscription free library system should be introduced throughout the state immediately and the libraries should be treated as centres of learning.

2) 2 5 p.c. should be alloteed in the budget to remove the present financial stringency and to introduce better library system.

(3) Trained librarians should be employed at each high and higher secondary school.

(4) According to the recommendation of the Education Commission 6·5 p.c. of the budget of different bodies should be allotted for the regular purchase of books and journals and for the development of libraries.

5) Revision and recognition of pay and status of the library workers at all levels are urgently needed.

Library day was also celebrated in different places of the state.

English Abstracts ; Gouri Banerjee and Dipak kumar Roy

বিজ্ঞপ্তি

১) যাঁরা ১৩৮৯ সনের চাঁদা এখনো দেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে পরিষদ অফিসে চাঁদা দেবার জন্য। চাঁদা জমা না পড়লে তাঁদের কাছে আর 'গ্রন্থাগার' পাঠানো সম্ভব হবে না।

২ কোন সদস্য 'গ্রন্থাগার' না পেয়ে থাকলে তাঁকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে লিখিতভাবে জানিয়ে সেই পত্রের অনুলিপি পরিষদ অফিসে পাঠান। অন্যথা ভাবে লিখিত পত্র না পেলে আমাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

॥ সংবাদ ॥

Yearbook of world Problems and Human Potential. Ist. ed. Brussels: Union of International Associations and Mankind 2000 1976: Without pagination (19, 5×25×5· Cm.)=UIA Publ. No 232, ISBN 92-8341232×ISSN 0304-0089.

পার্থিব জগতে মানুষের কি আছে? সমস্যা কি? এবং সমাধান কোথায়? এই প্রসঙ্গে একটি আকর গ্রন্থ বেরিয়েছে ব্রাসেলস থেকে। ১৯৭২ সালে James Wellesley-Wesley এবং Anthony Judge একাজ শুরু করেছিলেন বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল এই আকর গ্রন্থ সন্ধান দেবে।

(১) সমস্ত জাগতিক সমস্যা।

(২) সমস্যা সমাধানে বুদ্ধিজীবি ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা।

(৩) সমস্যার মূল্যায়ণ ও প্রচেষ্টা।

(৪) মানব সমাজের বিকাশের পদ্ধতি।

এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনার উদ্দেশ্যে তেরটি অধ্যায়ে এই আকর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায় একটি বড় হাতের রোমান হরফে নির্দেশিত হয়েছে যেমন A = International Agencies and associations, M = Multinational Corporations ইত্যাদি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু এবং গ্রন্থের সামগ্রিক বিন্যাস পদ্ধতি অবিন্যস্ত কিন্তু নির্দেশপঞ্জীর স্বকীয়তা সম্ভাব্য অনুসন্ধানে সাহায্য করবে।

প্রসঙ্গতঃ UIA এবং Mankind 2000 সংস্থাদ্বয় বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত ব্যবস্থার আন্তঃ সম্পর্কটুকু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজে সাহায্য করছে। UIA ১৯০৭ সালে La fontaine এবং Paul Otlet প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাঁরা IIB-র প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত। *UIA-র প্রকাশনার মধ্যে মুখ্যতঃ Yearbook of International Organisation প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ১৯৭৬ সালের ষোড়শ সংস্করণে ৪০০০ এরও বেশী সংস্থার নিশানা দিয়েছে।

সত্যব্রত ঘোষাল

---

*Mankind 2000 প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬৫ সালে।

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারাধ্যক্ষদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায় ক'টা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	৩০০	৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	২৫০	৩৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১২৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	১০০	৩৬০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	৬০	২৫০
১/৪ পৃষ্ঠা : ঐ	৫০	১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮২৫৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory (1963) মূল্য—১০.০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২.০০

Library Service in India To day. মূল্য—৩.০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫.০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত — রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য—১.০০

ডঃ আদিত্য ওহদেদার— গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য— ৪.০০

বাণী বসু (সম্পা:)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭.০০

১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,০০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২। মূল্য—৫.০০ [বাঁধানো ৮.০০]

খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪ সি. আই. টি. স্কীম—৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

বার্ষিক চাঁদা—১৫.০০

প্রতি সংখ্যা—১.৫০

Annual Price Rs, 15 00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without per-payment
LICENCE NO, WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 28 : No. 5-6

August—October 1978

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Associtlon
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Assocition
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed : Sourendramohan Gangopadhayay at the Bangabasi Ltd. 26, Pataldanga Street, Calcutta—700009

Editor : Arun Ray

If undelivered pleasetreturn to :
Bengal Library Association
P-134, C. I, T. Scheme
Calcutta-700014.

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৭ কার্তিক, ১৩৭৯

সূচী

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে

কেন্দ্রীয় জনসভা

স্থান—ষ্টুডেণ্টস্ হল

(কলেজ স্কোয়ার)

সময়—সন্ধ্যা ৬টা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : অরুণ রায়   সহযোগী সম্পাদক : অসিতাভ দাশ

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৭   কার্তিক, ১৩৮৫

সম্পাদকীয়

বন্যার তাণ্ডব এবারের মত শান্ত হয়ে এসেছে, রেখে গেছে বিপুল ধ্বংসের চিহ্ন। অনেক দুঃখ, হতাশা আর যন্ত্রণার মধ্যেও আমাদের আবার চেষ্টা করতে হবে, আগামী দিনগুলিকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে।

এখন পর্যন্ত আমরা যে সমস্ত খবর সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাতে দেখা যাচ্ছে প্রায় ১২০০ গ্রন্থাগার ক্ষতিগ্রস্ত; প্রায় ৪০০ গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। সব সংবাদ এখনও আমরা পেয়ে উঠিনি। অদূর ভবিষ্যতে সব ক্ষতির বিবরণ আমরা 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশ করব।

সমাজ জীবনের অন্যতম অঙ্গ এই গ্রন্থাগারগুলিকে আমরা নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারি না। আমাদের সামর্থ যতই সীমিত হোক না কেন, আন্তরিকতার কোন অভাব হবেনা।

এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলির পুনর্গঠনের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীপার্থ দে ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে আমাদের বক্তব্য শুনেছেন ও রাজ্য সরকারের সাধ্যমত সাহায্য ও সহযোগীতার আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি শুধুমাত্র সরকারী সাহায্য এই পুনর্গঠনে যথেষ্ট হবে মনে করার মত অবস্থা নেই। তাই আমরা আবেদন রেখেছি রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে তাঁদের কল্যাণ হস্ত নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য।

গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিযুক্ত বহু কৃতি ব্যক্তিই প্রবাসে আছেন, যাঁরা জীবনেও প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের কাছে আমাদের আবেদন—আপনারা সাহায্য পাঠান, যাতে আমরা আপনাদের সহযোগিতায় বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারি।

পরিষদ সকল গ্রন্থকার, প্রকাশক ও গ্রন্থপ্রেমী মানুষের কাছে আবেদন করেছেন গ্রন্থদানের জন্য।

আমরা বিশ্বাস রাখি সমস্ত সংবেদনশীল মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় আবার আমরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিকে নূতনভাবে সাজিয়ে তুলতে পারব যাতে করে আগামী দিনে মানুষ তাঁর চিন্তাশক্তি বিকাশের পথে, সুস্থ জীবন বোধকে বাঁচিয়ে রেখে এক অম্লান জীবনে উত্তরণ করতে পারে।

আসুন সবাই, আমরা হাত লাগাই গড়ার কাজে। ভেঙে গেছে, তাই দুঃখে যেন মুহ্যমান হয়ে না পড়ি, ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় এ সাময়িক ক্ষতি আমরা মেনে নেব না—নূতন করে গড়ে তুলবই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার সমূহের জন্য গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা দান করুন

পশ্চিম বাংলায় ভয়াবহ ও অভূতপূর্ব বন্যার ফলে সহস্রাধিক গ্রন্থাগার গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও আসবাব-পত্রের পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। নূতন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ক্রয় করে ক্ষতি-পূরণ করা বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে অসম্ভব।

গ্রন্থাগারগুলি সংশ্লিষ্ট সকলের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের মেরুদণ্ড স্বরূপ। তাই গ্রন্থাগারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করা সমাজ সচেতন মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রত্যেক গ্রন্থাগার, প্রকাশক ও নাগরিকদের কাছে আবেদন রাখছেন যে তাঁরা যেন সহানুভূতিসূচক মনোভাব নিয়ে সাধ্যমত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা দান ক'রে দুর্গত গ্রন্থাগারগুলির পাশে এসে দাঁড়ান। এই গ্রন্থগুলি পরিষদের সাময়িক কার্যালয়ে (পি. ১৩৪ সি. আই. টি. স্কিম নং-৫২, এন্টালী পদ্মপুকুর, কলিকাতা-১৪/ফোন নং—৪৪-৮৫৬৬) অথবা জাতীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগার (কুচবিহার), উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কাছেও জমা দেওয়া যাবে।

প্রবীর রায় চৌধুরী
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের
অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

তারিখ—বুধবার, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮

সময়—সন্ধ্যা ৪-৩০ টা

স্থান—স্টুডেন্টস হল (কলেজ স্কোয়ার)

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্থান

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ অমিতা কুণ্ডু

সংস্কৃতির পীঠস্থান ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকেই গুরুমুখী বিদ্যার প্রচলন ছিল। কারণ সে সময় লিখন পদ্ধতির প্রচলন হয়নি। ক্রমে লিখন পদ্ধতির প্রচলন এবং লেখার সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হলো। ধীরে ধীরে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত পুস্তক সম্পর্কে ভারতীয়দের ধারণা স্পষ্টতর হতে লাগলো। ফলশ্রুতি হিসেবে জ্ঞান ভাণ্ডার সংগঠন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সমস্যাগুলি একে একে দেখা দিতে লাগলো। প্রাচীন বেদের যুগে গুরু শিষ্যকে আবশ্যকীয় (গুরুর হৃদয় সঞ্চিত) পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা মুখস্ত করতে সাহায্য করতেন। সে যুগের সাহিত্যকে বলা হ'তো 'শ্রুতি'। বৈদিক যুগে ও তৎপরবর্তী কিছুকাল পুস্তকের অবস্থিতি ছিল কোন গ্রন্থাগার নয়, বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ছাত্রদের কণ্ঠে। পুঁথির যুগ থেকেই ভারতবর্ষ গ্রন্থাগার স্থাপন ও সংরক্ষণের এক সুমহান ঐতিহ্য বহন করে আসছে সে সময় মন্দির বিহারগুলিতেই মূলত গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। বলা যেতে পারে বৌদ্ধরাই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রন্থাগার স্থাপিত ও পরিচালিত করেছিল। বিভিন্ন চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগার উন্নতির এক বিশিষ্ট সোপানে আরোহণ করেছিল। এমনকি প্রাচীন মিশরের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারের চেয়েও সেগুলি সমৃদ্ধিশালী ছিল। মুসলমান রাজত্বকালেও ভারতে বহু বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। মোটের ওপর দেখা যায় যে আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন এবং প্রসারের আগেও দেশেও জ্ঞান চর্চায় গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। অবশ্য আধুনিক কালের মত সে যুগে গ্রন্থাগারের দরজা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না।

আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে চর্চার সূত্রপাতের মূলে ছাপাখানার আবির্ভাব এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনকে স্থান দিতেই হয়। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ শুরু হয় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে বাঁশবেড়িয়ায়, সেটা ছিল ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে (বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার) ভারত সরকারের উদ্যোগে ৬ মাসের একটা গ্রন্থাগারিক বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা, বর্দ্ধমান, যাদবপুর, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, কলিকাতার ইনিষ্টিটিউট অব লাইব্রেরীয়ানস্, কালিম্পং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রন্থাগারিকতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। (এইগুলির মধ্যে একমাত্র বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি কয়েক বৎসর যাবৎ বন্ধ আছে।) এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার মান, সিলেবাসের সামঞ্জস্য বা প্রকৃত অভিজ্ঞান পত্রের মূল্যায়ন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রগুলির উল্লেখের জন্য জানালাম। মূল কথা হ'ল এই সকল শিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রতিবৎসর যারা আসেন তাদের অধিকাংশই বাঙালী ছাত্র এবং কৃতকার্য্য ছাত্রদের অধিকাংশের কর্মস্থল হয় পশ্চিমবঙ্গের কোন না কোন গ্রন্থাগার। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম চিরাচরিত ইংরাজী থাকার জন্য বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই-এর চাহিদা একেবারেই নেই বলে মনে হয়। যদিও সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ইংরাজী ও বাংলার মধ্যে যে কোন একটি ভাষায় উত্তর পত্র লেখার সুযোগ আছে তথাপি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ডিগ্রী পরীক্ষায় ইংরাজী- বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য অধিকাংশ ছাত্রই প্রথম থেকে ইংরাজীর মাধ্যমে পড়াশোনা করে। এটাই বাস্তব দিক বলে আমাদের ধারণা। আর

এরই ফলশ্রুতি বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই-এর অভাব। অবশ্য নির্দিষ্ট পরিভাষার অভাবটাও একেবারে উপেক্ষা করা যায়না। এমনকি কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে 'আঞ্চলিক ভাষায় পুস্তক প্রনয়ণ'-এর জন্য অর্থ মঞ্জুর করা সত্বেও অজ্ঞাত কারণে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোন বাংলা বই প্রকাশিত হয়নি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটা আদর্শ হলো গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার যাতে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের ওপর ন্যস্ত হয় এবং সর্বসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া। বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের কর্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে এমন শিক্ষার আজ একান্তই প্রয়োজন। ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ আবদুল বারি ভাষণ উল্লেখ করে বলা যায়, বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আজও বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। আমাদের মনের কথা উল্লেখ করেছেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা। ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে তাঁর বক্তব্য"... গ্রন্থাগার শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় গ্রন্থাগারের কাজই শিক্ষা দেওয়া হয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কি ভাবে কাজ করতে হয় তা শিক্ষা দেওয়া হয় না বলে অসুবিধা হয়।" যে প্রসঙ্গে শ্রী সাহা উপরোক্ত বক্তব্য রেখেছেন সেটা হ'লো ৩৪তম সম্মেলন উপলক্ষে শ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রীতি মিত্র ও শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ রচিত বিশেষ প্রবন্ধ গ্রামীন উন্নতিতে জনগণের গ্রন্থাগারের নূতন ভূমিকা ও কয়েকটি প্রশ্ন '(গ্রন্থাগার চৈত্র, ১৩৮৩)। উক্ত প্রবন্ধের ৩নং প্রতিবেদনে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেছেন"...গ্রন্থাগার শিক্ষণ ব্যবস্থায় জনগনের তথ্যকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রয়োজন বোধে কাজের মাধ্যমে এই নূতন দায়িত্বের সম্বন্ধে শিক্ষিত করার প্রয়োজন থাকছে :"

আজ গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষার পাঠক্রমের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার দিকটাও বিবেচনা করা উচিত। কোন শিক্ষাই সার্থকতা লাভ করতে পারে না যদি তা জীবন ও চিন্তার সঙ্গে একাত্ম না হয়। শুধুমাত্র গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির প্রতি আগ্রহান্বিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম; আমাদের অধিকাংশের ধারণা পাশ করলে চাকরি পাওয়া যাবে এইমাত্র। ফলে আমাদের শিক্ষার মধ্যে শুধুমাত্র পাশ করার এবং সেই সঙ্গে ভালো রেজাল্ট করার চেষ্টাই থাকে। আর সেই কারণে আমাদের পুঁথিগত বিদ্যার বহর অধিক হলেও সাধারণের কাছে সহজভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বা গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি সম্পর্কে নিজের ভাষায় কিছু বলতে পারিনা। এর একমাত্র কারণ বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ, যে শিক্ষার প্রতি আন্তরিকতার চেয়ে পাশ করার আগ্রহই বেশী। কিন্তু অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, গ্রন্থাগার বৃত্তি ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মানোর জন্য চাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত কর্মী বাহিনী আর তারই জন্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চর্চার প্রসার।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথমদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, গ্রন্থাগার সম্পর্কে বাঙালীর চিন্তা থাকলেও বাংলায় বিশেষ কোন লেখার খোঁজ পাওয়া যায় না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রাচ্য গ্রন্থাগার সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনাই বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার চর্চার প্রথম নিদর্শন বলে জানা যায়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাইব্রেরী নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধে গ্রন্থাগারের স্বরূপ সম্পর্কে ভাবাত্মক চিন্তা বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যক্ত হয়েছে বলা যায়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদের ষষ্ঠ সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'The Function of Library' (তাঁর অনুপস্থিতিতে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক পঠিত) পরবর্তীকালে 'লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য নামে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ পায়। তাঁর সেই অনবদ্য ভাষণ গ্রন্থাগার

সম্পর্কে চিন্তার ক্ষেত্রে এক স্থায়ী সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রথম মুদ্রিত বই বলতে সুশীলকুমার ঘোষের 'লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তার (১৩৩৭) এর নামই করতে হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সংক্রান্ত প্রথম বাংলা বই হিসেবে অবশ্য সুখেন চট্টোপাধ্যায়ের 'গ্রন্থাগার পরিচালনা (১৯৫৮) বইটির নাম উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক কালে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায়মহাশয়ের 'গ্রন্থাগার' (১৯৩১) ও 'দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার (১৯৩৮), প্রমীল বসুর 'গ্রন্থকার নামা' (১৯৩৯ ছাড়া আর কোন বই এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই দশকেই বাংলা দেশের বাইরে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চর্চার নিদর্শন হিসেবে বারাণসী থেকে প্রকাশিত সতীশচন্দ্র গুহ'র 'প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি' (১৯৩১) বইটির নাম উল্লেখযোগ্য। সতীশ গুহ'র নাম আজ গ্রন্থাগার বৃত্তি, গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং গ্রন্থাগার প্রেমী অনেকেই হয় বিস্মৃত অথবা অজ্ঞাত। তাঁর বইটির সন্ধানও কোন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় না। কিন্তু একথা অস্বীকার করা অন্যায় হবে যে রঙ্গনাথনের পূর্বে বর্গীকরণের একটি নতুন পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। বাস্তবিক ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই প্রকাশের দিকে গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের কিছু আগ্রহ দেখা যায় বর্তমানে সেই অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি।

এ যাবৎ প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান শ্রীপ্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' (১৯৫৭) বইটির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। বইটি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত বৎসরের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে নরসিংহ দাস আগরওয়ালা পুরস্কার অর্জন করে। অতিরিক্ত সংযোজনে মেলভিল ডিউই এর দশমিক বর্গীকরণের ভারতীয় বিষয়ের বিভাগ-সম্প্রসারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াটুমল ফাউণ্ডেশন ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ওয়াটুমল পুরস্কার প্রদান করেন। এই প্রথম বাংলা ভাষায় তথা ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থাগার কোন বই জাতীয় আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হ'লো।

এই প্রবন্ধের শেষে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্পর্কিত বইএর একটা তালিকা দেওয়া হ'ল। এই তালিকা থেকে বোঝা যাবে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বই এর সমাদরের প্রকৃত অবস্থাটা কি রকম। একটু লক্ষ্য করলে আরও একটা বিষয় সহজেই চোখে পড়বে যে 'অনুলয় সেবা' (Reference Service)র বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন বাংলা বই এখনো প্রকাশিত হয়নি। অথচ জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মানোর জন্য 'অনুলয় সেবা' বিষয়টির ওপর বাংলা বই এর চাহিদা শুধুমাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছেই নয় গ্রন্থাগার ব্যবহার-কারী সকল পাঠকের কাছেই আছে। বাংলা ভাষার ভাণ্ডার সম্পর্কে যাদের সন্দেহ নেই, যাঁরা একটু চিন্তা করলেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের ওপর বই প্রকাশ করতে পারেন, তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ বিষয়টা নিয়ে একটু চিন্তা করুন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন (গ্রন্থাগার, অগ্রহায়ন ১৩৮২) প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন অনুভব করছি'...পরিষদ গ্রন্থাগারিক শিক্ষা শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করিয়া থাকেন ও প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া গ্রন্থাগারিক বৃত্তির যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর ছোট ছোট পুস্তক ও পুস্তিকারও বিশেষ প্রয়োজন—বৃহৎ ও প্রামাণিক পুস্তকেরত কথাই নেই। এই প্রয়োজন মিটানো অবধি গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষা অনেকাংশেই উপযুক্ত ভাবে প্রযুক্ত হইবে না'।

যাঁরা বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বইএর প্রয়োজন অনুভব করেন তাঁদের কথা চিন্তা করে কয়েকটা বিশেষ গ্রন্থাগারের নাম তালিকায় উল্লেখ করা হলো। যে সমস্ত গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর বাংলা বইয়ের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ আছে সেগুলোই কেবল মাত্র উল্লেখ করলাম, গ্রন্থাগারগুলির কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ

বা মূল্যায়ন করে নয়। প্রতিটি বইএর বিবরণের শেষে গ্রন্থাগার এর ক্রমিক সংখ্যা নিম্নোক্ত ভাবে দেওয়া হয়েছে।

১ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার
২ জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা
৩ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
৪ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।
৫ বহড়া জিলা গ্রন্থাগার
৬ উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার

এর থেকে আরও একটা বিষয় বিশেষ ভাবে দেখা যায়, এ পর্যন্ত প্রকাশিত মাত্র ৪২ খানি বইও কোন একটা গ্রন্থাগারে নেই। আমরা আশা করবো পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলো বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর লিখিত বইগুলো সংগ্রহের প্রতি আগ্রহশীল হবে।

পরিশেষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকার দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানেও একই চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। অবিভক্ত বাংলায় গ্রন্থাগার চেতনার উন্মেষের প্রথম যুগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিজস্ব কোন পত্রিকা ছিল না। সাধারণ পত্রিকাতেই গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কিছু নিবন্ধ থাকতো। কেবলমাত্র গ্রন্থাগার বিষয়ক বাংলা পত্রিকা বলতে 'পাঠাগার' ই প্রথম। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউট থেকে পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল (১৩৪১-৪৩)। বর্তমানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 'গ্রন্থাগার' ও নদীয়া জিলা গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার কর্মী' নামক মাসিক পত্রিকা দু'টিই নিয়মিত প্রকাশিত। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচী থেকে পাওয়া এ যাবৎ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্রিকার একটা তালিকা দেওয়া হলো। পত্রিকাগুলো চাক্ষুষ না দেখার জন্য বিশদভাবে এ বিষয়ে উল্লেখ করতে পারলাম না বলে আমরা দুঃখিত।

পাঠাগার	কলিকাতা	১৩৪১-৪৩	পাক্ষিক
গ্রন্থাগার	„	১৩৫০-	মাসিক
গ্রন্থবাণী	„	১৩৫৪-৫৮	দ্বিমাসিক
প্রজ্ঞা	জয়নগর, ২৪পরগনা	১৩৫৩	বার্ষিক
গ্রন্থালোকে	ত্রিপুরা	১৩৫৯-৬১	ত্রৈমাসিক
পাঠাগার	বীরভূম	১৩৬০-৬২	ত্রৈমাসিক
গ্রন্থাগার কর্মী	নদীয়া	১৩৭৭-	মাসিক
লাইব্রেরিয়ান	যাদবপুর	১৩৮৭-	বার্ষিক

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও আন্দোলনের বই-এর তালিকা (প্রকাশকাল অনুযায়ী সজ্জিত)

১। সুশীল কুমার ঘোষ
লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষা বিস্তার কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৩৩৭ (১৯৩০)

২। সতীশচন্দ্র গুহ
প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি বেনারস,…১৩৩২,

। মুনীন্দ্র দেববায়
গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ডি, এম, লাইব্রেরী, ১৩৪৪ (১৯৩০)

৪ ।—
দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার। কলিকাতা, ডি, এম, লাইব্রেরী ১৩৮
১

৫। সুখেন চট্টোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার পরিচালনা।…১৩৩৮
১

৬। প্রমীলচন্দ্র বসু
গ্রন্থকার-নামা কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৩৩৮
১, ২, ৩, ৪, ৫,

৭। অনিল কুমার রায়চৌধুরী
সঙ্গীত সাহিত্যের গ্রন্থাগার। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৩৫

৮। বীরেন্দ্রনাথ বসু ও কান্তিভূষণ পাকড়াশী
লাইব্রেরী সংরক্ষণ। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৩৫০
১, ২, ৩,

৯। বিমল কুমার দত্ত
গ্রন্থাগার। কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩।
১, ২, ৩, ৫,

১০। কুমুদরঞ্জন সিংহ
সহজ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। কলিকাতা পুস্তকালয়, ১৩৫৪
১, ২, ৪, ৫,

১১। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার পরিচালনা ও বইয়ের যত্ন। কলিকাতা, বুক ক্লাব, ১৩৫৫।
১, ২, ৪,

১২। বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৩৫৬
১, ২, ৩, ৫, ৬,

১৩। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার : কর্মী ও পাঠক। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, ১৩৫৬
১, ২, ৩, ৪, ৫,

১৪।—
জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন। কলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক ১৩৫৬।
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

১৫। কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য
বাংলাদেশের গ্রন্থাগার। কলিকাতা, দেশবন্ধু, ১৩৫৭।
১, ২, ৩, ৪, ৫

১৬। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (ছদ্মনাম নীলকণ্ঠ)
গ্রন্থবার্তা, কলিকাতা শান্তি লাইব্রেরী ১৩৬৪ (১৩৫৭)
১ম পর্ব।
৩

১৭। নিখিল সেন
পুরনো বই। কলিকাতা, এ, মুখার্জী, ১৩৬৪ (১৩৫৭)
৩, ৪,

১৮। প্রফুল্ল তত্ত্ব
পাঠাগার আন্দোলনে মুর্শিদাবাদের স্থান। খাগড়া, নিরীক্ষা প্রকাশনী, ১৩৫৭।
২
১, ৩,

১৯। আদিত্যকুমার ওহদেদার
গ্রন্থবিদ্যা কাগজ ও মুদ্রণ। কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৩৫৮
১, ৩

২০। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার পরিচালনা ও পুস্তকের যত্ন। ২য় সং, কলিকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৩৫৮।
১, ২, ৩, ৫, ৬

২১। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ। কলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক, ১৩৫৯।
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

২২। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার প্রচার। কলিকাতা, গ্রন্থভবন, ১৩৫৯।
১, ২, ৩, ৬

২৩। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় [ছদ্মনাম নীলকণ্ঠ]
গ্রন্থবার্তা, ২য় পর্ব। কলিকাতা, এক্সচেঞ্জ বুক হাউস,
৩

২৪। বিমল কুমার দত্ত
গ্রন্থাগারের রূপ ও বিকাশ। কলিকাতা, দীক্ষার্থ বর্গীয়, ১৩৬০।
১, ২, ৪, ৬

২৫ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক। ২য় সং। কলিকাতা, ওরিয়েন্ট বুক, ১৩৬১
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

২৬। বিমল কুমার দত্ত

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার, কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৩৬২

১, ২, ৩, ৪, ৫,

২৭। আদিত্য কুমার ওহদেদার

গ্রন্থবিজ্ঞা, কলিকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৩৬৩

১, ৫

২৮। প্রমথময় ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী। বহড়া, দেবদত্ত, ১৩৬৩

১

২৯। —

বিষয় শিরোনাম, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৩।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

৩০। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এ পাবলিশার্স, ১৩৭০ (১৯৬৩)

৪, ৫,

৩১। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান। কলিকাতা, ওয়ার্ল্ড প্রেস ১৯৬৩,

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

৩২। বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থবিজ্ঞার ক্রমবিকাশ। কলিকাতা, ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১৯৬৫।

১, ৩, ৪, ৫,

৩৩। রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার পরিচালনা। কলিকাতা, বিজোদয় লাইব্রেরী, ১৯৬০।

১, ২, ৩, ৪, ৫

৩৪। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, ২য় সং। কলিকাতা, ডি, এম, লাইব্রেরী, ১৯৬৬।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬.

৩৫। বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার, কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৬৮।

১, ৪, ৫

৩৬। কুনাল সিংহ

প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ ; পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কলিকাতা, ওয়ার্ল্ড প্রেস ১৯৭১।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

৩৭। সত্যব্রত সেন

গ্রন্থাগারে পুস্তক বর্গীকরণ তত্ত্ব প্রসঙ্গ। কলিকাতা, প্রকাশ ও প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১৯৭২

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

৩৮। বিমলকুমার দত্ত

গ্রন্থসূচীকরণ। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৭৩।

১, ২, ৩, ৪, ৫ ৬

৩৯। জীমূতবাহন রায়

গ্রন্থাগার সঞ্চালন, কলিকাতা, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৭৪।

১, ২, ৪, ৫,

৪০। সত্যব্রত সেন ও অনিল কুমার দত্ত

গ্রন্থাগার : স্বরূপ ও সংগঠন। কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার : সমিতি, ১৯৭৫।

১, ৫, ৬,

৪১ বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর, বুকস এণ্ড পিরিওডিক্যালস (পাবলিশিং হাউস) ১৯৭৭।

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

৪২। জীমূত বাহন রায়

গ্রন্থালয়। কলিকাতা, প্রজ্ঞা, ১৯৭৮,

(সম্প্রতি প্রকাশিত)

গ্রন্থকার ও আখ্যা সূচী (বর্ণানুক্রমিক)

অধ্যাপক রঙ্গনাথন : একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রবোধ ভট্টাচার্য

ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে ২৭শে সেপ্টেম্বর একটি শোকাবহ দিন। আজ থেকে ছয় বছর আগে এই দিনে ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী পুরোধা অধ্যাপক রঙ্গনাথন পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যু ভারতের তথা বিশ্বের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। রঙ্গনাথনের মতো নিজ পেশায় এমন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি খুব কম ভারতীয়রাই লাভ করেছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তিনি একটা নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক Sayers সে সময়টিকে যথার্থই 'রঙ্গনাথনের যুগ' বলে অভিহিত করেছিলেন।

১৮৯২ সালের ৯ই আগষ্ট মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলার শিয়ালিতে রঙ্গনাথনের জন্ম হয়। বিদ্যালয় 'কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি গ্রন্থাগারকে কিভাবে পেয়েছিলেন, গ্রন্থাগারইবা তাঁকে কতটা অনুপ্রাণিত করেছিল এগুলির বিস্তৃত বিবরণ তিনি তাঁর বিখ্যাত 'রেফারেন্স সার্ভিস' গ্রন্থটিতে অনবদ্য ভাবে তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থটিতে রঙ্গনাথনের জীবন ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। জীবন কাহিনী অবলম্বনে এমন জীবন্ত 'রেফারেন্স সার্ভিসে'র পাঠ্যপুস্তক রচনা করার নজির বোধহয় পৃথিবীতে আর নেই। ফলে গ্রন্থটি সহজেই হৃদয় স্পর্শ করে। এই গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে রঙ্গনাথন লিখেছেন :

"ছাত্রজীবনে বিদ্যালয়ে আমি কখনও গ্রন্থাগারে প্রবেশের সুযোগ পাইনি" কারণ বিদ্যালয়ে কোন গ্রন্থাগার ছিল না। একটা সর্বদা তালাবদ্ধ ঘরে কিছু নমুনা পাঠ্যপুস্তক থাকত। এই ঘরটি কদাচিৎ আমাদের সামনে খোলা হত, এমন কি আমাদের শহরেও কোন গ্রন্থাগার ছিল না।...... বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে সে সময়ে কোন বিদ্যালয়ে কোন গ্রন্থাগার ছিল না। সত্যি বলতে কি আমার সময়ের ছাত্ররা কখনও কারো কাছে 'গ্রন্থাগার' শব্দটিই শোনেনি।

সে সময় কোন রেফারেন্স গ্রন্থ ছিলনা। বিদ্যালয় জীবনে সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন রঙ্গনাথনের জীবন্ত রেফারেন্স গ্রন্থ। তাঁর কাছে রঙ্গনাথন যে রেফারেন্স সার্ভিস পেয়েছিলেন তার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। কলেজ জীবনে রঙ্গনাথন কোনও প্রকার রেফারেন্স গ্রন্থের সংস্পর্শে আসেন নি। একটা নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে কলেজ গ্রন্থাগার হতে বই নেওয়ার ও ফেরৎ দেওয়ার জন্য রঙ্গনাথন অপেক্ষা করে থাকতেন। সে সময়ে প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি নির্বাচনের জন্য কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু ছিল না। উদ্দেশ্যহীন এই নির্বাচনের জন্য বইটি হোত অপাঠ্য; কখনও বা এতই উচ্চমানের যে তার অন্তঃনিহিত অর্থ বোধগম্য হতো না। আবার কখনও সৌভাগ্যবশতঃ মনের মতো গ্রন্থ পেয়ে যেতেন।

পরবর্তীকালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দিয়ে দেখলেন যে গ্রন্থাগারে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রেফারেন্স গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অথবা তাঁর অভাবে গ্রন্থাগারের পাঠক উপস্থিতি অথবা ব্যবহার যে খুবই নগণ্য হতে পারে এ বিষয়ে সে সময়ে কেউই অবগত ছিলেন না; কিংবা বলা যায় কারও কোন মাথাব্যথা ছিল না। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত দুজন কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা মাত্র প্রবেশিকা স্তর পর্যন্ত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উচ্চমানের গ্রন্থগুলির উপস্থিতির বিষয়ে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সে সময়ে রঙ্গনাথন মনে মনে একটা অব্যক্ত আকাঙ্খা পোষণ করতেন। পরবর্তীকালে এই আকাঙ্খাকে তিনি পরিকল্পিতভাবে

প্রকাশ করেছেন : " I wish I could get some reference service from a reference librarian in the choice of suitable books for reading and finding the information needed to satisfy my curiosity about many things." পরবর্তীকালে এই জীবন অভিজ্ঞতাই শিক্ষক রঙ্গনাথনকে রেফারেন্স সার্ভিসে অনুপ্রাণিত করেছিল। একাধারে শিক্ষকতা ও অপরদিকে ছাত্রদের রেফারেন্স সার্ভিসের মাধ্যমে তিনি একটা অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে রেফারেন্স সার্ভিসই গ্রন্থাগারিকের সর্বাধিকারের কর্তব্য। যথার্থ ছাত্রকে যথার্থ সময়ে যথাযথভাবে গ্রন্থ নির্বাচনে সহায়তা করাই হল গ্রন্থাগারিকের একমাত্র ব্রত।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের পূর্ব অভিজ্ঞতায় রঙ্গনাথনের ধারণা ছিল যে গ্রন্থাগারিকের পেশা খুব নীচু স্তরের নীরস, যান্ত্রিক ও রক্ষণাবেক্ষণ জাতীয় যাতে শিক্ষা, বুদ্ধি অথবা মানবিক মূল্যবোধের কোন প্রয়োজন নেই। এ জন্যই অনেক শিক্ষক বন্ধুর অনুরোধে প্রথমে রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার পেশায় যোগ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পরে বন্ধুর ক্রমাগত উপদেশে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের শূন্যপদে তিনি আবেদন করেন এবং ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে ঐ পদে নির্বাচিত হবার পর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শিক্ষকতা হতে গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করেন। সেই মুহূর্তে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না যে শিক্ষকতা ও গ্রন্থাগারিকতা মূলতঃ অভিন্ন—অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককে তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে এবং গ্রন্থ নির্বাচনে সহায়তা করাই হল প্রধান উদ্দেশ্য। সেদিন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে পেশায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে সেই পেশায় তিনি পেয়েছিলেন অফুরন্ত প্রেরণা, মহৎ আনন্দ ও বিশ্বস্বীকৃতি। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে পেশায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন, তাঁর যোগদানের দিন থেকেই শুরু হয় ভারতীয় গ্রন্থাগারিকতার নব যুগের সূচনা। পরবর্তীকালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত হয় যথাক্রমে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও পরিশেষে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের আমন্ত্রণে ১৯৬৩ সালে বাঙ্গালোরের ডকুমেন্টেশন রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টারে। এছাড়া INSDOC, IASLIC, IST প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহের সঙ্গে তার নিবিড়ভাবে যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি পদে তিনি দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। FID, UNESCO, IELA, LA, ALA প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গেও তাঁর নিবিড়ভাবে যোগাযোগ ছিল। FID-তে সাধারণ বর্গীকরণ কমিটির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা এবং ঐ কমিটিতে তিনি প্রায় দীর্ঘ দশ বছর কখনও সম্পাদক কখনও বা সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে রঙ্গনাথন কি ভূমিকা নিয়েছিলেন তার একটা নিখুঁত ছবি রঙ্গনাথন Herald of hibrary Science পত্রিকাটিতে প্রকাশিত A Librarian Looks Back ধারাবাহিক রচনাটিতে অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন। এই রচনাটিতে গ্রন্থাগারিক রঙ্গনাথনের সুখ, দুঃখ ও সাফল্য কিভাবে ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ব্যর্থতা ও সাফল্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

রঙ্গনাথন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন একজন অক্লান্ত লেখক ও চিন্তাবিদ্। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। একটা সদা উৎসুক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন। তাঁর বিস্ময়কর আবিষ্কার কোলন বর্গীকরণ ব্যবস্থা একদিকে যেমন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে গ্রন্থাগারিকদের নতুন চিন্তা ভাবনায় সতত নিয়োজিত রাখছে; অপরদিকে তেমনি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির গ্রন্থাগারের স্থানীয় বিষয়গুলি যথাযথভাবে বর্গীকরণ করবার একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। রঙ্গনাথনের ৭৭তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে শ্রীলঙ্কার জাফনা সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক K. Manikavasagar যথার্থই বলেছিলেন "...Without having studied and applied colon clasification,

it is wrong to decide hat the existing Schemes of classification are inadequate to classify books on Indology and still worse to devise improved method to classify them." বাস্তবিকই রঙ্গনাথনের Analytico—Synthetic Scheme বর্গীকরণ চিন্তাধারায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এই বর্গীকরণ ব্যবস্থার মূল কথাটা হোল বাস্তব জগতে বিভিন্ন বিষয়গুলির সম্বন্ধের বহুমুখী বিবিধত্ব যথাযথভাবে প্রতিফলিত করা। শিক্ষকতাকালে রেফারেন্স সার্ভিসের মাধ্যমে যে রঙ্গনাথন নিজের অজান্তে গ্রন্থাগারিকতা পেশায় প্রবেশ করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতাই তাঁকে একটা বাস্তবোচিত বর্গীকরণ ব্যবস্থা প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন যে যথার্থ ও দ্রুত রেফারেন্স সার্ভিস একটা বর্গীকরণ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সে কারণেই D.J. Foskett তাঁর Science, Humanisun and libraries গ্রন্থে লিখেছিলেন : "···that classification can progress and through the Criticisms of librarians with experience of reference Service. They alone can pinpoint its faults because they see how the System fails to lead them to all the right material...what we have to do is to see whether we can improve classification System, along the lives indicated by the needs of reference and information Serivce. রেফারেন্স সার্ভিসে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে রঙ্গনাথন যে বর্গীকরণ ব্যবস্থার প্রণয়ন করলেন সেটা যেমন অভিনব তেমনি কার্যকরী। আধুনিক গবেষণায় বিষয়গুলির বহুমুখী বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ মোকাবিলা করতে এই বর্গীকরণ ব্যবস্থার সৃষ্ট প্রয়োগ পূর্বের সমস্ত প্রচলিত ব্যবস্থাকে ম্লান করে দিয়েছে। বর্গীকরণ নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন তা আগামী দিনের বর্গীকরণ তাত্ত্বিকদের নব নব উদ্ভূত জটিলতার সমাধানে যোগাবে নিরন্ত প্রেরণা। বাস্তবিকই তাঁর উদ্ভাবিত ব্যবস্থাটি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবনের সময় হয়তো এখনও আসেনি। রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে আর একটি নবতম সংযোজন। যে কোন গ্রন্থাগারের সামগ্রিক ব্যবস্থাটি এই পঞ্চসূত্র দ্বারা পরিচালিত। বর্তমানে Systems Analyst-রা গ্রন্থাগারের প্রতিটি কার্যক্রমের যে cost effectiveness বা মূল্যায়ণ করে থাকেন—তা রঙ্গনাথন বহু পূর্বেই এ ধরণের মূল্যায়ণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর পঞ্চসূত্রের মাধ্যমে। প্রতিটি পাঠকের জন্য বই, প্রতিটি বইয়ের জন্য পাঠক ইত্যাদি সূত্রের যথাযথ রূপায়ণ গ্রন্থাগারের সামগ্রিক মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল। রঙ্গনাথনের classfied catalogue code দীর্ঘদিনের একটা সমস্যার সমাধানে আর একটা উল্লেখযোগ্য অবদান। এই গ্রন্থটি রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রঙ্গনাথন নিজেই এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : " The classified catalogue code owes itself to the sense of revolt induced in the mind while learning cataloguing in 1924-25 in the School of library of the University College in London." মার্কিন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান গবেষক Donald Lehnus তাঁর Milestones in Cataloguing গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন যে Classified catalogue code গ্রন্থটি আগামী দিনে একটা সম্ভাব্য ক্লাসিকের স্থান নিতে চলেছে।

স্বদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পশ্চিমী দেশগুলির অনুরূপ সুসংবদ্ধ করাই ছিল রঙ্গনাথনের স্বপ্ন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন ছাড়া সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অসম্ভব। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভারতের চারটি প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়। এছাড়া কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার আইনের খসড়া রচনা করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটা সুসংবদ্ধ রূপরেখা দেবার ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উন্নততর প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগার পেশাকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গতিশীল করা এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বাধিক

উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে রঙ্গনাথনের অসামান্য অবদানের জন্য প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীই তাঁর কাছে ঋণী। আজকের দিনে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের এত প্রভাব প্রতিপত্তির পিছনে আছে রঙ্গনাথনের দীর্ঘকালের কঠোর ও নিরলস সংগ্রাম। রঙ্গনাথন সর্বদাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণার বিশেষ প্রয়োজনের কথা বলেছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে গবেষণার মাধ্যমে তিনি সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য একটি এনডাউমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য দানের এমন ঘটনা সম্ভবতঃ পৃথিবীতে বিরল। এছাড়া বাঙ্গালোরেতে D R T C গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য তিনি একটা উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাংবাদিকতায় তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। দিল্লী থেকে INSDOC কর্তৃক প্রকাশিত Annals of Library Science পত্রিকাটির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৫৬ সাল হতে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের এতই মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় মনে হয় যে রঙ্গনাথনের জুরিখ গমনের প্রাক্কালে পত্রিকাটির সম্পাদনা পরিত্যাগ করার বাসনা জানতে পেরে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী K. S. Krishnan তাঁকে জুরিখ হতে পত্রিকাটির সম্পাদনা করতে অনুরোধ করেন। তদানীন্তন INSDOC অধিকর্তা শ্রী কেশবন রঙ্গনাথনের নির্বাচিত একটা প্রবন্ধ প্রকাশে আপত্তি করলে রঙ্গনাথন পত্রিকাটির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং Library Science নামে একটা নতুন পত্রিকা বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেন। দুঃখের বিষয় এই নতুন নামকরণ নিয়ে পুনরায় তিক্ততার সৃষ্টি হওয়ায় তিনি পুনরায় Library Science with a slant to documentation এই নতুন নামকরণ করে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাটি আজও Sarada Ranganathan Endowment for Library নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে রঙ্গনাথনের সামগ্রিক অবদান স্বদেশে ও বিদেশে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। ইংলণ্ডে classification Research Group, BNB সদস্যদের রঙ্গনাথন উদ্ভাবিত কোলন বর্গীকরণ ব্যবস্থা গভীরভাবে আলোড়িত করে। CRG সদস্যা বারবরা কাইল ছদ্মনামে একটি কবিতায় লিখলেন :

"Bliss was it in that dawn to be alive
But to be young was Ranganathan."

শুধু গ্রন্থাগারিকরাই নয়, ছাত্রদের পর্যন্ত কোলন বর্গীকরণ ব্যবস্থা আলোড়িত করেছিল। নর্থ ওয়েস্টার্ন পলিটেকনিক গ্রন্থাগার স্কুলের ছাত্ররা যেভাবে রঙ্গনাথন বন্দনা করেছিলেন তা বোধ হয় পৃথিবীর সকল দেশের সকল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রণতি বলে গণ্য করা যায় :

"Bliss and Brown may Perish
Dewey rise and wane
But old Ranganathan
constant will remain

* * *

Onward then ye students
Join our happy throng
Blend with ours your voice
Saying Phillips's wrong
Glory land our honour
To the colon King."

(Hymn for student librarians by Robert Usherwood and Johan Woods. The Assistant Librarian, Nov '64)

স্বদেশ ও বিদেশে গ্রন্থাগার জগতে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে ১৯৫৭ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেন এবং ১৯৬৫ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে জাতীয় অধ্যাপকরূপে স্বীকৃতি দেন। অনুযায়ী

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেই নয়, জাতীয় জীবনে রঙ্গনাথনের অসামান্য অবদানের জন্য ভারত সরকারের এই স্বীকৃতিকে ব্রিটিশ গ্রন্থাগারিক D. J. Foskett পশ্চিমী দেশগুলির একটি শিক্ষনীয় বিষয় বলে মন্তব্য করেন। ব্রিটিশ গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁকে পরিষদের আজীবন উপসভাপতি পদে সম্মানিত করেন এবং রঙ্গনাথনের পরলোক গমনে 'S. R. Ranganathan 1892-1972' নামে একটি গ্রন্থে পরিষদের অভূতপূর্ব শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। মার্কিন গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁকে বিশ্ব গ্রন্থাগারিক সম্বোধন করে বলেন : "Most of us are not your disciples; all of us are your students. We are proud to be in your debt" এবং 'মার্গারেট মান' পদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

রঙ্গনাথন মনে প্রাণে আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন হলেও যে কোন রকমের সংকীর্ণতাবাদের প্রতি ছিলেন খড়্গহস্ত। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি IFLA সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন : "IFLA should discourage the formation of vested interests of any sort—be it in library organisation or library technique. The so called developed countries generally obstruct new ventures by newly awakening communities. They develop a kind of cataract in the mental eye. No alternative form of technique or organisation is either looked into or tolerated. This mental cataract is the greatest social danger to the dynamic efficiency of library service today." (IFLA-what it should be and do? by S. R. Ranganathan, Libri 5, 1954)

রঙ্গনাথন ছিলেন যথার্থ অর্থে কর্মযোগী। সুদৃঢ় শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল তাঁর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কর্তব্য কর্মে সামান্যতম অবহেলাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এই কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁকে জীবনে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। অন্তঃরঙ্গ দীর্ঘদিনের অনেক বিশস্ত ও অনুরাগী সহযোগীকে তিনি একজ হারিয়েছেন—তবুও শৈথিল্যের সঙ্গে কোনরকম আপোষ করেন নি

এই নিরহঙ্কার ঋষিতুল্য মানুষটি রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে পেয়েছিলেন জীবনের মূলমন্ত্র। ভাগবত গীতার কর্মেই তোমার অধিকার—ফলে নয়-এই আপ্ত বাক্যটিকে তিনি জীবনের ধ্রুবতারা করেছিলেন। তিনি বলতেন প্রতিটি গ্রন্থাগারিকের সর্বদা ভাগবত গীতার এই প্রবচনটি অনুসরণ করা উচিত। একে তিনি বলতেন কর্ম বিশুদ্ধতা work chastity—যা কিনা বিশুদ্ধ আনন্দে জীবন অতিবাহিত করতে সাহায্য করে।

দুঃখের বিষয় রঙ্গনাথনের শেষ ইচ্ছা ভারতের সর্বত্র নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজও রূপায়িত হয় নি। তাঁরই প্রদর্শিত পথে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে নব নব চিন্তা ভাবনার নব নব প্রচেষ্টাও যেন কিছুটা স্তিমিত। রঙ্গনাথনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গ্রন্থাগার পত্রিকার (Sept-Oct. '72 একটি সম্পাদকীয়তে যথার্থই এই সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিল :

"অধ্যাপক রঙ্গনাথনের উত্তরসূরীদের কাছে তাই দিন এসেছে চরম পরীক্ষার—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শকের অভাবে যেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উন্নতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিতে কোন কাঁটা না পড়ে এ দায়িত্ব প্রতিটি গ্রন্থাগার পরিষদের, প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মীর।...কেবলমাত্র কতকগুলি শোকসভা বা স্মরণসভার আয়োজনেই অধ্যাপক রঙ্গনাথনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ হবে না। গ্রন্থাগার বৃত্তিকে শ্রদ্ধার চোখে বিচার করে তার সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করাই হবে অধ্যাপক রঙ্গনাথনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।"

সৌভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সুদীর্ঘকাল ধরে সক্রিয় ও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক রঙ্গনাথন পশ্চিমবঙ্গের সুসংগঠিত গ্রন্থাগার আইনের যে খসড়া তৈরী করেছিলেন, তার দ্রুত রূপায়নে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আন্দোলনে আসুন আমরা প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার প্রেমিক মানুষ সক্রিয় সংগ্রামে সাথী হই। রঙ্গনাথনের অসমাপ্ত কর্মসম্পন্ন করার শপথ নিয়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের রীডার গঙ্গাধর রাওয়ের মতো আমরাও বলি—:

You are the giant among the giants,
You are the greatest among the greateats.
We your disciples of librarianship,
Guided by your ideas and blessings,
Holding of professional torch high
Will march on and on.

বিজ্ঞপ্তি

১) যাঁরা ১৩৮৪ সনের চাঁদা এখনো দেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে পরিষদ অফিসে চাঁদা দেবার জন্ত চাঁদা জমা না পড়লে তাঁদের কাছে আর 'গ্রন্থাগার' পাঠানো সম্ভব হবে না।

২) সদস্য' গ্রন্থাগার' না পেয়ে থাকলে তাঁকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে লিখিত-ভাবে জানিয়ে সেই পত্রের অনুলিপি পরিষদ অফিসে পাঠান। অনুরূপ ভাবে লিখিত পত্র না পেলে আমাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি, ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম-৫২
কলিকাতা—১৪

প্রিয় বন্ধু,

পরিষদের প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব সমাগত। পুনর্মিলন উৎসব পরিচালনার জন্য একটি পরিচালক সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে আগামী ২রা ডিসেম্বর ১৯৭০ (শনিবার) পরিষদ ভবনে ২'৩০ টায় এক সভা অনুষ্ঠিত হবে

সভায় আপনার উপস্থিতি একান্তভাবেই কামনা করি।

প্রদ্যোৎ বসুচৌধুরী

ছাত্র সংযোগ উপসমিতি।

নারায়ণ পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী

সুনীল দাস

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

(ক্রমশঃ)

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এই দিবসটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখটিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়।

গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাগার কর্মীরা একদিকে যেমন আত্ম-সমালোচনা ও পর্য্যালোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আরো জনমুখী করার কর্মসূচী নেবেন, অপরদিকে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্য ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। বিগত একবছরে জনগণ ও রাজ্য সরকারের অনুকূল মনোভাবের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছে তার পর্যালোচনা করে, অসমাপ্ত ও অনারব্ধ কাজ বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কর্মউদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এক ভয়াবহ ও অভূতপূর্ব বন্যার ফলে পশ্চিমবাংলা আজ বিপর্যস্ত। অনেক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মী ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, শতাধিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাদি, আসবাব পত্র, ভবন ইত্যাদি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু সংগ্রহশালী ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালী গ্রাম বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনর্গঠিত করা বর্তমান পর্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্য একদিকে যেমন আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্থিক অনুদান চেয়েছি, অন্যদিকে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ও, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী ও সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের বিশেষ কর্তব্য আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাই গ্রন্থাগার, প্রকাশক ও নাগরিকদের কাছে আবেদন রাখছে যে বন্যায় বিধ্বস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে পুনর্গঠিত করার জন্য মুক্ত হস্তে গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য পাঠ্য সামগ্রী দান করুন।

এই রাজ্যে বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পরিষদের নেতৃত্বে যে আন্দোলন চলছে তা অগ্রগতির পথে। গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ণ কমিটি কর্তৃক রচিত গ্রন্থাগার আইনের খসড়াটি রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন পেয়েছে। আমরা আশা করব অচিরেই এই খসড়া আইনটি বিধান সভার বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে। এই আইন এখনও বিধিবদ্ধ হয়নি তাই এই বছরেও গ্রন্থাগার দিবসে এবং এই দিবসকে কেন্দ্র করে এক পক্ষ কালের মধ্যে বিভিন্ন সভা ও আলোচনা চক্রের মাধ্যমে যে সব দাবীগুলির কথা তুলে ধরতে হবে তা হল বিনাচাঁদার আইনভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন; প্রতিটি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বসময়ে গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন; কোঠারী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি কলেজ, পলিটেকনিক ও বিদ্যালয় বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ১.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়; নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ও প্রসারের কাজে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন; গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও পদমর্যাদা দান।

গ্রন্থাগার দিবসে আমরা আরো একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ইউনেস্কো ১৯৭১ সালটিকে আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আমাদের দেশে শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চরম উপেক্ষিত। বিদ্যালয় স্তরে গ্রন্থাগার দিবসে এবং আগামী আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং সাধারণ গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ প্রবর্তনের কথা আমাদের তুলে ধরতে হবে।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

২০শে ডিসেম্বর
গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে
কেন্দ্রীয় জনসভা

স্থান—স্টুডেণ্টস্ হল
(কলেজ স্কোয়ার)

সময়—সন্ধ্যা ৬টা

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সাধারণ কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে ঠিকানা ও পোষ্টাল স্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) সম্বলিত একটি বড় খাম পাঠিয়ে প্রশ্নমালা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অরুণ রায়
আহ্বায়ক
ডাইরেক্টরী উপসমিতি

॥ শোক সংবাদ ॥

॥ অরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত ॥

গত ৯ই জুন, ১৯৭৮ কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন কার্যাকরী গ্রন্থাগারিক শ্রীঅরবিন্দ ভূষণ সেনগুপ্ত স্বল্প রোগভোগের পর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬।

শ্রী সেনগুপ্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষক ছিলেন। তিনি এছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরও পরীক্ষক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি।

১৯৩৬ সালে তিনি একজন কনিষ্ঠ কেরানী হিসেবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যোগদান করেন। পরে যার নামকরণ করা হয় জাতীয় গ্রন্থাগার। নিজের যোগ্যতাবলে তিনি ক্রমে জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক পদে আসীন হন। পরে তিনি দুই বৎসর কাল জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্য্যকরী গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করেন ও ১৯৭৩ সালে এই পদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

তিনি একমাত্র পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

॥ ডঃ জীমূতবাহন রায় ॥

কিছুদিন পূর্বে বিশ্বভারতীর সহ গ্রন্থাগারিক ডঃ জীমূতবাহন রায় পরলোকগমন করেছেন। তিনি একজন সুযোগ্য গ্রন্থাগারিক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'গ্রন্থাগারে' প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের জন্য তাঁকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসেবে 'তিনকড়ি দত্ত স্মারক পুরস্কার' প্রদান করেন। তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর দুটি বইও রচনা করেছেন। বই দুটির নাম 'গ্রন্থালয় সঞ্চালন' ও 'গ্রন্থালয়'। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বার্তা বিচিত্রা

॥ ইয়াসলিক সম্পাদকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ॥

ইয়াসলিকের সাধারণ সম্পাদক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ইফলা (IFLAI) আয়োজিত চেকোস্লোভাকিয়ায় অনুষ্ঠিত ৪৪তম ওয়ার্ল্ড লাইব্রেরী কংগ্রেসে যোগদান করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২৮শে আগষ্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই অধিবেশনে ৩১৮ জন বিদেশী ও ১১৪ জন স্থানীয় প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় ভারতবর্ষের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন।

॥ কলিকাতায় ইন্‌সডকের (INSDOC) আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্বোধন ॥

গত ২৬শে জুলাই, ১৯৭৮ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ অরবিন্দ বসু কলিকাতায় ইন্‌সডকের (INSDOC) আঞ্চলিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ইণ্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অফ এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের কলিকাতার ডাইরেক্টর অধ্যাপক বি. কে. বাচাওয়াত সভায় পৌরহিত্য করেন।

॥ অধ্যাপক গণেশ ভট্টাচার্যের গবেষণা ॥

ডকুমেন্টেশন রিসার্চ ট্রেনিং সেন্টারের (ডি. আর. টি. সি.) অধ্যাপক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির প্রাক্তন সদস্য শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক এম. আর. কুমারের অধীনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হল "Logical Abstraction of Genera Theory of Subjec Headings."

॥ জাল পাণ্ডুলিপি ॥

রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়ামের যে পাণ্ডুলিপি একদিন আসল বলে জানা ছিল, এখন জানা গেছে সেটি জাল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫০ সালে পাণ্ডুলিপিটি কিনেছিল। ধারণা ছিল, ওটা ১২ শতকে লেখা এবং আসল জিনিস, সুতরাং অমূল্য। এদিকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি পরীক্ষা করে জানতে পেরেছেন, এটা কিছুতেই ১০০ বছরের বেশী পুরনো নয়।

॥ অরুণ দাশগুপ্তের ইরাক সফর ॥

ইরাক ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানীর আমন্ত্রণে হায়দ্রাবাদ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজের গ্রন্থাগারিক ও 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত ১৯৭৭ সালের ১৮ই অক্টোবর থেকে ১৮ই নভেম্বর ও ১৯৭৮-এ ২১শে মার্চ থেকে ২০শে মে বাগদাদ সফরে যান। ইরাক ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানীর গ্রন্থাগার ও তাদের ইন্‌ফরমেশান সেন্টারের উন্নতি প্রকল্পে তিনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাগদাদে আমন্ত্রিত হন।

॥ ভারতীয় সংস্থা "রিডার'স ডাইজেষ্ট" প্রকাশনা করতে পারে ॥

"রিডার'স ডাইজেষ্ট" পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এডওয়ার্ড টি থমসন এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান যে, ভারতে 'রিডার'স ডাইজেষ্ট' পত্রিকার প্রকাশনের ভার

পুরোপুরি একটি ভারতীয় কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

॥ প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার ॥

শ্রীগৌরীন মিত্রের "খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্য" গ্রন্থখানি ১৯৭৮ সালের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ গ্রন্থ হিসেবে এ বছরের "প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার" লাভ করেছে।

প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতিরক্ষা কমিটি শ্রীআনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে তাঁর পঁচিশ বছর ধরে "সমকালীন" নামক মাসিক প্রবন্ধ পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনের স্বীকৃতি হিসেবে এ বছর একটি বিশেষ পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতিটি পুরস্কারের সমান মূল্য পাঁচশো টাকা।

ইংরাজীতে বেদ ॥

১৯৮১ নাগাদ বেদ ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হবে। এবারের অনুবাদ খুব সহজ ইংরেজিতে করা হবে। বেদ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ডাঃ এল. এম. সিংভি, নরেন্দ্র-মোহন ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় ১৬ খণ্ডে বেদ প্রকাশ করবেন। তিন খণ্ড ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

প্রতিবেদক : অমিতাভ দাশ

মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে দান

গ্রন্থাগারের বিগত সংখ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে গ্রন্থাগার কর্মীদের দানের হিসাব প্রকাশিত হয়েছিল। ৪।১১।৭৮ তারিখে বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার কর্মীরা ঐ ত্রাণ তহবিলে ২০১ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে জমা দেন। পরিষদ অফিসে তখনও ঐ বাবদ টাকা আসছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আমরা তা জমা দেব।

এখন পর্যন্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের মোট দানের পরিমাণ ২,৯১৮ টাকা।

[এই গ্রন্থপঞ্জীটি সংকলন করেছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য শ্রীপরেশচন্দ্র সাহা]

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

১৩৮৪

গ্রন্থপঞ্জী

সম্পাদনা

বৈশাখ—শ্রাবন : রামকৃষ্ণ সাহা

ভাদ্র—চৈত্র : প্রদীপ চৌধুরী

সহযোগী সম্পাদক

চৈত্র—বৈশাখ : অচিন্ত্য মল্লিক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৭ সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

রেজিষ্টার্ড অফিস

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা—৭০০০৭৩

১। লেখক সূচী : বর্ণানুক্রমে সজ্জিত লেখকের নাম, আখ্যা ও পৃষ্ঠা সংখ্যা।

২। আখ্যা নির্ঘণ্ট : বর্ণানুক্রমে সজ্জিত আখ্যা এবং লেখক সূচীর ক্রমনির্দেশ।

৩। বিষয় নির্ঘণ্ট : লেখক সূচীতে উল্লেখিত প্রবন্ধগুলির বিষয় শিরোনামের বর্ণনানুক্রমিক নির্ঘণ্ট এবং লেখক সূচীর ক্রমনির্দেশ।

৪। গ্রন্থাগার সংবাদ : গ্রন্থাগারগুলির নাম বর্ণানুক্রমে গ্রথিত ও পৃষ্ঠা সংখ্যা দ্বারা নির্দেশিত।

৫। বার্তা বিচিত্রা : বার্তাগুলি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত ও পৃষ্ঠা সংখ্যা দ্বারা নির্দেশিত।

৬। সম্পাদকীয় : মাস অনুসারে সজ্জিত এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা দ্বারা নির্দেশিত। বন্ধনীর মধ্যে সম্পাদকীয়গুলির আখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।

৭। পরিষদ কথা : সংবাদগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে।

৮। চিঠিপত্র : পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশিত।

৯। শোক সংবাদ : মৃত ব্যক্তিবর্গের নাম বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

১০। বিয়োগ পঞ্জী :

১১। English Abstracts : পৃঃ সংখ্যা নির্দেশিত।

লেখক সূচী

৩৮। শশাঙ্কভূষণ বাগচী। আড়: গ্রন্থাগার বিজয় কেন্দ্র / ৫৩-৫৫

৩৯। — । কর্মহীন যুব জনতা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন / ১৮৯-১৯১

৪০। শিক্ষামন্ত্রীদ্বয়ের নিকট স্মারকলিপি / ৭৩-৮০

৪১। শিক্ষামন্ত্রীদ্বয়ের সম্বর্ধনা সভা / ৮১-৮৩

৪২। শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান / ৬০-৭১

৪৩। সত্যব্রত ঘোষাল। নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন ও সাধারণ গ্রন্থাগার / ২৪৯-২৫৪

৪৪। সত্যব্রত সেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ গ্রন্থাগার : গ্রন্থাগারিক সমাজশিক্ষা কর্মীর চিন্তাভাবনা / ১৬৫-১৭৩

৪৫। সত্যানন্দ মণ্ডল। ভারতে নিরক্ষরতা প্রসঙ্গ / ৮৪-৮০

৪৬। সুনীল দাস। সাময়িক পত্রিকা : পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী / ১৫৫-২৬৭

৪৭। সুলেখা শুক্লা। গ্রামীণ উন্নতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা / ৩০৫-৩০৬

৪৮। সৈয়দ আসরাফ কেরমানী। গ্রন্থাগার আন্দোলনে জনগণের ভূমিকা / ১০৪-১০৫

আখ্যা নির্দেশ

বিষয় নির্দেশী

গ্রন্থাগার সংবাদ

বার্তাবিচিত্রা

সম্পাদকীয়

পরিষদ কথা

ভ্রম সংশোধন

"গ্রন্থাগারের" ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার সূচীতে অসিতাভ দাশের বদলে ভুলক্রমে অমিতাভ দাশ ছাপা হয়েছে ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কিম ৫২

ইন্টালি—পদ্মপুকুর, কলিকাতা-১৪

সবিনয় নিবেদন,

আগামী রবিবার ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৮ অপরাহ্ণ ৫টায় পরিষদ ভবনে শচীদেবী বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। অধ্যাপক বিমলেন্দু গুহ "পাঠ্য সামগ্রীর বিশ্বজনীন সভ্যতা প্রসঙ্গে" বক্তৃতা দিতে সম্মত হয়েছেন। পরিষদের সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় সভাপতিত্ব করবেন। অনুষ্ঠানে আপনার সাগ্রহ উপস্থিতি কামনা করি।

নিবেদক,

১০ই নভেম্বর, ১৯৭৮

প্রবীর রায়চৌধুরী

কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি. আই. টি. স্কিম ৫২

ইন্টালি—পদ্মপুকুর, কলিকাতা-১৪

সবিনয় নিবেদন,

আগামী রবিবার ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৮ অপরাহ্ণ ৫টায় পরিষদ ভবনে সুনীলকুমার ঘোষ বক্তৃতামালার চতুর্থ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। অধ্যাপক দীপঙ্কর সেন "বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর ও বাংলা বর্ণমালার সংস্কার" বিষয়ে বক্তৃতা দিতে সম্মত হয়েছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করবেন। অনুষ্ঠানে আপনার সাগ্রহ উপস্থিতি কামনা করি।

নিবেদক,

১৫ নভেম্বর, ১৯৭৮

প্রবীর রায়চৌধুরী

কর্মসচিব

English Abstracts

Granthagar Vol. 27, No 11 Feb March, 1978

Editorial.

Page 272

It demands that the District Social education advisory Committees are to be reorganised as one of the major tunetions of these Committees is to frame principles upon which the functioning of the District and other Libraries (Sponsored) are to depend. It has also advocated that these Committees should be formed in such a way that at least one member to be taken from the professional body like B. L. A. and one from Sponsored Library Association. It is quite natural that without having any professional represcntasion none is competent enough to give proper guidance in the affairs of the above Libraries.

The movement of eradication of illiteracy and Public Library, by Satya Brata Ghosal.

Page 249

It has dealt how public Libraries can help in the movement of eradication of illiteracy. It has also referred to Unesco's "Public Library manifesto" of 1949 where it has clearly stated the role of public Library as a democratic Institution. After analysing the pros and cons of public Libraries it concludes in saying that public libraries can play their role in making the new by literate people to be literate for ever.

Narayan Patrika
By Sunil Das

Page 255

It has introduced 'Narayan Patrika' and analysed its growth and development. It has also informed that C. R. Das patronised Narayan Patrika in various way and means It is further equipped with a list of publications.

Book Fare : By Krishnapada Majumdar and Asitabha Dash

Page 269

It has given us some idea about book fairs which were held at 'Pragati Maiden' in New-Delhi and in a Ship of Singapore on the breast of the Ganges in Calcutta. Besides the mentioned two book fairs it has specifically given a minute description of a 'book fair' organised by publishers' and book sellers' guild which was held on 5. 3. 78 at the western side of Rabindra Sadan in Calcutta.

1. **Library News, Compiled by Minati Chakraborty**

Page 272

a) Sabuj Granthagar, Nijbalia, Howrah
b) Amargarh Milani Pathagar, Burdwan
c) West Bengal Sponsored Library Employees Association Howrah Branch.

d) Krishna Nagar Public Library, Nadia.

e) Naihati Rabindra Pathagar, 24 Parganas.

f) Vivekananda Pathagar Kanthoa, Nadia

g) Art and Literature Competition was held at Vivekananda Pathagar, Nadia.

h) Srikrishnapur Tushar Smriti Rural Library started adult education programme under the presidentship of Sri Ramranjan Bhattacharya.

i) Newly built building of Democratic Institution 'Sanskriti' was inaugurated by education Minister, Mahammad Abdul Bari and Nirupama Chatterjee, wertare Minister, was present as Chief guest.

2. **General News, Compiled by Debnarayan Chakraborty an dBallari Basu.**

Page 273

3. **Association News**

Page 274

Deputation, memorandun, Letters given to prot S. Ghosh, Higher Education Minister, prof Partha Dey Primary and Secondary Education. Minister. Deputy Director of social Education vice chancellor of Calcutta university and vice chancellors of different universities. Besides the above, nearest letters given to Heads of the library science Departments of Jadavpur and Burdwan universities, Directer of National library. Letters to social Education officers of different Districts.

Report of the re-organised Raja Rammohan Ray library Foundation

No. 592/Eu (SE) Dt. 20. 1. 78

To

The Director of Public Instruction

West Bengal.

Sub : Procedure to be followed in Filling up the vacant post of sponsored Librari'es.

Ref : This Deptt. U. O. No. 41 - Edn (SE) dt. 4. 3. 78 and Education U. O. No. 797/So/E dt. 21. 6: 78.

The undersigned is directed to say that the filling up of the vacant posts in sponsored Libraries (Viz-District, Sub-Divisional / Town, Area / Rural Libraries) may be made in the following manner :—

. All vacant posts in sponsored Libraries should be filled up out of the list of candidates to be obtained from Local / Regional Employment Exchanges, who possess the approved recruited Qualifications Persons possessing requisite qualification, (Persons possessing requisite qualification) who are already serving in Libraries may also apply.

. The selection of candidates may be done by the Ad. Councils of Social Education Subject to the approval of the Director of Public Instruction, W. B. as enunciated in G. O. No 372-Edu (SE) dt. 27. 4. 78.

. The staffing pattern and the recruitment qualifications already approved should be followed.

Necessary steps may now be taken for filling up the vacant posts in accordance with the above principles

Deputy Secretay.

No. 592/14 Edu/SE

Copy forwarded to by Director of Public Instruction (Soc. Edn.) for information and necessary action.

O S D

Bengal Library Association

P 134 CIT SCHEME : LII CALCUTTA-700014

Phone : 44-8566

Council Circular 2/1978-79

Dated, the 8th Nov. 1978

Sub : BLA Council, Standing Committees and Ad-hoc Committee for 1978-79

Dear Friends,

1. I am very glad to inform you that you have been elected/nominated/appointed against the position/positions mentioned in the list of members of BLA Council/Executive Committee Standing Committees / Ad-hoc Committees for 1977-78 as stated in the reverse page.

2. As per decision of the Council, members who have been nominated in more than 3 Committees, are requested to opt their choice for inclusion in 3 Committees only.

3. Secretaries of Standing Committees and Conveners of Ad-hoc Committees are requested to follow the following procedures :

a) Each meeting of the Standing Committees / Ad-hoc Committees be properly convened ; a copy of the notice must be deposited in the office.

b) Office-bearers, Executive Committee, Council and Standing Committee members are required to come to the Association office regularly. They are requested to inform the Secretary in which days of a week they are available in the office.

c) Proceedings of the Standing Committees / Ad-hoc Committees meeting must be kept up-to-date in bound register available in the office and must be placed before the Executive Committee for information and approval.

d) All policy matters and matters involving money should be placed before the Executive Committee for approval and sanction.

e) Attempt should be made to convene at least one meeting of the Standing Committees / Ad-hoc Committees a month ; and

f) Report of activities of different Standing and Ad-hoc Committees, Council and Executive Committee should be regularly forwarded to the Editor, Granthagar.

4. Council, Standing and Ad-hoc Committee members are requested to take active part in the time-bound programmes of work adopted by us so that we may report somthing concrete to the next annual general meeting about the activities of Council, Standing Committees / and Ad-hoc Committees.

Yours sincerely,

Ramkrishna Saha
Joint Secretary

To
Prof Partha De
Minister-in-Charge of Primary & Secondary Education and Library Services
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta-700001.

Sub : Ad-hoc increase in pay for sponsored Library workers.

Sir,

I want to draw your kind attention to our deputation to you on 23rd June, 1978 on certain problems of sponsored library workers and services. One of the problems mentioned in the memorandum submitted on that day was on the problems arising out of the implementation of the govt. order for ad-hoc increase in pay (vide Govt. Order No. 341-Edn (SE) / SL-24/74 dated 5th April, 1978).

In this connection we like to state that though the Directorate's proposal and consequently Finance Dept's approval of the amount for this purpose includes all Librarians, Asst. Librarians, Library Assistants, Library Attendants, Drivers working in all types of sponsored libraries (District Libraries, Sub Divisional/Town Libraries, Area Libraries, Rural Libraries and other libraries), for ad-hoc increase in pay at the rate of Rs. 25.00 per month and other staff of the sponsored libraries at the rate of Rs. 15.00, a complicated situation has developed in implementing the Govt. Order. As the Govt. circular has categorised that Class III staff are entitled to get ad-hoc increase in Pay at the rate of Rs. 25 00 and Class IV staff at the rate of Rs. 15.00, the offices of the D. S E. O. in different districts have interpreted it according to W. B. S. R. As a result, quite a good number of sponsored library staff are likely to be deprived of the benefit at the rate of Rs. 25.00. In this connection we like to state the following for your kind consideration :

(a) Finance Department has already approved the total amount to include Librarians, Asst. Librarians, Library Assistants, Library Attendants and Drivers, whether they are in pay scale or in fixed pay, working in all categories sponsored libraries for Rs. 25 00 and other sponsored library staff for Rs. 15.00.

(b) The nature of Job rendered by Library Assistants, Library Attendants and Drivers can not equated with the Job of Class IV staff. Late Dr. A. K. Sen, ex-DDPI has also mentioned it in a circular issued by him. We have already shown this circular to you.

(c) There is no categorisation of Class IV and Class III staff in case of sponsored libraries.

(d) Sponsored library staff get very poor pay scale of pay. Revision of their pay scales was under your consideration. As the revision of their pay scale is now under the consideration of the Pay Commission, this ad-hoc increase in pay was introduced. The purpose of this move will be frustrated if large number of them are deprived from the benefit of Rs. 25.00.

(e). Three staff working in the Librarianship Training Centre at Rahara appears to have not been included for the purpose of getting this benefit erroneously. They may kindly be included while issuing clarified order.

We mentioned all these points in our deputation to you on 23rd June, 1978. You were very sympathetic to our views and asked the then Deputy Secretary (SE), Shri K. P. Banerjee, to take necessary action. But nothing has been done since then, though we have given representations on this point quite a number of times. We, therefore, request you to instruct your office to issue necessary clarification mentioning different designations who are entitled to get ad-hoc increase in pay at the rate of Rs. 25.00 and Rs. 15.00.

Yours faithfully.

Government of West Bengal
Education Deparment

S. F. Branch

Dated Calcutta, the 9th Nov., 1978.

No. 622-Edn(SE)
10M-14/78

From : Shri P. K. Kundu,
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of public Instruction, West Bengal.

Sub : **Use of District Library Vehicles.**

Ref : *Education Directorate u/o. Note dated 9. 9. 78 recorded in the Education Deptt. file No. SE 10M-14/78.*

The undersigned is directed to say that it has been decided by Government that hence forward the vehicles of the District Libraries should not be used for any purpose other than library and that in the case of District Social Education Officer himself he should also use the vehicle only for library purpose with proper intimation to the District Librarian.

This may please be circulated for the guidance of all concerned.

P. K. Kundu
Deputy Secretary.

S. M. 11/11

No. 622/1(1)-Edn(SE)

Copy forwarded to the Deputy Director of public Instruction (Soc. Edn) for information and necessary action.

Calcutta,
The 9th Nov., 1978.

K Dasgupta
Officer on Special Duty.

No. 622 2(16)-Edn(SE)

Copy forwarded to the District Social Education Officer,

---

for information.

Calcutta,
The 9th Nov., 1978.

K. Dasgupta
Officer on Special Duty.

গ্রন্থাগার সম্পাদক সমীপেষু,

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার পরিচালনার অব্যবস্থা ও কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা আজও কত প্রতিপত্তি বজায় রেখে চলেছে তার একটি নিদর্শন দিয়ে আমি এই লেখাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশনার জন্ত পাঠালাম।

কলকাতার ৮৬নং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে অবস্থিত "প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট লাইব্রেরী ও হল" একটি অত্যন্ত সুপরিচিত গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগার বিনা চাঁদা-ভিত্তিক এবং কলকাতা ও তার উপকণ্ঠের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সেবায় নিযুক্ত। এর পুস্তকসম্ভার ও সুশৃঙ্খল বিধিব্যবস্থা অত্যন্ত প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু গত চার পাঁচ বছর যাবৎ এই গ্রন্থাগার নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। এক নাট্যগোষ্ঠির সঙ্গে ট্রাষ্টের বিবাদের ফলে গ্রন্থাগারের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়েছে ফলে আলো পাখাহীন অবস্থায় নিদারুণ গ্রীষ্মে ছাত্রছাত্রীদের পড়তে হয়েছে বছরের পর বছর। টেলিফোন ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন, কর্মীসংখ্যা কমে গেছে, গ্রন্থাগারের সময়সীমা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, ছাত্রদের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত বই কেনা হয়নি, গ্রন্থাগার কর্মীরা নিয়মিতভাবে মাইনে পাননি। দারোয়ান ও জমাদার তাদের ঘর থেকে বঞ্চিত হয়েছে, ছাত্রদের বাথরুম নিয়ে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে, এবং সর্বোপরি প্রত্যেকটি বিষয়ই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর করা হলে এর প্রতিকার কিছু করা হয়নি। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে। প্রায় একবছর হ'তে চলল এই গ্রন্থাগার বন্ধ রয়েছে। কিছু সংখ্যক ছাত্র গ্রন্থাগারিকা ও কর্মীদের প্রতি মারমুখি আচরণ করলে কর্তৃপক্ষের কাছে নিরাপত্তার দাবী জানিয়ে গ্রন্থাগার বন্ধ রাখা হয় এবং কর্তৃপক্ষ আজও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে আসছেন।

গত মার্চ মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্মীদের মাইনে, ভাতা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি বাবদ টাকা সরকারের কাছ থেকে আদায় করেন কিন্তু পরে সেই টাকা কর্মীদের দেননি। কর্মীরা মাইনে ইত্যাদি দাবী করলে কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানান এবং নানা অছিলায় টাকা দিতে অরাজী হন্। কর্মীরা ফেব্রুয়ারী '৭৮ মাসের মাইনে ও বকেয়া ভাতা ও নিয়মিত ভাতা বাবদ টাকা আজও পাননি। পরে তাঁরা রাজ্যীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে মহাশয়কে জানান। রাজ্যীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রথমে ট্রাষ্টের সব সভ্যকে চিঠি দিয়ে এই টাকা অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে ও গ্রন্থাগার খুলতে অনুরোধ করেন কিন্তু কোনও জবাব পাওয়া যায়নি। রাজ্যীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং প্রতাপ মেমোরিয়ালের কর্মীরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদি করলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের একটি বিশেষ আদেশে মার্চ '৭৮ থেকে মেমোরিয়ালের কর্মীরা District Social Education Officer Calcuttaর কাছ থেকে সরাসরি-ভাবে মাইনে পেয়ে আসছেন।

আগষ্ট '৭৮ মাসের গোড়ার দিকে হঠাৎ দেখা গেল ৩।৪ জন লোক নিয়ে কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার ভবনের তিনতলায় পাহারা বসিয়ে দিলেন, দারোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে গ্রন্থাগারের দরজা ইত্যাদি খোলা হল। জানা গেল সেই লোকেরা দিনরাত্রি পাহারা দেবে। কর্মীরা আশা করছিলেন যে হয়ত এই ব্যবস্থা নিরাপত্তার জন্য ,কিন্তু কার্যাক্ষেত্রে তা হলনা। লিখিত অলিখিত ভাবে কর্মীরা গ্রন্থাগার তাড়াতাড়ি খোলার জন্ত কর্তৃপক্ষের কাছে যত আবেদন জানিয়েছেন সবই ব্যর্থ হল। লোক বসানোর কয়েকদিন পর কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের দারোয়ানকে মৌখিক-ভাবে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন এবং দোতলা থেকে তিনতলায় উঠার সিঁড়ি মুখে একটি কোলাপ-সেবিল গেট করে তালা ঝুলিয়ে দিলেন যাতে তাঁদের অনুমতি ছাড়া কেউ গ্রন্থাগারে তিনতলায় না যেতে পারেন।

অবস্থা চরমে উঠল। অক্টোবরের শেষে কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারিক ও দারোয়ানকে চাকরী থেকে বরখাস্তের চিঠি দিলেন কতকগুলি মিথ্যা ও অত্যন্ত আপত্তিজনক অভিযোগে দাবী করে।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে গ্রন্থাগার-মন্ত্রী মাহদেয় কি ট্রাষ্ট-এর কর্তৃপক্ষের এই জনবিরোধী খামখেয়াল বরদাস্ত করবেন ?

বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাগারিক
প্রতাপ মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট লাইব্রেরী

বার্ষিক চাঁদা- ১৫.০০ প্রতি সংখ্যা—১.৫০

Annual Price Rs. 15 00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without per-payment
LICENCE NO, WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 28 ; No 7 Oct - Nov. 1978

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-700073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta 700014
Phone 44 8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed : Sourendramohan Gangopadhayay at the Bangabasi Ltd.
26, Pataldanga Street, Calcutta—700009

Editor : Arun Ray

Associated Editor : Asitabha Das

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

সূচী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আগামী ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনায় আগামী ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ১৫-১৭ই এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখে বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী হলে (বকুলতলা বাজার, হাওড়া) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সম্মেলনে মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিসেবে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় স্থির হয়েছে :

ক) নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

খ) শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং কলেজ গ্রন্থাগারের পরিসেবা ও মর্যাদা

গ) শিশু গ্রন্থাগার।

উক্ত বিষয় সমূহের উপর যারা সম্মেলনে প্রবন্ধাদি পাঠ করতে চান তাদের লিখিত প্রবন্ধ ১০ই মার্চ তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। এই তারিখের পর কোন প্রবন্ধ গৃহীত হবে না। সম্মেলনে যারা কোন প্রস্তাব উত্থাপন করতে চান তাদের ১০ই মার্চ তারিখের মধ্যে প্রস্তাবাদি জমা দিতে হবে। প্রবন্ধাদি ও প্রস্তাবাদি গ্রহণ, বর্জন ও সংশোধনের অধিকার কার্যনির্বাহক সমিতির থাকবে।

সম্মেলন সম্পর্কে অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী কালে জানান হবে।

২০শে জানুয়ারী, ১৯৭৯

প্রবীর রায় চৌধুরী
কর্মসচিব

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : অরুণ রায় | সহযোগী সম্পাদক : অমিতাভ দাশ

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৮ | অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সুদীর্ঘকাল ধরে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করে আসছে। এই আইনের উদ্দেশ্য হলো দেশের তাবৎ সাক্ষর, সদ্য-সাক্ষর ও নিরক্ষর মানুষের জ্ঞান ও তথ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলি যাতে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে এই ধরণের একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। বৃটিশ শাসিত ভারতে এ ধরণের একটি আইন প্রণয়নের চেষ্টা প্রথম করেছিলেন মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। যদিও গ্রেট বৃটেনের অনুরূপ আইন তৈরী হয়েছিল ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে।

এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৭ সালে বাম-ফ্রন্ট তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে এই রাজ্যে একটি গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন।

এই আইনের একটি খসড়া তৈরী করার জন্য মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত ৩৪তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পূর্বতন খসড়া আইনটি আরও বিস্তারিত আলোচনার পর সংশোধন করা হয়। পরিষদ পরবর্তীকালে নেতৃস্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়ে খসড়া আইনটি চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন এবং একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করেন।

রাজ্য সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন কমিটি এর পরে এই খসড়া আইনটি বিচার বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ গ্রহণ করেন এবং রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করেন। রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর এই সমস্ত সুপারিশ গ্রহণ করে অর্থ দপ্তরের অনুমোদনের জন্য পাঠান।

আমাদের জানা ছিল কতিপয় আমলা গ্রন্থাগারগুলির উপর তাদের সম্পূর্ণ অযৌক্তিক খবরদারী চলে যাবে এই আশঙ্কায় প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করে চলেছেন।

গ্রন্থাগার আইনের মূল উদ্দেশ্য হল বিনা চাঁদায় সুসংবদ্ধ ও সমুন্নত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন; সুপরিকল্পিত পথে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি পৃথক ডাইরেক্টরেট গঠন; সরকারী অর্থের অপচয় ও দ্বৈত শাসনের কুফল বন্ধ করার জন্য স্পনসর্ড প্রথার অবসান ইত্যাদি। স্বাভাবিক কারণেই সরকারী আমলাচক্রের একটি প্রভাবশালী অংশ এই সব প্রগতিশীল ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করতে পারছেন না। এই আমলা চক্র বর্তমানে নানারকম অযৌক্তিক বক্তব্যের মাধ্যমে এই গ্রন্থাগার আইন লিপিবদ্ধ করার কাজকে বাধা দিতে শুরু করেছেন। তথাকথিত যুক্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি করে সমগ্র প্রচেষ্টাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই সমস্ত শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের কাছে আমাদের দাবী—তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে এসে এই গ্রন্থাগার আইন বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অনেক জনবিরোধী অপকর্মের হোতা এই আমলাচক্র তাদের প্রয়াস থেকে বিরত থাকবে না এটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক আমলা তাদের অনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ তাদের অধিকারে পরিণত করেছে এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যেতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চান যে এই আইন হোক। কিন্তু শুধু সরকারের উপর নির্ভর করে বসে থাকলেই হবে না। গ্রন্থাগার কর্মীদের অত্যন্ত সতর্কভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্রমবর্ধিত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করতে হবে, ব্যাপক জনমত গঠন করে এগিয়ে যেতে হবে, আগামী দিনের সমস্ত বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে। তবেই সাফল্যের ফসল গ্রন্থাগার আইন বাস্তবে রূপায়িত হবে—যা এ রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিগত ত্রিশ দশকের প্রয়াসের সফল ফলশ্রুতি।

লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট : আজকের চোখে আগামী দিনের ছবি

অশোক বসু
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

১ পালা বদল

১১ নতুন দিগন্ত

নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে গ্রন্থাগারের আঙিনায় অলক্ষ্য পরিবর্তনের আভাস। পাঠকের তথ্য সচেতন মন, গবেষণা ও প্রযুক্তি বিদ্যায় তথ্য-ব্যবহার বৃদ্ধি, ব্যবহারিক ও দৈনন্দিন জীবনে তথ্যের অপরিহার্যতা গ্রন্থাগারের ওপর ক্রমশ চাপ সৃষ্টি করে চলেছে : তথ্য চাই আরও আরও তথ্য চাই। আর তথ্য যোগান দিতে তথ্য-আকর (Information Source হিসেবে চাই বই, চাই পত্র পত্রিকা, শ্রাব্য, দৃশ্য বস্তু এবং আরও অনেক কিছুই। এই সব তথ্য-আকর রাখার জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত জায়গা, তাক ইত্যাদি ; ব্যবহার উপযোগী রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ, সূচীকরণ, বর্গীকরণ, কেনাকাটা, সংগ্রহ পরিসেবার জন্য চাই উপযুক্ত বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগারিক/কর্মী। এবং সবার মূলে পরিকল্পনা ও অর্থের যোগান। এসবের ক্রম চরিত ফল হিসেবে গ্রন্থাগার পরিচালনায় জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। খুব যুক্তি সংগত কারণেই পরিচালক গ্রন্থাগারিকের চিন্তার কারণ রয়েছে। তিনি ভাবিত। তাঁর ভাবনা বর্তমানকে ছাড়িয়ে ভবিষ্যতকে নিয়ে। বর্তমানইতো আগামী দিনের মাতৃ জঠর। আজকের পরিকল্পনা ভাবনায় আগামী দিনের প্রতিচ্ছবি দেখার প্রয়াস। এটা অসম্ভব কিছু নয়। শুধু চাই আন্তরিকতা, উদ্যোগ, পরিশ্রম ও পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়ন।

১২ ভবিষ্যৎ অনুমান (Forecasting)

এতদিন পর্যন্ত এবং এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারাই বিদ্যমান এবং সেটাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত। তাহলেও আজকের গ্রন্থাগারিকের চিন্তায় আলোড়ন এনেছে—এভাবে আর চলছে না। পরিস্থিতি সামলাতে আরও কিছু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান-সম্মত প্রশাসন ব্যবস্থা, পরিচালন বিজ্ঞানগত বিভিন্ন কৌশল তো আছেই। আসলে সবার আগে যা চাই তা হোল ভবিষ্যতের সম্ভাব্য তথ্য চাহিদার পরিমাণ, প্রকৃতি, মান আজকেই অনুমান করার কৌশলগত দক্ষতা।

১৩ পরিবর্তিত পরিস্থিতি

আজকের যে সামাজিক পরিবেশ তাতে আগামী ৫০ বছরে অকল্পনীয় কিছু পরিবর্তন হতে পারে না। দৃষ্টিভংগী অর্থাৎ আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটলে মানুষের তথ্য চাহিদা আরও ব্যাপক হবে। সে আরও তথ্য নির্ভর হবে। যার শুরু এখনই দেখা যাচ্ছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, উৎপাদন, শিক্ষা, গবেষণা সকল প্রতিষ্ঠানই তথ্য-কেন্দ্র বা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকছেন কিংবা যা আছে তার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস করছেন। ঐ সব গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য শিক্ষিত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। এ সবেরই লক্ষ্য : সময় মত সঠিক তথ্যের যোগান। বলতেই হবে আমাদের দেশে এটা একটা নতুন সামাজিক পরিমণ্ডলের সূচনা। এতদিন যা ছিল শুধু তত্ত্বগত দিক অর্থাৎ বিভিন্ন কমিটি-কমিশনের প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত, এখন তার ব্যবহারিক প্রয়োগ-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সম্ভাবনাকে সাফল্য মণ্ডিত করতে প্রয়োজন পরিচালন বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান।

আরও আছে। সমস্যটা 'automation cybernation-এর। ভারতের মত বেকার সমস্যা জর্জরিত দেশে automation প্রচলন সম্পর্কে জনসাধারণের যুক্তিসংগত কারণেই আপত্তি আছে। তা সত্বেও automation চালু

হয়েছে, computer-এর ব্যবহার বাড়ছে। সমাজ মনে computer-র প্রভাব পড়ছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগারও সে প্রভাব মুক্ত নয়। ব্যাপক না হলেও সীমিত ভাবে গ্রন্থাগারে computor নিয়ে ভাবনা চিন্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণা চলছে। দেখা গেছে, তথ্য সন্ধানের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার যুগান্তকারী। গ্রন্থাগারের মূল কথাই যেখানে তথ্য নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য পরিশীলন, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য অনুসন্ধান ও পরিবেশন, সেখানে কম্পিউটারের ব্যবহার খুবই অনুকূল। হিসেব করে দেখা গেছে বুদ্ধিজীবী কর্মীর সমস্ত কাজের ৯০% ভাগই ব্যয় হয় তথ্য অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহে। হিসেব নিকেশ, বিপনন, উৎপাদন, প্রযুক্তি বিদ্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তো বটেই পরিচালন পদ্ধতির যে কোন ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য অর্থাৎ ৯০% ব্যয় হয় ঐ সমস্ত তথ্য-সন্ধানে ও সংগ্রহে। আমেরিকায় ১০মিলিয়নেরও বেশী লোক শুধু তথ্য সন্ধানের কাজে নিযুক্ত রয়েছে আর মোট আর্থিক ব্যবস্থার ৫০% বেশী খরচ হয় তথ্য ক্রয় মূল্য হিসেবে। সে যাই হোক আমাদের দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে বলতেই হবে, আমরা কম্পিউটারের কাজের কৌশলগত দিকগুলিকে গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কাজের মান উন্নত করার চেষ্টা করব সরাসরি কম্পিউটারের ব্যবহারকে নিশ্চয়ই প্রশ্রয় দেব না। লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্টের এটাও একটা নতুন দিক।

২ আগামী দিনের ছবি

বিগত দিনের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানের প্রয়োজন দিক নির্দেশক হলে আগামী দিনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অনেক রকম পরিবর্তনের আভাস দেখা যাচ্ছে কিংবা ইতিমধ্যেই পরিবর্তন শুরু হয়েছে। সেগুলিই এবার সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

৩ সামাজিক পরিমণ্ডল

প্রতিটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পেছনে এক/একাধিক বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য থাকে, তা হোল :

১ মানবিক পরিপূর্ণতা অর্জনে সাহায্য করা ;

২ জাতীয় মেধার অপচয় রোধ, পুষ্টি, বিকাশ সাধন ও সংরক্ষণ করা ;

৩ সামাজিক, রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নয়নে সাহায্য করা ;

৪ পঠন পাঠন, গবেষণা ও উৎপাদনে সাহায্য করা ;

৫ অর্জিত স্বাক্ষরতা অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করা ;

৬ প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্জিত শিক্ষার বিকাশ ও প্রসারে সাহায্য করা ;

৭ প্রাত্যহিক প্রয়োজনে সাহায্য করা ; এবং

৮ অপসংস্কৃতির প্রতিরোধ এবং সুস্থ জীবনাশ্রয়ী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার করা। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই দেখা যায় গ্রন্থাগারটি একটি উদ্দেশ্যবিহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। উদ্দেশ্যবিহীন ব্যক্তির চেয়েও এই সব উদ্দেশ্যবিহীন প্রতিষ্ঠান সমাজের কাছেও ক্ষতিকারক ও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য সাধনেই প্রতিষ্ঠান সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা পায়। উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমেই গ্রন্থাগার সামাজিক সক্রিয় প্রতিদান দেয়। বর্তমান গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থা এই সামাজিক সক্রিয় প্রতিদান বিষয়ে কিছুটা উদাসীন। কিন্তু যেভাবে প্রতিষ্ঠান ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান ও নির্ভরতা বেড়ে চলেছে, প্রতিষ্ঠানগুলি জনমুখী হয়ে উঠেছে, গণসংগঠনে পরিণত হয়ে ঐক্যবদ্ধ মানুষের চেতনাকে বিকশিত ও উন্নীত করছে— সেখানে আগামী দিনের গ্রন্থাগারের ভূমিকা আরও বেশী দায়িত্বসম্পন্ন ও সক্রিয় হবে ; একটি সক্রিয় সামাজিক শক্তি হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। গ্রন্থাগার পরিচালনায় এই পরিবর্তনের যথাযথ প্রতিফলন আবশ্যক। এক্ষেত্রে পরিচালক গ্রন্থাগারিককে দুটি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে হবে :

১ সামাজিক সংঘাত জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতির যথাযথ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়নে পারদর্শী হতে হবে ;

২ ব্যাপক সামাজিক সংঘাতে জনগণ প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সাথে সরকারও অন্যতম অংশীদার হয়ে পড়েন

এ ক্ষেত্রেও পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে গ্রন্থাগারকে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ ও সঠিক নেতৃত্ব দিতে হবে।

গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থা কখনই অন্য ঘটনা নিরপেক্ষ হয়ে জনজীবন থেকে দূরে সরে থাকবে না। **পরিচালকের মূল দায়িত্ব সমাজের কাছে, শুধু গ্রন্থাগারের পরিমণ্ডলেই তাঁর দায়িত্ব সীমিত নয়।**

৪ প্রাযুক্তিক পরিমণ্ডল : যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

আমাদের রোজকার জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব বাড়ছেই। ক্রমশ আমরা প্রযুক্তি বিদ্যার স্বফলের পরবশ হয়ে পড়ছি। অনেক কিছুরই তথ্যগত দিক না জেনেও পরিচালক গ্রন্থাগারিককে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এর ফলে গ্রন্থাগারে একটা জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজন **যৌথ সিদ্ধান্ত প্রকরণ ব্যবস্থা** (Group decision making process) **চালু করা যাতে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারিক ছাড়াও প্রযুক্তিবিদরাও অংশ নেবেন।**

৫ আঙ্গিক কাঠামোগত পরিবর্তন

৫ অগ্রণী বাহিনী (Task Force)

গ্রন্থাগারে আমরা যে পরিচিত আঙ্গিক কাঠামো ও কাজের ধারার সাথে পরিচিত, সেখানেও আগামী দিনে পরিবর্তনের ঢেউ আসছে। কিন্তু একটা কথা দরকার তার জন্য পরিবর্তন নয় এই পরিবর্তন প্রয়োজনভিত্তিক। পরিবর্তন প্রয়োজন পাঠকের চাহিদা সুষ্ঠুভাবে মেটাবার জন্যই পাঠকের চাহিদা ও যোগানোর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য এবং চাহিদা যোগানের মধ্যবর্তী পর্যায়ে সমন্বয় ঘটিয়ে সামগ্রীক অবস্থার আরও উন্নত ও গতিবেগ সঞ্চার করতে আঙ্গিক কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন একান্ত জরুরী ও আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

উদ্যোগী পরীক্ষা নিরীক্ষার পারদর্শী, তত্ত্ব ও ব্যবহারিক বিষয়ে সমবয়ে সক্ষম পরিশ্রমী কিছু গ্রন্থাগারিককে নিয়ে 'অগ্রণী বাহিনী' থাকবে যারা গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের কাজের গতি প্রকৃতি তথ্যগত বিশ্লেষণ করে উন্নত ধরনের কর্মপন্থা উদ্ভাবন করবেন। এঁদের বলা যেতে পারে **Library task force/Library research team/Library research Project/Librarv systems analysts**। এর ফলে অর্থ-সময়-শ্রমের অপচয় রোধ হবে এবং গ্রন্থাগারের সমস্ত বিভাগের কাজের মধ্যে একটি সমন্বিত রূপ দেখা দেবে। বর্তমানে এর খুবই অভাব। বড় গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ করে জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, আই আই টি (খড়্গপুর), স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিট্যুট (বরানগর), ম্যানেজমেন্ট (জোকা) প্রভৃতির গ্রন্থাগারগুলির এখনই এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

৫২ সমন্বিত কাঠামো (Systems Structure)

গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়ভার গ্রন্থাগার-প্রধানের ওপরই ন্যস্ত। তিনি একাধারে নীতি নির্ধারক, কার্যকারক, পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। গ্রন্থাগারের যেকোন স্তরের সমস্যার মোকাবিলা ও সমাধান তাঁকেই করতে হয়। সম্ভবত এ ব্যবস্থায় তিনি অগ্রণীও না। ফলে কোন কাজেই তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া সম্ভব হয় না, সমস্যার সুষ্ঠু ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হয় না, কাজের ও মানের (Standard) অবনতি ঘটে। কাজের সমন্বিত রূপে বিচ্ছিন্নতা বাড়ে, কর্মীদের মধ্যে আসে অবসাদ বিরক্তি বাড়ে অসন্তোষ। এ সবের যোগফল সামগ্রীক পরিচালনায় অব্যবস্থা ও পাঠকদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনীহা ও বিরূপ ধারণা।

এ অবস্থা প্রমাণ করে গ্রন্থাগারের প্রচলিত কাঠামোর (Classical Structure) কিছু কিছু পরিবর্তন খুবই জরুরী। এই পরিবর্তন বলতে বুঝায় প্রচলিত কাঠামোর পরিবর্তে সমন্বিত কাঠামোর (Systems Structure) উদ্ভব। সমন্বিত কাঠামো প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পরিবর্তন সহজেই গ্রহণ করতে সক্ষম। পরিচালক-কর্মী-কাজের মধ্যে সুস্থ পরিবেশ গড়ে ওঠে ও উদ্ভূত সমস্যার দ্রুত ও বাঞ্ছনীয় সমাধান পাওয়া যায়। সমন্বিত কাঠামোর মূল কথা :

১ কেন্দ্রমুখী বিকেন্দ্রিক পরিচালনা ব্যবস্থা ;

কাজের সুসম বণ্টন ;

দায়িত্বের সুসম বণ্টন ;

পরিকল্পনা, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ ; এবং

গ্রন্থাগারকে মৌচাক-সদৃশ বিভিন্ন সমন্বিত প্রকোষ্ঠে (Integrated unit) পরিণত করা।

৬ সিসটেমস পরিমণ্ডল (Systems Environment)

আগামী দিনের গ্রন্থাগারিককে একটি সামগ্রিক সিসটেমস্ পরিমণ্ডলের মধ্যে কাজ করতে হবে। সিসটেমস পরিমণ্ডল বলতে বুঝায় :

১ সুসংবদ্ধ সামগ্রীক দৃষ্টিভংগী—পৃথক কোন অংশ নয় ;

২ আন্তবিষয় চর্চা ও গ্রন্থাগারে তার প্রয়োগ ;

৩ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত ;

৪ জীবন-ধর্মী কাঠামো ইত্যাদি।

৬১ সুসংবদ্ধ সামগ্রীক দৃষ্টিভংগী (Integrated Systems View)

সিসটেমস সম্পর্কে পরিচালক-গ্রন্থাগারিকের খুব গভীর ব্যাপক ও পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা আবশ্যক। এবং তখনই সম্ভব, গ্রন্থাগারের সমস্ত বিভাগ ও অংশগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাঠামোগত পারস্পরিক অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ সমন্বিত রূপ প্রতিষ্ঠা করা। প্রচলিত ব্যবস্থা একেবারেই বিপরীত। গ্রন্থাগারের কোন অংশের সাথে কোন অংশের আত্মীয়তা নেই, যেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী এক একটি বিভাগ/অংশ মূল কারণ গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও পরিচালনার সার্বিক ও সমন্বিত দৃষ্টিভংগীর একান্ত অভাব। এর পরিচ্ছন্ন সমাধান হল একটি সামগ্রীক সিসটেমস পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা, সিসটেমস দৃষ্টিতে সবকিছু দেখার চেষ্টা করা এবং অনুশীলন করা। প্রয়োজন পরিচালন-কর্মী-কাজের মধ্যে কাঠামো সম্পর্ক (Structured relationship) সৃষ্টি করে কাজের ধারার মধ্যে নদীর মত একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সৃষ্টি করা। পরিবেশ সঞ্চার করা। এই প্রবাহে বই কেনা, বর্গীকরণ সূচীকরণ, অনুসন্ধান-তথ্যায়ন, বই লেন-দেন প্রভৃতি অংশগুলি যেমন পরস্পরের অনুপূরক হিসেবে কাজ করবে, তেমনি বই নির্বাচন থেকে শুরু করে বই বর্গীকরণ সূচীকরণ করার পূর্ব পর্যন্ত অংশের নিজস্ব একটি পৃথক আবর্ত ও গতি থাকবে, থাকবে বর্গীকরণ-সূচীকরণ অংশেও কিংবা বই লেন-দেন বিভাগেও। এই সব পৃথক পৃথক আবর্ত ও গতি মিলেই সৃষ্টি করবে সমগ্র গ্রন্থাগার প্রবাহ—একটি সামগ্রীক সিসটেমস। এভাবেই পরিচালনার নিশ্চিত সাফল্য আসে—যে সাফল্য পূর্ব পরিকল্পিত। এখানকার প্রায় সব সাফল্যই পরিকল্পিত নয়, সময় সুযোগ দৈব নির্ভর। পরিকল্পিত সাফল্যের পেছনে থাকে পদ্ধতি বিশ্লেষণ (Systems analysis) গতিচিত্র (Flow charting) মডেলিং রচনার সবিশেষে দক্ষতা।

৬২ আন্তবিষয় চর্চা

আগামী দিনের গ্রন্থাগার পরিচালককে আন্তবিষয় পরিমণ্ডলের মধ্যে কাজ করতে হবে। তাঁকে শুধু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেই পারদর্শী হলেই চলবে না, তাঁর চেতনার স্তর এবং গ্রহণ ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা এমন পর্যায়ের হবে যাতে অন্যান্য বিষয়/বিষয়ের এক/একাধিক কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। বিশেষ করে Systems, Simulation, Semantics Cybernatics, Computer technique, Behavioral science, Modelling, Statistical analysis, Planning technique প্রভৃতির মূল সূত্রগুলি সম্পর্কে ধারণা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাহলে কি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রকে সব বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে? ঠিক তা নয়। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান প্রকৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে ধারণা নিয়েই ছাত্ররা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ নিতে আসবে ; Cert Lib Sc, B Lib Sc পর্যায়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক বিশেষভাবে আয়ত্ব করবে এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মৌলিকত্ব, তুলনামূলক আলোচনা ছাড়াও প্রয়োজনীয় আন্তবিষয় সম্পর্কে পাঠ নেবে। যেমন ধরা যাক Gene-

ral Semantics. প্রত্যেক গ্রন্থাগারিকের, তা তিনি গ্রন্থাগার পরিচালনায় যুক্ত থাকুন বা না থাকুন, Semantics সম্পর্কে তাঁর ভাল দখল থাকা খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন পরিষেবার সাথে যুক্ত রয়েছেন।

খুব সংক্ষেপে Semantics বলতে বুঝায় : সমাজবদ্ধ মানব জাতির মনোভাব প্রকাশ জনিত অভ্যাসগুলির অনুশীলন ; এই সব অভ্যাস কিভাবে সংগঠিত হয় ; কিভাবে ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে ; এবং ভবিষ্যতে এইসব অভ্যাস/স্বভাবের কি ধরনের পরিবর্তন হতে পারে ও ব্যক্তিগত ভাবে কি উপায়ে ঐগুলি নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব। শব্দের মাধ্যমে আমরা মনোভাব প্রকাশ করে থাকি। শব্দই ভাব প্রকাশের প্রধানতম মাধ্যম। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে—

১ শব্দ (Word) এবং পদার্থ (Thing)* এক জিনিষ নয়। যদি তাই হত তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব থাকত না। একটি ভাষাই থাকত এবং ভাষাগত কোন প্রতিবন্ধকতা থাকত না ;

২ শব্দ কোন কিছু সম্পর্কে সবকিছুই প্রকাশ করতে পারে না—কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। অর্থাৎ যে মনোভাব প্রকাশ করতে চাই এবং শব্দের মাধ্যমে যা প্রকাশ করি—উভয়ের মধ্যে অসংগতি থেকে যায়। নিটোল একটি ভাব প্রকাশ পায় না ;

৩ শব্দের তাৎপর্যময় ব্যবহার, বহু প্রতিশব্দের অস্তিত্ব, শব্দের দ্ব্যর্থময়তা ও ব্যঞ্জনা প্রকাশিত ভাবকে সহজবোধগম্য থেকে দুর্বোধ্যতার চরমে নিয়ে যেতে পারে।

শব্দ ব্যবহারের এই রীতির জন্য ভাব প্রকাশে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যেতে পারে।

একজন পাঠক এসে বললেন, তিনি শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে পড়াশুনা করছেন এবং ঐ বিষয়ে কিছু তথ্য তাঁর প্রয়োজন। ঘটনাটি দাঁড়াল : পাঠক গ্রন্থাগারে এসে চাইছেন শরৎসাহিত্য পর্যন্ত যদিও তাঁর প্রয়োজন বিশল্যকরণী জেবক তথ্য। কিছুক্ষণ আলাপাচারীর পর জানা গেল তাঁর প্রয়োজন : সমকালীন প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্র কতখানি বিপ্লবাত্মনীতি সচেতন ছিলেন সেই বিষয়ে তথ্য। এক্ষেত্রে পাঠক সঠিক যা চান এবং তিনি শব্দ-কথার মাধ্যমে যা প্রকাশ করলেন—দুয়ের মাঝে আসমান জমিন তফাৎ।

সদ্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠ শেষ করে গবেষণারত একজনকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন—Cataloguing তাঁর গবেষণার বিষয়। এক্ষেত্রেও শব্দমায়াজালের আবির্ভাব। মৃদু তিরস্কারের পর জানা গেল তাঁর গবেষণার বিষয় : Recall Value of Indic Names.

৬৩ অভিজ্ঞতা ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত

কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সময় সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, সংগৃহীত তথ্য এবং বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করেই কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেবার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত কখনো শুধুমাত্র অনুমান ও সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল হবে না, যদিও অনুমান ও সম্ভাবনা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।

৬৪ জীবধর্মী কাঠামো (Organic Structure)

সমস্ত গ্রন্থাগার / গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একটি ক্রমবৃদ্ধিশীল প্রাণীদেহের মত ভাবতে হবে। ডঃ রঙ্গনাথন পঞ্চসূত্রের ৫ম সূত্রে যা বলেছেন : গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্দ্ধমান প্রাণীদেহ (Library is a growing Organism)। গ্রন্থাগার বা যে কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হল : উদ্দেশ্য লক্ষ্যকে কতকগুলি করণীয় কাজে ভাগ করে কাজটা করিয়ে নেওয়া। আগামী দিনে এধরণের দৃষ্টিভংগী একেবারেই অচল। গ্রন্থাগারকে ভাবতে হবে একটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সংবেদনশীল প্রাণীদেহের মত—যে দেহ গড়ে উঠেছে কতগুলি পারস্পরিক নির্ভরশীল বিচ্ছিন্ন অথচ সম্পৃক্ত অংশ-সমন্বয়ে। ঐসব প্রতিটি পৃথক পৃথক অংশের বা অংশ সমবায়ের নির্দিষ্ট গতি ও কর্মধারাই সমগ্র দেহ কাঠামোকে সক্রিয় রেখেছে। এর যেকোন অংশের ত্রুটী বিচ্যুতি, সংবেদন সমস্ত দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই দৃষ্টি নিয়েই গ্রন্থাগার কাঠামোকে দেখতে হবে, ভাবতে হবে। অর্থাৎ এতদিন ছিল প্রতিটি ঘটনা/সমস্যার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সমাধান করার প্রয়াস, আর আগামীদিনের প্রতিটি ঘটনা / সমস্যাকে

সার্বিক দৃষ্টিতে সমস্ত গ্রন্থাগারের পটভূমিতে সমাধান করার দৃষ্টিভংগী।

৭ স্বতন্ত্র মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল

গ্রন্থাগারে স্বতন্ত্র কর্মধারা ও কর্মপদ্ধতি জনিত একটি পৃথক মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল রয়েছে। এই মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল বলতে কতগুলি বিশেষ মানসিক আচরণ বুঝায়, যেমন—

১ প্রতিটি কাজের লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা ;
২ কাজের নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা ;
৩ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান ;
৪ সমষ্টিগত আলোচনা ;
৫ নিয়মিত কার্যকরী আন্তঃ বিভাগ / কর্মী তথ্য আদান-প্রদান ;
৬ পরিসংখ্যান পর্যালোচনা ;
৭ বুদ্ধি সচেতনতা ; এবং
৮ দলবদ্ধভাবে কাজ করার মানসিকতা।

৮ উপসংহার

কথায় বলে শেষ ভাল যার সব ভাল তার। লাইব্রেরী ম্যানেজমেণ্টের শেষ কথা পাঠকের তথা ব্যবহারকারীর সন্তোষ বিধান। খাবার পরে পাতগুলির ঢেঁকুর। এমন না হয়, আচার অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ হয়ে পাঠক রইলেন রাস্তা হয়ে বাহির আঙিনায়। মনে রাখতে হবে, বারবার স্মরণে আনতে হবে লাইব্রেরী ম্যানেজমেণ্টের মূলকথাই হল: Right information to the right user at the right time.

তথ্যপঞ্জী

১ ANSOFF (H I) and BRADENBERG (R G). General manager of the future. (California Management Review. 9 ; 1967 ; 63-9).

২ DIEBOLD (J). What's ahead in information technology. (Harvard Business Review. 43 ; 1965 ; 76-82).

৩ DOUGHERTY (R M) and HEINRITZ (F J). Scientific management of library operations. 1966.

৪ HEYEL (C). Encyclopedia of management. 1963.

৫ McFALL (R W). Manager of the future. (Columbia Jl of world Business. 11 ; 1967 ; 81-9)

৬ MICKEL (J). Human communication and general semantics. 1958.

৭ বসু (অশোক)। সিসটেমস এনালিসিস ও গ্রন্থাগার পরিচালনা। (গ্রন্থাগার। ২৫ ; ১৩৮১ ; ৪৬-৪৮, ৫৫)।

* ভাষার বিভিন্নতার জন্য একই বস্তু বা বিষয় (Thing/Object/Subject) বিভিন্ন শব্দে বা নামে পরিচিত হয়। এক্ষেত্রে একটিমাত্র শব্দ (Word) দ্বারা একই বিষয় বা বস্তুকে (Thing) বুঝান সম্ভব হয় না। সেজন্য একই বস্তু (Thing) বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাষায় পরিচিত। এজন্য একভাষার মানুষ অন্য ভাষা বুঝতে পারেনা বা এক রুচি বা সংস্কৃতির মানুষ ভিন্ন সংস্কৃতি অনুভব করতে অসুবিধা বোধ করে।

বিজ্ঞপ্তি

যাঁরা ১৩৮৪ সনের চাঁদা এখনো দেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে পরিষদ অফিসে চাঁদা দেবার জন্য চাঁদা জমা না পড়লে তাঁদের কাছে আর 'গ্রন্থাগার' পাঠানো সম্ভব হবে না।

২) কোন সদস্য 'গ্রন্থাগার' না পেয়ে থাকলে তাঁকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে লিখিতভাবে জানিয়ে সেই পত্রের অনুলিপি পরিষদ অফিসে পাঠান। অনুরূপ ভাবে লিখিত পত্র না পেলে আমাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

জনগণতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকতা

অধ্যাপিকা এলিনা স্তাভোভা

বুলগেরিয়ান এ্যাকাডেমি অফ্ সাইন্সেস

(একলক্ষ দশ হাজার ন'শো বারো কিলোমিটার জুড়ে দেশটা। জনসংখ্যা ৮,৫১৫,০০০। বিদেশী আধিপত্য আর দেশী স্বৈরাচারী শাসনে কেটেছে সাড়ে পাঁচশ বছর—সভ্যতার ইতিহাসে অপাংক্তেয় নয় - তবে বুলগেরিয়ার এই কটা বছরের ইতিহাস শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামের, স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক সরকারের দ্বারা পরিচালিত। উন্নতির সোপান হিসেবে প্রথমেই বর্তমান জনগণের সরকার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে শিক্ষার ওপর—অশিক্ষা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হেনেছে চরম আঘাত কারণ অশিক্ষাই সমস্তরকম অপ্রগতির পরিপন্থী। ১৯৩৪ সালে শিক্ষার হার ছিল শতকরা ৩১ জন, বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৯০·২ ভাগ। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও প্রতি এক হাজার জনের জন্য একটি গ্রন্থাগার। উন্নতির মানদণ্ড হিসেবে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগারবৃত্তিধারীদের সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল বুলগেরিয়ার গ্রন্থাগারিকরা গড়ে তুলেছে একটি অখণ্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—বিশেষ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরাও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের পরিসেবা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে রসদ যোগান দিচ্ছেন যা আমাদের এখানে এখনও আকাশ কুসুম। আমরা বৃত্তিধারীরা দেশের অন্যান্য বৃত্তিধারীদের মত 'পার্ট টাইম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী'।

লেখিকা বর্তমানে ভারতের গ্রন্থাগার পরিদর্শনে এসেছেন। গত ১১ নভেম্বর ১৯৭৮ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে প্রদত্ত ভাষণের মূল অংশের অনুবাদ।

অনুবাদক— সত্যব্রত ঘোষাল।

ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় একহাজার তিনশো বছর আগে I›perian বর্তমান বুলগেরিয়ার উত্তরপূর্বে যাঁরা বাস করতেন সেই সব মানুষদের [স্লাভ] নিয়ে গঠন করেন আজকের 'বুলগেরিয়া'। ১৩৯৫ সাল পর্যন্ত বুলগেরিয়ার ইতিহাস পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস—শিক্ষা/সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানে স্লাভজাতিদের মধ্যে অন্যতম। বুলগেরিয়াতেই প্রথম স্লাভ জাতিদের বর্ণমালা গড়ে ওঠে—সাহিত্য রচনা হয়, অবশ্য এই সমস্ত কিছুর জন্য বুলগেরিয়ার মানুষ 'স্লাভদের পিতৃপুরুষ' Cyril এবং Methodius ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে ঋণী[1]। ১৩৯৬ থেকে ১৮৭৮ এই পাঁচশো বছর বুলগেরিয়া ছিল অটোমান তুর্কের শাসনে—এই সময়ে দেশের অর্থনীতি/বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটেছিল অবনমন যদিও অতীত ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ভাষা ও ঐতিহ্য ছিল সুরক্ষিত।

১৮৭৭/৭৮ সালে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের ফলে বুলগেরিয়া হয় স্বাধীন- ১৮৭৯ সালে রচিত হয় গণতান্ত্রিক সরকারের

১। Cyril এবং Methodius দুই গ্রীক ভ্রাতৃদ্বয় থেসালোনিকা থেকে বুলগেরিয়ায় এসেছিলেন। ধর্মপ্রচারক ছাড়াও বিদ্বান ও ভাষাবিদ হিসেবে খ্যাত।

সংবিধান। কিন্তু শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ জনগণের ইচ্ছার রূপান্তর ঘটালেন না—রাজতন্ত্রী-ফ্যাসিবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষ Dimitrov ও Kolarov[২] এর নেতৃত্বে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে সম্মিলিত হল। ১৯২৩ সালের পর অভ্যুত্থান শাসক দল দমন করল—চরম মূল্য দিতে হল বুলগেরিয়ার জনগণকে। অবশেষে, ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে সোভিয়েত বাহিনীর সহযোগিতায় বুলগেরিয়া ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কবলমুক্ত হল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত চলছে বুলগেরিয়াকে নতুন ভাবে গড়ার ইতিহাস। অর্থনীতি, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণার ঘটছে পরিবর্তন, জীবনের মূল্যবোধকে করেছে নূতন স্তরে উপনীত।

১৮৭৭/৭৮ সালে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বুলগেরিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গীকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল "Cyril ও Methodius" জাতীয় গ্রন্থাগার। বুলগেরিয়ার স্বাধীন জীবনের সূত্রপাত এই সময় থেকেই, সেই হিসেবে জাতীয় গৌরবের সাক্ষী হিসেবে সাহিত্য সংগ্রহের প্রেরণা ছিল—যা ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসের সূত্রপাত করে।

১৯৪৪ সালে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মানুষের সামগ্রিক চিন্তাধারার হয় পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রভাবও এসে পড়ে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায়। সরকার ও পার্টি দেশের অর্থনৈতিক ভিত গড়ার সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে—কারণ তাঁরা মনে করেন দেশের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক মানোন্নয়নে জনগণের গ্রন্থাগার একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

বর্তমানে বুলগেরিয়াতে একটি অখণ্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এর আওতায় আছে ১০,৫৭৫টি গ্রন্থাগার। নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত;

জাতীয়	গ্রন্থাগার	১
জেলা	,,	২৭
পাঠকেন্দ্র	,,	৪০৬০
বিদ্যালয়	,,	৩৭৭৮
বিশ্ববিদ্যালয়	,,	২৪
বিশেষ	,,	৬০৩
বিদ্যাপীঠ	,,	২০৯২

১৯৪৪ সালের আগে বুলগেরিয়াতে ৭টি রাজ্য গ্রন্থাগার, ১টি জাতীয় গ্রন্থাগার, ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ২০০০টি নিম্নমানের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং কিছু পাঠকেন্দ্র ছিল, এই সময়ে গ্রন্থাগারগুলিতে কোন নির্দিষ্ট সরকারী অনুদান ছিল না, ব্যক্তিগত সাহায্য ও স্বেচ্ছাসেবীদের প্রচেষ্টাই এই সমস্ত গ্রন্থাগারের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল। বুলগেরিয়ার বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দুটি মূল নীতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে (১) রাষ্ট্রভিত্তিক (২) আঞ্চলিক। প্রাথমিকভাবে শিক্ষার সার্বজনীন রূপ হিসেবে দেশের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার ছড়িয়ে আছে এবং প্রত্যেক ধরণের গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন আছে। জনসাধারণের কাছে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন শাখার বই সমূহ আন্তঃ গ্রন্থাগার বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারিকতার ক্ষেত্রে বুলগেরিয়াতে শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে গ্রন্থাগারিকরা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন এবং ১৯৭২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদের হার মোট কর্মীদের ২৮ শতাংশ। জনগণতান্ত্রিক বুলগেরিয়াতে সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যের শুরুতেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

—জনগণের গ্রন্থাগার একত্র গড়ে তোলা।

২। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতা।

—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজে মতাদর্শগত সংগ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া।

—শ্রমজীবি মানুষের শিক্ষা ও রাজনৈতিক চিন্তাকে উজ্জীবিত করার জন্যে এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার কাজে গ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রচারের কাজ অক্ষুন্ন রাখা।

—জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে সমস্ত গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ব্যবহারে জনসাধারণকে অবাধ সুযোগ দেওয়া।

—জনসাধারণের পাঠে সাহায্য করার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।

—গ্রন্থাগারিক ও সংকলকদের মার্কসবাদী লেনিনবাদী মতাদর্শে শিক্ষিত করে তোলা—যা সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে সাহায্য করবে।

এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধায় জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা আবশ্যক। বুলগেরিয়াতে বিপ্লবের পরে অনেক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ফলে অনেক সুশিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, বিশেষতঃ বড় এবং বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহে—যাদের কর্মী সংখ্যা অল্প সময়ের মধ্যেই বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ হয়েছিল।

জনগণের ক্ষমতা লাভের প্রথম বৎসরেই কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শে শিক্ষিত করে তোলার কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫০ সালে সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থবিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালে বিশেষ গ্রন্থাগারিকতা পাঠক্রমে তা পরিবর্তিত করা হয়। অপর-দিকে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনার গ্রন্থাগার কর্মীর জন্য ১৯৫০ সাল থেকেই স্টেট লাইব্রেরীয়ান ইনস্টিটিউট গড়ে উঠেছে, এবং বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান থেকেই জেলা ও রাজ্য গ্রন্থাগারের জন্য দক্ষ কর্মী গড়া হচ্ছে। বছরে ২০০ জন কর্মী এই শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করছে, অবশ্য বেশীর ভাগই মহিলা। ১৯৬১ সাল থেকে সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ গ্রন্থাগারিকতার ডাকযোগে দুবছরের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু করেছে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই Cyril এবং Methodius জাতীয় গ্রন্থাগার দেশের উন্নয়নের সঙ্গে দৃঢ় যোগাযোগ রক্ষা করেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সংগ্রাহক ও প্রচারক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ৩০,৫০,০০০ এবং সভ্য সংখ্যা বিপ্লবের পরে ত্রিশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩]

বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি ও পুনরুজ্জীবন—যুগের বুলগেরিয়ার শোষিত মানুষের সংগ্রামের নিদর্শক অনেক পত্র পত্রিকা সংগৃহীত আছে—যা ইউরোপের অটোমান-তুর্কী যুগের অনেক তথ্য বহন করছে। বুলগেরিয়াতে মুদ্রণ অ্যাক্টের ফল হিসাবে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা, ইশতেহার জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা পড়ে। এ ছাড়াও বুলগেরিয়া সম্পর্কে প্রকাশিত ও বুলগেরিয়ার লেখকদের লেখা বিদেশী ভাষায় অনূদিত পত্র পত্রিকাও জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা সংগ্রহও এদের লক্ষ্য প্রাচীন সাহিত্যকে নথিবদ্ধ করে রাখার জন্য পাণ্ডুলিপি পুরানো ছাপা পুস্তক ও ইতিহাসের গবেষণালব্ধ পত্র পত্রিকার তিনটি সংগ্রহ গ্রন্থাগারে গড়ে উঠেছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন ছাড়াও প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকার পঞ্জী চারটি বিভাগে প্রকাশ করে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরের পরে সংগৃহীত বিদেশী পুস্তকের যৌথ সূচী আন্তঃ গ্রন্থাগার বিনিময় ব্যবস্থায় গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা বহন করছে। জাতীয় গ্রন্থাগার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরীক্ষা ও গবেষণা দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সার্বিক প্রেক্ষাপটের দ্রুত পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। জাতীয় গ্রন্থাগারে এই সমস্ত কাজ সম্পাদন করার জন্য ২৫০ জন উচ্চশিক্ষিত ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ কর্মী বর্তমান।

৩. ১৯৩৯ সালে গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশো বর্তমানে ১৯৭০ সালে ত্রিশ হাজার পাঁচশো।

দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে জেলা গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য। জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের সাথে দৃঢ় যোগাযোগ রক্ষা করার ভিত্তি হিসেবে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই গ্রন্থাগারগুলি পালন করছে। জনগণের গ্রন্থাগার প্রকল্পের ভিত্তিভূমি হিসেবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সংগ্রহ উল্লেখ্য। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে পাণ্ডুলিপি ও স্থানীয় লেখকদের লেখা সংগ্রহ আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের ভূমিকা সমৃদ্ধ করে।

সামাজিক জীবনে বিভিং ক্লাব গ্রন্থাগারের (Citalista) ভূমিকাও সমতুল, এগুলি জনসাধারণের বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগার বুলগেরিয়ার উনবিংশ শতাব্দীর পুনরুজ্জীবনের যুগে সাধারণ শিক্ষার বাহন হিসেবে এই সমস্ত গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। পুরাণো ধাঁচকে বজায় রাখার সাথে সাথে নতুন পদ্ধতিও এই সমস্ত গ্রন্থাগার পরিচালনায় আরোপিত হয়েছে, এরই ফলশ্রুতি হিসেবে বুলগেরিয়ার জনগনের কাছে এই সংস্থাগুলি জনপ্রিয়। গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ গ্রন্থাগার শহরাঞ্চলের জেলা গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগারের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। গ্রামের জনগণের কাছে গ্রন্থাগার হিসেবে এদের ভূমিকা পুরোভাগবর্তী।

দেশের বিভিন্নস্থানে কলে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলি শ্রমিকদের রাজনৈতিক সাহিত্য ছাড়াও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করে। বিভিন্ন বিষয়ের আকরগ্রন্থ সংগ্রহও উল্লেখ্য।

বিশেষ গ্রন্থাগার পরিকল্পনার মধ্যে সেন্ট্রাল টেকনিক্যাল লাইব্রেরী প্রভৃতি রাজ্যের বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও উচ্চশিক্ষার সহায়ক হিসেবে, বুলগেরিয়ান এ্যাকাডেমি অফ সাইন্সেস বিভিন্ন শাখা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় এবং সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল লাইব্রেরী এ্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচারাল সাইন্সেসের অঙ্গ হিসেবে কৃষি বিজ্ঞান, পশুচিকিৎসা, অরণ্য সম্পদ প্রভৃতির গবেষণায় সাহায্য করছে।

অতীতে এই সমস্ত গ্রন্থাগারের সংগ্রহ মিউজিয়ামের মত অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকত কিন্তু বর্তমানে এদের উন্নতি সাধন করা হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ডাইরেক্টরীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরিষদের সাধারণ কার্যালয় থেকে ব্যক্তিগতভাবে ঠিকানা ও পোষ্টাল স্ট্যাম্প (২৫ পয়সা) সম্বলিত একটি বড় খাম পাঠিয়ে প্রশ্নমালা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

। রায়

আহ্বায়ক

ডাইরেক্টরী উপসমিতি

Bengal Library Association Council and Standing Committees for the year 1978-79

A. COUNCIL—The Council Consists the Executive Committee and other members of the Council.

Executive Committee.

President—

(1) Sri Phanibhushan Ray,
14A, Maharaj Nandakumar Road,
Calcutta-29

Vice-President—

(2) Sri Amiya Kumar Banerjee
89, Deb Lane, Calcutta-14

(3) Sri Baidyanath Banerjee Choudhury
National Library, Belvedere,
Calcutta-27

(4) Sri Bijayanath Mukherjee
8, Anantaram Mukherjee Lane,
Howrah-1

(5) Sri Ramranjan Bhattacharya
Tamluk District Library,
P. O. Tamluk, Dist. Midnapur

(6) Sri Sudhananda Chatterjee
19, Dr R. N. Tagore Rd. Calcutta-56

Secretary—

(7 Sri Prab r Roychoudhury
17, Sahid Dinesh Gupta Road,
Calcutta-34

Joint Secretary—

(8) Sri Ramkrishna Saha
33/2/H, Raja Nabakrishen Street,
Calcutta-5

Assistant Secretary—

(9) Sri Sasanka Kumar Bagchi
Bureau of Educational & Psychological Research, 25/3, Ballygunge Circular Road, Calcutta-29

Treasurer—

(10) Sri Satyabrata Sen
53, Akhil Mistri Lane
Calcutta-9

Librarian—

(11) Sri Sudhendu Bhusan Banerjee
251/A/6D, Netaji Subhash Ch. Bose Rd,
Calcutta-47

Editor : Granthagar—

(12) Sri Arun Kr. Ray
2D, Shyamaprasad Mukherjee Rd
Calcutta-25

Members—

(13) Sri Ashis Neogi
25, Rajendralal Street,
Calcutta-6

(14) Sri Bijaypada Mukherjee
54/C, Iswar Ganguli St,
Calcutta-26

(15) Dipak Kr. Ray
Jadavpur University Central Library
Calcutta-32

(16) Sri Hiran Kr. Datta
8A, Radhanath Mallick Lane,
Calcutta-12

(17) Sri Kali Prasad
6/1, Kamardanga Rd. Calcutta 46

(18) Sri Paresh Ch. Saha
C/o Mantu Saha
18A, Nilmani Mitra Row,
Sarkar Bagan, Calcutta-2

(19) Sri Sourendra Mohan Ganguly
100/1, Bhupen Bose Avenue,
Calcutta-4

Parmanent invittee in the Executive Committee

(20) Sri Somnath Mukherjee
C/o Bantra Public Library
43/3, Lakshmi Narayan Chakraborty
Lane, Howrah

(21) Sri Purnendu Pramanik
C/o Michael Madhusudan Library
17/1/2, Manasatala Lane,
Calcutta-23

Other Personal Members of the Council—

(22) Sri Amalangshu Sengupta
LIG Housing Estate, Block—'S' Fl. 3
17, Belgachia Road, Calcutta-37

(23 Sri Keshablal Chakraborty
Fulia Colony, P. O. Fulia,
Dist. Nadia

(24 Sri Krishnapada Majumdar
Vill—Rabindra Palli. P. O. Prafulla
Kanan, Calcutta-59

(25) Sm. Minati Chakraborty
Pharmacy Dept. Jadavpur University,
Calcutta-32

(26) Sri Pradyot Kr. Basu Choudhury
5/11, Chittaranjan Colony, Jadavpur
Calcutta-32

(27) Sri Santipada Bhattacharya
2, Vidyasagar Street,
Calcutta-9

(28) Sri Swapan Kumar Bagchi
8, Nely Sengupta Sarani
Babupara, P. O. Siliguri
Darjeeling

(29) Sri Tapan Kr. Sen
Kalyani Public Library
P. O. Kalyani, Dist Nadia

Co-opted members of the council

(30) Arun Kr. Aditya
Vill—Bhaiba, P. O. Bagula
Dist. Nadia

(31) Bijaya Banerjee
251/A/6D, N. S. C. Bose Road
Calcutta-700 047

(32) Gopika Prasad Ghosh
A/286, Bijaypur, Road No. 6
P. O. Sodepur, Dist-24 Parganas

Institutional members in the Council from the districts

Bankura—
Dhruba Sambati, P. O. Balsi

Birbhum—
Palli Sevaniketan Gouribala Gramya Granthagar, P. O. Bergram

Burdwan—
Jaragram Makhanlal Pathagar,
P. O. Jaragram

Calcutta—
(i) Bagbazar Reading Library
2. K. C. Bose Rd.
Calcutta-4
(ii) Michael Madhusudan Library
17/1/2, Manasatala Lane,
Calcutta-23

Coochbehar—
Netaji Smriti Pathagar,
P. O. Nazirhat

Darjeeling—
Bangiya Sahitya Parishad Subdivisional Library,
P. O. Siliguri

Hooghly—
(i) Hooghly District Library Association
P. O. Chinsurah
(ii) Tribeni Hitasadhan Samiti
Public Library,
P. O. Tribeni

Howrah—
Bantra Public Library
43/3 Lakshmi Narayan Chakraborty Lane, Bantra, Howrah

Jalpaiguri—
Chalsha Salbani Sangha Granthagar,
P. O. Chalsha

Maldah—
Pragati Sangha
P. O. Rishipur

Midnapore—
(i) Alapani Subdivisonal Library
P. O. Jhargram
Tamluk District Library,
P. O. Tamluk
(ii) Tushar Smriti Grantha Niketan
P. O. Srikrishnapur

Murshidabad—
Berhampore Girls' College,
P. O. Berhampore

Nadia—
W. B. Sponsored Library Employees' Association,
Nadia District Branch,
C/o Nadia District Library
P. O. Ghurni

Purulia—
Vivekananda Pathagar,
Sri Ramkrishna Tarak Math
P. O. Ketika

24 Parganas—
Chanak Pathagar
Park Road, P. O. Talpukur
24 Parganas District Library
Vidyanagar
P. O. Bishnupur

West Dinajpur—
West Dinajpur District Library
P. O. Balurghat

Co-Opted (Personal) in the Council

30. Sri Arun Kr. Aditya
Bhaina, P. O. Bagula,
Dist. Nadia
31. Sm. Bijaya Banerjee
251/A/6D, Netaji Subhash Ch. Bose Road, Calcutta-47
32. Sri Gopika Prasad Ghosh
A/286, Bijaypur Rd. No. 6
P. O. Sodepur, Dist. 24 Parganas

B. STANDING COMMITTEES

(a) Library Science Training

Chairman & Director
(1) Sri Pramil Ch. Bose

Secretary—
(2) Sri Hiran Kr. Dutta (16)

Members—
(3) Sri Ajit Kr. Ghosh
National Library, Belvedere,
Calcutta-27
(4) Sri Asok Basu
Maniktola Housing Estate
Block-X/1, VIP Road, Calcutta-54

(5) Dr. Barun Kr Mukherjee
11A, Manoharpukur Rd
Calcutta-26

(6) Sri Bijoynath Mukherjee (4)

(7) Sri Bijaypada Mukherjee (4)

(8) Sri Byomkesh Maity
National Library, Belvedere,
Calcutta-27

(9) Sri Chanchal Kr Sen
4. Jhilpar, P. O. New Barrackpore,
Dist. 24 Parganas

(10) Sri Mangal Prasad Sinha
Library Science Department
Jadavpur University,
Calcutta 32

(11) Sri Nachiketa Mukherjee
National Library, Belvedere,
Calcutta-27

(12) Sm. Priti Mitra
Jadavpur University, Central Library,
Calcutta-32

(13) Sri Ramkrishna Saha (8)

(14) Sri Sunil Behari Ghosh
Central Reference Library,
Belvedere, Calcutta-27

(15) Sri Tarun Mitra
2, Raja Peary Mohan Rd.
P. O. Uttarpara, Dist. Hooghly

(16) Sri Tapan Kr. Sengupta
15, Santoshpur Avenue, Flat No 8
Calcutta-32

(b) Finance & Building

Chairman—

(1) Sri Purnendu Pramanik
75, Maheshtala Lane, Calcutta-23

Secretary—

(2) Sri Satyabrata Sen (10)

Members—

(3) Sri Bimal Ch. Chatterjee
222, B. B. Chatterjee Road
Calcutta-42

(4) Sri Ramkrishna Saha (8)

(5) Sri Sourendra Mohan Ganguly (19)
and the Secretaries of the Standing Committees.

(c) Library

Chairman—

(1) Sri M. N. Nagraj
National Library, Belvedere
Calcutta-27

Secretary—

(2) Sri Sudhendubhusan Banerjee (11)

Members—

(3) Sri Asok Basu (a/4)

(4) Sri Kaliprasad (17)

(5) Sri Kanailal Ghosh
49, Sukanta Sarani, Beleghata
Calcutta-10

(6) Sri Krishnapada Mazumdar (24)

(7) Sm. Priti Mitra (a/12)

(8) Sri Tapankumar Sengupta (a/16)

(9) Sri Tusharkanti Sanyal
LIG Housing Estate, Block-L/K,
Fl. No. 6, ODRC, Calcutta 38

(d) Granthagar & Publication

Chairman—

(1) Sri Sourendramohan Ganguly (19)

Secretary (Editor)—

(2) Sri Arun Ray (12)

Members—

(3) Sri Asitabha Das. (Associate Editor)
6, Annada Banerjee Lane,
Calcutta-20

(4) Sri Dilip Bhattacharyya
133, S. K. Deb Road, Calcutta-48

(5) Sri Diptimay Ray
11/B, Rammohan Bera Lane
Calcutta-46

(6 Sri Dipak Kr. Ray (15)

(7 Sm. Kalyani Mukherjee
18/38, Ballyganj Place east.
Calcutta-19

(8) Sri Pinaki Mukherjee
65/1/1, Kshetra Banerjee Lane
P. O. Shibpur, Howrah-2

9) Sri Pradip Choudhury
5, Baikuntha Saha Road.
Samtoshpur, Calcutta 32

(10) Sri Ramkrishna Saha (8)

e) **Public Library**

Chairman
1) Sri Bijayanath Mukherjee (4)

Secretary
2) Sri Bijaya Banerjee (31)

Members
3) Sri Amalangshu Sengupta (22)
4) Sri Anil Kr. Datta
Hooghly District Library, P. O. Chin-Surah. Dist Hooghly.
5) Sri Bimal Banerjee
National Library Belvedere, Cal-27.
6) Sri Madan Mohan Mallick,
Nadia District Library, P. O. Ghurni, Dist Nadia.
7) Sri Sasanka Kr. Bagchi (9)
8) Sri Satyaranjan Chatterjee
P. O. Dharmada, Dist Nadia
9) Sri Sourendra Mohan Ganguli (19)
10) Sri Tapankumar Sen (29)
and the institutional council members of the districts.

f) **Academic & Special Library :**

Chairman—
1) Sri Santipada Bhattacharyya (27)

Secretary—
2) Sri Dipakkumar Roy (15)

Members—
3) Sri Arun Kumar Aditya (30)
4) Sri Ashok Basu (a 14)
5) Sri Amarnath Chatterjee
27, Dr. K. K. Ghosh Road P.O. Bhadrakali, Hooghly
6) Sri Bijaypada Mukherjee (14)
7) Sri Biswanath Kanrar
8) Sri Biswanath Santra
Ghatal R.S. Mahavidyalaya P.O. Ghatal Dist. Midnapur.
9) Sri Chancalkumar Sen (a/9)
10) Chittaranjan Berra
Nabagram Hiralal Pal College P. O. Nabagram, Dist Hooghly
11) Sri Juran Krishna Sarkhel
57, Dewanjee Street, P. O. Rishra, Dist Hooghly.
12) Sm. Kana Banerjee
Berhampore Girls' College, P. O. Berhampore Dist Murshidabad.
13) Sri Kirtimay Chakraborty
Dinabandhu Andrews College, P. O. Garia Dist 24 Parganas.
14) Sm. Manjari Basu,
Maniktala Housing Estate Block X/1, VIP Road, Cal 54.
15) Sri Manoranjan Chakrabarty
Jadavpur University Central Library Calcutta-32.

16) Sri Prabir De
1, P. K. Guha Road, Calcutta-28.
17) Sri Probodh Kr. Biswas
40/1. Tangar Road, Block-R, Flat-18
Calcutta-15.
18) Sri Pradip Chaudhury (d/9)
19) Sri Ramkrishna Saha (8)
20) Sm. Suchitra Ganguly
100/1, Bhupen Bose Avenue, Calcutta-4
21) Sri Sudhindra Nath Mitra
Santragachi Staff Quarters, P. V. No.
36 P. O. Rahara. Dist 24 Parganas.

g) Organization & Coordination

Chairman—
1) Sri Ramranjan Bhattacharyya (5)

Secretary—
2) Sri Sasankakumar Bagchi (9)

Mambers—
3) Sri Amiyakumar Banerjee (2)
4) Sri Bilwamangal Bhattacharjee
P. O. & Vill. Makarrdah. Dist Howrah
5) Sri Ganesh Nandi
Kishore, Pragati Sangha P. O. Chinsura
Dist Howrah
6) Sri Keshablal Chakraborty (23)
7) Sri Madan Mohan Mallick (e/6)
8) Sri Sunilbhusan Guha
Vill Kusumba, P. O. Narendrapur
Dist 24 Parganas
9) Sri Kalyan De
290, College Para, P. O. Kharia
Dist Jalpaiguri
10) Sri Krishnapada Mazumdar (24)
11) Sri Abdul Momin Midda
12) Sri Pinaki Mukherjee (d/8)
13) Sri Rabisankar Mukherjee
Central Government Quarters Block
F/2, Flat-31. Calcutta-54.
14) Sri Tapan Dasgupta
Viswa Bharati Central Library.
P-O. Santiniketan. Dist. Birbhum
and
The Secretaries of the District
Branches.

h) Directory

Chairman—
1) Sri Tarun Mitra (a/15)

Secretary—
2) Sri Arun Kr. Ray (12

Members—
3) Sri Ashim Thakur
Jadavpur University Central Library.
Calcutta-32
4) Sri Biswanath Ghosh
C/o Sri Atindranath Ghosh
Deshbandhunagar High School Para
Calcutta-59
5) Sm. Chandana Chakrabarty
Sree Palli, Palta,
P-O. Bengal Enamal, 24 Parganas
6) Sri Debdas Chatterjee
Flat No A/1, Room No 16
Housing Estate, Tangra Road,
Calcutta-15
7) Sri Krishnapala Mazumdaa (24)
8) Sri Pareshchandra Saha(18)
9) Sri Prodyot Basu chaudhury (26)
10) Sri Rabisankar Mukherjee (g/13)
11) Sm. Rina Ray
11/B, Rammohon Bera Lane
Calcutta-46
12) Sri Shyamsundar Sahapoddar
247/1B. Acharya P. O. Road
Calcutta-6

13) Sm. Tapati Barua
C/o Laxmi Bhandar
166, Keshabchandra Sen Street
Calcutta-9

i) **Students' Relation**

Chairman—
1) Sri Tusharkanti Sanyal (c/9)

Secretary—
2) Sri Prodyot Basuchoudhury (26)

Members—
3) Sri Amal De
24 Banddabnagar, Belghoria
Calcutta-56

4) Sri Ashis Bhattacharjya
Prio Nibas, Room No. 3
3, Mahatma Gandhi Road, Cal-9

5) Sm. Bula Basu
C/o N. C. Dasgupta
No. 6 Siset Road, Santoshpur
Calcutta-75

6) Sm. Bulbul Nag
Cental Govt. Staff Quarters
Block G/7. Flat 148
Calcutta-54

7 Sm. Chandana Chakrabarty (h/15)

8) Sri Dilip Das
C/o. Bhuban Ch. Das
Vill-Contai. Midnapore

9) Sri Jaydev Bhattacharya
7, Mathpara Rd. P. O. Ichapur
24 Parganas

10) Sri Mrinmay Das
C/o. Sri Indu Bhusan Das
Vill. Andul Purbapara,
P. O Andul Mouri
Howrah

11) Paresh Ch. Saha (18)

12) Rabisankar Mukherjee (g/13

13) Shyamsundar Saha Poddar (b/12)

14) Sm. Subhra Ghosh
829/D, B. E. College, Shibpur,
Howrah 3

15) Sm. Nibedita Ray
134 Canal Street
Calcutta-48

16) Sri Sampa Dasgupta
45-D/8, Moore Avenue
Calcutta-40

17) Sri Tapankumar Sen (29)

N.B. The Secretary, Editor and Treasurer shall be the ex-otticio members of all the standing committees. The Librarian shall be the ex-officio member of the Library Science Traning Committee.

গ্রাম উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

অমলেন্দু রায়

ভারতবর্ষ গ্রাম বহুল দেশ। এখানকার প্রায় সত্তর ভাগ লোক গ্রামে বাস করেন।

গ্রাম প্রধান দেশে, যদিও গ্রামে বেশীর ভাগ লোকই বসবাস করে তবুও তারাই সবচেয়ে অবহেলিত। সেখানে আছে উপযুক্ত বিদ্যালয়ের অভাব। সেখানে নেই কঠিন কোন আধুনিকতার ছাপ। সেখানে আজও সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা নেমে আসে, কোন প্রাণ আর সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও তারা সরল, আজও আমাদের অনেকের কাছে তারাই বরণীয়।

মানুষকে যুগোপযোগী করে তুলতে হলে তার মধ্যে কিছুটা শিক্ষার বিকাশ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই শিক্ষা দিতে পারে শিক্ষক। তাই দেখা যায় কিছু কিছু গ্রামে পাঠশালা বা প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল আছে। শিক্ষার প্রসার করতে পারলে মানুষকে শিক্ষিত করা যায়। তাকে যুগোপযোগী করা যায়। কিন্তু কিছু স্কুল স্থাপন করলেই কি শিক্ষার প্রসার করা যাবে? হয়তো যাবে, কিন্তু তারা তাদের শিক্ষার পর হয়তো জ্ঞান চর্চার অভাবে আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। তাহলে আমরা কি দেখব? নীটফল প্রায় শূন্য হয়ে যাবে।

গ্রন্থাগার ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করাও বেশ কষ্টসাধ্য। যা হোক বহু আন্দোলনের ফলে এখন প্রায় সব স্কুলে একটি করে নিয়মমাফিক গ্রন্থাগার রাখা হয়েছে। এসব গ্রন্থাগারে না আছে উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক, না আছে ছাত্রদের পাঠোপযোগী বই।

সরকারী প্রচেষ্টায় কয়েকটি গ্রামে গ্রন্থাগার গড়া হয়েছে। তারও ইতিহাস খুব সহজ নয়। গ্রামীণ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে মোটামুটি গ্রামের লোকের সহযোগিতায়। কিছু স্থানীয় লোক নিজেদের প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার গড়ে তোলে। গড়া গ্রন্থাগারকে সরকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসে এবং এই ভাবেই সরকারী প্রচেষ্টায় গ্রামীণ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা অনেকখানি। শিক্ষক নিরক্ষরকে সাক্ষর করেন। গ্রন্থাগারিক সাক্ষরদের আরও তথ্য সরবরাহের মধ্য দিয়ে তাদের উন্নতির উচ্চ শিখরে যেতে সাহায্য করেন। গ্রন্থাগারিকের উচিত একজন উপযুক্ত সাহায্যকারী হওয়া। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক তাঁর গ্রন্থাগারের চারিদিকের লোকেরা কোন্ ধরণের জিনিষ জানতে চান বা কি জানলে তাঁদের সুবিধা হতে পারে সেটা জেনে নিয়ে সেই ধরণের বই সংগ্রহ করে পাঠকদের গ্রন্থাগারমুখী করার চেষ্টা করতে পারেন। এতে একদিকে যেমন স্থানীয় লোকেদের সাহায্য করা হবে অন্যদিকে তেমনি দেশের উন্নতির কাজও করা যাবে।

গ্রন্থাগারিকরা সমাধান করবেন মানুষের মনের খোরাকের সমস্যার, তার তথ্য সমস্তার।

সুখের বিষয় সরকার বিনাপয়সায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। (কিন্তু বিনাপয়সায় গ্রামে গ্রন্থাগার সাহায্য ছাড়া কি সরকার তাঁর কাঙ্খিত পথে আগাতে পারবেন?) বিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগার একে অপরের পরিপূরক। তাই আমার মনে হয় সরকারের এখনই উচিত গ্রামের গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য বিনা পয়সায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করা। আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছেন যে প্রতি পাড়ায় একটি করে 'Study Cricle,' থাকা উচিত, যেখানে ছাত্ররা নতুন ভাবধারা এবং দেশের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগার সাক্ষর বা নিরক্ষর যাইহোক না কেন সমভাবে তাদের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে স্ব-শিক্ষার সুত্রপাত

ঘটাতে পারেন। আবার কিছু শিক্ষার পর, তাঁরা আবার সব ভুলে না যায় তার দিকে বিশেষ নজর রেখে, দেশের উন্নতির চেষ্টাতে সাহায্য করতে পারে। এই ধরনের গ্রন্থাগার মানুষকে অজ্ঞতার আড়াল থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে পারবে। গ্রন্থাগার যেমন পাঠকদের সাক্ষর করতে পারে আবার নিরক্ষরদের মধ্যে যেন জ্ঞানের আলো দেখাতে পারে। গ্রামের চাষী ভাইদের গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা উন্নত চাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারেন নানা মূল্যবান পুস্তক থেকে মনীষীদের বক্তব্য সমাজের লোকেদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে পারেন।

প্রতি ব্লকে একটি করে সংগ্রহশালা হয়তো গড়ে তোলা সহজ নয়, তবে গ্রামীণ গ্রন্থাগার ইচ্ছা করলে আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদ যা নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তা সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারে সংগ্রহশালা খুলতে পারে। এতে আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদ যেমন রক্ষা হয় তেমন অনেক জানার জিনিষ আমরা এসব থেকে শিখতে পারি।

এই ভাবে যদি আমরা গ্রামের গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে পারি তবে গ্রাম উন্নয়নের পথে আমরা একধাপ এগিয়ে যেতে পারি। শহরে গুটি কয়েক গ্রন্থাগার গড়ে তুললেই আমরা মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে পারব না। শহরে অনেক কিছু দেখার সুযোগ আমরা পাই, সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু জেনে নিতে পারি। কিন্তু গ্রামে এসব সুযোগ মেলা ভার। তাই গ্রাম উন্নয়নে একমাত্র স্কুলের সাথে, গ্রন্থাগারই দেশের মানুষকে উন্নত জীবনযাত্রার পথ কিছুটা দেখাতে পারে।

গ্রামে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ করে দিতে হলে সর্বাগ্রে যে সমস্যা দেখা দেবে তা হচ্ছে অর্থনৈতিক। টাকা ছাড়া কোন কাজ করা যে বেশ কঠিন তা আমরা সবাই বুঝি। কিন্তু এ এক অচল অবস্থা, টাকা পাওয়া ভার। শিক্ষা খাতে যে ব্যয় হয় তার অন্ততঃ শতকরা দশ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার পরিচালকদের অবশ্যই গ্রন্থাগার প্রেমিক হওয়া উচিত। তাঁরা যদি গ্রন্থাগারের সমস্যা সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল না হন তবে গ্রন্থাগার পরিচালনায় বাধা আসবেই। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সঠিক চলতে পারে একমাত্র উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার পরিচালক মণ্ডলীর সহযোগিতায়

গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা নিরক্ষরদের ও গ্রন্থাগার মুখী করতে পারেন যদি তাঁরা গ্রামের চাহিদা মত নানা প্রয়োজনীয় তথ্য তাদের দিতে পারেন। চাষীদের কি করে উন্নতি করা যায় তা যদি গ্রন্থাগার বন্ধুরা তাঁদের বুঝিয়ে বলতে পারেন তবে প্রায় সব চাষীভাইরা গ্রন্থাগারিককে তাঁদের বন্ধু বলে জেনে নেবেন। তখনই আমরা দেখতে পাব গ্রাম বাংলার সার্থক গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারিক হয়ে উঠবেন সামাজিক বন্ধু।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় ২৩-তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনে সত্যানন্দ মণ্ডলের পরিবর্তে সত্যানন্দ মজুমদার ছাপা হয়েছে। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক

জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে জাতীয় পর্য্যায়ে আলোচনা, ১৯৭৮

ব্যোমকেশ মাইতি

২

ইংরাজী ১৯৭৮ সাল। এটি ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্লাটিনাম জুবিলির বছর। কার্য্যতঃ এর জীবন শুরু ১৮৩৫ সাল থেকে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী যেদিন শুরু হল। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামে এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন সর্বসমক্ষে। সেই হিসাবে ১৯৭৮ সাল প্লাটিনাম জুবিলির বছর।

প্লাটিনাম বছর গ্রন্থাগারের ইতিহাসে বয়ঃসন্ধির এক ধাপ। এ বছরটি-আরো স্মরণীয় হয়ে থাকল এইজন্য যে জাতীয় গ্রন্থাগারকে ঘিরে দু-দুবার জাতীয় পর্য্যায়ে আলোচনা সভা হয়ে গেল। এটা সুলক্ষণই বলতে হবে। একবার কর্তৃপক্ষের তরফে আয়োজিত হয় এপ্রিল মাসের ২২ থেকে ২৪ তারিখের মধ্যে এবং দ্বিতীয় বারেরটির উদ্যোক্তা জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ (National Library Employees Association) এটি অনুষ্ঠিত হয় নভেম্বরের ২২ থেকে ২৫ তারিখের মধ্যে।

জাতীয় গ্রন্থাগারকে ঘিরে অনেক হৈ চৈ লেখা পড়া খবরের কাগজে হয়ে গেছে আগে। ভারত সরকার থেকে রিভিউয়িং কমিটি (ঝা কমিটি) জাতীয় গ্রন্থাগারকে নিয়ে ১৯৬৯ সালে এক রিপোর্ট পেশ করেন। তারপর ১৯৭৬ সালে লোকসভায় পাশ হয় জাতীয় গ্রন্থাগার আইন। এই আইনের খসড়া বিলটির বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিরোধীতা করা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭৬এ জরুরী অবস্থার সময়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়, যদিও পরবর্তী জনতা সরকার এটি কার্যকর করা থেকে বিরত থেকেছেন।

তাহলে প্রশ্ন—জাতীয় গ্রন্থাগারের ব্যাপারটা কি? এর কিছু গোলমেলে দিক আছে নাকি। সেটি ঠিক কী? আসলে ব্যাপারটি এরকম মনে করাই বোধহয় সমীচীন হবে। গ্রন্থাগারটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং বয়স্ক বটে। প্রয়োজন ছিল অনেক আগেই এর সম্পর্কে জাতীয় স্তরে আলোচনা ও পর্য্যালোচনা এবং যদি এর কোন ঘাটতি বা গলদ থাকে তবে তার সুবন্দোবস্ত করা। সেটি কখনও ঘটে ওঠেনি। রিভিউয়িং কমিটি প্রাথমিকভাবে সে উদ্দেশ্য স্থাপিত হয়নি, সেজন্য বোধ হয় এর—সুপারিশগুলি যথেষ্ট কার্যকর হয়নি। ১৯৭৮ সালে যদি প্লাটিনাম জুবিলি পালন করতে গিয়ে এর সম্পর্কে আলোচনা হয় জাতীয় পর্য্যায়ে তবে তা ভালই বলতে হবে। দেশবাসী এই গ্রন্থাগারকে শুধু জানলেনই না, এর সমস্যাটা কি সে সম্বন্ধে কিছু ভাববার এবং নির্দেশ দেবার সুযোগ পেলেন। দুটি আলোচনা সভার উদ্যোক্তাগণ ধন্যবাদার্হ—বিশেষতঃ এজন্য যে জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে আরো আলোচনা সভা হবে এবং সকলের সম্মিলিত বিচার বিবেচনা ও প্রচেষ্টার দ্বারা এর অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিগত কয়েক বৎসরে জাতীয় গ্রন্থাগারের গতি মন্থীভূত হয়েছে। হয়েছে অনেকের সমালোচনার বিষয়বস্তু। কেউ কেউ বলেছেন একে স্বয়ংশাসিত সংস্থা করে দেওয়া হোক, তাহলে এর সমস্যা দূর হবে। অনেকে এতে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন—স্বয়ংশাসিত যে সমস্ত সংস্থা রয়েছে সেগুলি যে আশানুরূপ ফল দিচ্ছে না তার উপায় কি? তাহলে উপায়টা কি। যেমন জাতীয় গ্রন্থাগার চলছে তাই চলুক। আরও তো পাঁচটা সংস্থা—সরকারী অথবা স্বয়ং শাসিত। সমালোচনা তো সে সবেরও হয়। রেলগাড়ী কি উল্টায় না, টেলিগ্রাম কি নির্দিষ্ট সময়ের পরে পৌছায় না, অথবা ভি-আই-পি উড়োজাহাজ মুখ থুবড়ে কি মাটিতে পড়ে না? এসব যদি হয় তবে জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে এত হৈ চৈ কেন।

আসলে জীবন হানিটানি হওয়ার মত ব্যাপার ঘটেনি সত্য কিন্তু যতটা ভাবনা চিন্তা বা খ্যাতি পাওয়া উচিত ছিল গ্রন্থাগারের তা সে পায়নি। যতটা দাবী এর কাছে করা হয়েছে তা এটি পূরণ করতে পারেনি। উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায়-যে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আশানুরূপ ফল প্রদর্শন না করলে তারা বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য কমিটি ইত্যাদি নিয়োগ করে মতামত নেয় এবং সেইমত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করেই, কিন্তু এই জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য তেমন কিছু হয় নি এই ৭৫ বছরে। সেদিক দিয়ে ১৯৭৮ সালের আলোচনা সভা প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে।

২

এপ্রিলের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। সভা শুরু হয় ২২ তারিখ. পশ্চিমবাংলা সরকারের লোকরঞ্জন শাখার উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে এরপর জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা (Director) শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত স্বাগত ভাষণ দেন।

তৎকালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগার আমাদের গর্বের বস্তু। আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। জাতীয় গ্রন্থাগার আইন কার্যকর করা হচ্ছে না কিন্তু গ্রন্থাগার রাজ্যের তালিকাভুক্ত বিষয়। জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সাংগঠনিক সমস্যা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে সব স্বাক্ষরদের জন্য পুস্তক প্রকাশের সমস্যা, ভাল ছাপার সমস্যা, কাগজ পাওয়ার সমস্যা। পঠন পাঠনের অভ্যাস যদি দেশবাসীর মধ্যে সঞ্জীবিত রাখতে হয় তবে এসব সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। কেরল রাজ্য বাজেটের শতকরা চল্লিশ ভাগ ব্যয় করতে পারে এবং সেজন্য সেই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা বহুলাংশে আশাব্যঞ্জক।

জাতীয় গ্রন্থাগারের বিষয়ে তিনি বলেন যে এর বর্তমান প্রধান সমস্যা হচ্ছে স্থান সংকুলানের। সরকার এবিষয়ে বিবেচনা করছেন। জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা হওয়া খুবই ভাল। গঠনমূলক সমালোচনা একে উন্নতি করতে সাহায্য করবে। তিনি এর ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবে আশা প্রকাশ করেন যে জাতীয় গ্রন্থাগার আরও অনেক বড় হবে ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।

বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র জাতীয় গ্রন্থাগারের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পর্যালোচনা করেন ও নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

প্রধান অতিথি শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর ভাষণে বলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে পরোক্ষে কিছু কিছু উপকারও করে ফেলেন, তার নিদর্শন হচ্ছে জাতীয় গ্রন্থাগারের মত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংকল্প। কিন্তু বর্তমান অবস্থা এই যে ভারতের হাজার হাজার গ্রামের মানুষ শিক্ষার কোন স্পর্শ পাননি, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ তাই একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থাগার রাজ্যের বিষয়ভুক্ত এবং সেজন্যই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করা দরকার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। বই ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরিকল্পনা কেবল কাগজেই থেকে গেছে। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ আশু প্রয়োজন এবং সেজন্য রাজ্য সরকার সর্বরকমে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

এর পর জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীব এস কেশবন বলেন যে এই সভায় বিদেশের গ্রন্থাগার সমূহের তরফে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত রয়েছেন। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব রয়েছে, রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—তাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বর্তমান যুগে দায়িত্বের সমম বণ্টন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা। জাতীয় গ্রন্থাগার বলতে একটি মাত্র জাতীয় গ্রন্থাগারের অবস্থিতি ভাবা চলে না। এদেশে আরও অনেক জাতীয় গ্রন্থাগার প্রয়োজন।

এই আলোচনা সভায় অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান অসীম কুমার দত্ত। অধ্যাপক দত্ত কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শ দেন। তিনি বিশেষ ভাবে বলেন যে

আমাদের দেশে Books in Print প্রকাশ করা আশু প্রয়োজন, ডেলিভেরী অব বুকস এ্যাক্টের সংশোধন করে প্রকাশকদের বই পাঠানোর জন্য ডাক মাশুল রেহাই দেওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া দিকগুলির সত্বর বিবেচনা করা ও পূরণ করা উচিত।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানশিক্ষণ বিভাগের প্রধান শ্রী পি বি মঙ্গলা বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগারকে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী জাতীয় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যার দিকগুলির আলোচনা করেন ও সমাধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই আলোচনা সভায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের তরফে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতি কাপ্লান। তিনি লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা করেন। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ লাইব্রেরীর তরফে উপস্থিত ছিলেন ডেনিস গ্রান্টন্। তিনি জুলাই ১৯৭৩ এ সংগঠিত লাইব্রেরীর উপরের ডঃ বকলণ্ডের প্রবন্ধ পাঠ করেন ও আলোচনা করেন। সোভিয়েট রাশিয়ার তরফে উপস্থিত ছিলেন সোভিয়েট ভাইস-কন্সাল। তিনি ১৮৬২ সাল থেকে সে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিবর্তনের পরিচয় দেন। জাপানের তরফে উপস্থিত ছিলেন জাপানের ভাইস কন্সাল শ্রীএইচ ফুজিতা। জাপানের জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার লিখিত বিবরণ তিনি পাঠ করেন।

পরিশেষে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন এটি বেশ বোঝা যায় যে, যে কোন জাতীয় গ্রন্থাগারের তিনটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে এটি হবে জাতির জ্ঞানরাজ্যের সর্ববৃহৎ সংগ্রহশালা, এই সম্পদের সর্ববৃহৎ সরবরাহ সংস্থা এবং এটি দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে থেকে সাংগঠনিক ও সহযোগিতার নিয়ামক হবে। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি হয়েছে বিঘ্নিত। মেকলের শিক্ষানীতির উপর নির্ভরশীল। তাই আজ দেশের শতকরা তিনজনও ইংরাজী বোঝে না। শিক্ষাব্যবস্থা শুরু হয়নি সাধারণ জনগণের জন্য। জাতীয় গ্রন্থাগারে একন্য আজ দেখা যায় শতকরা পঁচাত্তিশজন অতি সাধারণ রকম পড়াশুনার জন্যই আসেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের গড়ে ওঠা উচিত ছিল গবেষণার কেন্দ্রস্থল হিসাবে।

(৩)

নভেম্বর ২২-২৪ তারিখে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ পালন করে প্লাটিনাম জুবিলী বর্ষ দুটি আলোচনা সভা, বই মেলা ও মুদ্রণের বিবর্তনের উপর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। ২২ তারিখ সভার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। সভার প্রথম দিনের (২২শে নভেম্বর) সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, আর প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়। সভা শুরু হয়—জাতীয় গ্রন্থাগার স্পোর্টস্ এ্যাণ্ড রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গীত দিয়ে।

স্বাগতে কর্মী পরিষদের সম্পাদক শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায় বলেন যে এই আলোচনা সভার মাধ্যমে আমরা আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যপদ্ধতি মূল্যায়ন করতে চাই। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি নীতি নির্ধারিত হোক যার মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগারও নিজস্ব স্থান পাবে। তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন যে কোন না কোন দিন জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে জাতীয় নীতি গ্রহীত হবে আর সেই নীতি নির্ধারণের পথে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভা তার প্রথম সোপান হয়ে রইল।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর ভাষণে বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে অনেক সময়ে কিছু কিছু সংবাদ তাঁর নজরে এসেছে। তিনি এটা বোঝেন যে এর কিছু কিছু সমস্যা আছে, কোন কিছু আলোচনার সুযোগ না দিয়ে একটি আইনও পাশ হয়ে যায় বিগত পার্লামেন্টে। কিন্তু হওয়া উচিত সকলে মিলে বসে আলোচনার মাধ্যমে এর জন্য একটি নীতি নির্ধারণ। গ্রন্থাগার আরও অনেক বড় হবার অপেক্ষা রাখে এবং দেশের সুধী, বিদ্বজ্জন ও সরকার মিলে

এর সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন।

উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য ভাড়ি খড়ি যে আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল তিনি তার সমর্থন করেন নি। এই গ্রন্থাগার দেশের একটি অমূল্য সম্পদ। এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

উপাচার্য ডঃ প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের পরিচয় সম্পর্কে নানা বিষয় উল্লেখ করেন। যদিও ইদানীংকালে তিনি এই গ্রন্থাগারের সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন না তথাপি এর সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

২৩শে নভেম্বর সারাদিন ধরে চলে আলোচনা। বিষয় ছিল—জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তব্য Role of the National Library of India)। এদিনের আলোচনা সভার পরিচালক ছিলেন ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীবি এল ভরদ্বাজ। সভার সাফল্য কামনা করে দেশের এবং বিদেশের বহু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক তাঁদের শুভেচ্ছা ও তথ্যাদি পাঠিয়েছিলেন। লিখিত প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন শ্রীগিরিজা কুমার (জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীদেশরাজ কালিয়া (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী), শ্রীএন কে গোইল (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কুক ইনষ্টিটিউট অব ইকনমিক্ গ্রোথ) শ্রীসুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস (দিল্লী ব্রিটিশ কাউন্সিল), শ্রীঅরুন কুমার দাশগুপ্ত (এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ষ্টাফ কলেজ, হায়দরাবাদ) এবং ডঃ বিমল কুমার দত্ত (বিশ্বভারতী)। এর মধ্যে শ্রী গিরিজা কুমার ও ডঃ বিমল কুমার দত্ত এবং আরও অনেকে নানা কাজের জন্য আসতে পারেন নি। অন্যান্য প্রবন্ধকার গন নিজে উপস্থিত থেকে তাঁদের মতামত ব্যাখ্যা করেন। কর্মী পরিষদ যাতায়াত বাবদ কাউকে পাথেয় দিতে পারে নি। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের তরফে মূল প্রবন্ধটি (working paper) উপস্থাপিত করার ভার পড়ে বর্তমান প্রবন্ধটির লেখকের উপর। শ্রীগিরিজা কুমারের প্রবন্ধ পেশ করেন সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী (বেলভিডিয়ার)-র শ্রীপি এন ভেঙ্কটাচারী আর ডঃ দত্তের প্রবন্ধ পেশ করেন শ্রীবিমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ন্যাশনাল লাইব্রেরী)। আলোচনা বেশ মনোজ্ঞই হয়েছিল। আলোচনায় বিভিন্ন সময়ে সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরীর শ্রীএন বি মাথাড়ে, শ্রীকে এম গোবি, শ্রীপি এন ভেঙ্কটাচারী অংশ গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীফনীভূষণ রায় ও সম্পাদক শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ও আলোচনায় যোগ দেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা (Director) বলেন যে, দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে হলে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে একটি সর্বভারতীয় কমিশন যারা এই সমস্যা বিবেচনা করে নীতি ও কর্তব্য স্থির করবেন। এলোমেলো ভাবে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মী ও পাঠক বহুলাংশে এই আলোচনা সভায় যোগ দেন ও অংশ গ্রহণ করেন। সভায় র‍্যাপোর্টিয়র (Rapporteur) ছিলেন শ্রীশ্যামলাবিহারী ঘোষ, শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ ও শ্রী অরুন কুমার মুন্সী।

আলোচ্য বিষয়বস্তু বিশদভাবে এই প্রবন্ধে বলা যাবে না, তবে এটুকু বলা যায় যে জাতীয় গ্রন্থাগারের বিগত ইতিহাস, বিশেষ ভাবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে বিগত তিরিশ বছর এটি কেমন ভাবে কতটা পাঠকের প্রয়োজনে এসেছে এবং ভবিষ্যতে এর কার্যপ্রণালী কি হওয়া উচিত মূলতঃ এটিই ছিল এদিনের আলোচনার বিষয় আর এতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী।

শেষদিন অর্থাৎ ২৪শে এপ্রিল এ ছিল এক সমকালীন বিষয়ে আলোচনা শিক্ষা ও ভাষা সমস্যা (Education and the language problem)। এতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—(রীডার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতকোত্তর শিল্প বিভাগ), শ্রীতরেশ মৈত্র (সভাপতি পঃ বঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ) অধ্যাপক শ্রীসত্যসাধন চক্রবর্তী (সম্পাদক, পঃ বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি) ও শ্রীজীবেন দাশগুপ্ত (এ-বি-টি-এ)।

প্রতিদিনই সভা ও আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল (গান, সিনেমা ও থিয়েটার)। এপ্রিলের সভাতেও এরকম ব্যবস্থা ছিল। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের তরফে তখন প্রতি কর্মচারীকে একটি পিতলের ব্যাজ একটি পেন, একটি বলপেন ও এক বাক্স খাবার অধিকর্তা (Director) নিজ হাতে বিতরন করেন। কর্মী পরিষদের কর্ম কর্তাগণও এক বাক্স খাবার এবং একটি করে স্মরনিকা (Souvenir) প্রতি কর্মচারীকে দিয়েছেন। কর্মী পরিষদকে অবশ্যই অনেক কাঠিন্যের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। প্রধান সমস্যা ছিল টাকার। সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় নি। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে অনুষ্ঠানটি খুব ভাল ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে এবং এজন্য অনেক সংস্থা ও ব্যক্তির আন্তরিক সহায়তা ও পরিশ্রমই দায়ী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগার সমূহের জন্য গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা দান করুন

পশ্চিম বাংলায় ভয়াবহ ও অভূতপূর্ব বন্যার ফলে সহস্রাধিক গ্রন্থাগার গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও আসবাব-পত্রের পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। নূতন গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা ক্রয় করে ক্ষতিপূরণ করা বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে অসম্ভব

গ্রন্থাগারগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের মেরুদণ্ড স্বরূপ। তাই গ্রন্থাগারগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করা সমাজ সচেতন মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রত্যেক গ্রন্থাগার, প্রকাশক ও নাগরিকদের কাছে আবেদন রাখছেন যে তাঁরা যেন সহানুভূতিসূচক মনোভাব নিয়ে সাধ্যমত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা দান করে দুর্গত গ্রন্থাগারগুলির পাশে এসে দাঁড়ান। এই গ্রন্থগুলি পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে (পি. ১৩৪ সি. আই. টি. স্কিম, নং-৫২, এন্টালী পদ্মপুকুর, কলিকাতা-১৪ ফোন নং—৭৪-৮৭৬৬) অথবা জাতীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগার (কুচবিহার), উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কাছেও জমা দেওয়া যাবে।

প্রবীর রায় চৌধুরী
কর্মসচিব

গ্রন্থাগার সংবাদ

নৈহাটী রবীন্দ্র পাঠাগার—২৪ পরগণা ॥

নৈহাটী রবীন্দ্র পাঠাগারের উদ্যোগে গত ৫ই নভেম্বর ১৯৭৮ রবিবার সন্ধ্যায় পাঠাগার ভবনে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বয়স্কশিক্ষা কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে, জাতীয় বয়স্ক-শিক্ষা শিক্ষণ—এই পর্য্যায়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভার আহ্বায়ক শ্রীঅনুপম রায় এই আলোচনার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, এই জাতীয় কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণে অন্যান্য সমাজ সেবামূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ছাড়াও, প্রতিটি গ্রন্থাগারের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। কেবলমাত্র গ্রন্থাগারগুলির সহযোগিতায় এই কর্মসূচী সাফল্যলাভ করতে পারে। কেননা, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র আক্ষরিক জ্ঞান অর্জন নয়; এর যথার্থ অনুশীলনের প্রয়োজন আছে—একথা অনস্বীকার্য।

॥ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্মচারী সমিতি পারুলিয়া শাখা—শ্যামনগর ॥

গত ২৫ শে নভেম্বর ১৯৭৮, শনিবার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির পারুলিয়া শাখা কমিটির গ্রন্থাগার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথির পদ অলংকৃত করেন যথাক্রমে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও কথাশিল্পী শ্রীহরবনাথ ঘোষ। সভার উদ্বোধন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীতারা দাস।

॥ বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার, চাকদহ, নদীয়া ॥

পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রতিক বন্যা বিপর্যয়ে পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ বন্যাত্রাণে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। পাঠাগারের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় পাঠাগার ভবনে ২৩শে অক্টোবর হতে এক পক্ষকাল ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, চাকদহ শাখা ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে বন্যার্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধাদি প্রদান করা হয়।

॥ কোচবিহারে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ॥

গত ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৮ পশ্চিমবঙ্গের এবং কোচবিহার জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঙ্গ সঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি, কোচবিহার জেলা শাখার পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ বিভাগের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। শ্রীচৌধুরী তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও গ্রন্থাগার আইনের ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছিলেন কো-অর্ডিনেশন কমিটির শ্রীজীতেন নন্দী, এ বি টি এর শ্রীবসন্ত রায়, পঃ বঙ্গ সঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির কোচবিহার শাখার পক্ষের শ্রীজীবতোষ দাস ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কোচবিহার জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীবিমল ব্যানার্জী।

॥ নেতাজী পাঠাগার—শ্রীরামপুর ॥

গত ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮, শনিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় শ্রীরামপুর 'রবীন্দ্রভবন'-এ জাতীয় শিক্ষক শ্রীকার্তিক

চন্দ্র দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারের দ্বাদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ মহাশয়। পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসোমনাথ চক্রবর্ত্তী পাঠাগারের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

॥ নীতিশচন্দ্র বাগচী মেমোরিয়াল লাইব্রেরী ৬৬, ক্ষেত্র মোহন সা স্ট্রীট, শ্রীরামপুর ॥

Y. H. A. I. Hoogly District Committee-র প্রথম সভাপতি, নীতিশচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার্থে, তাঁর জন্মদিনে গত ৩রা আগষ্ট ১৯৭৬ তারিখে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই বিশেষ পাঠাগারে ইয়ুথ হোস্টেলিং, হাইকিং, বাইকিং মাউন্টেনিয়ারিং, ক্যাম্পিং, ট্যুরিজম, অ্যাডভেঞ্চার প্রভৃতি বিষয়ের প্রামান্য ও তথ্য সম্বলিত পুস্তকাদি, মানচিত্র, ছবি প্রভৃতি রাখা হয় এবং এই বিষয়ে উৎসাহীদের বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা হয়।

পাঠক বর্গের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন এই গ্রন্থাগারের উপযোগী পুস্তক, মানচিত্র বা উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য দান করে এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসেন।

পাঠকক্ষ প্রতি সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বর্দ্ধমান জেলা শাখা সম্মেলন ॥

৫ই আগষ্ট, ১৯৭৮ বর্দ্ধমান মিউনিসিপাল বয়েজ হাই স্কুলে দুপুর ২টার সময় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের বিষয়ে বক্তৃতা দেন সর্ব্বশ্রী নারায়ণ চন্দ্র দে, বৃন্দাবন দাস, সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার গুপ্ত, সনাতন মণ্ডল, শ্বেতবাহন রায়, বর্দ্ধমান মিউনিসিপাল বয়েজ হাইস্কুলের গ্রন্থাগারিক, স্বপন সামন্ত, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবলচন্দ্র চৌধুরী, আব্দুল মমিন মিদ্দা ও সর্বশেষে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী।

এরপরে ৪-৩০ মিঃ-এর সময় প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয়। এই সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও বিধানসভার স্পীকার সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ। এই সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সম্পাদক সর্ব্বশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কৃষ্ণচন্দ্র হালদার এম, পি, প্রাক্তন বিপ্লবী ফকির চন্দ্র রায়, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি আমোদবিহারী বসু, দ্বারিকানাথ তা, এম. এল. এ., বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ফণিভূষণ রায়, দেবরঞ্জন সেন, এম. এল. এ., ও পঃ বঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যব্রত সেন।

এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি স্মারকপত্র প্রকাশ করা হয়।

॥ উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মিলনী, উত্তরপাড়া, হুগলী ॥

গত ৫ই নভেম্বর ১৯৭৮ তারিখে উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মেলনের ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হয়। সর্ব্বশ্রী ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার কুণ্ডু, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং গ্রন্থাগারিক নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতিবেদক : দিলীপ ভট্টাচার্য

সমালোচনা

ছোটনাগপুর লাইব্রেরী বুলেটিন, প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই—সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮।

উক্ত বুলেটিন আমাদের কাছে একটা উদ্বেগজনক সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে। এই সংবাদে প্রকাশ, বিহারের সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ও শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তুলে দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন বিহার সরকার। ফলে সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হল এবং ছুইশত গ্রন্থাগার কর্মী এক্ষুণিই বেকার হয়ে পড়লেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে ভারতে, কোন কোন অঞ্চলতো খুবই দুর্বল। ছোটনাগপুর অঞ্চলে ছয়টি জেলার গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার শুভানুধ্যায়ী যে নতুন ছোটনাগপুর গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করে এবং তার মুখপত্র রূপ একটি বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করার আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। এক অঞ্চলের কথা অন্যাঞ্চলে পৌঁছে দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকেও সংহত করার সুযোগ সৃষ্টি হলো এই প্রকাশনায়—হতে পারে, সে বুলেটীন সাইক্লোস্টাইল করা আপাতত ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকা। অন্যান্য প্রবন্ধ সমূহ ও বহু অজ্ঞাত তথ্য জ্ঞাপক সন্দেহ নেই। নিয়মিত এই বুলেটীন প্রকাশিত হলে আমরা খুবই আনন্দিত হব।

সত্যব্রত সেন

বিজ্ঞপ্তি

১৯৭৯ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসবে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত উৎসবে আপনাদের সকলপ্রকার সহযোগিতা একান্ত কাম্য। অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট স্থান ও তারিখ পরবর্তীকালে জানানো হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
তাং—২৭.১.৭৯

অরূপ রায়চৌধুরী
দিলীপকুমার ঘোষ
যুগ্মসম্পাদক
পুনর্মিলন সমিতি
(১৯৭৮-৭৯)

লণ্ডন লাইব্রেরী

["The Library which Inspires Affection" থেকে অনুবাদ করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাক্তন ছাত্রী দেবশিখা চট্টোপাধ্যায়।]

লণ্ডন শহরের সেন্ট জেমস্ স্কোয়ারে অবস্থিত 'দি লণ্ডন লাইব্রেরী' বিশ্বের সুবিদিত পাবলিক লাইব্রেরীগুলির অন্যতম। এখানকার ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান ডগলাস ম্যাথিউজ, এর সম্বন্ধে বলেন—"Affection best sums up the members, feeling" এই উক্তিই এই লাইব্রেরীর স্বরূপ চিনিয়ে দেয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে টমাস কারলাইল এই লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকেই এই লাইব্রেরী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। এঁদের মধ্যে আছেন চার্লস ডিকেনস্, ভারজিনিয়া উলফ, টি এস ইলিয়ট প্রভৃতি। এঁরা লাইব্রেরীকে দান করেছেন এক অমূল্য ঐতিহাসিক সান্নিধ্য এবং জ্ঞানের আলোকের স্পর্শ যা বিশ্বের দরবারে পরবর্তীকালে লাইব্রেরীকে দিয়েছে এক বিরাট জনপ্রিয়তা এবং এর প্রতি পাঠকদের এক আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসা।

যে সুযোগ সুবিধা এবং আরামদায়ক অনুভূতি পাঠককে এই লাইব্রেরীর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছে তা হল কর্মীদের সর্বসময়ের সাহায্য। এর সঙ্গে আছে বই পাঠের বিরাট সুবিধা, যে সুবিধার বলে পাঠক এক সঙ্গে ১৫টা এবং প্রয়োজন হলে ৪০টি বইও নিতে পারেন। অযথা ক্ষতি পূরণের দায় পাঠকের মনকে বিব্রত করে না কারণ বই পড়ার এত প্রচুর সময় (সময় সীমা ১ বৎসর) পাওয়া যায় যে, ক্ষতি পূরণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রয়োজনবোধে পাঠক ডাকে ৩৬ বার্ষিক পাউণ্ড চাঁদায় বই পেতে পারেন। পাঠক অন্যের সাহায্য ছাড়াই তাঁর ঈপ্সিত বই পেতে পারেন কারণ পুরানো ক্যাটালগিং সিসটেমে (১৮৯০) বর্ণানুযায়ী বই থাকার ফলে সাজানো বই খুঁজে পেতে খুব তাড়াতাড়ি সাহায্য করে।

পাঠকের চাহিদা জানানোর জন্য একটি 'সাজেসন বই' আছে। এছাড়া ইংরাজী ও ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত ১ মিলিয়ন বই সমৃদ্ধ এই লাইব্রেরী অন্যান্য সকল সাহায্যদানেও বিশেষ আগ্রহশীল।

[পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতির ১৩।১২।৭৮ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই চিঠিটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে লিখিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পত্রে আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায় কর্মসচিবের কাছে উক্ত কমিটির একটি সভা করে সিদ্ধান্তে আসার দাবী জানান। সভায় একজন ব্যতিত সমস্ত উপস্থিত সদস্য উপাচার্যের কাছে নিম্নোক্ত বিষয়ে পত্র লেখার পক্ষে কর্মসচিবকে পরামর্শ দেন।]

To
Dr Ramaranjan Mukherjee
Vice-Chancellor
Burdwn University
P. O & Dt. Burdwan.

19 December 1978.

Respected Sir,

I understand from an announcement in the Ananda Bazar Patrika dated 20 November 1978 that the Burdwan University has decided to start an "Advanced Diploma course in Library and Information Seience" with effect from the current year. The Executive Committee of this Association met on 13-12-1978 and falt deeply concerned at the professional implications of the above action of the University

The Executive Committee very much appreciates your interest in betterment of library science education in this part of the country. The Committee however feels convinced that the proposed starting of the new course is not a step in the right direction. On the other hand it is bound to harm those who have already passed B Lib Sc from different universities by creating a new level of education and training between the B Lib Sc and the M Lib Sc's. This will confuse the employers and will undermine the value of the B Lib Sc before the public eye through issue of an unscheduled category of diploma.

The Committee feels specially concerned because the UGC have in all their reports and seminars recommended imparting of library science education at your specific levels of Certificate, B Lib Sc, M Lib Sc and Ph D. They heve never approved introduction of a fresh level between the B Lib Sc and the M Lib Sc. A professional seminar organised under the initiative of the British Council in 1974 categorically recommended against introduction of any such new level which will confuse the public and harm the profession.

Under the circumstance the Committees would like to request you most earnestly kindly to withhold implementation of your above programme.

The Committee however will surely appreciate in case you decide to start a full-fledged M Lib Sc course after ensuring required fecilities.

We appreciate your interest in the bettemment of library science education and therefore feel sure that you will give our letter the consideration that it deserves.

With regards.

Your faithfully,
Sd/- P. Raychaudhury,
Secretary.

Copy to the
Head of the Dept. of
Lib. Sc.
Burdwan University
Golapbagh
P. O. & Dt. Burdwan.

English Abstracts

Granthagar Vol. 27, No. 12 March-April, 1978

Editorial.

Page 296

The editor gives a clear picture of the decaying condition of public libraries and how these libraries are being neglected for the last 30 years. It is for the first time we find that some effective steps have been taken by the Present Government of West Bengal for the development of these catagories of libraries by introducing integrated library system and in order to introduce library legislation in the state, a drafting Committee has been set up. The said committee has also been instructed to report within six weeks. The editor has also informed us that the government has examined the pros and cons of the complains against Raja Rammohon Ray Library Foundation, and reorganised the same Foundation for which it is of much help. The expenditure of the libraries have been increased substantialy this year. The West Bengal Govt alloted rupees one crore in the library budget of this year. Regarding the pay scales, the present Government has also decided to implement new payscales for library workers serving in these sponsored libraries. Decision has been taken to give interim pay to the library workers of these libraries. Additional grants have been approved for the purchase of books and furniture of these libraries. It is mentionable that these local and rural libraries had no such previous experience of getting this type of grants. It is also worth mentioned that all the librarians of different Institutions are reinstated who became unemployed during the previous years. It has been known from reliable source that the library professionals will be included in the District Social education Advisory Committee after their reorganisation. No doubt, some problems of the libraries are going to be solved under the leadership of B L A and due to sympathetic attitude of the present popular Government of West Bengal. But the Editor has reminded us that in order to develope and expand library system in our state, it is essential to launch an organised library movement.

Right books for less educated adult,

By Ashim Kumar Dutta Page-298

The author has emphasised that we should have books for the adult who are less educated and without having right books these less educated people will return to darkness of illiteracy. The author has also reminded the responsibility of librarians in this regard.

The new role and some questions involved in the yeoples' libraries for the rural development, By B. Mukhopadhyay, Priti Mitra and M. P. Saha. **Page-302**

They emphasised on the need to create libraries as information centres. They have also traced that it has vital importance of

collecting information. assimilation of information and dissemination of information. They felt that the libraries should be properly administered and the system of library science education should be properly organised.

Tee role of libiaries in the rural develop-
By Sulekha Gupta Pape-304

She has advocated life centred library service in the rural libraries.

The background of need based tax free integrated public library system,
By Ashok Basu.

Page-307

Mr. Basu has given a clear picture about the background of the need based tax free integrated library system with informative references.

The structure of West Bengal Public Library legislation : a paper for discussion in the 34th B. L. A. conference.

It has given us an ideal structure of public library system which is expected in the coming structure of West Bengal Public Library system.

An assessment of the Governing body of Bengal Library Association with regard to the present condition of library movement.

Page-323

It has analysed the pros and cons of library system existing in our state. Left front Government has attempted to frame library laws in order to introduce integrated library system in W. Bengal. It has further examined the problems of library professionals and it has also pointed out the future plans for library movement upon which the people and the library workers will be united.

Association News

Page-328

Bankura District Branch
West Dinajpur District Branch

Library News By Minati Chakraborty and Asitabha Das

Page-329

Mobile Surgarunhi Pathagar
Library for prisoners
Tamluk District Library, Midnapur
Pallisri Pathagar, Hirapore, Howrah
Ramkrishna Tarun Sangha,
Kamarpukur, Hooghly
Taragunia Binapani Pathagar, 24 Pgs
Naihati Rabindra Pathagar, 24 Pgs
Kamalpur High School Library
Foundation stone liad down by
Md Abdul Bari
Inaugaration of New building of Parimohan Smriti Public Library
First Conference of B. S. I. Librarians

General News, By Asitabha Das and Krishnapada Majumdar

Page-331

Rabindra rachanabali
Dr Kalidas Nag Medal
Train Library
Position of Calcutta in Individual Book Sale.
Colossus Jatindra Mohan
Rabindra Biographer honoured
Living Encyclopaedia

Government of West Bengal
Education Department
S. E. Branch

No. 374-Edn(SE) / SC-6/77 — Dated Calcutta, the 27th April 78

From : Shri A. K. Chakraborty
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Directer of Public Instruction, West Bengal.

Sub. : Advisory Council of Social Education for the Districts and for Calcutta Constitution and functions of.

In modification of the G. O No. 526-Edn(SE) dated 18. 9. 72 the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to approve of the Constitution of the District Advisory Councils of Social Education for fifteen districts (excluding Calcutta) and the Advisory Council of Social Education for Calcutta as in in connection with the implementation of the Social Education Schemes with immediate effect :-

A **For Fifteen districts (excluding Calcutta)**

1) District Magitrate/Deputy Commissioner... ....Chairman
2) District Social Education Officer............... ....Member- Secretary.
3-8) Not more than six M. L. A's to be nominated by the State Government ....Members
9-12) Four Social Workers to be nominated by the State Government.. Members
13-14) Two Educationists to be nominated by the State Government............................ ....Members
15-17) Three members from Librarians and their associations to be nominated by State Government... ....Members

B - **For Calcutta**

1) Deputy Director of Public Instruction... ....Chairman (Social Education), West Bengal.
2) District Social Education Officer, Cal... . ...Member-Secretary
3) Deputy Dirctor, Information & Public Relations... ....Members
4) Deputy Director of Social (Welfare (Social Welfare Directorate)............ ....Member
5) Education Officers, Calcutta Corporation ....Member

6-11) Not more than six M. L. A.s to be nominated by the State Government.. ...Members

12-15) For Social Works or Persons interested in Education to be nominated by the State Govt.. Members

16-18) Three members for the Librarians and their associations to be nominated by the State Govt.. Members

The functions of the Advisory Councils shall be as follows :-

i) Selection of Libraries, Social Education Centres, (Excluding adult education), Night School (excluding adult education) etc. for the purpose of payment of Government grants.

ii) Distribution of Government grants amongst the above institutions.

iii) Selection of staff of the Sponsored Libraries with approval of the Director of Public Instruction, West Bengal.

iv) Recommendation to Govt. for approval of the Managing Committees of the Sponsored Libraries.

v) Recommendation for approval of the plans and estimates of sponsored Library buildings.

vi) Inspection and Supervision of the working of the Libraries and other institutions functioning for the cause of Social Education and suggest measures for improvement of the activities of the institutions.

vii) Any other function while might be entrusted by the State Government.

Sd/—Illegible
Deputy Secretary.

No. 374/1 (50)—Edn (SE)

Copy forwarded to the :-

1) Dy. Director of Public Instruction (Sec. Edn), W. B.
2) Information & Public Relation Department.
3) Relief & Welfare Department.
4) Deputy Magistrate/Deputy Commissioner, ______________
5) District Social Education Officer, ______________

for information.
Calcutta,
The 27th April, 78.

Sd/-Illegible
Deputy Secretary.

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর কর্মচ্যুত গ্রন্থাগার কর্মীদের পুনর্নিয়োগ এবং গ্রন্থাগার চালু করার দাবীতে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ তারিখের বিক্ষোভ মিছিলে যোগদানের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির আহ্বান।

বন্ধুগণ—

রাজাবাজার এলাকায় অবস্থিত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল হল ও লাইব্রেরী জনসাধারণ ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি পরিচিত নাম। ট্রাষ্ট পরিচালিত সংস্থাটির গ্রন্থাগারটিতে কয়েক হাজার বই আছে এবং তার অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক। ট্রাষ্টের সভাপতি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং কর্মসচিব শ্রীঅমিতাভ নিয়োগী। পাঠাগারটি কয়েকশত ছাত্রছাত্রী ও গবেষকবৃন্দ নিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন। গ্রন্থাগার ভবনটির নির্মাণে সরকারের আর্থিক সাহায্য যেমন রয়েছে আবার গ্রন্থাগারটির পরিচালনার ক্ষেত্রেও সরকারের প্রভূত বার্ষিক অনুদান রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঠাগারটি বন্ধ রাখা হয়েছে বিগত ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে। কারণ জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছিল বন্ধের কারণ কি এবং কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না কেন? ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে একটি নাট্য গোষ্ঠির কাছে হলটি ভাড়া দেওয়া আছে এবং তাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরোধের ফলে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। নাট্যগোষ্ঠীর উপস্থিতি যেমন গ্রন্থাগারের পাঠাভ্যাসের পক্ষে ক্ষতিকর, আবার গ্রন্থাগারটি বন্ধ করার জন্যও তারা কম অপচেষ্টা চালায় নি। পুলিশের নিস্ক্রিয়তার ধুয়া তুলে কর্মচারীদের নিরাপত্তা দিতে অপারগ হয়ে কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারটি বন্ধ রেখেছে।

বিগত ১২.৬.৭৮ তারিখে গ্রন্থাগারের কর্মীরা ট্রাষ্টের কাছে একটি স্মারকলিপিতে গ্রন্থাগারটি খোলার জন্য আবেদন জানান। তার কপি সদস্যদেরও দেওয়া হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না। এমন কি ফেব্রুয়ারী (১৯৭৮) মাসের বেতন, প্রায় দুবছরের বকেয়া মহার্ঘভাতা ও কর্মচারীদের দেওয়া হয় না। কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাও কর্তৃপক্ষের কাছে আটকে আছে, এ্যাকাউন্ট খোলা হয়নি। পরবর্তীকালে কর্মচারীরা বিষয়টি সরকারের গোচরে আনেন। পরিষদের অনলস চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মচারীদের সরাসরি বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু ৩।৪ মাস আগে দেখা গেল যে ট্রাষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন। যে পাঁচজন কর্মচারী কাজ করছেন তাদের বে-আইনভাবে বিনা কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়েই ছাঁটাই করে দিলেন। কর্মচারীদের নামে দোষ চাপানো হ'লো যে তাঁরাই নাকি গ্রন্থাগার খুলতে চাইছেন না। কিন্তু এর সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে কর্মচারীদের মাইনে দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার; এমন কি কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার বন্ধ রাখলেও সরকার কর্মীদের সরাসরি বেতন দিচ্ছেন। কিন্তু ট্রাষ্ট কর্তৃপক্ষ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করে তাদের মতামতের তোয়াক্কা না করেই কর্মচারীদের ছাঁটাই করে দিলেন।

আমরা এইরকমভাবে বিনা অপরাধে, আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়ে কর্মচারীদের বে-আইনি ছাঁটাই করার তীব্র নিন্দা করছি। আমরা দাবী করছি যে গ্রন্থাগার কর্মীদের স্ব-স্ব পদে ফিরিয়ে নিয়ে গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত রাখা হোক।

আমরা মনে করি যে এই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাতে হবে। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির যৌথ উদ্যোগে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী বুধবার বেলা ২-৩০ মিঃ প্রতাপ মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ও গ্রন্থাগার ও হলের সম্মুখে এক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হবে। আপনারা দলে দলে বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিন।

ইতি

বিশ্বনাথ কোলে (কর্মসচিব)	**৭ই ফেব্রুয়ারী জমায়েত স্থান : বিজ্ঞান কলেজ**	প্রবীর রায় চৌধুরী (কর্মসচিব)
পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার	**(রাজাবাজার) বেলা-২টায় বিক্ষোভ : প্রতাপ**	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
কর্মচারী সমিতি	**মেমোরিয়াল লাইব্রেরী বেলা-২-৩০ মিঃ**	২৫।১।৭৯

বার্ষিক চাঁদা—১৫.০০

Annual Price Rs. 15·00
Single Issue Re. 1·50

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—1
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 28 : No. 8

Nov—Dec. 197

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed : Sourendramohan Gangopadhayay at the Bangabasi Ltd. 26, Patuldanga Street, Calcutta—700009

Editor : Arun Ray

Associated Editor : Asitabha Das

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ১১ ফাল্গুন, ১৩৮৫

সূচী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন : ৩৫তম অধিবেশন, বাঁটরা, হাওড়া, ১৩-১৫ মার্চ, ১৯৭৯

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনায় ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হাওড়া শহরের বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী হলে ১৩-১৫ এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার, বিকাল ৫টায় সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্য মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী টি. এন. সিংকে অনুরোধ জানান হয়েছে। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র। বিশিষ্ট অতিথির আসন গ্রহণ করবেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য। ১৪ই এপ্রিল, শনিবার বিকাল ৬টায় সম্মেলনে ভাষণ দেবেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমল কুমার দত্ত। সম্মেলনে আপনার সাগ্রহ উপস্থিতি কামনা করি।

নিবেদক

		অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে	
শঙ্করীপ্রসাদ বসু	হরিদাস মুখোপাধ্যায়	গোবিন্দ চৌধুরী	ফণিভূষণ রায়	প্রবীর রায় চৌধুরী
সভাপতি	কার্যকরী সভাপতি	সোমনাথ মুখোপাধ্যায়	সভাপতি	কর্মসচিব
		যুগ্ম সম্পাদক		

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কর্মসূচী

১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৯ (শুক্রবার) বিকেল ৫—৭টা সম্মেলন ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৯ (শনিবার) সকাল ৮-১২টা সাধারণ গ্রন্থাগার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে আলোচনাচক্র। পরিচালক—শ্রীসত্যেন মৈত্র (বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ)।

অপরাহ্ণে ২—৫-৩০টা কলেজ গ্রন্থাগার সমস্যা নিয়ে আলোচনাচক্র। পরিচালক—অধ্যক্ষ অনিল রায় চৌধুরী (বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ)।

অপরাহ্ণ ৬টা—গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দের ভাষণ।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৯ (রবিবার) সকাল ৭-৩০—১১টা শিশু গ্রন্থাগারের উপর আলোচনাচক্র পরিচালক—শ্রী অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)।

১১টা—১২-৩০টা সমাপ্তি অধিবেশন—প্রস্তাবাদি গ্রহণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

(প্রত্যহ সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : অরুণ রায় | সহযোগী সম্পাদক : অসিতাভ দাশ

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ১১ | ফাল্গুন, ১৩৮৫

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে একটি অগ্রনী রাজ্য। অবিভক্ত ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষনে একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। ১৯৩৫ সালে তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে অধুনালুপ্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্ত্তিত হয় তাতে যোগদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিক্ষার্থীরা আসতেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে শুরু হয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স। ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্ত্তনের মাধ্যমে শুরু হয় এই রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন। বর্ত্তমানে এই রাজ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী কোর্স (একটিতে স্নাতোকত্তর কোর্স সহ) চালু রয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স ছাড়াও রহড়া ও কালিম্পং এ সরকারী উদ্যোগে সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়েছে। ইনষ্টিটুট অব লাইব্রেরীয়ানস্ নামক একটি সংস্থা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা এবং এ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স নামে দুটি কোর্স পরিচালনা করছেন। ইয়াসলিক কয়েক বছর আগে বিশেষ গ্রন্থাগারিকতা ও ডকুমেন্টেশনের উপর একটি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেন। কয়েক বছর চালু থাকার পর ঐ কোর্স বন্ধ হয়ে যায়। এই সংস্থা বর্ত্তমানে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে ছোট ছোট কোর্স শুরু করেছেন যা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বছর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করেন। কয়েক বছর পর ঐ কোর্স বন্ধ হয়ে যায়। মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষনের এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করলে পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ণ পদ্ধতি, ছাত্র ভর্তি সংক্রান্ত নীতি প্রভৃতি বিষয়ে নানা রকমের পার্থক্য ও বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যাবে। কয়েক বছর আগে ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে যে আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় এবং ইয়াসলিক পাঠচক্রের শততম অধিবেশন উপলক্ষে এই বিষয়ে যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তাতে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মূল সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

এক দশকের ও আগে ইউ জি সির উদ্যোগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৭ সালে ইউ জি সির পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষণ পদ্ধতি, ন্যূনতম শর্তাবলী, পাঠক্রম, মূল্যায়ণ প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সুপারিশ গৃহীত হয়। একাডা

ভি আর টি সি, ইনসডক প্রভৃতি সংস্থার উদ্যোগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। দুঃখের বিষয় এই গত আলোচনাচক্রের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি আজো এই রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়নি।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একই ধাঁচে, একই শিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি, একই পাঠক্রম অনুসৃত হবে তা আমরা কখনই বলি না। কিন্তু কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে পার্থক্য বা বৈপরীত্য না থাকা বাঞ্ছনীয়। আসল কথা কি উদ্দেশ্যে—কি সামাজিক পটভূমিকায় এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়টি আমাদের অনেকের কাছেই স্বচ্ছ নয়। বিগত দুই দশকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন, চর্চা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে সে বিষয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পরিচালকরা অনেকেই সচেতন বা সজাগ নন।

এই রাজ্যের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে যে অরাজকতা চলছে তার দুটি নিদর্শন দেওয়া যাক। সমগ্র বিশ্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ যেখানে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের (বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ পলিটেকনিক প্রভৃতি) হাতে চলে যাচ্ছে সেখানে আই ও এল হঠাৎ করে ডিপ্লোমা এবং এ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স নামে দুটি কোর্স চালু করলেন। এই কোর্সের প্রয়োজনীয়তা, মান, উদ্দেশ্য, স্বীকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। এই বছরে আবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বি লিব এস সি ও এম লিব এস সির মধ্যবর্তী একটি এ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে এই কোর্সের ফলে বৃত্তিগত চাকুরী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের স্তর ও মান নিয়ে নানা জটিলতা দেখা দেবে।

এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য অবিলম্বে এই রাজ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের একত্রে বসা প্রয়োজন। পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণার বিনিময়ের মাধ্যমে এই সব সমস্যার অধিকাংশই দূর করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্বার্থে এই রাজ্যের শিক্ষকরা এই বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করুন এই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

ভারতীয় বিষয়াদি এবং ডিউই দশমিক বিভাজন পদ্ধতি ও তার পরবর্তী সংস্করণ সম্পর্কে কিছু ভাবনা

অনিলচন্দ্র পাল

০ অবশেষে Lake Placid Club এই একটি স্মরণীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে—ডিউই দশমিক বর্গীকরণ-এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং তার বিশ্ববিজয়ী ধারাটি অব্যাহত রাখতে হলে 'জ্ঞান' বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়দেশেরই গুণীজনের সক্রিয় সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। এই ক্লাবের পক্ষ থেকে ভারতের নানান বিদ্বৎসভাকে আহ্বান করা হয়েছে যাতে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ভারতীয় বিষয়বস্তুগুলির বিভিন্ন দিক ডিউই বর্গীকরণে স্থানলাভ করতে পারে। এতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সংস্থাগত স্তরে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেছে। গত ১৯৭৬ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রযত্নে আহুত IASLIC এর সর্বভারতীয় সম্মেলনে এ-বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এ-সম্পর্কে অধিকতর অনুসন্ধানের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি স্থাপিত হয়েছে। কমিটির সর্বশেষ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবার আগেই তাঁদের সর্ববিধ কর্মের সহযোগী হওয়া প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারকর্মীর অবশ্য কর্তব্য। এবং সেজন্য এ-সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

১ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতীয় বিষয়বস্তু এক গুরুত্বপূর্ণ-স্থান অধিকার করে রয়েছে। ভারতবর্ষে উদ্ভূত প্রাচীন জ্ঞান ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে মনীষীদের সুপ্রচুর আগ্রহ দেখা গেছে। বেদ,বেদান্ত তন্ত্র, ভাষা, প্রাচীন বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, সঙ্গীত ও নাট্যকলা, সাধু-সন্তদের জীবনী সম্পর্কে বিশ্বজনের অনন্ত আগ্রহ জাগ্রত রয়েছে। তাই গ্রন্থাগারসেবার অঙ্গ হিসাবে বর্গীকরণের মূল্য রয়েছে বহুল পরিমাণে।

২ তাই ভারতের শাশ্বতরূপটি যাতে বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশিত হতে পারে সে-দিকে লক্ষ্য রেখেই বিভাজনের নীতি স্থির করা উচিত।

উদাহরণ : ধর্মাচারীদের নানান সম্প্রদায় আছে। রাজস্থানে বীর্যমার্গী নামে সম্প্রদায় বর্তমান আছে। যাঁরা ব্রহ্মচর্যের বিপরীত ধর্মে আস্থাশীল। এই সম্প্রদায়টিকে বিভাজনের ক্ষেত্রে অনুমোদন না দিলে ক্ষতি নাই।

৩ ধর্ম ও দর্শন বিভাজনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিপূজা, গুরুবাদ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে।

৪ যে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমাজগঠনে ভূমিকা আছে; যাঁরা মানবজীবনের বিশুদ্ধ ধারাটি ঐতিহাসিক প্রবাহের মাধ্যমে চালিত করছেন, তাঁদের সম্প্রদায়ের নাম ডিউই দশমিক বর্গীকরণে স্থান দেওয়ার জন্য অনুমোদন করা যেতে পারে।

৫ আত্মীকরণ পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ যে কোন সম্প্রদায়ের উপসম্প্রদায়গুলি মূল সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

উদাহরণ : আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, নেড়া ইত্যাদি উপসম্প্রদায় সবাই সহজিয়া সম্প্রদায় সম্ভূত। এখানে প্রত্যেকটি উপ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে মূলভাবনার ক্ষেত্রে যে সম্প্রদায়ের কাছে ঋণী সে উপ-সম্প্রদায়গুলিকে সেই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্তি করা উচিত। অথবা

কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, সখীভাবক, কিশোরী ভজন, রামবল্লভি, জগন্মোহিনী, গৌড়বাদী, সাহেবধানী, পাগলনাথি গোবরাই সম্প্রদায়ের সবাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রবর্তিত পথেই অংশতঃ বিচরণ করে থাকেন। এই সব উপ-সম্প্রদায়ের মূল

ভাবনা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কেন্দ্রিক। তাই এই সব উপ-সম্প্রদায়কে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরা উচিত।

উক্ত উপ-সম্প্রদায়গুলির শাস্ত্র হস্তলিখিত পুঁথিতে সীমাবদ্ধ। এবং তাদের ভাষাও দুর্বোধ্য।

৫১ ভিন্ন সম্প্রদায়তে নিষ্ফলা মতাঃ।

প্রশ্ন হল সম্প্রদায় কি? সম্প্রদায় হল ভাবনার বশবর্তী ধর্মীয় আচারশীল দল। তখনকার দিনে সম্প্রদায় গঠন করা একটি সহজ ব্যাপার ছিল না। নানারকম পরীক্ষার মাধ্যমে মত ও পথ পরীক্ষিত হলে তবে তাকে সম্প্রদায় বলে ধর্মীয় সমাজ গ্রহণ করত। ব্যাসদেব বা বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যলেখা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কর্ম বলে গণ্য করা হত।

উদাহরণ : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পর তাঁর প্রবর্তিত মতকে সম্প্রদায়ের রূপ দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য পরিজন দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্যের মতাবলম্বী হয়ে যান। কিন্তু জয়পুরের গোবিন্দমন্দিরের অনুষ্ঠিত এক বৈষ্ণবজন সভায় তাঁরা ধিকৃত হলে বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য বা অচিন্ত্য ভেদাভেদ ভাষ্য রচনা করে তাকে পঞ্চম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পরিণত করেন।

৫১১ তন্ত্রশাস্ত্র : ব্রাহ্মণ্যধর্মে তন্ত্র অনেকখানি স্থান অধিকার করে রয়েছে। তন্ত্রের প্রভাব বৌদ্ধ, জৈন ধর্মকেও প্রভাবিত করেছিল। পঠন, পাঠন ও গবেষণার মাধ্যমে তন্ত্রের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়েছে। তন্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড যেমন বৌদ্ধধর্মকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি তন্ত্রের দর্শন অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে প্রভাবিত করেছে এবং তন্ত্র তাদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে তাই তন্ত্রশাস্ত্রের বিভাজনের ক্ষেত্রে তন্ত্র সমস্ত পথকেই পরিক্রম করতে হবে আর তার দার্শনিক তত্ত্বগুলি দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গেই সংযোজিত হবে। তন্ত্রশাস্ত্রের অবয়ব বিভাজন নিম্ন ক্রমানুসারে করা যেতে পারে :

১ বেদাচার ৫ সিদ্ধান্তাচার
২ বৈষ্ণবাচার ৬ কৌলাচার। প্রচলিত ৬৪ তন্ত্র এই কৌলাচারের অন্তর্গত।)
৩ দক্ষিণাচার
৪ বামাচার

৫১২ শান্তি-বশ্য-স্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।
মারণান্তানি শংসন্তি ষট্‌কর্মানি মনীষিণঃ।
ষট্‌কর্মপদ্ধতি।

তন্ত্রোক্ত: শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণক্রিয়া হিন্দুধর্মের সামাজিক নীতিশাস্ত্র অনুসারে অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্ম বলে গণ্য হয়। কিন্তু বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য এগুলিকে নিন্দনীয় বলে আখ্যা দেননি। দুষ্টের বিনাশন, আত্মরক্ষা, সৌভাগ্যকরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হলে এগুলি দোষাই নয় বলে গণ্য হবে-এ-রকম বিধান দিয়েছেন। সুতারাং এই বিষয়টির ১৩৩.৮ [অতিন্দ্রিয় ধারণবাদ] এর কাছে নতুন একস্থলে করে দেওয়া যেতে পারে।

৫১৩ গ্রহশান্তি বিধান ১৩৩.৫৮৯১—[অষ্টাদশ সং] স্থান পেয়েছে। বিষয়টিকে এখানে স্থান না দিয়ে ৫০০ শ্রেণীভুক্ত করলে ভাল হয়।

৫১৪ স্বরতত্ত্ব, হনুমানচরিত্র, কাকচরিত্র, অধুনা কর্ণতত্ত্বের স্থান ১৩৫ এর কাছে দেওয়া যেতে পারে।

৬ ডিউই দশমিক বর্গীকরণে (অষ্টাদশ সং) যৌন মনস্তত্ত্বের স্থান হল ১৫৫.৩এ। এর কাছে ঋষি বাৎস্যায়নের কামসূত্র ও সৌন্দর্যতত্ত্বের স্থান দেওয়া উচিত। [বাৎস্যায়ন আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন। এবং নন্দনতত্ত্বের আলোকে কামসূত্রের বিচার করেছেন।]

৭ পুনর্জন্মবাদের স্থান প্যারা-সাইকোলোজি বা অতিন্দ্রিয়বাদে দিলে যথেষ্ট হবে না।

৮ ধর্মশাস্ত্র : ধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গ :
হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ সমূহ :

১ ঋক্
২ সাম
৩ যজুঃ
৪ অথর্ব

১১ ১ ব্রাহ্মণ·········ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

২ আরণ্যক

৩ উপনিষৎ

২ বেদাঙ্গ : শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষশাস্ত্র এখানে বাদ দিতে হবে।

১ শ্রৌতসূত্র (এবং শুল্বসূত্র—যার মধ্যে পৃথিবীর আদিম জ্যামিতি পরিচয় পাওয়া যায়, শুল্ব সূত্র হল যজ্ঞ-ভূমি মাপার সূত্র।)

২ গৃহ্যসূত্র

৩ ধর্মসূত্র

৩ উপাঙ্গ বা বেদের পরিশিষ্ট :

১ বৃহদ্দেবতা

২ নৈগম পরিশিষ্ট

৩ প্রবরধ্যায়

৪ চরণব্যূহ

৪ মহাকাব্য :

১ রামায়ণ

২ মহাভারত

০০ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত।

৫ পুরাণগ্রন্থ :

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রয়োগিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সংঘাতের সৃষ্টি হয়। তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাণধর্ম রক্ষা করার জন্য মনীষীগণ বেদভিত্তিক ধর্মীয় ব্যাখ্যা সরলীকরণ করে কাব্যসাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার করেন এবং তাদের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় ঘটে সাধারণ জনগণের। প্রতীচ্য দেশীয় ভারততত্ত্ববিদ্‌গণ পুরান গুলির কালনির্ণয় করেছেন একাদশ শতাব্দীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু নেপাল থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের হস্তলিখিত স্কন্দপুরাণ আবিষ্কারের পর সে ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে। কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, পুরাণগ্রন্থসমূহকে বেদাশ্রয়ী ধর্মগ্রন্থ বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাই সেগুলিকেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম আকরগ্রন্থ বলে ধরা হয়েছে। যদিও পুরাণ সমূহে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। পুরাণ ও মহাপুরাণের মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ সমধিক প্রসিদ্ধ :

১ ব্রহ্মপুরাণ, ২ পদ্মপুরাণ, ৩ বিষ্ণুপুরাণ, ৪ শিবপুরাণ, ৫ ভাগবতপুরাণ, ৬ নারদীয় পুরাণ, ৭ মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৮ অগ্নিপুরাণ, ৯ ভবিষ্যপুরাণ, ১০ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ১১ লিঙ্গ-পুরাণ, ১২ বরাহপুরাণ, ১৩ স্কন্দপুরাণ, ১৪ বামনপুরাণ, ১৫ কূর্মপুরাণ, ১৬ মৎস্যপুরাণ, ১৭ গরুড়পুরাণ, ১৮ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

এগুলিকে অন্যভাবেও বিভাজিত করা যেতে পারে :

১ যে পুরাণগুলিতে বিষ্ণুর গুণকীর্তন করা হয়েছে সেগুলি হল সাত্ত্বিকপুরাণ।

যেমন : বিষ্ণু, ভাগবত, নারদীয়, গরুড়, পদ্ম, বরাহপুরাণ।

২ যে সমস্ত পুরাণগ্রন্থে ব্রহ্মার গুণ কীর্তিত হয়েছে সেগুলির নাম হল : ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য আর বামনপুরাণ।

৩ আর যে-সব পুরাণগুলিতে শিবের মহিমা বিবৃত হয়েছে তাদের নাম হল : শিব, লিঙ্গ, স্কন্দ, অগ্নি, মৎস্য এবং কূর্মপুরাণ

শ্রীশ্রীচণ্ডী বা সপ্তশতী নামে খ্যাত দেবী-মাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অধ্যায়।

ভাগবত পুরাণ বা শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবদের সর্বস্বধন-স্বরূপ। তাকেও বিভাজনের ক্ষেত্রে পুরাণান্তর্গত করাই শ্রেয়।

অর্বাচীন উপ-পুরাণের স্থান এইসব ধর্মীয়গ্রন্থের সঙ্গে না রাখাই ভাল; সেটির বিস্তৃতকরণের প্রয়োজনীয়তাও নাই

৬ ভারতবর্ষের মতো বিরাটদেশে যাজ্ঞবল্ক্য/কাত্যায়ন/মনু মুখনিঃসৃত স্মৃতিশাস্ত্র ভারতীয়দের সমাজব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতিকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করছে। তাই স্মৃতিশাস্ত্রের ধর্মীয় মূল্য অপেক্ষা সামাজিক মূল্য অনেক বেশী। স্মার্ত রঘুনন্দন তান্ত্রিক আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন কিন্তু তাঁর স্মৃতির ব্যবস্থার মধ্যে যুক্তিবাদ বা উদারতার স্থান নাই। কিন্তু

সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করতে যে সব স্মৃতির বিধান দিয়ে-ছিলেন তাতে হিন্দুসমাজের অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে। তবে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তার একটি বিশেষ মূল্য আছে। তাই 'স্মৃতির' স্থান হওয়া উচিত সমাজ বিজ্ঞানে। এস্থলে 'কাল' অনুযায়ী সংস্থাপিত করা উচিত।

৭ ধর্মে নব জাগরণের স্থানকে কালানুযায়ী সংস্থাপিত যেমন করা উচিত, তেমনি ভারতবর্ষে ধর্মের মাধ্যমে যে জাতীয় সংহতির রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছিল তাকেও চিহ্নিত করা উচিত।

৮ লৌকিক সাহিত্য বিভাজনের ক্ষেত্রে ভাষার সংযুক্তি করণের নির্দেশ দেওয়া উচিত।

৯ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয়দের অবদান নগণ্য নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষবিদ্যায় তাঁদের মৌলিক অবদান বিশ্বে একদিন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ক্যালডিয়ান সভ্যতায় জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান একাকার হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ক্যালডিয়ান ও গ্রীক সভ্যতার প্রভাবের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে জ্যোতির্বিদ্যার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। জ্যোতির্বিদ্যার ফলিত রূপ জ্যোতিষ শাস্ত্র। তাই জ্যোতির্বিদ্যার পরেই জ্যোতিষশাস্ত্রের স্থান দেওয়া উচিত।

১০ রসায়ন শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয়গণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা পারদ ব্যবহার করতে পারতেন। নানান ধাতুর সংমিশ্রণে নূতন ধাতুর সৃষ্টি করেছেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিশ্ববাসীকে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস উপহার দিয়েছেন। যদি তাতে মৌলিকতত্ত্বের সন্ধান মেলে তবে ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের জন্য উপযুক্ত 'স্থান' দেওয়ার জন্য অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

১১ বর্তমান যুগের সর্বপ্রকার চিকিৎসাপদ্ধতির উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে আয়ুর্বেদ। মহামতি বাগ্‌ভট বলেছেন :

কায় বাল গ্রহোর্ধাঙ্গ শল্যদংষ্ট্রা জরাবৃষাঃ।
অষ্টাবঙ্গানি তস্যাহু চিকিৎসা যেষু সংশ্রিতা।। ৫
সূত্রস্থানম্, প্রথম অধ্যায়।

অর্থাৎ। 'কায়চিকিৎসা, বালচিকিৎসা, গ্রহচিকিৎসা, উর্ধাঙ্গচিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, রসায়নপ্রকরণ, বাজীকরণ প্রকরণ।' গ্রহচিকিৎসা বাদ দিয়ে আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসার অঙ্গগুলি ক্রমানুসারে সাজিয়ে ডিউই দশমিক বর্গীকরণে 'স্থান' দানের উদ্দেশ্যে অনুমোদন করা যেতে পারে। তাছাড়া তান্ত্রিক রসবৈদ্যক গ্রন্থের 'স্থান' দেওয়ার জন্য অনুমোদন দান আবশ্যক।

...রসতন্ত্রযুগের বৈদ্য, নাগার্জুন। ইনি প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ইনিই প্রথম 'কজ্জলী' [Black sulphite of mercury] প্রবর্তন করেন।

...এইযুগের আরেকখানি গ্রন্থের বর্তমানে খুব খ্যাতি বেড়ে গেছে। এই গ্রন্থটির নাম হল 'ভাবপ্রকাশ' রচয়িতা: ভাবমিশ্র সম্রাট আকবরের আমলে বর্তমান ছিলেন। তাই গ্রন্থটি যাবনিক ভাষামিশ্রিত। এতে পাশ্চাত্য দেশীয় রোগের উল্লেখ আছে। রোগনিরাময়ের জন্য তিনি 'শিবাম্বু' বা সমুদ্রপানের বিধান দিয়েছেন।

১২ বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় শিল্পীদের ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি অনন্ত আগ্রহ ছিল। ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পীদের দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১ যাঁরা প্রস্তরের উপর অলঙ্করণে অভ্যস্ত।
২ যাঁরা মৃত্তিকানির্মিত শাস্ত্র সম্মত দেবদেবীর বা ঐ ধরণের মূর্তিগঠনে অভ্যস্ত।

১২১ কারুশিল্পীদের নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১ কাংস্য নির্মিত শিল্পকলা।
২ পিত্তল নির্মিত শিল্পকলা।
৩ তাম্রনির্মিত দেবপূজার্থে ব্যবহৃত শিল্পবস্তু।
৪ হস্তিদন্তে নির্মিত কারুকার্য।
৫ কাষ্ঠনির্মিত কারুকার্য।

এখানে সর্বত্রই আঞ্চলিকতা প্রাধান্য দিতে হবে।

১৩ ভারতীয় বাস্তুবিজ্ঞানের 'স্থান' না দেওয়ার কোন যুক্তি নাই। এবং বিভিন্ন শৈলীর বাস্তু বা দেবালয় নির্মাণের পদ্ধতির নাম দেওয়া উচিত।

১৪ । গীতং বাদ্যং নর্তনং চ এবং সঙ্গীতমুচ্যতে।

সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণের অনেকে সঙ্গীত বলতে নৃত্যগীত এবং বাদ্যকে বুঝিয়ে থাকেন।

১ ভারতীয় সঙ্গীতের উচ্চাঙ্গরূপটি ক্রপদী (classical) নামে অভিহিত করা হয়। ক্রপদীসঙ্গীত রাগ ও রাগিণীযোগে গীত হয়। ঘরানার আঞ্চলিকতা বর্তমান যেমন : বিষ্ণুপুর ঘরানা, টপ্পার ঘরানা।

২ আর লৌকিক বা লোকসঙ্গীতের ধারাটি আঞ্চলিকতা কেন্দ্র করে প্রবাহমান রয়েছে। এবং রাগ-রাগিণী সুর, তান, লয়, মান-এর ভারাপাত আছে বটে।

৩ বাদ্যযন্ত্রকে প্রাথমিক পর্যায়ে দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

১ যে-সব বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে ক্রপদীসঙ্গীত গীত হয়।

২ ,, ,, ,, লোকসঙ্গীত ,, ,,।

৪ এ-বার বাদ্যযন্ত্রকে আরো কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

১ ধাতুনির্মিত বাদ্যযন্ত্র :

যেমন : লৌহ, কাংস্য ও পিত্তল নির্মিত বাদ্যযন্ত্র

২ তারের ও তাঁতের বাদ্যযন্ত্র।

৩ মৃদু আঘাতে উদ্ভিত নাদ বাদ্যযন্ত্র

বিভাজনের ক্ষেত্রে এ-গুলি পর্যায় না হলেও যুক্তিগ্রাহ্য।

১৪১ ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য ওতপ্রোতভাবে রয়েছে। উপরের নিয়মানুযায়ী পৃথকীকরণের ফলে ক্রপদী নৃত্যের চারটি ধারা প্রবাহমান দেখা যায়। ভারতনাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মনিপুরী এই চারটি ধারাই হল প্রধান। তাছাড়া উড়িষ্যার ওড়িশীনৃত্য, অন্ধ্রের কুচিপুড়ি, কেরালার মোহিনী আট্টম, তামিলনাড়ুর ভাগবেলা, গুজরাটের গর্বা ও রাসনৃত্য, পাঞ্জাবের ভাঙড়া, উড়িষ্যার সরাইকেলা ও পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার ছৈত্র বা মুখোস নৃত্য বিশেষ সমধিক প্রসিদ্ধ রয়েছে। তাই এইগুলির 'স্থান' ক্রপদী নৃত্যের কাছে হওয়া উচিত।

১৫ বিশ্বতোমুখী সাহিত্য (Belles lettres)-এর ক্ষেত্রে রসশাস্ত্র ধ্বনিতত্ত্ব, সাহিত্যদর্শন ও কাব্যাদর্শের 'স্থান' থাকা উচিত। ছন্দ, অনিবাদ বা নিরুক্তকে তাদার সঙ্গে সংযুক্ত করা উচিত।

১৫১ প্রধান প্রধান ভারতীয় সাহিত্যের যুগ বিভাজনের আবশ্যকতা আছে।

১৬ ভারতীয় সাধুসন্তদের জীবনী (Hagiography) তাঁদের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অথবা তাঁরা যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকবেন—এরকম বিধি পালনের নির্দেশ দেওয়া উচিত। Jesus Christ-কে যেমন খ্রীষ্টধর্মের রাখা হয়েছে সেই রকম বুদ্ধ, মহাবীর ও শ্রীচৈতন্যের জীবনীও তাঁদের স্ব স্ব প্রবর্তিত ধর্মের সঙ্গেই থাকা যুক্তিযুক্ত। ধর্মমতাদর্শের সঙ্গেই যুক্ত হবেন—এ রকম নির্দেশ দেওয়া অযৌক্তিক নয়। তাঁদের জীবন ও বাণী তাঁদের প্রবর্তিত মতাদর্শের সঙ্গে অভিন্নভাবে জড়িয়ে আছে।

১৬১ ভারতীয় ইতিহাসকে দু'জায়গায় না রেখে এক জায়গায় রাখা উচিত। এবং তাকে কয়েকটি অঞ্চল ভাগ করে [অবশ্য তাই-ই আছে] তারপর কাল-বিভাজনের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

আমার উপরি উক্ত বক্তব্যকে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে উপস্থাপিত করলাম। আলোচনার মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা পেলে আগামী কোন এক সংস্করণে ভারতীয় বস্তু সমূহের একটি পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকাশিত হবে ডিউই দশমিক বর্গীকরণে। এবং আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে ভারতীয় গ্রন্থাগার প্রেমীদের তবে একটা বড় লাভ।

নির্দেশনা :

১ Seventh IASLIC Seminar papers, 1976.

২ A history of Indian literature
—Ian Gonda

৩ Purana Apocrypha : A 'Manipura Purana'—Suniti Chattopadhyay.
[From his select writings]

৪ The Saints of India
Swami Tattvananda.

৫ Aspects of Sanskrit literature
—Sushil kumar De.

৬ A history of Sanskrit literature
—A. B. Keith.

৭ A history of Sanskrit literature
—A. A. Macdonanell.

৮ The Chitramimamsa
—A. Diksita.

৯ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস
—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

১০ ভারতকোষ—৫ম খণ্ড
—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।

১১ তন্ত্রসাধনা— কালীসাধন ভট্টাচার্য।

১২ গোপীনাথ কবিরাজের রচনা [অক্ষয়কৌষ]

১৩ বাংলার ইতিহাস—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস
—জাহ্নবীচরণ ভৌমিক।

১৫ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—গৌরীনাথ শাস্ত্রী

১৬ A history of Indian philosophy
—Surendranath Dasgupta.

১৭ Indian philosophy
—S. Radha Krishnan.

১৮ A Critical Survey of Indian philosophy
—Chandrasakhar Sharma.

১৯ Indian history
—R. C. Mazumder & ors

২০ Religious experiences of mankind
—Shovaram Basu.

২১ অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা বা বাগভট,
—বিনোদলাল সেন অনুঃ।

সতীশ দাসগুপ্ত, সহকারী গ্রন্থাগারিক, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মেমোরিয়াল গ্রন্থাগার গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৯, নীলরতন সরকার হাসপাতালে দীর্ঘ সাতমাস রোগ ভোগের পর, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

১৯৬৩ সনে তিনি প্রতাপ মেমোরিয়াল গ্রন্থাগারের কর্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে তিনি একজন প্রিয়জন ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর বয়স পঞ্চাশ ঊর্দ্ধ ছিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তিনি একজন সক্রীয় সদস্য ছিলেন।

সুশীল ঘোষ বক্তৃতামালা

১৯৭৮ সালের সুশীল ঘোষ বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীদীপঙ্কর সেন। পরিষদ ভবনে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে শ্রীসেন তাঁর বক্তব্য রাখেন।

শ্রীসেন সম্পর্কে এখানে দু/একটি কথা বলা প্রয়োজন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি কম পাশ করবার পর শ্রীদীপঙ্কর সেন ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজ অভ টেকনলজিতে মুদ্রণ (প্রিন্টিং) বিষয়ে দুই বছরের একটি কোর্স সম্পূর্ণ করেন। দেশে ফিরে তিনি শ্রীসরস্বতী প্রেস ও এন্ড্রু ইউল কোম্পানীতে কিছুকাল কাজ করেন। বর্তমানে তিনি রিজিওনাল ইনষ্টিটিউট অভ প্রিন্টিং টেকনলজির কম্পোজিং বিভাগের প্রধান।

বৃটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে মুদ্রণ বিষয়ে ইংলণ্ডের কলেজগুলিতে আধুনিক শিক্ষাদান প্রণালী নিজের চোখে দেখে আসার জন্য শ্রীসেন দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যান ১৯৭৫ সালে। তিনি সেখানকার ইনস্টিটিউট অভ প্রিন্টিং এর একজন কর্পোরেট সদস্য মনোনীত হন। শ্রীসেন সাংবাদিক ও পুস্তক সমালোচক হিসাবে দৈনিক বসুমতীর সঙ্গে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন।

তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন :

১ মুদ্রণ পরিচয় (সুপ্রিয় দাসের সঙ্গে যুগ্ম)

২ মুদ্রন শিল্প।

৩ য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কাহিনী।

বাংলা মুদ্রণের দুশ' বছর ও বাংলা বর্ণমালার সংস্কার

দীপঙ্কর সেন

আজ থেকে দুশ' বছর আগে আলগা হরফ দিয়ে বাংলা অক্ষর ছাপা হয়েছিল হুগলিতে অ্যানড্রুজ সাহেবের ছাপাখানায়। যে বইটিতে এই হরফগুলো ছাপা হয়েছিল সেটি লিখেছিলেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক। বইটির নামপত্রে ঘোষিত হয়েছিল যে ফিরিঙ্গিদের উপকারার্থে বইটি রচিত হয়েছে এবং তার বিভিন্ন অংশে কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হয়েছিল। বইটির নাম 'এ গ্রামার অভ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। প্রায় আড়াই শ' পৃষ্ঠার এই বইয়ের পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে বাংলা হরফ কোথাও না থাকলেও সংখ্যাবিহীন পাতায় একদিকে ব্লক থেকে ছাপা একটি চিঠি বোধ করি বাংলা গদ্যের নমুনা হিসাবে মুদ্রিত হয়েছিল। বইটির বাকি সব বাংলায় মুদ্রিত অংশই বাংলা কবিতার উদাহরণ। এ ছাড়া নানা ক্রিয়াপদ এবং বিশেষ্য আকারের রূপও গ্রন্থটির একটি বিশেষ সম্পদ। এ গ্রামার অভ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রন্থটি নিজের চোখে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সবাই জানেন যে সেটি একটি ইংরেজি গ্রন্থ যার ভিতর কখনো কখনো বাংলা শব্দ বাংলা হরফে মুদ্রণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করব যে ইংরেজি ছাড়া য়ুরোপের অন্যান্য কয়েকটি ভাষায় লিখিত গ্রন্থে বাংলা হরফের নমুনা তার আগেও মুদ্রিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে আটটি বইয়ের নাম উল্লেখ করছি :

১) ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে অ্যামস্টারডামে প্রকাশিত আতানাসিউস কির্শের 'চায়না ইলাস্ট্রেটা' ;

২) ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস থেকে প্রকাশিত কয়েকজন

জেসুইট যাজকের রচিত ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, জলবায়ু ইত্যাদি সম্পর্কে রচিত একটি গ্রন্থ ;

১৭২৫ খ্রীস্টাব্দে লাইপটসিগে প্রকাশিত অর্জ জেকবের রচিত 'আওরঙজেব' ;

১৭৪০ সালে লাইডেন-এ প্রকাশিত ডেভিড মিল-এর 'ডিসারটিও সিলেক্টা' ;

১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে লাইপটসিগে প্রকাশিত ক্রিস্তিয়ান ফ্রিটশ্ রচিত 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাষা শিক্ষক' ;

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত উইলিয়াম বোল্টসের গ্রন্থ 'আধুনিক সংস্কৃতের নমুনা' ;

১৭৭৬ এ লণ্ডনে প্রকাশিত ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেডের গ্রন্থ 'এ কোড অভ জেন্টু ল'; এবং

১৭৭৭ এ লণ্ডনে প্রকাশিত ফ্রান্সিস গ্লাডউইনের রচিত আইন-ই-আকবরী।

এই তালিকায় যে বইগুলির নাম উল্লেখ করলাম তার সঙ্গে হলহেডের ব্যাকরণের খুব বড় রকমের একটি পার্থক্য রয়েছে। হলহেড তাঁর ব্যাকরণে কেবলমাত্র বাংলা বর্ণমালা ছেপেই ক্ষান্ত হন নি। পুরো শব্দ ছেপে অর্থবহ পাঠ্যবস্তু উপস্থাপিত করেছেন আর মুদ্রকের বিচারে যা সবচেয়ে বড় কথা—আলগা হরফ ব্যবহার করেছেন। তার আগে বাংলা বা ভারতের অধিকাংশ ভাষার হরফের আকৃতি কেমন তা বোঝাবার জন্য তার ব্লক তৈরি করে নেওয়া হত। এসব ব্লক তৈরির নানারকম পদ্ধতি ছিল। কাঠ খোদাই করে কিম্বা কপারপ্লেট এনগ্রেভ করে ব্লক তৈরি হত ব্লক মেকিং এর ক্যামেরা আবিষ্কৃত হবার আগে। চিত্র মুদ্রণের প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে সে উদ্যম যে যথেষ্ট সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্লক দিয়ে পাঠ্যবস্তু অর্থাৎ হরফ মুদ্রণের একটা বিশেষ অসুবিধা ছিল। যা চিরকালই থাকবে। হিটলারের ছবির ব্লক দিয়ে যেমন চার্চিলের ছবি ছাপা যায় না তেমনি "পিলগ্রিমস" গ্রন্থের জন্য তৈরি ব্লকের হরফ দিয়ে মহাভারত ছাপা যায় না। এইখানেই আলগা হরফের আপেক্ষিক গৌরব। আলগা হরফ দিয়ে কম্পোজ করা একটি পৃষ্ঠা ছাপার পর সেই হরফগুলি টাইপ কেসে যথাস্থানে জায়গা মত কেসে তা দিয়ে আবার ইচ্ছামত নতুন কপি কম্পোজ করে নেওয়া যায়। এই সূত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। আজ বর্ণমালার হরফ বলে যে জিনিসটির সঙ্গে আমরা পরিচিত ছবি তার উৎস হ'লেও আজকের বর্ণমালার হরফের সঙ্গে ছবির আর কোনই মিল নেই। পৃথিবীর সেরা ভাষাগুলিতে হরফ সৃষ্টি এবং হরফ ব্যবহার অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে করা হচ্ছে। ছাপার হরফ আজ আর হস্তাক্ষরকে অনুসরণ করছে না। তা একটি আলাদা জিনিস হিসাবে নিজস্ব রীতিতে সৃষ্ট হচ্ছে। আবার মুদ্রণের ইতিহাসের প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। বাংলা ভাষায় আলগা হরফ আজ থেকে দুশ' বছর আগে ব্যবহার করা হলেও তামিল ভাষায় আলগা হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল আজ থেকে চারশ' বছর আগে। পর্তুগীজরা গোয়ায় প্রাচীন মুদ্রণ যন্ত্র আমদানী করেছিলেন ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে। এ যন্ত্রের চেহারা ছিল আজকের দপ্তরীখানার "হট প্রেসের" মত। বাঁধাবার পর হট প্রেসে বই চাপা দিয়ে রেখে সেগুলিকে বেঁকে যেতে দেওয়া হয় না। প্যাঁচের সাহায্যে এই প্রেসে চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। যে যে গ্রন্থটিতে তামিল আলগা হরফ ব্যবহার করা হয়েছিল তার নাম Doutrina Christa.

কতকগুলি কারণে চারশ' বছর আগে ভারতীয় ভাষার প্রথম আলগা হরফ তৈরি হলেও ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণের ব্যাপারটি খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারে নি। প্রথমত পর্তুগীজরা কোনদিনই একটি বড় ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে এদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত যে কারণে তাঁরা ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণের কাজ শুরু করেছিলেন তা হল শাসনযন্ত্রকে সুসংবদ্ধ করা। এর জন্য প্রথমদিকে ভারতীয় ভাষাকে সরকারী কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে আইন পাস করানো হয়েছিল। পরে সে সম্পর্কে মতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইন পরিবর্তন করে তাঁরা সরকারী কাজে পর্তুগীজ ভাষাই চালু করলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় রোমান বর্ণমালার তুলনায় আমাদের বর্ণমালার সংখ্যাধিক্যও একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণের সব প্রচেষ্টাই বন্ধ হয়ে ছিল প্রায় দু'শ বছর।

দু'শ বছর পরে চার্লস উইলকিন্স যখন বাংলা ভাষায় আলগা টাইপ তৈরি করলেন তারপর থেকেই মোটামুটি ভাবে ছাপার কাজে, অর্থাৎ বাংলা হরফ নিয়ে ছাপার কাজে, একটা ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। সত্যি সত্যিই সেদিন যে কাজটি তিনি শুরু করেছিলেন তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পেতে আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। চার্লস উইলকিন্স টাইপ তৈরির কাজ শুরু করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলা ভাষায় এক সাট অর্থাৎ one complete set of types করতে অনেক সময় লাগে। তিনি এই সময় তাঁর সুযোগ্য শিষ্য পঞ্চানন কর্মকারকে টাইপ তৈরির কাজ শিখিয়ে ছিলেন। পঞ্চানন কর্মকার সে কাজ সুন্দর ভাবে রপ্ত করেছিলেন এবং গুরু শিষ্যের সম্মিলিত উদ্যোগে অনেক দ্রুতগতিতে টাইপ তৈরি হতে লাগল। সেই সব টাইপ দিয়ে ইম্পের রেগুলেশনস, কর্নওয়ালিসের রেগুলেশনস ইত্যাদি গ্রন্থ ছাপা হয়েছে। এখানে বাংলা ভাষায় একাধিক সুপণ্ডিত অধ্যাপক আছেন। আমার বিশ্বাস তাঁরা সকলেই সেই সব গ্রন্থের ছাপা পৃষ্ঠার নমুনা দেখেছেন। তাঁদের চোখে সে-সব গ্রন্থ কেমন ঠেকে তা জানি না। তবে আমাদের মত সাধারণ মানুষের মনে হয় সে যেন অন্য কোন গ্রহে প্রচলিত বাংলা ভাষা। মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলিতে ড্যাশ, ছাড়া অন্য কোন যতি চিহ্ন নেই। স্থানে স্থানে সুন্দর বর্ডার। অনুস্বারের স্থলে নানা আকারের ডিগ্রীর মত চিহ্ন। ভাষা প্রায় দুর্বোধ্য। আমি এই সব কথা নিন্দা করার জন্য বলছি না। আমার চোখে প্রায় দু'শ বছর আগে ছাপা বইগুলো যেমন ঠেকেছে সেকথাই বলতে চাইছি।

উইলকিন্স এবং পঞ্চানন কর্মকার প্রয়োজনের তাগিদে টাইপ তৈরি করেছিলেন। সেই হরফগুলোকে কোনমতেই সুন্দর বলা চলে না। তৎকালীন এক মুনসী মুন্সীর হস্তলিপির আদর্শ অনুযায়ী বাংলা ভাষার প্রথম টাইপ তৈরি করা হয়েছিল। তার বহুদিন পরে কালীকুমার রায় নামে এক জনের হাতের লেখাকে ডিজাইন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারি সাহেবরা। গুটেনবার্গের হরফের সঙ্গে আমাদের মুদ্রণের আদি যুগের হরফের তুলনা করা যায় না। কিন্তু তার জন্য আমাদের টাইপ প্রবর্তকদের কোন দোষ নেই। রোমান হরফ আপনা হতেই আমাদের হরফের চেয়ে অনেক সহজ এবং সরল। এই প্রসঙ্গে য়ুরোপীয় মুদ্রণের ইতিহাসের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। জার্মেনীতে মুদ্রণ প্রচলিত হবার কিছু পরে কিছু জার্মান মুদ্রক তাদের দেশের নতুন আবিষ্কৃত এই শিল্পটি ইতালিতে প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন। আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে ইতালির পাঠক সম্প্রদায় জার্মান মুদ্রণ প্রণালীকে গ্রহণ করলেও অদ্ভুত জার্মান হরফের পরিবর্তে নিজেদের হরফ দিয়েই মুদ্রণের কাজ শুরু করেছিলেন। আমাদের পাঠক সম্প্রদায় এই ব্যাপারে সেদিনও যতটা উদাসীন ছিলেন আজও তেমনই উদাসীন আছেন। যার দরুণ সুন্দর হরফ তৈরির ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ এ দেশে এখনও দেখা দেয় নি। প্রয়োজনের তাগিদে উইলকিন্স, পঞ্চানন কর্মকার এবং আরো পরে মনোহর কর্মকার যা করেছিলেন তার নানা দোষত্রুটি থাকলেও আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তা চিরদিনই অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত হবে। বাংলা ভাষার লিপিকে একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিতে তাঁরাই পেরেছিলেন। আমার সামান্য জ্ঞানে আমি যতটুকু জানি তাতে আমার ধারণা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুদ্রণ প্রবর্তিত হবার আগে, লিপি লিখনের মধ্যে বেশ কিছু তারতম্য ছিল। মুদ্রণের প্রবর্তনের পর তা ঘুচে গেল। এর পর অনায়াসেই বলা যায় যে ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ক্যাক্সটনের যে স্থান আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সেই স্থান চার্লস উইলকিন্সের।

হুগলির পর বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে শ্রীরামপুর। আমাদের মুদ্রণের ইতিহাসের এই অংশে উইলিয়াম কেরীর ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে কথা নতুন করে বলার দরকার নেই। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি ভারতীয় ভাষায় টাইপ তৈরি সম্পর্কে বিশেষ

আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তার পাঁচ বছর আগে থেকে বাংলা টাইপ দিয়ে বাংলা ভাষায় বাইবেল ছাপাবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। চেষ্টা করেছিলেন বিলেত থেকে পুরো এক কেতা টাইপ তৈরি করিয়ে আনতে। কিন্তু অনুসন্ধান করে তার জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হবে তা জানতে পেরেই তিনি পিছিয়ে যাচ্ছিলেন। তারপর কত কাণ্ড করে অনিচ্ছুক কোম্পানীর সরকারকে রাজী করিয়ে কেমন করে পঞ্চানন কর্মকারকে নিজের এই কাজে নিয়োগ করতে পেরেছিলেন সে ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে শ্রীপান্থের 'যখন ছাপাখানা এলো' গ্রন্থে। কেরী সাহেবের কাজে নিযুক্ত অবস্থাতেই পঞ্চানন কর্মকারের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকারকে নিজের সঙ্গে নিয়েছিলেন। মনোহর চল্লিশ বছর মিশনারি-দের ছাপাখানায় ছিলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় টাইপ এমন কি চীনা ভাষার টাইপও তিনি তৈরি করেছিলেন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণকুমার অপরের কাজে আত্মনিয়োগ না করে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাটিই চালু রেখেছিলেন। তাঁর অকাল-মৃত্যুর ফলে একজন সত্যিকার গুণী ব্যক্তিকে আমরা হারিয়ে ছিলাম। পত্রিকা ছাপতে গিয়ে তার জন্য ছবি আঁকা, ব্লক তৈরি ইত্যাদি নিজেই করতেন। নিজের নক্সা অনুসারে একটি লোহার মুদ্রণ যন্ত্রও তৈরি করেছিলেন কৃষ্ণকুমার।

ভাবলে অবাক হতে হয় যে শ্রীরামপুরে যে বিরাট কর্ম-যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে তার সূত্রপাত হয়েছিল খিদিরপুর থেকে নিলামে কেনা একটি ছ'সাতশ টাকা দামের কাঠের প্যাঁচ-ওয়ালা প্রেস দিয়ে। উডনি বলে এক নীলকর সাহেব এই যন্ত্রটি কিনে নেবার পর কেরী সাহেবকে উপহার দিয়েছিলেন। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের দশম কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হয়েছিল ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে। তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ৪৭টি ভাষায় প্রকাশিত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে চল্লিশটির জন্য টাইপ তৈরি করেছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনের কর্মীরা। তার দু বছর আগেই তাঁরা দু লক্ষ বারো হাজার বই ছেপে ফেলেছেন। শ্রীরামপুর থেকে কলকাতায় ছাপাখানা সরিয়ে আনা হয়েছিল ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে। কলকাতায় আসার পরও ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস এমন অনেক কাজ করেছেন যার জন্য তাঁদের নাম আমাদের মুদ্রণের ইতিহাসে স্থায়িভাবে থেকে যাবে। আজকের চরিত্র হননের যুগে বিচার করার পদ্ধতিটি একটু বিশেষ ধরণের হয়ে গেছে। আজ মহাজনদের বিচার করতে বসে আমরা প্রায়ই চেষ্টা করে বার করতে চাই একটি মানুষ কি করেন নি। বিচারটাও প্রায়ই তিনি কি করেছেন তার নিরিখে না হয়ে কি করেন নি তার নিরিখে হয় বলেই রামমোহন ধরাশায়ী হন, বিদ্যাসাগরের মুণ্ডচ্ছেদ করতেও আমাদের মনে দ্বিধা জাগে না। তেমনি করে বিচার করলে এখনই প্রমাণ করে দেওয়া যাবে যে ব্যাপটিস্ট মিশন এবং তার ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত না হলেই আখেরে আমাদের ভাল হত। কিন্তু সে বিচারে সত্য আত্মগোপন করে থাকবে। ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের ইতিহাসের সঙ্গে এমন সব মানুষের নাম জড়িত আছে যারা আমাদের মননের সাধনাকে সফল করে তুলেছিলেন। একটি মাত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। এক সময় দেখা গেল ভাল করে ছাপাবার মত কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না। যে কাগজে ছাপা হচ্ছে তা সংরক্ষণ করা অসম্ভব ব্যাপার। উইলিয়াম জোনস্ শেষ পর্যন্ত সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তিনি দেখলেন হাতে তৈরি কাগজের অনেক দোষ দূর করা যায় স্টিম এঞ্জিনের সাহায্যে কাগজ তৈরি করে। তারপর অনেকদিন পর্যন্ত ভাল কাগজ কিনতে লোকে শ্রীরামপুরে যেত। মুদ্রণের মাধ্যমে দেশের সাংস্কৃতিক কাগজকে পুষ্ট এবং বিকশিত করে তোলার ব্যাপারে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের কীর্তির কোন তুলনা নেই। এই সব কারণেই প্রিয়োলকর বলেছেন, ভারতবর্ষে মুদ্রণের কাজ গোয়া অথবা ট্রাংকোবারে শুরু হলেও শ্রীরামপুরে যত রকমের কাজ যে সংখ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তারপর এই কথাই বলা যায় যে যথাযথভাবে মুদ্রণের প্রচলন হয়েছিল শ্রীরামপুর থেকেই। ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রণ শিক্ষাকেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছিল শ্রীরামপুরে। তার আগে হিকি তাঁর নিজস্ব ছাপাখানায় কিছু লোককে মুদ্রণের কাজ শিখিয়েছিলেন।

আমি এতক্ষণ যে সব কথা আলোচনা করেছি তা মূলতঃ ভারতীয় ভাষায় টাইপোগ্রাফি সম্পর্কে। কিন্তু মুদ্রণ শিল্পের

সবটুকুই টাইপোগ্রাফি বা হরফের ব্যবহারের দিকটি নয়। বাংলা ভাষায় কোন কিছু ছাপতে হলে যে বাংলা টাইপের প্রয়োজন একথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। তবে মুদ্রণ যন্ত্রের ঠিক তেমন করে জাতিভেদ করার কথা ওঠে না। আমাদের ভাষাগুলির জন্য নতুন করে টাইপ তৈরি করা হলেও সেগুলির জন্য নতুন ধরনের মুদ্রণ যন্ত্র তৈরি করে নেবার প্রয়োজন কখনো দেখা দেয় নি। দীর্ঘ দু শতাব্দী ধরে বিদেশ থেকে আমদানী করা যন্ত্রের উপরেই আমরা নির্ভর করে এসেছি। ভারতবর্ষের ব্যবহৃত মুদ্রণ যন্ত্রের ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বের মুদ্রণ যন্ত্রের ইতিহাসের সঙ্গতি রয়েছে। আদি যুগের মুদ্রণ যন্ত্র আগাগোড়া কাঠে তৈরি করা হত। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে লোহার যন্ত্র চালু হয়েছে। কাঠের যন্ত্রের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রেস টানার যন্ত্রের বেশ মিল রয়েছে। তারপর এসেছিল ট্রেডল যন্ত্র যা পা দিয়ে চালাতে হত। এই যন্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে সুকুমার রায় বলেছেন—'সেটি যখন চলতে থাকে তখন মনে হয় যেন একবার হাঁ করছে একবার মুখ বুজছে। যে প্রেস চালায় সে ঐ হাঁ করা প্রেসে মুদ্রণীয় কাগজ বসিয়ে দেয়, আর প্রেসটি সেই কাগজের উপর অক্ষরের টাইপ দিয়ে এক কামড় বসিয়ে দেয়। তাতেই ছাপা হয়ে যায়। কালির জন্য ভাবতে হয় না। প্রেসের মাথায় কতকগুলো কল বসানো আছে, সেগুলো কালি মেখে তৈরি হয়ে থাকে, যেই প্রেসটা হাঁ করে মেসিনম্যান তার কাগজটা বদলিয়ে দেয় অমনি কলগুলো চট করে নেমে এসে অক্ষরগুলোর উপর কালি মাখিয়ে নিজেদের জায়গায় ফিরে যায়।' পায়ে না চালিয়ে শক্তি দ্বারা চালালে এই যন্ত্রটিকে বলা হয় প্লাটেন। ট্রেডল যন্ত্র ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে এবং প্লাটেন ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। তার পরেই সেগুলো এদেশে এসেছে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে ফ্লাটবেড যন্ত্র প্রচলিত হয়েছে পাশ্চাত্যের নানা দেশে। তারপর এসেছে আমাদের দেশে। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে কলকাতার ষ্টেটসম্যান প্রথম লাইনোটাইপ ব্যবহার করেছেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার ষ্টেটসম্যানই আমাদের দেশে প্রথম রোটারী যন্ত্র ব্যবহার করেছেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে এসেছে ইন্টারটাইপ এবং মনোটাইপ। বাংলায় লাইনো এসেছে ১৯৩৫ এ এবং মনো এসেছে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের পরে। প্রথমটি আনন্দবাজারে এবং দ্বিতীয়টি সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ছাপাখানায় মুদ্রণশিল্পের অন্যান্য শাখা যেমন লিথোগ্রাফি এবং ফোটোগ্রাভিয়রকেও আমরা পাশ্চাত্যের অনুসরণে গ্রহণ করেছি। কিন্তু নিজেদের মতন করে আত্মসাৎ করতে পারি নি। লিথোগ্রাফি এই দেশে চালু হয়েছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এবং ফোটোগ্রাভিয়র এসেছে আরো পরে।

মুদ্রণের ব্যাপারে বাঙালীর মনীষার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর রয়েছে চিত্র মুদ্রণের ক্ষেত্রে। উপেন্দ্রকিশোর রায় মুদ্রণের এই শাখায় যে মৌলিক গবেষণা করেছিলেন তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে ধন্য হয়েছে। ছবি ছাপাবার জন্য হাফটোন স্ক্রীন বলে একটি জিনিসের প্রয়োজন। ক্যামেরায় যেখানে ফোটোগ্রাফিক প্লেটটি থাকে তার সামনে আড়াআড়িভাবে কল টানা যে কাচের পর্দাটি থাকে তাকেই বলে হাফটোন স্ক্রীন। এই কল বা লাইন অতি সূক্ষ্ম—ইঞ্চিতে ৬০ থেকে ২০০ পর্যন্ত সাধারণত ব্যবহার করা হয়। কল করা কাচের ভিতর দিয়ে ছবি তোলায় যে নেগেটিভ হয় তার আগাগোড়াই লাইন অথবা ফুটকি। এই নেগেটিভ থেকে তামা অথবা দস্তার ফলকে ছবি তুলে, খোদাই করে হাফটোন ব্লক তৈরি হয়। লাইন বা রেখা দিয়ে যেসব ছবি আঁকা হয় তাতে সাদা আর কালো ছাড়া মাঝামাঝি কোন রঙের আঁচ বা আমেজ দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু হাফটোন ব্লকের সাহায্যে মুদ্রিত শিল্পীর আঁকা ছবি অথবা ফোটোগ্রাফের মধ্যে কুচকুচে কালো থেকে ধবধবে সাদা এবং তার মাঝামাঝি সর্বপ্রকার রঙের আঁচ বা আমেজ ফুটিয়ে তোলা যায়। বহুদিন ধরে এবং বহু ব্যয় করে উপেন্দ্রকিশোর এ সম্পর্কে যে সব গবেষণা করেছিলেন তার দ্বারা হাফটোন স্ক্রীন ফোটোগ্রাফিক প্লেটের থেকে কতটা দূরে রাখা উচিত, ছবি তোলার সময় ক্যামেরার ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা কেমন হওয়া উচিত, ষাট ডিগ্রী স্ক্রীনের কি সুবিধা তা আমরা জানতে পেরেছি। তিনি সব কিছুতেই গাণিতিক নির্ভুলতা আরোপ করতে পেরেছিলেন।

আজ থেকে দু'শ বছর আগে বাংলা ভাষায় মুদ্রণ চালু হলেও মুদ্রণের সাধনায় আমরা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারি নি। এ জিনিসটি সবচেয়ে প্রকটভাবে বুঝতে পারা যায় বাংলা টাইপোগ্রাফি অথবা অক্ষরবিন্যাসের সমীক্ষায় মধ্য দিয়ে। সাম্প্রতিককালে মুদ্রণ সম্পর্কে লেখা একটি প্রবন্ধে লেখক খেদোক্তি করে বলেছেন যে T. S. Eliot যদি কল্পলোকের wasteland-এর কথা না লিখে সত্যিকার wasteland সম্বন্ধে লিখতে চাইতেন তাঁর উচিত হত বাংলা তথা ভারতীয় টাইপোগ্রাফি সম্পর্কে লেখা। আমার বিশ্বাস কথাটি অতিরঞ্জিত নয়।

বাংলা মুদ্রণশিল্পে স্বাস্থ্যহীনতার সব লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায়। সুরুচি, বিচারবোধ এবং সমকালীন শিল্প-কৌশলের দিকটিকে অগ্রাহ্য করে কেবল প্রয়োজনের তাগিদকে বড় করে ধরলেও দেখতে পাওয়া এ যুগে সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির অন্যতম প্রধান সহায়ক হল মুদ্রণশিল্প। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ লিখেছেন—

> Discourse was deemed man's noblest attribute/And written words the glory of his hand./Then followed printing with enlarged command/For thought—dominion vast and absolute/For spreading truth and making love expand.

আমরা এসব কথা এমন সুন্দরভাবে বলতে না পারলেও এর মূল বক্তব্যটি আমাদের অজানা নয়। আমাদের দেশে অক্ষর বিন্যাসের সমস্যা মূলতঃ শিক্ষিত লোকের সমস্যা যাঁরা সংখ্যায় অশিক্ষিতদের চেয়ে অনেক কম। শিক্ষিত লোকেরাও এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না। বর্ণমালা সংস্কারের প্রথম চেষ্টা বিদ্যাসাগর করেছিলেন তার পর তাকে আরেকটু এগিয়ে নেওয়া গেছে। প্রসঙ্গক্রমে সুকুমার রায়ের নামটি মনে আসে। সংস্কারের নামে এমন উদ্ভট পরিকল্পনাও চোখে পড়েছে যা দ্বিজেন্দ্রলালের "নতুন কিছু কর" কবিতাটি মনে এনে দেয়। যাই হোক সুচারু মুদ্রণের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে একটুখানি আলোচনা করে নিলে আমার মূল বক্তব্য খুব সহজে পেশ করতে পারব। আমি সেই পুরনো কথাটি বলতে চাই যে মুদ্রিত জিনিসের সার্থকতা পঠনে। মুদ্রকের দায়িত্ব হল এই পড়ার কাজটিকে সহজ করে তোলা। সুচারু মুদ্রণের সেটিই সবচেয়ে বড় দিক। প্রসঙ্গক্রমে অলডাস হাক্সলির একটি মূল্যবান উক্তি মনে পড়ে—"খুব ভাল করে ছাপলেও একটি বাজে বইয়ের সাহিত্যিক মানের যেমন উন্নতি ঘটে না, বিশ্রীভাবে ছাপলেও সৎসাহিত্যের মান তেমনি নেমে আসে না। তবে সুচারু মুদ্রণ পাঠকের মনে পড়বার ইচ্ছাটি জাগিয়ে তোলে এবং অব্যাহত রাখে।"

য়ুরোপ এবং আমেরিকার মানুষ এ সম্পর্কে অনেকদিন আগে থেকেই সচেতন হয়েছেন বলে সে সব অঞ্চলে মুদ্রণের, বিশেষ করে অক্ষরবিন্যাস বা টাইপোগ্রাফির মান এত উন্নত। মুদ্রণের প্রাথমিক অবস্থায় সব দেশেই হাতের লেখার অনুকরণে বা অনুসরণে টাইপ তৈরি করা হয়েছিল। তাই ইতালিতে জার্মান মুদ্রকেরা জার্মান হস্তাক্ষরের ছাঁদেই টাইপ সরবরাহ করেছিলেন। কিন্তু সে জিনিস চলে নি। ইতালির পাঠক সম্প্রদায় তাঁদের নিজস্ব হস্তলিপির অনুসরণে টাইপ প্রস্তুত করিয়ে তবে থামলেন। সেই টাইপই পরিবর্তিত হয়ে আজকের রোমান টাইপের রূপ ধারণ করেছে। অবশ্য এর জন্য সব কৃতিত্ব কেবল মুদ্রক অথবা টাইপ প্রস্তুতকারকের নয়। য়ুরোপের শিল্পী, লেখক এবং পাঠকেরা এ সম্পর্কে চিরকালই খুব সচেতন। খুব অল্প কথায় বলতে গেলে যেন জনসন থেকে শুরু করে উইলিয়াম মরিস কিম্বা জর্জ বার্নার্ড শ' মুদ্রণের খুঁটিনাটি বিষয়ে যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন পাশ্চাত্যে আজও তা অব্যাহত আছে। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ওদেশের ছাপার টাইপ, টাইপরাইটার এবং অন্যান্য উপকরণগুলি সুন্দর এবং বিজ্ঞান সম্মত হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে মুদ্রণ প্রবর্তিত হবার দু'শ, বছর পরেও এমন কিছু যে ঘটেনি সেটা পরিতাপের কথা। কিন্তু ইতিহাস সচেতন কোন ব্যক্তি তার সব দোষটা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। কারণ এই দু'শ বছরের

বেশির ভাগ অংশ জুড়েই আমরা পরাধীন ছিলাম। তবে স্বাধীনতা লাভ করার পর আমরা কতটা অগ্রসর হয়েছি সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে লজ্জা বোধ করার মত অনেক কিছুই আমাদের চোখে পড়বে। অল্প কথায় বলতে গেলে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হ'ল বাংলা হরফের সংস্কার। অবশ্য এই সংস্কার মূলক কাজের নিশানা ছাপার হরফের গণ্ডীকে অতিক্রম করে হাতের লেখা হরফ এবং টাইপরাইটারের হরফকে তার আওতায় শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসবে। হরফের উপস্থিতি এই তিনটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

হরফের এই সংস্কারের প্রয়োজন কি? অথবা হরফের সংস্কার সাধন না করলেই বা কি অসুবিধা হতে পারে সেই কথাটি তলিয়ে দেখা আবশ্যক। বাংলা টাইপোগ্রাফিতে আমরা চরম অরাজকতা দেখতে পাচ্ছি। ছাপার অক্ষর ফাউণ্ড্রিতে তৈরি হলে তার চেহারা একরকম এবং কম্পোজিং মেশিনগুলিতে অর্থাৎ লাইনোটাইপ, ইণ্টারটাইপ, মনোটাইপ এবং টাইপরাইটারে তার আকৃতি রকম রকম। দুই শব্দটিকে তিন রকম হরফের আকৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে স্নেহ শব্দটিকে টাইপরাইটারে এমন অবস্থায় (স্‌নেহ) পাওয়া যাচ্ছে যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় বার্নার্ড শ'র বিখ্যাত রসিকতা ক্লিয়োপ্যাট্রার দাসীর Ftatatita-র নাম কেউ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না'।

শিশুশিক্ষার ব্যাপারে এই অরাজকতা যে কি পরিমাণ অসুবিধার সৃষ্টি করছে বোধকরি তা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার কোন প্রয়োজন নেই। অল্প বয়সে মানুষের গ্রহিষ্ণুতার একটা স্বাভাবিক সীমা থাকে। বয়োপ্রাপ্ত পাঠকের মত হরফের নানাপ্রকার বিকল্প রূপ শিশুরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তাই শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন বর্ণমালার হরফকে নব নব রূপে উপস্থাপিত করলে তা শিক্ষালাভ বা শিক্ষাদানের কাজকে অত্যন্ত জটিল করে তোলে। আমাদের শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় কয়েকটি গ্রন্থের সম্পর্কে একটু আলোচনা করলেই বিষয়টি সহজ হবে। যে শিশু বিদ্যাসাগর মশায়ের বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ শেষ করে সহজ পাঠ এবং তারপর কিশলয় পড়তে যাবে তার সামনে দেখা দেবে বিচিত্র এই হরফের সমস্যা। হরফগুলির বিভিন্ন ধরনের আকৃতিই এই সমস্যার সৃষ্টি করে। পদ্ম, অশ্রু, সৃষ্টি, বিস্ময়, শুঁয়োপোকা, লক্ষ্মী, স্বাস্থ্য শব্দগুলির ফাউণ্ড্রিতে তৈরি টাইপের সঙ্গে কম্পোজিং মেশিন তৈরি টাইপের চেহারার পার্থক্য যে কোন শিশুকেই বিভ্রান্ত করে তোলে। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি জিনিসও বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করছে। সেটি হ'ল বিকল্প বানান। এই বিষয়টি কেবলমাত্র বাংলা ভাষার অধ্যাপকদের হাতে ছেড়ে দিলেই চলবে না। তাঁদের সহযোগিতায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত কম্পোজিটর, প্রুফরিডার এবং লেখকদের জন্য নিয়মের মত নিয়মাবলী বেঁধে দিতে হবে। এই গ্রন্থের লেখকের নাম Horace Hart.

বাংলা মুদ্রণের প্রবর্তন সাহেবদের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। কিন্তু সাহেবরা আমাদের ভাষা আমাদের মত জানতেন না, যেমন আমরাও ইংরেজি কেবলমাত্র কাজ চালাবার মত জানি। সাহেবরা বাংলা টাইপ গড়ে, তাকে টাইপ কেসে ফেলবার নিয়ম পর্যন্ত আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা পুরোপুরি তাকে গ্রহণ করেছি। বর্জন করলেই যে ভাল হ'ত এমন কথা আমি বলছি না। যা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে মুদ্রণের প্রবর্তনের পর আরো বেশি নিজেদের মনন করে বাংলা মুদ্রণকে পুষ্ট এবং বিকশিত করে তোলা। আমরা তা করি নি। নইলে এতরকমের বর্ণ, এতরকমের বানান, এত বিশ্রী টাইপ আমরা সহ্য করছি কেমন করে! ইংরেজি টাইপ কেসের নিচের কেসটির অনুকরণে বাংলা কেসে টাইপ ঢালা হয় এবং এই রীতিটিকে বিদ্যাসাগরের সাট নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই কেসে aর স্থলে অ, bর স্থলে ব, cর স্থলে ক, dর স্থলে দ রয়েছে। ইংরেজিতে কেসে টাইপ ফেলার সময় হরফগুলির পৌনঃপুনিকতা অনুসারে অবস্থান এবং প্রাচুর্যের বিচারে খোপের আকার সর্বাগ্রে বিবেচনা করে স্থির করা হয়েছে এবং কেসের খোপগুলিকে ছোট, বড় এবং মাঝারি আকারে তৈরি করা হয়েছে। অথচ বাংলা ভাষার

মুদ্রকেরা এই প্রয়োজনীয় জিনিষটিকে উপেক্ষা করে ইংরেজির অন্ধ অনুকরণে তৈরি বাংলা টাইপ কেস দিয়ে বিনা দ্বিধায় কাজ করে যাচ্ছেন।

এই বিষয়গুলিতে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছাপাখানার চিন্তাশীল কর্মী শ্রীপ্রসূন দত্ত। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে দুটি কাজ আমি করেছি। একটি হল বাংলা মুদ্রণের সর্বপ্রকার অরাজকতা দূর করার উদ্দেশ্যে ন্যূনতম হরফের একটি তালিকা তৈরি। সেই তালিকাটি মুদ্রিত আকারে বিতরণ করা হ'ল। বাংলা বর্ণমালার হরফের মোট সংখ্যা ৫১০। এর মধ্যে স্বরবর্ণ, (৯বাদ দিয়ে) ঊনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ, সংখ্যা, স্বরচিহ্ন, ব্যঞ্জনচিহ্ন, যুক্তবর্ণ, যতিচিহ্ন ইত্যাদি রয়েছে। এতগুলি হরফ দিয়ে মুদ্রণের কাজ ইংরেজির তুলনায় অনেক জটিল। তাই চিহ্নের সংখ্যাকে একটু কমিয়ে এনে সরল করে তোলা দরকার। অবশ্য সরল করতে গিয়ে যুক্তবর্ণ গঠনের সময় বর্ণের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং মূল হরফগুলির আকৃতির সঙ্গে যুক্ত বর্ণের মিল বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই জিনিসটি বাংলায় কোন কোন ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না উদাহরণ ক এবং ত মিলে ক্ত, স এবং থ মিলে স্থ। এ পর্যন্ত এসব নিয়ে যা কাজ হয়েছে তার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গ্রহণ করা নিয়মাবলী বর্ণমালার হরফের সংখ্যাকে কিছুটা কমালেও মূল সমস্যার সমাধান হয় নি। বাংলা হরফের তিনটি স্তর ইলেক, রেফ, হ্রস্ব ইকার এবং দীর্ঘ ঈকার, দ্বিতীয় স্তরে মূল বর্ণ যার ইংরেজি প্রতিশব্দ x-height এবং তৃতীয় স্তরে র ফলা (্র), ব ফলা, হ্রস্ব উকার, দীর্ঘ ঊকার, হসন্ত ইত্যাদি। যার ফলে বাংলা টাইপের x-height ইংরেজির তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া এই রেফ ইকার ঊকার এবং হসন্তের প্রাচুর্যের জন্য টাইপের পঙক্তিগুলির মধ্যে প্রচুর লেড পরিয়ে না দিলে টাইপগুলিকে অক্ষত রেখে ছাপা যায় না।

আমরা যদি সত্যি সত্যি বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করতে চাই তবে আজকের মত ঢাক বডি টাইপ ব্যবহার না করে যুক্ত বর্ণগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে ছাপতে হবে। এই উপায়টি উদ্ভাবন করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার পরলোকগত সম্পাদক সুরেশচন্দ্র মজুমদার, রাজশেখর বসু, যতীন্দ্রকুমার সেন এবং লিপিচিত্রী সুশীলকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিরা। ৫১০টি বর্ণমালার হরফকে তাঁরা ২৯২ এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। মনোটাইপ কি বোর্ডে এই সংখ্যা নেমে এসে ৩১৯তে দাঁড়িয়েছিল। প্রসূন দত্ত এবং আমি এই সংখ্যাকে আরো কমিয়ে মাত্র ১৪২টি হরফে সীমাবদ্ধ করেছি। আমাদের বিশ্বাস ধ্বনিতাত্ত্বিকের বিচারে মাতৃভাষার প্রতি কোন অবিচার আমরা করি নি।

আমরা মনোটাইপের কি বোর্ডের জন্যও অক্ষরের পৌনপুনিকতার হিসাব করেছিলাম। এতে পশ্চিমবঙ্গের বইপত্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বইপত্রকেও আমাদের হিসাবের আওতায় এনেছিলাম। সেইমত যে কি বোর্ডের ছক তৈরি করেছিলাম সেটি আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ কাউনসিলের আমন্ত্রণে ইংলণ্ডে যাবার পর মনোটাইপের এক কর্তা ব্যক্তির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তিনি আমাদের বক্তব্য শুনে স্বীকার করেছিলেন যে বাংলা কী-বোর্ডের ছক হরফের পৌনপুনিকতা অনুসারে তৈরি করা না হলে তাতে অক্ষরযোজনার কাজের গতি প্রতিহত না হয়ে পারে না। একই বিষয় নিয়ে মনোটাইপের কলকাতা অফিসে আলোচনা করতে গিয়ে তেমন আগ্রহের পরিচয় পাই নি। অথচ তাঁরা ছাড়পত্র না দিলে বাইরের লোক এ বিষয়ে অগ্রসর হতে কোনমতেই পারবেন না। আমার এই বক্তব্যকে অভিযোগ হিসাবে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। এ আমার অভিযোগ নয় নতুন কাজে হাত দেওয়ার আমন্ত্রণ মাত্র।

বাংলা ভাষায় প্রায় দশ কোটি মানুষ কথা বলে। বৈষ্ণব কাব্য, শাক্ত সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, মধুসূদন এবং শরৎচন্দ্র প্রমুখ দিকপালদের রচনা আমাদের সাহিত্যকে পুষ্ট এবং বিকশিত করে তুলেছে। এই ভাষায় রচিত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত এবং নজরুলের অতুলনীয় কাব্য এবং সঙ্গীত। অথচ মুদ্রণের ক্ষেত্রে বাঙালীর

নান্দনিক প্রেরণার অভাব আমাদের চোখকে পীড়িত করে তোলে।

বাংলা টাইপরাইটার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে আমার প্রবন্ধ শেষ করছি। স্থরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা টাইপ-রাইটারের কী বোর্ডের যে ছক করেছিলেন সম্ভবত ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে তা চালু হয়েছিল। এই কী বোর্ডের অন্যান্য ত্রুটি ছাড়াও এতে অক্ষরের পৌনপুনিকতার দিকটিতে একেবারে নজর দেওয়া হয় নি বলে মনে হয়। ফলে মিনিটে ১৫ থেকে ২৫ এর বেশী শব্দ টাইপ করা যায় না। তাছাড়া টাই-পিস্টের দেহে এবং মনে অতি তাড়াতাড়ি ক্লান্তি নেমে আসে। লিপি সৌন্দর্যের অভাব ছাড়াও টাইপরাইটারে তৈরি পাণ্ডুলিপি সাধারণ শিক্ষিত কম্পোজিটরের কাজের ব্যাঘাত ঘটায়।

পরবর্তিকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকুল্যে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির স্থপারিশ অনুসারে যে বাংলা হরফ লেখন যন্ত্র চালু হয় তাতে সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছে। নতুন টাইপরাইটারের স্থবিধা হ'ল : (১) বর্ণগঠন আপেক্ষিক-ভাবে শ্রীমণ্ডিত হয়েছে; (২) গতিবেগ আগের তুলনায় অন্তত দ্বিগুণ হয়েছে; এবং (৩) টাইপিস্টের দেহ এবং মনের ক্লান্তি অনেক পরিমাণে লাঘব হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা-দেশের লোকান্তরিত অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর হরফ লেখন যন্ত্রের কি বোর্ডের কথা উঠে পড়ে। এই যন্ত্রের বর্ণগঠনের ত্রুটি অনেক বেশি, গতিবেগ মিনিটে ২০-২৫ শব্দ যায় ফলে টাইপিস্ট তুলনামূলকভাবে অনেক আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

আমাদের সাম্প্রতিকতম টাইপ রাইটারের আপেক্ষিক উৎকর্ষকে মেনে নিলেও আসল সমস্যা কিন্তু দূর হয় নি। বাংলা বর্ণের গঠন এবং চেহারায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অমিল তা থেকেই যাচ্ছে। এই অসামঞ্জস্য দূর করতে হবে।

মুদ্রণের দ্বিশতবার্ষিকীতে টাইপরাইটার সম্পর্কে এত কথা বলছি কারণ তাকে বাদ দিয়ে মুদ্রণ হয় না। বিশেষত ফোটো কম্পোজিং মেশিনগুলির কি বোর্ড সাধারণ টাইপ-রাইটারের মত। তাছাড়া লেখার পরের ধাপ টাইপিং এবং শেষ ধাপ মুদ্রণ। আদর্শ টাইপরাইটার তৈরি করতে হলে যেমন বর্ণগঠনে সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন তেমনি হরফ চরিত্র সীমায়িত করণও একটি অন্যতম প্রধান শর্ত। সবশেষে যে টাইপরাইটার আমরা পেয়েছি তাতে চাবির সংখ্যা ৪৬ এবং হরফ সংখ্যা ৯২। ইংরেজিতে এই সংখ্যা কিছু কম। কিন্তু ইংরেজির নিরিখে আমাদের সমস্যা সমাধান করতে গেলে ভুল হবে। টি এস এলিয়াট শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন; It is only within a particular social system that a system of education has any meaning. সেই কথাটিই একটু ঘুরিয়ে এখানে প্রয়োগ করা যায়। আমাদের বিচার করে দেখতে হবে বাংলা টাইপরাইটারের চাবির সংখ্যা ঠিক কত হলে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা যাবে।

অর্থনৈতিক কারণে আমাদের দেশের অন্যান্য অনেক কিছুর মতই মুদ্রণশিল্পের অগ্রগতি ঘটে নি। কিন্তু সেটিই একমাত্র কারণ নয়। এই দরিদ্র দেশে সত্যজিৎ রায় আত্মপ্রকাশ করেছেন কিভাবে? বাংলা মুদ্রণের ব্যাপারে দেশবাসী মনোযোগ দিলে এই মুহূর্তে কমপিউটার আমদানী করতে না পারলেও আমাদের মুদ্রণ শিল্পকে আমরা অনায়া-সেই আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে পারি। বাঙালী যেখানেই তার চিত্তবৃত্তিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছে সেখানেই তার স্বাক্ষর রয়েছে। মুদ্রণের ক্ষেত্রে আমরা তারই অপেক্ষায় রইলাম।

প্রসূন দত্ত এবং দীপঙ্কর সেন-কৃত বাংলা বর্ণমালার সংস্কার

No.	Letter	Value
1	অ	a
2	া	ā subscript
3	ই	i
4	ি	i subscript
5	ঈ	ī
6	ী	ī subscript
7	উ	u
8	ু	u subscript
9	ঊ	ū
10	ূ	ū subscript
11	ঋ	ṛ
12	ৃ	ṛ subscript
13	এ	e
14	ে	e subscript of the initial position
15	ে	e subscript of the intermediate position
16	ঐ	ai
17	ৈ	ai subscript
18	ও	o
19	ঔ	au
20	ৗ	suffix of au subscript
21	ক	ka
22	ক্ক	kka
23	ক্ত	kta
24	ক্র	kra
25	ক্ত	kta
26	ক্স	ksa
27	ক্ষ	kṣa
28	খ	kha
29	গ	ga
30	গ	ga prefix
31	গ্র	gra
32	ঘ	gha
33	ঘ্র	ghra
34	ঘ্ন	ghna
35	ঙ	ṅa
36	ঙ	ṅa prefix
37	চ	ca
38	চ	ca prefix
39	ছ	chha
40	জ	ja
41	জ	ja prefix
42	জ্ঞ	jna
43	ঝ	jha
44	ঞ	ña
45	ঞ	ña prefix
46	ট	ṭa
47	ট্র	ṭra
48	ট্ট	ṭṭa
49	ঠ	ṭha
50	ড	ḍa
51	ড্র	ḍra
52	ড্ড	ḍḍa
53	ঢ	ḍha
54	ণ	ṇa
55	ণ	ṇa prefix
56	ণ	ṇa suffix
57	ণ্ণ	ṇṇa
58	ত	ta
59	ত্ত	tta
60	ত্থ	ttha
61	ত্র	tra
62	ত্ন	tna
63	থ	tha
64	থ্র	thra
65	দ	da
66	দ	da prefix
67	দ্র	dra
68	ধ	dha
69	ধ্র	dhra
70	ন	na
71	ন	na prefix
72	ন	na suffix
73	ন্ন	nna
74	প	pa
75	প	pa prefix
76	প্র	pra
77	ফ	pha
78	ফ্র	phra
79	ব	ba
80	ব	ba prefix
81	ব	ba suffix
82	ব্র	bra

No.	Name
83	bha
84	bhra
85	ma
86	ma prefix
87	ma suffix
88	mra
89	ya (ja)
90	ya suffix
91	ya & u ligature
92	ra
93	ra suffix
94	reph subscript
95	reph & ā ligature
96	reph & u ligature
97	reph & ū ligature
98	la
99	la prefix
100	la suffix
101	śa
102	śa prefix
103	śra
104	śri
105	ṣa
106	ṣa prefix
107	ṣṇa
108	sa
109	sra
110	sa prefix
111	ha
112	hra
113	hma
114	hya
115	ḍa
116	ḍga
117	ḍha
118	ya
119	ṇa
120	t
121	has sign
122	ah
123	ṅ
124	ṅā ligature
125	ṅu ligature
126	ṅū ligature
127	reph & ī ligature
128	fig ek
129	fig dui
130	fig tin
131	fig cār
132	fig pāñc
133	fig chhay
134	fig sāt
135	fig āt
136	fig nay
137	fig śūnya
138	dāḍi
139	comma
140	colon
141	semi-colon
142	hyphen

গ্রন্থাগার দিবস

কেন্দ্রীয় সভা

পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন এই ২০শে ডিসেম্বর। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসকেই রাজ্যের গ্রন্থাগারিকগণ গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে পালন করে থাকেন। এই দিনে গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন সমস্যা কেবল আলোচিত হয় না, আলোচনা হয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্যের কথা।

তাই অন্যান্য বছরের মত এ বছরও গ্রন্থাগার দিবস পালিত হলো ২০শে ডিসেম্বর। কেন্দ্রীয় সভা অনুষ্ঠিত হলো ষ্টুডেন্টস হলে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার অবস্থা অন্যান্য বারের মত নয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দেড় কোটির মত মানুষ। বাড়ীঘর বিধ্বস্ত হয়েছে যেমন, আবার অগণিত গৃহপালিত পশুও মারা গেছে। ১৩ হাজারের ওপর স্কুল কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই বন্যায় সহস্রাধিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থ, আসবাবপত্র, ভবন ইত্যাদি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু সংগ্রহশালাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস উৎসাহ-উদ্দীপনার সংগে অনুষ্ঠিত হয়।

এবার কেন্দ্রীয় সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায়।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক পার্থ দে বলেন, গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন, সুস্থ সংস্কৃতির জন্য ব্যাপক প্রচার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, লোকশিক্ষা, গণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ এবং সুস্থ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারে গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে কিছু কাজ শুরু করেছে।

পরিষদের কর্মসচিব প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন যে, গ্রন্থাগার দিবসটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯২৫ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই পরিষদ তিপ্পান্ন বছর ধরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যব্যাপী নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য রাজ্যসরকারের পদক্ষেপগুলিকে স্বাগত জানান। বিগত দেড় বছরের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটির পুনর্গঠন, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে খসড়া কমিটি গঠনে গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিনিধি এবং পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তিও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কর্মসচিব গ্রন্থাগার দিবস পালন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব সমর্থন করেন পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির সভাপতি সত্যব্রত সেন। প্রস্তাবে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং রাজ্যব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার আইন চালু করা, গ্রন্থাগারগুলিকে তথ্য কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার দাবী জানান হয়েছে। প্রস্তাবে স্পনসর্ড প্রথার অবসান ঘটিয়ে সরকারকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।

সত্যব্রত সেন বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীদের ওপর যদি সম্পূর্ণ

দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তারা ভাবে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলি পুনর্গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন রামকৃষ্ণ সাহা এবং সমর্থন করেন শশাঙ্ক বাগচী।

সমাবর্তন

জনসভার পূর্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের উত্তীর্ণ (১৯৭৭-৭৮ সেসনে) ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ ও পুরস্কার দেওয়া উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অধ্যাপক বিমলেন্দু মজুমদার সভাপতিত্ব করেন।

সভায় প্রধান অতিথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) ডঃ রমেন্দ্র কুমার পোদ্দার এই অনুষ্ঠানে বলেন, দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচারে গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মাতৃভাষার প্রচলন ব্যাপকভাবে করা দরকার। শিক্ষাকে গণতন্ত্রীকরণে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সভা

তারাগুণিয়া বীণাপাণি পাঠাগার, ২৪ পরগণা

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে গত ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ তারাগুণিয়া বীণাপাণি পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগারের সহ-সভাপতি কালীধন চট্টোপাধ্যায় ও পরিষদের সহ-কর্মসচিব শশাঙ্ক বাগচী। সভায় বক্তব্য রাখেন শান্তিভূলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক বাগচী ও শিবনাথ মুখোপাধ্যায়।

এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

(১) জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে হবে। (২) প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে (৩) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণপুর কুমার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতন, তমলুক

তমলুকের মহিষাদল থানার ১নং ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুর কুমার স্মৃতি নিকেতন গ্রামীণ পাঠাগারের শাখা কেন্দ্র ধরপুর অভিযান সঙ্ঘে ২০শে ডিসেম্বর "গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন এবং নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে দাবী রাখেন সঙ্ঘের সম্পাদক মনোজ কুমার বারিক।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ বিকাল ৫টায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় পাঠকবৃন্দ, কর্মীগণ ও জনসাধারণ যোগদান করেন। প্রধান বক্তা হিসাবে তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমূহের কর্মী সমিতির জেলা সভাপতি রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বক্তব্য রাখেন। ২০শে ডিসেম্বর দিনটির তাৎপর্য, গ্রন্থাগার দিবস উদযাপনের প্রয়োজনীয়তা, জাতীয় জীবনে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও সার্থকতা তথা বেলগাঁও জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন থেকে বর্তমান কালে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরেন। বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করে বিনা টাকায় গ্রন্থাগার সেবার ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিক বা অধিবাসীর গৃহদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা কর্মী সমিতির সনিষ্ঠ সংগ্রাম, অগ্রগতি ও বর্তমান বামপন্থী সরকারের প্রতিশ্রুতি ভট্টাচার্য আলোচনা করেন এবং জনসাধারণের সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে আমলাতান্ত্রিক বাধাবিপত্তি, সর্বপ্রকার অছিলা ও অজুহাত শক্ত হাতে অপসারণে সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-এর পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গত ২০শে ডিসেম্বর '৭৮ রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট হলে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে "গ্রন্থাগার দিবস" পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বার্থে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য "গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, প্রতিটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন, রাজ্যে শিক্ষা বাজেটের ২.৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়" প্রভৃতি দাবীগুলি উত্থাপিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী ও অধ্যাপক হরিচরণ দেবনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ। এই জেলার বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারের করুণ অবস্থা বর্ণনা করেন গ্রন্থাগারিকবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শম্ভুনাথ রায়। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন জেলা সমাজশিক্ষা অধিকারিক মোহন বংশী মণ্ডল এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক সুব্রত সান্যাল। গ্রন্থাগার দিবসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন জেলা শাখার সভাপতি সুজিত ভূষণ রায় ও সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী।

"গ্রন্থাগার দিবস" অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, গ্রন্থাগার মন্ত্রী পার্থ দে, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, মেদিনীপুর জেলা শাখা

১৯৭৭ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (মেদিনীপুর জেলা শাখা) গঠিত হওয়ার অল্পদিন পরেই এই জেলা শাখার উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরে ৩৪ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার কয়েকটি সভাতে জেলার স্পনসর্ড, সাধারণ, কলেজ ও স্কুল গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ও কর্মীবৃন্দ বিপুল উদ্দীপনায় যোগদান করেন। এ বছর ২০শে ডিসেম্বর ৭৮ 'গ্রন্থাগার দিবস' অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংগে পালনের জন্য একটি ব্যাপক কর্মসূচী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা শাখার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়। জেলা গ্রন্থাগারে এ উপলক্ষে একটি জনসমাবেশেরও আয়োজন করা হয়। জেলার সমস্ত দিক থেকে স্পনসর্ড, সাধারন, স্কুল ও কলেজ গ্রন্থাগার থেকে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি ও কর্মী এই সমাবেশে যোগ দেন। একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা জনসমাবেশটিকে সম্পূর্ণতা দান করে। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজীর গ্রন্থাগারিক অশোক কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিভিন্ন গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাখার বাৎসরিক সম্মেলনে বিভিন্ন আর্থিক অসুবিধা, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেসন এর বিলিকৃত পুস্তক প্রভৃতি সম্পর্কে ঐ সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এবং স্থির হয় আগামী ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জেলা শাখার বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া ঐ সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যপদ বাড়াবার জন্য সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে সক্রিয় হতে আহ্বান জানান হয়।

প্রথমার্দ্ধের অধিবেশনে শেষ হওয়ার পর বিকাল ৪টায় প্রকাশ্য সভা শুরু হয়। ঐ সভায়ও সভাপতিত্ব করেন অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়। সভাতে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (মেদিনীপুর জেলা শাখা) এর সম্পাদক অশ্বিনী সেন ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগারিক দিবসের' তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং যাতে গ্রন্থাগার আইন অবিলম্বে প্রণয়ন করা যায় সেজন্য সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় আহ্বান জানান। আজাহারউদ্দিন খাঁন, গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির (মেদিনীপুর জেলা শাখা) সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সিংহ, কে-ডি কলেজ অফ কমার্সের অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক মন্মথ সিকদার এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি অশোককুমার

মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান। মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন নিত্যানন্দ মণ্ডল।

পশ্চিমবঙ্গ গভঃ স্পনসর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন, হাওড়া শাখা

গত ২১।১২।৭৮ তারিখে হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবসের পরিপ্রেক্ষিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আদিত্য প্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরী। সভার প্রারম্ভে গড়ভবানীপুর আর. পি. ইনস্টিটিউশান অব বয়েজ ইউনিয়ন লাইব্রেরীর সাইকেল পিয়ন শঙ্করী প্রসাদ ভাটের আকস্মিক পরলোক গমনে এই সভা শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে। জেলা সম্পাদক অশোক কুমার দাস সমিতির বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন এবং বলেন যে সমিতির কাজকর্মকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে প্রত্যেক গ্রন্থাগার কর্মীর ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের সামিল হতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ধ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীতে আসন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার জন্য সকল গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত ও প্রসারিত করতে আমলাচক্রের বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার হতে হবে তেমনি কর্মীদেরও সর্ব বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যব্রত সেন, গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও গ্রন্থাগার আইনের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, গ্রন্থাগার আইনের বিষয়টি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বাগ্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

পরিষদের কোচবিহার জেলা শাখা ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির কোচবিহার জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবসের উদ্‌যাপন

নর্থবেঙ্গল ষ্টেট লাইব্রেরী (কোচবিহার) ভবনে বিকাল ৫টায় ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি দীপেন চন্দ্র ও পরিবহণ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী।

সভায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সভাপতি, জেলা শাখার সম্পাদক, প্রধান অতিথি চৌধুরী, স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক মনোরঞ্জন দে, শিক্ষাবিদ্ বসন্ত রায়, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোচবিহার জেলা শাখার সম্পাদক চিন্ময় দত্ত এবং উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা সমিতির সম্পাদক সাংবাদিক গোপেশ্বর দত্ত।

প্রতিবেদক : অসিতাভ দাশ

গ্রন্থাগার সংবাদ

পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার, ছাত্রবন্ধু, রামরাজাতলা, হাওড়া

গত ৭ই জানুয়ারী, '৭৯ রবিবার বেলা তিনটের সময় প্রতিষ্ঠান গৃহে, স্বপন কুমার ঘোষের সভাপতিত্বে পাঠাগারের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ১৯৭৮ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয় এবং পাঠাগারের উন্নতিকল্পে ও বিভিন্ন কার্য্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা হয়।

সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সাহায্যে ১৯৭৯ সালের জন্য পাঠাগারের কর্মপরিষদ গঠিত হয় :—

সভাপতি—স্বপন কুমার ঘোষ সহঃ সভাপতি—রামনারায়ণ সেন, সাধারণ সম্পাদক—নেপাল কান্তি ভট্টাচার্য্য, সহঃ সম্পাদক—সুশান্ত মাইতি, গৌতম অধিকারী, তপন সিন্‌হা, তপন ভট্টাচার্য্য ; কোষাধ্যক্ষ—জগদীশ মণ্ডল, জ্ঞানপ্রাপ্ত পত্রিকা সম্পাদক—অমিতাভ সেনগুপ্ত, গ্রন্থাগারিক—ফাল্গুনী মুখার্জী, সদস্য—দীপক কুমার ভট্টাচার্য্য, প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ, সুনীল কুমার দাস।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শিক্ষাব্রতী বিষ্ণুপদ মাইতি তাঁর জীবনী, সাহিত্য প্রতিভা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম দিনাজপুর

গত ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭৯ তারিখে, বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার ভবনে পশ্চিম দিনাজপুর গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যৌথ উদ্যোগে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ জেলা গ্রন্থাগারিক অনিল দত্ত এবং অন্যান্য বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন অবনী তলাপাত্র, বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পরেশনাথ কুণ্ডু, সুনীল ঘোষ, মনোরঞ্জন দে, পাঁচুগোপাল দে, অমলকৃষ্ণ মজুমদার, সত্যব্রত সেন, ধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, সুব্রত গোস্বামী এবং সৈয়দ খলিল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

সভায় গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা, গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক, গ্রন্থাগার ও তার কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

উপরি উক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও সভায় গ্রন্থাগার দরদী ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানানো হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগারের অন্যতম কর্মী নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরীর প্রতি অগণতান্ত্রিক আচরণের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ ও তার প্রতিকারের দাবী করা হয়। এই গ্রন্থাগারের নয়জন কর্মীর স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করা হয় এবং অবনী কান্ত তলাপাত্র সর্বপ্রাচীন কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে স্থায়ী কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ায় প্রাদেশিক সম্পাদক মহাশয়কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরকারী নির্দেশ

কার্যকর করার দাবী জানানো হয়। পল্লী গ্রন্থাগারে বই বদল দেওয়ার জন্য সরকার প্রদত্ত গাড়ীটিকে সরকারী খরচে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা ও বর্তমানে অব্যবহার্য অবস্থায় ফেলে রাখার প্রতিবাদ জানানো হয় এবং এই অবস্থার প্রতিকারের দাবী করা হয়।

কাইতি ডাঃ মৃগেন্দ্র মিত্র পাঠাগার, বর্ধমান

গত ২৩শে জানুয়ারী, '৭১ তারিখে অধ্যাপক ডঃ গোপেশ চন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে পাঠাগারের জয়ন্তী বার্ষিকী অনুষ্ঠান পালিত হয়। প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন জেলা যুব কল্যাণ অধিকারিক মদন মোহন সাহা। পাঠাগারের সভাপতি অরবিন্দ রায় পাঠাগারের পতাকা উত্তোলন করেন। ডঃ মিত্রের স্মরণে স্মৃতিচারণ করেন গ্রন্থাগারিক লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠাগারের সম্পাদক বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধিরূপে বর্ধমান জেলার শাখার যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল মমিন মিদ্দা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের উপর আলোচনা করেন এবং গ্রন্থাগার উন্নয়নে বর্তমান সরকার 'গ্রন্থাগার আইন' প্রবর্তন করবেন এই আশা প্রকাশ করেন।

রামকৃষ্ণ পাঠাগার, পলাশ চাবড়ী, মেদিনীপুর

গত ১লা জানুয়ারী, ১৯৭১ তারিখে পরেশ নাথ ভূঁইঞ্যার সভাপতিত্বে পাঠাগারের ১৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি সভা আয়োজিত হয়। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় এম. এল. এ. উমাপতি চক্রবর্তী। অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন অজিত কুমার ঘোষ, অজিত কুমার ভূঁইঞ্যা, কল্যাণ মাঝি, শরৎচন্দ্র পাল, ডাঃ সুকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ।

উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর পাঠাগারের সম্পাদক জিতেন্দ্র নাথ মণ্ডল তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন এবং তারপরে উপস্থিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই গ্রন্থাগারের উপর তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য রাখেন। সদস্য অরুণ কুমার অধিকারীকে পাঠাগারের শ্রেষ্ঠ পাঠক হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

পল্লীশ্রী পাঠাগার—হীরাপুর, হাওড়া

গত ১১ শে ফেব্রুয়ারী, '৭১ সন্ধ্যা ৬টায় পাঠাগার কক্ষে বিশিষ্ট শিক্ষক কালীপদ মণ্ডল মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রয়াত সাহিত্যিক বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) স্মরণে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে "বনফুল"-এর সাহিত্য প্রতিভা ও জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করে গোবিন্দ চন্দ্র সাঁপুই, অশোক কুমার দাস, রণজিৎ পলো, তারাপদ রায়, প্রণব মুখোপাধ্যায় ও কার্তিক চন্দ্র সাউ। বনফুল সম্পর্কে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন আশীষ চট্টোপাধ্যায়।

নেতাজী পাঠাগার, শ্রীরামপুর

গত ২৩শে জানুয়ারী পাঠাগারে নেতাজী জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন যথাক্রমে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও ইন্দুমাধব রায়। অনুষ্ঠানে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় এবং পতাকা উত্তোলন করা হয়। নেতাজীর জীবনী সম্বন্ধে ভাষণ দেন ইন্দুমাধব রায়।

কৃত্তিবাস স্মৃতিভবন তথা সংগ্রহশালা, ফুলিয়া

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ পর্যন্ত মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর জন্মস্থান ফুলিয়া কৃত্তিবাসে, কৃত্তিবাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি ও কৃত্তিবাস স্মৃতিভবন তথা সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে একটি উৎসব ও মেলার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বাউলসঙ্গীত, লোকগীতি ও যাত্রার ব্যবস্থাও থাকে। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত রামায়ণ এবং রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণ প্রদর্শিত হয়।

পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার

গত ২৮শে জানুয়ারী জেলা গ্রন্থাগারের নির্মীয়মান ভবনে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যৌথ উদ্যোগে এবং মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন চালু করার ব্যাপারে আলোচনা হয় এবং গ্রন্থাগার আইনের সুবিধা—অসুবিধার কথাও আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মহাদেব মুখোপাধ্যায়, অনিলকুমার চক্রবর্তী শশাঙ্ক বাগচী, বিশ্বনাথ কোলে, নেপাল চট্টোপাধ্যায়, সলিল বসু, অমূল্য মাহাতো প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ।

প্রতিবেদক : **দিলীপ ভট্টাচার্য**

চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা।

প্রিয় মহাশয়,

আপনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে আমাকে **আমতা সাব ডিভিসন্যাল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হিসাবে (শিক্ষাদপ্তর, পঃ বঃ সরকার) মেনে নেওয়া হয়েছে।**

আশা করি এ সংবাদ আমাদের সকল সংগ্রামী বন্ধু-সতীর্থদের পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' মারফত জানিয়ে দিয়ে বাধিত করবেন।

সকলের সঙ্গে আপনাকে আমার আন্তরিক নমস্কার জানিয়ে এখানে শেষ করছি।

ভবদীয়—
অনিলকুমার দেয়াশী
২।১।৭৯ গ্রন্থাগারিক, আমতা পাবলিক লাইব্রেরী

বিজ্ঞপ্তি

১) যাঁরা ১৩৮৪ সনের চাঁদা এখনো দেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে পরিষদ অফিসে চাঁদা দেবার জন্য। চাঁদা জমা না পড়লে তাঁদের কাছে আর 'গ্রন্থাগার' পাঠানো সম্ভব হবে না।

২) কোন সদস্য 'গ্রন্থাগার' না পেয়ে থাকলে তাঁকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে লিখিত-ভাবে জানিয়ে সেই পত্রের অনুলিপি পরিষদ অফিসে পাঠান। অনুরূপ ভাবে লিখিত পত্র না পেলে আমাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না। —সম্পাদক, গ্রন্থাগার

English Abstracts

Vol. 28, No. 1 (April-May) 1978

By Gouri Bondyopadhyay

Editorial

The 34th Conference of the Bengal Library Association was held on April 14-16. 1978 in the Vidyasagar Hall at Midnapur. About 500 delegates from differnt districts attended the conference. This conference has a special significance in that the Library Law is going to be enacted this time and discussions were held on the structure of the Library Law.

Some thoughts on the role of libraries for the uplift of the villages. by prof. Bijoyanath Mukhopadhyaya, Head of the Dept : Dept of Libray Science, Burdwan University.

The author lays Stress on the importance of the libraries for the welfare of the village people. They will also serve as the sources of meeting places of the village people where they can go to quench their thirst for knowledge. The libraries also have roles to spread education among the village people and to remove illiteracy from the country.

The Significance of industrial efforts for the rural uplift and the role of libraries. by Ajay Kumar Roy, Central Glass & Ceramic Research Institute.

At present much emphasis is being given on the benefit and uplift of the rural people and various industrial efforts are being made in this regard.

The libraries also have their significant role to satisfy the various needs of the villagers. They should serve as sources of information for the village people and disseminate knowledge to them

The role of library for the rural uplift. Ramkrishna Saha : Phanibhusan Ray : Gopikaprasad Ghosh.

The libraries should act as information centres. They should collect information and disseminate them to the village people according to their needs. But unfortunately the present conditions of the libraries are not upto the mark. For this they cannot serve the people properly.

But efforts should be made to coordinate the functions of different libraries. They should be mauned with professionally qualified persons and be provided with sufficient money. They should be saddled with adequate information so that they can impart right knowledge to the right man at the right time.

Narayan Patrika : Bibliography by Sunil Das.

Bengal Library Association

The 34th Conference of the Bengal Library Association was held on April 14-16, 1978 at the Midnapur Vidyasagar Hall. Delegates from Calcutta, 24 Parganas, Jalpaiguri,

Nadia, West Dinajpur, Purulia, Burdwan, Darjeeling etc. attended the conference. They had their Saying in it.

Circular for ad-hoc increase in pay to the staff of the Sponsored Library.

A plea for a National Libray System. by R. K. Das Gupta

Vol. 28, No. 3 (June-July, 1979)

By Dipakkumar Ray

Editorial :

It has emphasised on the long standing demand of subscription free integrated library system under library law West Bangal. Mr. Partha De. Minister-in-charge of Library affairs of our state has repeatedly assured us that the Government would soon introduce library legislation. But a few bureaucratiac officers are trying to spoil our attempts. The aim of library movement is two-fold :—First we will have to expose those who are trying to make obstacle in the the way of Libray legislation. Sccondly, we will have to face people of all ranks and make them understand about the implications of Library legislation.

In order to fullfil our attempts, a movement is to be started in all parts of our state. We all request our friends and lovers of Library to be with us in a provision which will go up to Assembly on the 6th September, 1978.

Rural Library and rural development : discourse, by Chaitali Datta

Page 462

The author has gone through the pros and cons of the rural Librarians in our country. It has been flashed before us some of the basic problems of rural library and rural development. It has also been pointed how the rural Librarians can be effective for the rural people and how these can meet up the economic demands of the people residing in Villages of our country.

Narayan Patrika : its introduction and bibliography, by S. Das.

page 468

List of Contents of the Patrika are arranged as per volumes and issues.

Book discussion

Page 473

Conferences of the district branches of B. L. A.

Page 474

Jalpaiguri 15th June, 1978 Nadia 9th April, 1978 West Dinajpur District 11th June, 1978 Howrah District Branch, 11th April, 1978

Library News, by Asitava Das

Page 476

Monoharpur palli Pathagar, Dankuni, Hooghly Panihati Club, 24 Parganas Sahid Pathagar 20th general conference and wise men reception—18th June, 1978 Subarban Pathagar and Nalini Smriti Free Reading Room. Naba Pravat Sangha, Nadipar, West Dinajpur. Sabuj Granthagar, Nijbalia, Howrah

Parishad Bhaban : Rabindra-Najrul evening, Memorandum on different aspects of Library Services and on some problems of Library workers in West Bengal, jointly submitted by the Bengal Library Association and the West Bengal Sponsored Library Employees Association.

page 478

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
LIST OF HOLIDAYS : 1979

Dates	Days	Occasion
1st January	Monday	New Year's Day
23rd January	Tuesday	Netaji Birth Day
26th January	Friday	Republic Day
1st February	Thursday	Sree Panchami
10th February	Saturday	Fateha Doajdaham
13th March	Tuesday	Dol Jatra
13th April	Friday	Good Friday
14th April	Saturday	Chaitra Sankranti
15th April	Sunday	Bengali New Year's Day
1st May	Tuesday	May Day
9th May	Wednesday	Birth Day of BLA's First President poet Rabindranath Tagore
14th August	Thursday	Janmastami
15th August	Wednesday	Independence Day
25th August	Saturday	Id-ul-Fitter
20th September	Thursday	Mahalaya
28th September to 6th October	Friday to Saturday	Durga Puja, Lakshmi Puja and Gandhiji's Birthday
20th October	Friday	Kali Puja
1st November	Thursday	Id-uj-Zoha
4th November	Sunday	Guru Nanak Birth Day
1st December	Saturday	Muharram
20th December	Thursday	BLA's Foundation day 'Granthagar Dibas'
25th December	Thursday	Christmas Day

Student's Re-Union Day (To be notified later on).

Sd/- P. Raychaudhury
(Secretary)
Bengal Library Association.

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের নিয়ম ॥

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া আপনার পক্ষে লাভজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকরা পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন পৃষ্ঠায় কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৪র্থ মলাট	৩০০	৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও ৩য় মলাট	২৫০	৩৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১২৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	২০০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	১০০	১৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	৫০	১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.

ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৫ সি. এম.

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি. ১৩৪, সি. আই. টি. রোড ৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮২৩৩

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

West Bengal Library Directory (1963)

মূল্য—২০'০০

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক তথ্য সম্বলিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২'৫০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩'০০

মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫'০০

আড়াই হাজারের বেশি সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত— রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার।

মূল্য—৫'০০

ডঃ আদিত্য ওহদেদার— গ্রন্থবিজ্ঞা।

মূল্য— ৪'০০

বাণী বসু (সঙ্কঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী।

মূল্য—৭'০০

১৮১৮ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৮২।

মূল্য—৫'০০ [বাঁধানো ৮'০০]

খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪ সি. আই. টি. রোড—৫২

কলিকাতা—৭০০০১৪

[illegible]

Annual Price Rs. [illegible]
Single Issue Rs. 1·50

[illegible]
LICENCE NO. WB/CC[illegible]
Postal Regd. NO. WB/CC—[illegible]
Regd. NO. [illegible]

March, [illegible]

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073 .

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the [illegible] Ltd. 26, Patuldanga Street, Calcutta—700 [illegible]

Editor : Arun Ray

Associate Editor : [illegible] Das,

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ১২ চৈত্র, ১৩৮৫

সূচী

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদ যে পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার তথ্য সংগ্রহের কার্য শেষ পর্যায়ে পৌঁচেছে। এখনও যারা ডাইরেক্টরী ফর্ম পূরণ করে পাঠান নি, তাঁদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তাঁরা যেন অনতিবিলম্বে ফর্ম পূরণ করে পরিষদ অফিসে পাঠান। আগামী মাস থেকে সংকলনের কাজ শুরু করা হচ্ছে।

অরুণ রায়
আহ্বায়ক
ডাইরেক্টরী উপসমিতি

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক : অরুণ রায় | সহযোগী সম্পাদক : অসিতাভ দাশ

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ১২ | **চৈত্র, ১৩৮৫**

সম্পাদকীয়

পরিষদের পরিচালনায় ও বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে ৩৫ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন এবছরে নানা দিক থেকে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সম্মেলনের স্থান প্রায় আড়াই যুগ ধরে শহর কলকাতার দূরেই নির্বাচিত হয়ে এসেছে, যাতে দূরবর্তী ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কথা পৌঁছতে পারে। কারণ দেশের যাবতীয় কর্মচাঞ্চল্য সাধারণত বৃহৎ নগরগুলিকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। ছোট শহর ও গ্রামের মানুষকে পেছনে ফেলে রেখে এদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু গত বছরের অতিবর্ষণ ও বন্যায় বিপর্যস্ত এ রাজ্যের অধিকাংশ জেলা এখনও সেই দুর্বিপাক কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই সম্মেলনের স্থান এবারে কলকাতার কাছেই নির্বাচিত হয়েছে, যেখানকার কর্মিবন্ধুরা প্লাবনের ধাক্কা সামলে উঠতে পেরেছেন।

সম্মেলনের স্থান যেখানে নির্বাচিত হয়েছে সে অঞ্চলটি ভারতের শেফিল্ড নামে অভিহিত। শিল্পনগরীতে আয়োজিত হওয়ায় স্বভাবতই সেখানকার কলকারখানার আপামর মানুষ এবার সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় সরাসরি যুক্ত হয়েছেন। সম্মেলনসূত্রে পরিষদ তথা রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল। শ্রমিক সংগঠনের প্রাথমিক কাজ যদিও যৌথ দর কষাকষি, কিন্তু অন্যদিকে শ্রমিকদের মননের বিকাশ, সামাজিক মূল্যবোধ ও চেতনা সৃষ্টির কাজেও সেগুলির বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাই কোনো কোনো শ্রমিক সংগঠনে একটি করে গ্রন্থাগার পরিচালিত হতে দেখা যায়। গ্রন্থ লেনদেন ছাড়াও শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর ও তথ্য সরবরাহ এবং যুগপৎ সাক্ষরতা বিস্তার সেইসব গ্রন্থাগারের এখন অন্যতম প্রধান কাজ।

উল্লিখিত তথ্য বিতরণ প্রসঙ্গে একটি কথা এসে পড়ে যে সমগ্র ভারতে কর্মসংস্থানের প্রধান উপায় স্বরূপ ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে সরকার এখন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে উদ্ভাবিত অভিনব তথ্য ও কারিগরী বিদ্যা অন্যান্য কাঁচামালের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (Input) হিসাবে বিবেচিত। শিল্পপ্রধান শহর ও শ্রমিক সংগঠনের গ্রন্থাগারে এই উপাদান কিভাবে সহজে সরবরাহ করা যায় তার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মীদের উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা আশু প্রয়োজন। বিগত মেদিনীপুর সম্মেলনে গ্রামীণ উন্নয়নসূত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে তথ্য বিতরণের রূপ ও পদ্ধতি কি হবে সে বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণের জন্যে ক্ষুদ্র শিল্প পরিচালক ও দক্ষ কর্মীদের

সঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের সরাসরি আলোচনার ইত্যাদির ব্যবস্থা আজ বিশেষ প্রয়োজন।

স্থান ছাড়াও বিষয় নির্বাচনেও এবারের সম্মেলন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামো ও কর্মসূচির পর্যালোচনা যা এযাবৎকাল বিভিন্ন সম্মেলনে প্রবন্ধাকারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে এসেছে—তা এবারের অধিবেশনে রাখা হয় নি। কারণ পরিষদের বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত অভিমত ও সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর গ্রন্থাগার আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করেছেন। খসড়া বিলটি চলতি বছরে বিধান সভায় উপস্থাপিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আইন অবশ্য যতদিন না বিধিবদ্ধ হচ্ছে ততদিন আইনের দাবি রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মুখ্য বিষয় হিসাবে ধ্বনিত হবে। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা ভাল যে আইন গৃহীত হলেও আইনের সঠিক রূপায়ণে কর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সজাগ দৃষ্টি থাকা চাই।

এবারের সম্মেলনে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয় প্রবন্ধাকারে না থাকলেও সাধারণ গ্রন্থাগারের অন্যতম কাজ হিসাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব এবং শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগার বিষয়ে নির্দিষ্ট দুটি অধিবেশন সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এখন নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিষয়টিকে জরুরি কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দেশের নানা জায়গায় এবিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা ও সম্মেলন হয়েছে। যথারীতি নানা ধরণের কর্মসূচি ও কিছু অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। এ বিষয়ে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কী সে সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তার মর্ম হল তথাকথিত "ফলো আপ" কাজে গ্রন্থাগারের অন্নবিস্তর অংশ গ্রহণ। অন্যদিকে গ্রন্থাগার কর্মীরাও তার বেশি বিশেষ কোনো সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি নেন নি। পরিষদের পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলিতে আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে প্রসঙ্গটি বার কয়েক উঠেছে; প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি মূল আলোচনায় এবারই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে—বলা বাহুল্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বাত্মক উদ্যম ও আয়োজনের সময়োচিত প্রতিফলন হিসাবে। বস্তুতঃ সাক্ষরতা বিস্তারে সবচেয়ে বেশি উপযোগিতা আছে উপেক্ষিত গ্রন্থাগারেরই। গ্রন্থাগারে তথ্য বিতরণ ও সরাসরি সাক্ষরতা বিস্তারের আয়োজন পরস্পরের পরিপূরক।

শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগারের বিষয়টি নতুন না হলেও এবছরে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের নিরিখে সেটি সম্মেলনের একটি বিষয় হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। মানুষকে গ্রন্থমুখী ও গ্রন্থাগারমনা করে তোলার প্রারম্ভিক ক্ষেত্র হল ছোটদের গ্রন্থাগার। ছোটবেলা থেকে পাঠস্পৃহা গড়ে উঠলে সহজাত কৌতূহল চরিতার্থের সুযোগ পায়—পরবর্তীকালে সেটি গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষার অনুকূল হয়। বই পড়ার অভ্যাস ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের মনোভাব সঞ্চারিত হলে নোটনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা ও গণটোকাটুকিরও অবসান হবে। শৈশব ও কৈশোরের পাঠস্পৃহা একদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পক্ষে অনুকূল হবে, অন্যদিকে সাধারণ গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদাকে পরিপুষ্ট করবে। দুঃখের বিষয় যে ছোটদের উপযোগী ব্যবস্থা আজও বিশেষ দেখা যায় না। এজন্যে অভিভাবকরাও অনেক সময়ে দায়ী। গল্পের বই পড়াকে বাপ-মায়েরা অনেক ক্ষেত্রেই বিষ নজরে দেখেন। গ্রন্থাগার কর্মীরা তৎপর হলেও যথোচিত সাড়া না পাবার ফলে ছোটদের জন্যে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ক্রমে সংকুচিত হয়ে পড়ে। বর্তমান চাঁদার ব্যবস্থাও ছোটদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের বাধা সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশু ও কিশোর কল্যাণের নানা বিষয়ের মধ্যে তাদের মানসিক বিকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অবাধ ব্যবস্থার প্রস্তাব বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিবেচনার দাবি রাখে। সেই নিরিখে সম্মেলনের আলোচনায় বিষয়টি সময়োচিত।

কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে সম্মেলনের তৃতীয় বিষয়টি চব্বীশ অধিবেশনের পরে এবছরে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকটি পরিষদের মুখপত্র ছাড়াও বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গেই আলোচিত হয়ে থাকে। কলেজ গ্রন্থাগারিক-

দের বেতন সম্পর্কিত অব্যবস্থা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে পরিষদ দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু সুফলও পাওয়া গেছে। কিন্তু ইউ. জি. সি শিক্ষকদের সাম্প্রতিক বেতনক্রম পুনর্বিন্যাসের সময়ে গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে পূর্বের নীতি থেকে সরে এসেছেন। পূর্বের নীতি ছিল শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের সমতুল বেতন ও সুযোগ-সুবিধা। দীর্ঘকাল যাবৎ অনুসৃত এই নীতি বর্জনের ফলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অসন্তোষ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। প্রতিকারের দাবিতে পরিষদ নিরন্তর নানা পর্যায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন হারের প্রশ্ন ছাড়াও কলেজ গ্রন্থাগারের সামগ্রিক পরিস্থিতির বাস্তবানুগ মূল্যায়ন এবং কর্মপদ্ধতির মানোন্নয়নকল্পে সম্মেলনে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনার ব্যবস্থাও একটি নতুন পদক্ষেপ। কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সুবিধার্থে স্বতন্ত্র সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনাধীন রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভ্রাতৃপ্রতিম শিক্ষক সংস্থাদির সহযোগিতায় গ্রন্থাগার কর্মীদের অসন্তোষ হয়তো কিছু পরিমাণে নিরসন করা যায়। কিন্তু নিজস্ব এবং শক্তিশালী সংগঠন ছাড়া, কেবল বাইরের বন্ধুদের সাহায্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজস্ব নানা প্রশ্নের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বাধীনে শ্রেণী নির্বিশেষে গ্রন্থাগার কর্মীদের সংঘবদ্ধ হওয়াটাই নানাবিধ সমাধানের একমাত্র কার্যকর উপায়। সম্মেলন সূত্রে একটি কথা এখানে মনে হয়েছে যে বিগত কয়েক দশকে গ্রন্থাগার আন্দোলন একদিকে যেমন সাধারণ জনপ্রিয় পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে অন্যদিকে আন্দোলনের ধারা বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারের মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হয়েছে। সেই কারণে পরিষদের কর্মসূচি রূপায়ণের জন্যে শ্রেণী অনুযায়ী একটি করে উপ-সমিতি গঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সম্মেলনে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বতন্ত্র একটি সভায় মিলিত হতে দেখা যায়। হওয়াটা স্বাভাবিক। তাতে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা নিজেদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় যুক্ত হতে পারেন। অনুরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়েও করা যায়। তাহলে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত প্রতিনিধিরা সাধারণভাবে সবাই কেবল উদ্বোধন ও সমাপ্তি অধিবেশনে উপস্থিত হতে পারবেন। এই ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলন ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে অনুসৃত হতে দেখা যায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনেও পাবলিক, পলিটেকনিক স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি ধরণের শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োজন ক্রমে দেখা দিতে পারে; যদি সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। কাজেই সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের পরিষদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়াটা এ ব্যাপারে একটি আবশ্যিক কাজ।

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ

ডঃ বিমলকুমার দত্ত
বিশ্বভারতী

সমবেত সুধীবৃন্দ,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার আহ্বান করে আপনারা আজ আমাকে যে সম্মানে ভূষিত করেছেন তাতে আমি অভিভূত। আজ এই শুভ উৎসবে আমি আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারায় আনন্দিত ও গর্বিত।

জাতীয় চেতনা ও অগ্রগতির জন্য গ্রন্থাগারের দান সর্ব দেশে ও সর্বকালে স্বীকৃত। ভারতীয় জন চেতনা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অতি প্রাচীনকাল থেকে গ্রন্থাগার উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারত কেবলমাত্র যে স্মৃতি ও শ্রুতির যুগ এ ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত; কারণ প্রতি মঠ, মন্দির, মসজিদে, ধনী ও মানী লোকদের গৃহে; বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন আকারের পুঁথিশালা রাখার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল গ্রন্থাগার সরস্বতীভাণ্ডার, জ্ঞান ভাণ্ডার, ধর্মশালা, সরস্বতী মহল, ভারতী ভাণ্ডার, পুঁথিখানা, বিদ্যাশালা, প্রভৃতি নামে প্রচলিত ছিল। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, সূচী ও বর্গীকরণের বিশেষ পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে গ্রন্থাগারিকদেরও সমাজে বিশেষ স্থান স্বীকৃত হয়েছিল। এ সকল তথ্য আজ স্বীকৃত এবং আমাদের গর্বের বস্তু।

আধুনিক যুগের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১৮০৮ খৃঃ বোম্বাই সরকার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন এবং এই দশকেই ভারতে তিনটি প্রধান শহরে বোম্বাই, কোলকাতা ও মাদ্রাজে ইংরেজদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয়। এই দশকের শেষভাগে ভারতের প্রধান প্রধান শহর ও ইন্দোর, কোচিন প্রভৃতি করদরাজ্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৭ খৃঃ Press & Registration of Book Act গ্রন্থাগার আন্দোলনের আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত হয়। ১৯০০ খৃঃ Calcutta Public Library র পাঠকক্ষ সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে ইহাই Imperial Libraryতে পরিণত হয়। এছাড়া ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বরোদার মহারাজ গ্রন্থাগারের প্রসারের জন্য যে সকল কাজ করেন তা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে তৃতীয় যুগের সূচনা হয়। এই সময় হ'তে জনমতের চাপে গ্রন্থাগার প্রসারের এক ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়। বোম্বাই-এ জনমতের চাপে Library Developement Commitee-র Report, মাদ্রাজে ডঃ রঙ্গনাথনের এবং বাংলা দেশে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সকল প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজে গ্রন্থাগার আইন পাশ হয় এবং বর্তমান যুগের সূচনা করে। ১৯৫১-৫৩ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের এক বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য জাতীয় সরকার পরবর্তী পরিকল্পনা সকলের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বড় বড় শহর ও নগরে কিছু কিছু পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার মাধ্যমে সামান্য কিছু গ্রামে শিক্ষার স্রোতধারা জনমানবের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে কিন্তু আমাদের দেশের আয়তন, জনসংখ্যা ও শিক্ষার নিম্নহারের তুলনায় এ প্রচেষ্টা অতি সামান্য।

বর্তমানে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাপক ধনসৃষ্টির

কার্যধারা গ্রহণ করে আমাদের দেশকে ধাপে ধাপে পূর্ণ সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। দেশের জনসাধারণের মধ্য থেকে দুঃখ, দারিদ্র্য ও অভাব দূর করার জন্য এ কাজের বিশেষ প্রয়োজন কিন্তু এই ধন-বন্টনের সঙ্গে সঙ্গে চাই জ্ঞান-বন্টন যজ্ঞের ব্যবস্থা করা। শক্তিশালী সমাজতন্ত্রী ভাবজকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য চাই শিক্ষার ও সুরুচির ব্যাপক প্রসার। দেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই জ্ঞান-বন্টনের জন্য যে সকল কাজ করা হয়েছে তা মূলতঃ বড় বড় সহর ও নগরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। নেহেরুজীর স্বপ্ন "One village, One school, One Library" আজও বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। আমরা সেই জ্ঞান-বন্টন যজ্ঞের পূর্ণ স্রোত দেবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি।

গ্রাম সর্বস্ব আমাদের দেশে জন শিক্ষার প্রসার ছাড়া দেশের কল্যাণ চেষ্টা অর্থহীন। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বার-বার জনশিক্ষার প্রসারের গুরুত্বের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং শ্রীনিকেতনে গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও চলন্তিকা বা ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে সাধারণ মানুষকে তার আত্মবিক সম্পদের পথ দেখিয়েছেন।

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্রের নেতৃত্বে দেশব্যাপী জনশিক্ষা প্রসারের যে পরিকল্পনা বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত আশাপ্রদ। এতদিন জনশিক্ষাকে অবহেলা করে দেশে উচ্চশিক্ষার উপর পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। তাঁরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই আছেন। আশা-করি বর্তমান সরকারের এত প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায় জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সমাজের ব্যাপক পটভূমিকায় শিক্ষা, সুরুচি ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে থাকবে। এ কাজ সার্থক ও সম্পূর্ণ করতে হলে যেমন একদিকে চাই ব্যাপক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা তেমনি অন্যদিকে চাই সেই শিক্ষার্থীকে সজীব ও সক্রিয় রূপ দেবার জন্য গ্রামে গ্রামে স্থায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও স্বল্প শিক্ষিত দেশবাসীর উপযোগী পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

এইভাবে শিক্ষার সার্বভৌম প্রসার ঘটাবার জন্য চাই গ্রন্থাগার আইন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে অবিভক্ত বাংলাদেশে ও পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারকর্মীরা দীর্ঘদিন যাবৎ নিঃশুল্ক আইন ভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। এই আন্দোলনের তাগিদে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগার আইনের খসড়া তৈরী করার জন্য দশজনের একটি কমিটি গঠন করেন এবং এই কমিটিও ইতিমধ্যেই সরকারের নিকট খসড়া আইন পেশ করছেন। আমরা আশা করি গ্রন্থাগার বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী পার্থ দের সাহায্যে শীঘ্রই এই খসড়া বিলটি বিধানসভায় অনুমোদিত হবে। গ্রন্থাগার আইন চালু হলে দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হবে। এ দাবী শুধু আমাদের নয়, এ দাবী দেশের আপামর জনসাধারণের। আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে সমবেতভাবে আবার অনুরোধ করেছি তিনি এই খসড়া বিলটিকে আইনে প্রবর্তন করে এই রাজ্যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা করুন।

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করতে হলে চাই উপযোগী ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা। আমরা জানি যে গ্রামের সব ও স্বল্পশিক্ষিত দেশবাসীর উপযোগী গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার একান্ত অভাব। রামমোহন লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন গ্রামীন গ্রন্থাগারের উপযোগী গ্রন্থাদি সরবরাহ করতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়েছে। সেজন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের রুচি, শিক্ষার মান, জীবনযাত্রার প্রণালীর ওপর পূর্ণ লক্ষ্য রেখে উপযোগী পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য অগ্রণী হতে হবে। প্রদেশ সরকার যদি Nationl Book Turst এর মত W. B. Book Trust গঠন করে উপযোগী পুস্তক প্রকাশের পথ প্রদর্শন করেন তাহলে সকলে উপকৃত হ'বো।

আগামী দিনের গ্রন্থাগারগুলির জন্য চাই অসংখ্য বুদ্ধি-কুশলী গ্রন্থাগারিক। এই চাহিদা মেটাবার জন্য গ্রন্থাগার-

বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে আরও ব্যাপকভাবে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। দেশের নানানস্থানে এই বৃত্তি শিক্ষণের ব্যবস্থা করে নূতন নূতন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। কারণ বর্ত্তমানে এই শিক্ষাব্যবস্থা দু'একটি কেন্দ্র ছাড়া সবটাই বড় শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। সাধারণের পক্ষে ঐ সকল শহরে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ব্যয়সাধ্য। গ্রামের তরুণ তরুণীরা এই বৃত্তি গ্রহণ করতে উৎসুক অথচ তাদের আর্থিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে আমাদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সব স্পষ্ট হতে হবে। বিশ্বভারতী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন ও আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও যদি গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করেন তাহলে একটা বড় কাজের সূচনা করা হ'বে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের পঠন পাঠন ও গবেষণা ক্রমশ: প্রসার লাভ করছে ও ভবিষ্যতে আরও প্রসারিত হবে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলাভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কিছু গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটাবার জন্য মূল বিষয় সমূহের ওপর পৃথক পৃথক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং একাজে আমাদেরই ব্রতী হতে হবে।

দীর্ঘদিন আন্দোলন ও ত্যাগ স্বীকার করার পর আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেজন্য হাল ছাড়লে চলবে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে আমাদের আন্দোলন চলছে ও চলবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের আর একটি আদর্শ হ'ল গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার যাতে গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলীদের ওপর ন্যস্ত থাকে সেদিকে পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ড: রঙ্গনাথনের ঐকান্তিক চেষ্টায় সরকার ও সমাজ এতদিন যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করছিলেন এখন এক দুষ্ট চক্রের প্ররোচনায় সেই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে সুরু করেছে। আমাদের সকলকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। যাঁরা বৃত্তিকুশলী নন তাঁরা যেন বৃত্তিকুশলদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতার সুযোগ নিয়ে তাদের ওপরে প্রভুত্ব করতে না পারেন। সর্বস্তরের গ্রন্থাগারিকদের সামনে এই সমস্যা একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের বৃত্তির ওপর আমাদের ভরসা রাখতে হবে, আমাদের বৃত্তির মর্য্যাদা আমাদেরই রক্ষা করতে হবে সেজন্য আমাদের সার্থক ও দক্ষ গ্রন্থাগারিক যরে গড়ে তুলতে হবে।

দেশের উন্নতির জন্য তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার জন্য এবং অসংখ্য মূক দেশবাসীর মুখে ভাষা ও হাসি ফোটাবার জন্য সরকারের সাহায্যের সঙ্গে আমাদের ও প্রত্যেকের চাই সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করা। আজকের সমাজে যে আশা নিরাশা ঈর্ষা-দ্বেষ প্রীতি-সৌহার্দ্যের ঘাত প্রতিঘাত চলছে তার মধ্যে নিরাশ হয়ে দেশ সেবার জন্য এই মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দেওয়া প্রত্যেক শিক্ষিত দেশবাসীর কর্ত্তব্য। এজন্য দেশের মানুষ সম্বন্ধে আত্মীয়তা বোধ ও সেবাবৃত্তিকে আয়ত্ত করা প্রয়োজন। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের সীমায় পৌছিতে আমাদের সামনে দীর্ঘ কণ্টক বহুল পথ। এই পবিত্র দিনে শপথ গ্রহণ করছি যে আমরা এই কাজ আমাদের সেবা, আমাদের আত্মত্যাগ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবো। এ কাজ আমাদের কাজ, এ কর্ত্তব্য আমাদের কর্ত্তব্য ও এ দায়িত্ব আমাদের দায়িত্ব।

আপনারা পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে আমার কথা শুনেছেন সেজন্য আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালক মণ্ডলীকে তাদের দীর্ঘ দিনের গ্রন্থাগার সেবার জন্য আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রেফারেন্স সাক্ষাৎকার : পাঠক ও রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের কথাবার্তার আদান প্রদানে বাধা ও তাহার প্রতিকার

শ্রীভবানীকুমার ঘোষ
সহঃ রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক
ব্রিটিশ কাউন্সিল, কলিকাতা

১ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রকাশে পাঠকের সমস্যা

খুব সাধারণভাবে বলিতে গেলে, রেফারেন্স সেবা বলিতে আমরা বুঝি পাঠকের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ ভাবে যত্ন নেওয়া। অর্থাৎ রেফারেন্স গ্রন্থাগারিককে পাঠকের প্রকৃত চাহিদা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে হইবে। কিন্তু আসল সমস্যা হইতেছে যে পাঠক প্রায়ই তাহার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারেন না। ইহার অর্থ এই নয় যে তিনি তাহার চাহিদা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কিন্তু যে কোন কারণবশতঃ গ্রন্থাগারিকের নিকট তাহার প্রশ্ন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পাঠকের এই সমস্যার কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

(ক) রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব,

(খ) গ্রন্থাগারে রেফারেন্স সংগ্রহ সম্বন্ধে ধারণার অভাব।

(গ) রেফারেন্স বই ব্যবহারে অপরিমিত জ্ঞান।

(ঘ) নিজের প্রকৃত চাহিদা স্পষ্টভাবে বলিতে অনিচ্ছা।

(ঙ) গ্রন্থাগারিকদের নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব এবং সর্বোপরি চাহিদার "বিষয়বস্তু (Subject)" সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা।

২ পাঠকের জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবেশনায় রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের সমস্যা ও তাহার প্রতিকার

গ্রন্থাগারিকের সবচেয়ে শক্ত কাজ পাঠকের চাহিদাকে ঠিকমত নির্দ্ধারণ করা। তাহার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব পাঠকের চাহিদা সম্বন্ধে সচেতনতা। অর্থাৎ পাঠকের মূল প্রশ্নকে বিশ্লেষণ করা। দ্বিতীয় কর্তব্য পাঠকের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদান করা। গ্রন্থাগারিককে মনে রাখিতে হইবে যে এই বিভাগের কাজ মূলতঃ পাঠকের অনুসন্ধানের কাজে সহায়তা করা। পাঠকের অজানা প্রশ্নের উত্তর নির্দ্ধারণ করাই এই বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইজন্য যথাযথভাবে এই বিভাগ পরিচালনা করিতে হইলে এমন শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন যে ব্যক্তি ঐ "বিষয়ে" বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। পাঠকের প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে কোনরূপে বাধার সৃষ্টি না হয় সেইদিকে গ্রন্থাগারিককে কড়া নজর দিতে হইবে। কিন্তু সময়বিশেষে গ্রন্থাগারিক নিজেই সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়েন। সমস্যাগুলি সাধারণতঃ এইরূপে—

(ক) পাঠকের সমস্যা সম্বন্ধে স্বল্প মনোযোগ দেওয়া।

(খ) পাঠকের প্রশ্নোত্তর দেওয়া দূরে থাকুক কথাবার্তার আদান প্রদানে গ্রন্থাগারিক আসল প্রশ্নকে আরও জটিল করিয়া তোলেন এবং তাহার ফলে পাঠক সাহায্য পাওয়ার আশা ত্যাগ করেন।

(গ) পাঠকের প্রশ্নোত্তর প্রদানের পূর্বেই গ্রন্থাগারিক তাহার প্রশ্নের চাহিদা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে সেই মুহূর্ত্তে পাঠকের চাহিদা পূরণ অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া যায়। ইহার ফলে গ্রন্থাগারিক তাহার অজ্ঞতারই পরিচয় প্রকাশ করেন।

(ঘ) বহুক্ষেত্রে রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক নিজেই বুঝিতে

পারেন না—"পাঠকের প্রকৃত চাহিদা কি"? গ্রন্থাগারিক সকল বিষয়ে পণ্ডিত হবেন আশা করাও অমূলক। সেই ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক নানান কলা-কৌশলে পাঠকের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারেন। পাঠককে কখনই বুঝিতে দেওয়া উচিত নয় যে, গ্রন্থাগারিক ঐ বিষয় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে পাঠককে ঐ বিষয়ের উপর যেকোন একটি বই দিয়া ব্যস্ত রাখিতে হয়। ইহার ফাঁকে গ্রন্থাগারিক তাহার অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ করেন। প্রয়োজন হইলে তাহাকে সহকর্মীদের নিকট হইতে সাহায্য লইতে হয়। প্রশ্নটিকে যথোচিত উত্তর প্রদানের জন্য গ্রন্থাগারিককে dictionary, encyclopaedia' index গ্রন্থাগারের catalogue ইত্যাদি পরীক্ষা করিতে হইবে। প্রশ্নোত্তর কখনও সাধারণ বই থেকে, কখনও রেফারেন্স সংগ্রহশালা হইতে পাওয়া যাইতে পারে। প্রশ্নোত্তর যদি ইহাতেও না পাওয়া যায়—তাহা হইলে পত্র-পত্রিকা, রিপোর্ট, Pamphlet fiile ইত্যাদি পরীক্ষা করিতে হইবে। পাঠকের ঐ প্রশ্নোত্তর পূর্বে দেওয়া হইয়াছে কিনা জানিতে হইবে। সেইজন্য গ্রন্থাগারিককে প্রত্যেকটি প্রশ্নোত্তর ৫"×৩" কার্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়ানুযায়ী সাজাইয়া রাখিতে হইবে। এই কার্ডগুলিও অনুসন্ধানের সময় পরীক্ষা (check) করিলে অনেক সময় প্রশ্নোত্তর পাওয়া সম্ভব হয়। পাঠকের প্রশ্ন বিভিন্ন বই হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। তাহাতেও সুফল না পাইলে পাঠককে পরে আসিতে বা ডাকযোগে উত্তর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া অনুসন্ধানের কাজ নূতনভাবে আরম্ভ করিতে হইবে। সাধারণতঃ রেফারেন্স গ্রন্থাগারিককে প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি পালন করা উচিত—

(১) পাঠকের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করা

(২) পাঠককে যথোচিত সম্মান প্রদান করা

(৩) পাঠকের প্রশ্নকে অবহেলিত না করা

৩ পাঠকের প্রশ্নোত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা

প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক যখনই পাঠকের চাহিদা শুনিবেন তখনই তাহাকে মনে রাখিতে হইবে ইহা তাহার নিজেরই প্রশ্ন। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিককে সজাগ থাকিতে হয়

(১) বিষয়ানুযায়ী নির্দিষ্ট রেফারেন্স বই হইতে প্রশ্নোত্তর খুঁজিয়া বাহির করা ;

(২) প্রশ্নটি কোন বিষয়ের অন্তর্গত? অন্য বিষয়ের সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য আছে কিনা ইত্যাদি ;

(৩) পাঠকের চাহিদা সংক্রান্ত বই গ্রন্থাগারে আছে কি না জানা ;

(৪) গ্রন্থাগারের সংগ্রহশালা পরীক্ষা করা ;

(৫) গ্রন্থাগারের Catalogue পরীক্ষা করা ;

(৬) প্রশ্নোত্তর বিষয়ক উপযুক্ত বই গ্রন্থাগারে না থাকিলে অন্য গ্রন্থাগার হইতে আনিবার ব্যবস্থা করা ;

(৭) প্রয়োজনানুসারে অভিজ্ঞ সহকর্মীর সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।

৪ সাক্ষাতকারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের কলাকৌশল প্রয়োগ

পাঠকের প্রকৃত চাহিদাকে কথাবার্তার মাধ্যমে এমনভাবে খণ্ডন (divide) করিতে হইবে যে গ্রন্থাগারিকের নিকট প্রশ্নোত্তর সহজ সাধ্য হয়। পাঠকের প্রশ্নে তাহাকে ধৈর্য্যহারা হইলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে তাহার কাজ দোকানের Sales man'র মত। জটিল প্রশ্নকে পাঠকের কাছে সহজসাধ্য করে তোলাই গ্রন্থাগারিকের প্রধান দায়িত্ব। সাধারণতঃ পাঠকের সহিত সাক্ষাতকারে প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত কৌশলগুলি প্রয়োগ করিতে হয়।

(১) প্রশ্নের বিষয়কে ঠিকমত বোঝা ;

(২) পাঠক কি উদ্দেশ্যে রেফারেন্স চাহিতেছেন জানা ;

(৩) পাঠকের নিজের বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যাচাই করা ;

(৪) পাঠকের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়িয়া তোলা ;

(৫) পাঠকের প্রশ্নের আশানুরূপ উত্তর প্রদান করা।

আদান প্রদানের দ্বিতীয় স্তরে গ্রন্থাগারিককে মনে রাখিতে হইবে পাঠকের জ্ঞাতব্য বিষয় কতটুকু? সাধারণত

গ্রন্থাগারিকের সফলতা নির্ভর করে তার ব্যবহার, কলা-কৌশল ও প্রকৃত প্রশ্নের তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে। সেই কারণে গ্রন্থাগারিককে কতগুলি Process সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিতে হইবে; পাঠকের চাহিদা ও পাঠককে সন্তুষ্ট করাই গ্রন্থাগারিকের আশু কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে Reference Process'র একটি মডেল নির্মান করা যাইতে পারে—ইহার ফলস্বরূপ পাঠক ও গ্রন্থাগারিকের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে।

চাহিদার প্রয়োজনীয়তা→প্রাথমিক প্রশ্ন→পাঠকের সঙ্গে কথাবার্তার আদান প্রদান→প্রশ্নোত্তরের খসড়া তৈয়ারী→অনুসন্ধান→সংবাদ সংগ্রহ→সংবাদ পরিবেশন→চাহিদা পূরণ

পাঠকের সহিত গ্রন্থাগারিকের কথাবার্তার আদান প্রদানের ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যাইতে পারে—

১) বিষয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর;

২) পাঠকের পরিসীমার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুসন্ধান কার্য চালানো;

৩) সময়ের ব্যাপারে নজর দেওয়া।

আসল কথা হইতেছে পাঠকের চাহিদা মেটানো। কোনমতেই পাঠক শূন্য হাতে না ফেরেন। সেইজন্য রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক যে কোনও কলা-কৌশল প্রয়োগ করিতে পারেন। সব কিছুই নির্ভর করে উভয়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ মিলনের উপর। সফলতার ৫০ ভাগ নির্ভর করে যত্ন সহকারে চেষ্টা করা, আর বাকী ৫০ ভাগ নির্ভর করে গ্রন্থাগারিকের পেশাগত অভিজ্ঞতা, রেফারেন্স বই ব্যবহার ও বিষয় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের উপর। Research, Project ইত্যাদি কাজের জন্য পাঠককে প্রায় সব সময়ই গ্রন্থাগারিকের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে feed-back অর্থাৎ পাঠকের চাহিদা যতটুকু সঠিকভাবে ততটুকু পূরণ হইয়াছে কিনা তাহার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। পাঠক ও রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের দৈত প্রয়াসের সফলতা আর এক feed-back.

৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বিগত ১৫ এপ্রিল, বাঁ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীতে ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ব-ভারতীর গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমলকুমার দত্ত।

বাঁ্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরীর সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রতিনিধিরাও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লাইব্রেরীটি আর ৪ বছর পরে একটি শতাব্দী-প্রাচীন সংস্থায় পরিণত হবে।

আগামী সংখ্যার গ্রন্থাগারে (বৈশাখ, ১৩৮৬) সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হবে।

কলকাতায় ডঃ ডগলাস জে ফসকেটের শুভাগমন

কলকাতায় ব্রিটিশ কাউন্সিল ২০শে জানুয়ারী 'Education of libarianship নামে একটি সেমিনার আহ্বান করেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ডঃ আদিত্য ওহদেদার। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ইংলণ্ডের প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক ডঃ ডি. জে. ফসকেট।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী রমলা মজুমদার উপস্থিত গ্রন্থাগারিকদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে দুই বছর আগে শ্রীভেজিনসন কলকাতায় এসেছিলেন এবং এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছিলেন। কিছু সুপারিশও এই সেমিনার থেকে হয়েছিল। কিন্তু তারপর কতটা এগিয়েছে এ বিষয়ে মূল্যায়ন প্রয়োজন।

ডঃ আদিত্য ওহদেদার ডঃ ফসকেটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেন। শ্রী ফসকেট এমন একজন গ্রন্থাগারিক যিনি বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন। ১৯৪০—৪৮ সালে ইলফোর্ড পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক হন। পরবর্তী বছর মেটাল বক্স কোম্পানীর গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯৫৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন।

১৯৪০ সালে শ্রী ফসকেট লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে উক্ত সংস্থার ফেলো মনোনীত হন; ১৯৫২ সালে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন; ১৯৬৬ সালে সহ-সভাপতি, ১৯৬৮-৭২ সালে শিক্ষণ উপসমিতির সভাপতি। ১৯৭৬ সালে লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

ডঃ ফসকেট ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের জয়কে অভিনন্দন জানান। পরে তিনি ইংল্যাণ্ডে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। শ্রী ফসকেট বলেন যে ব্রিটেনে প্রাক-স্নাতক ও স্নাতক উভয় পর্যায়েরই শিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। ব্রিটিশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনাধীন পাঠক্রম আছে আবার লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসের অধীনে করেসপণ্ডেন্স কোর্সও আছে। এইটি আংশিক সময়ের কোর্স। শিক্ষকরা পরীক্ষক নন। শিক্ষাসূচী বিগত কয়েক বছরের পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়। শিক্ষকরা ভিন্ন স্কুলগুলির পরীক্ষক হতে পারেন। সমস্যা হয়—যেমন সারা বছর যা পড়ানো হলো তার সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের অনেক ক্ষেত্রেই মিল থাকে না। লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা পরবর্তীকালে রাজকীয় চার্টার পায়-ডিগ্রী দেবার ক্ষেত্রে। লাইব্রেরী স্কুলগুলির নিজস্ব সিলেবাস আছে কিন্তু এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সেগুলি সঙ্গতিপূর্ণ। CNAA (Council for National Academic Award কোর্সগুলি পরিদর্শন করে এবং স্বীকৃতি দেয়। শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে unemployment আছে।

তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম শিক্ষাক্রম চালু হয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটে। বিজ্ঞানের ছাত্ররাই এই শিক্ষাক্রমে ভর্তি হতে পারে। তারা এ বিষয়ে M.Sc. ও করতে পারে। শিক্ষাক্রম সম্পর্কে লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন একটি বিস্তারিত নীতি ঠিক করেন।

শ্রী ফসকেট বক্তব্য পেশ করার পর বিভিন্ন আলোচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থাগারিকরা অংশ গ্রহণ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীতরুণ মিত্র শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে চান।

শ্রীফসকেট বলেন যে চার্টার্ড লাইব্রেরীয়ান (A L A)-রাও শিক্ষকতা করতে পারেন। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে কয়েকটি গুণ থাকা উচিত বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চারের কাজটি করার যোগ্যতা, আর যে বিষয়টি পড়াবেন সে

সম্পর্কে জান। লাইব্রেরী সায়েন্সে শিক্ষাগত যোগ্যতাই আসল নয়—যেমন বহু পি. এইচ. ডি-র কাজই আশা-ব্যঞ্জক।

এস. এম. কুলকার্ণি শিকাগো চাকুরীগত পরিস্থিতির কথা জানতে চান। শ্রীকসকেট বলেন যে A L A সাধারণ গ্রন্থাগারের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হতে পারেন। উচ্চ পর্যায়ের বিশেষ গ্রন্থাগারিকের বৃত্তিগত যোগ্যতা প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা FLA পর্যায়ের। অ-স্নাতক ALAদের সাধারণ গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। এরা মধ্যবর্তী কাজগুলির দায়িত্বে থাকেন।

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী জানতে চান যে CNAA কোন শিক্ষাক্রমকে বাতিল করতে পারে কি না? ষ্ট্যাণ্ডার্ড শিক্ষাক্রম আছে কি না?

শ্রী কসকেট বলে যে—CNAA স্বীকৃতি দেয়। আবার স্বীকৃতি দিতে অস্বীকারও করতে পারে। প্রত্যেকটি ডিগ্রী স্বতন্ত্রভাবে পরিদর্শিত হয়, শিক্ষা সংস্থার বিচারে নয়। মূল কোন শিক্ষাক্রম রচিত হয় নি—কিন্তু নীতির উল্লেখ করা আছে। শিক্ষা সংস্থার স্বাতন্ত্র্য বর্তমান।

শ্রীঅমিতাভ চ্যাটার্জীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে FLAকে মাষ্টার্স ডিগ্রীর সমতুল ধরা হয়। শ্রীকুমার সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে জানান যে CNAA প্রতি সপ্তাহে শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন করে—হঠাৎ হঠাৎ নয়।

আলোচনায় সর্বশ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সেনগুপ্ত, ফণিভূষণ রায়, মনোরঞ্জন মহাপাত্র, অজয় কুমার রায়, নির্মলেন্দু মুখার্জী, কামাখ্যাগোবিন্দ চাংদার, জগদীশ সাহা প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের উদ্যোগে ডঃ কসকেটের সম্বর্ধনা সভা

বিগত ১৯শে জানুয়ারী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের যৌথ উদ্যোগে পরিষদ ভবনে সন্ধ্যা ৬-৩০টায় ডঃ জনলান জে কসকেটের এক সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় দেড়শত গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। সভার সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায়।

শ্রীরায় বলেন, শ্রীকসকেটের পরিচিতি বহুদিনের। তিনি ভারতে এসেছেন সারদা রঙ্গনাথন বক্তৃতা দানের জন্য। এ বক্তৃতামালা অনুষ্ঠিত হয় DRTC-তে। শ্রীরায় পরিষদ ও ইয়াসলিকের পক্ষ হ'তে শ্রী ও শ্রীযুক্তা কসকেটকে স্বাগত জানান। শ্রীমতী কসকেটও একজন গ্রন্থাগারিক এবং শ্রীকসকেটের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অবদানগুলিতে তাঁরও অবদান আছে। শ্রীরায় শ্রীকসকেটকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান জানান।

শ্রী কসকেট তাঁর ভাষণে বলেন যে এতবড় আকর্ষণীয় সভা লণ্ডনেও আশা করা যায় না। ১৯৪৮ সাল থেকে ভারতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ডঃ রঙ্গনাথনের মাধ্যমে।

ইংল্যাণ্ডে পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাক্ট চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫০ সালে লাইব্রেরী সার্ভিস চালু হয়। বিশ বছর পরে পাবলিক এডুকেশন অ্যাক্ট চালু হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনে মার্কেন্টাইল অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জনসাধারণের দানে। বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, বই, পত্র-পত্রিকা এমন কি Specialised পত্র পত্রিকাও জনসাধারণ দান করেছেন। শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হয়নি।

প্রথমদিকে গ্রন্থাগারগুলিতে 'বদ্ধ তাক' প্রথা চালু ছিল। জেমস ডাফ ব্রাউন সাধারণ গ্রন্থাগারে 'মুক্ত তাক' প্রথা চালু করেন। ৬০-৭০ বছর আগে সাধারণ গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান সেবা চালু হয়। ১৯৩০ সালে শিশু গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত ঘটে।

সাংগঠনিক দিকদিয়ে দেখা যায় পৌরসভাগুলি যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে রয়েছে তাদের কাউন্টি লাইব্রেরী বলা হয়। সাধারণ গ্রন্থাগার কমিটি শিক্ষা কমিটির অধীন একটি সাব কমিটি। কাউন্টি লাইব্রেরীগুলি হয় স্কুল এলাকার মধ্যে বা স্কুলগুলির সন্নিহিত অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল। একটা স্তরে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবা ক্ষীণ—স্রোতা হয়েছিল।

তারপর জনসাধারণের শহর গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলি ১৯৬৪ সালের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন দ্বারা পরিচালিত। একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দায়িত্বে। ১৯৬০ সালের আইনে লাইব্রেরী এ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের কথা বলা হয়। বর্তমানে লাইব্রেরী এ্যাডভাই-সরি কাউন্সিলের সুপারিশ করার ক্ষমতা আছে কিন্তু প্রয়োগ করার ক্ষমতা নেই। এটা একটা দুর্বলতা। গ্রন্থাগার ব্যবহারে অক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা ও কয়েদী-দের বব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারকে অনুরোধ করা হয়।

লাইব্রেরী এ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্যদের সাধারণ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে কোন মান প্রয়োগ করার অধিকার দেওয়া নেই। এটা একটা মারাত্মক ত্রুটি। বৃটিশ সরকার গ্রন্থাগার পরিদর্শক নিয়োগ করেছেন।

আরেকটি অস্বস্তিকর অবস্থার উদ্ভব হয় যখন স্থানীয় শাসনের পুনর্গঠন হয়। এর প্রভাব পড়ে গ্রন্থাগারের উপরে। স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পুনর্গঠনের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অবলুপ্ত হয়ে যায় বা অন্য কোন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যেমন বিনোদনমূলক কাজ করে আবার শিক্ষাক্ষেত্রে এদের অবদান ও যথেষ্ট। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগ বিজ্ঞান কারিগরি গ্রন্থাগার পরিসেবার ব্যবস্থাপক। ঠিক এই জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয়—অন্য বিভাগের আওতায়।

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে স্থানীয় ইতিহাস সংগ্রহ যথেষ্ট শক্তিশালী। অনুলয় পরিসেবা বেশ উন্নত। গ্রন্থাগারে বিশেষজ্ঞদের আনার ব্যবস্থাও হচ্ছে—তথ্য পরিবেশন কাজও চলছে।

শ্রী বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় শ্রী ও শ্রীমতী ফসকেটকে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

বিজ্ঞপ্তি

১) যাঁরা ১৩৮৪ সনের চাঁদা এখনো দেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে পরিষদ অফিসে চাঁদা দেবার জন্য চাঁদা জমা না পড়লে তাঁদের কাছে আর 'গ্রন্থাগার' পাঠানো সম্ভব হবে না।

২) কোন সদস্য 'গ্রন্থাগার' না পেয়ে থাকলে তাঁকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে লিখিতভাবে জানিয়ে সেই পত্রের অনুলিপি পরিষদ অফিসে পাঠান। অনুরূপ ভাবে লিখিত পত্র না পেলে আমাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না। —সম্পাদক, গ্রন্থাগার।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বাণী বসু স্মারক পুরস্কার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি প্রয়াত বাণী বসুর স্মরণে প্রতিবৎসর বিশেষ কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রয়াত বাণী বসুর অনুরাগী বন্ধু ও দরদীদের মুক্ত হস্তে এই উদ্দেশ্যে দান করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে "শিশু ও কিশোরদের গ্রন্থাগার" বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হবে বলে স্থির হয়েছে। ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রে যারা ছাত্র/ছাত্রী ছিলেন বা আছেন শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকবে। এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে অন্যান্য নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হল।

১) রচনাটি সাদা কাগজের ১ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে লিখতে হবে।

২) ১৫০০ শব্দের মধ্যে রচনাটি শেষ করা বাঞ্ছনীয়।

৩) রচনাটির সঙ্গে অবশ্যই বিভাগীয় প্রধানের পরিচয় পত্র পেশ করতে হবে।

৪) রচনা প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার মূল্য হবে ৬০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার মূল্য ৪০ টাকা।

৫) পুরস্কার বিতরণে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৬) ৩১শে জুলাই ১৯৭৯ তারিখের মধ্যে লেখা অবশ্যই পরিষদের অফিসে কর্মসচিবের কাছে জমা দিতে হবে।

৭) যোগ্য মানের হলে পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা গ্রন্থাগারে মুদ্রিত হতে পারে।

প্রবীর রায়চৌধুরী
কর্মসচিব

Memorandum submitted to the Minister-in-charge Higher Education on 10-4-79

To
Prof Sambhu Ghosh
Minister-in-Charge of Higher Education
Govt of West Bengal
Writers, Buildings
Calcutta - 700 001

Sub: **Problems of library staff working in Colleges and Universities**

Respected Sir,

When the Left Front came into power in West Bengal, it was announced by you and other respected leaders of the government that the problems of different categories of employees will be discussed with the representatives of their associations and positive steps would be taken to redress their grievance. The Bengal Library Association, accordingly, submitted to you number of memoranda on different dates [27. 7. 1977, 12. 9. 77, 15. 12. 77, 6. 2. 78, 10. 3. 1978, 18. 7. 78, 22. 12. 1978] mentioning some of the outstanding problems of library personnel working in colleges and universities.

On all occasions, you gave sympathetic hearing and assured us that you will look into the problems. But with deep regret, we like to state that these problems remain as those were. None of these problems have been resolved. Today, Library personnel working in colleges and universities in W. B. feel frustrated and aggrieved. We, therefore, earnestly request you to intervene into the matter so that early decisions can be taken on these issues. We shall be obliged if Govt's decisions, positive or negative whatever may, are communicated to us at an early date. Fory our quick perusal we are mentioning these problems under the following groups.

A Case of injustice and harrasment done during last regieme

Sri Sasanka Bagchi, Assistant Librarian, Bureau of Educational and Psychological Research, was appointed to the said post in 1959, fulfilling all the conditions mentioned in the advertisement. He was arbitrarily demoted to the post of Library Assistant, resulting in great loss of monetory benefits and status. A fresh copy of his case is enclosed for your perusal.

B Economic problems of college and university library staff

B1 Universities

It is unfortunate that the UGC pay scales have not yet been introduced in any of the Universities in West Bengal, in spite of the fact that the Central Govt is agrreable to share additional expenditure for this purpose. Recently the Jadavpur University authorities have forwarded to the State Govt. recommending the case of their professional staff for UGC pay scales. We would therefore request the State Govt to take an early decision on this matter so that these staff, so long deprived, may get the benefits of the UGC pay scales.

We would also request the State Govt to write to the authorities of other universities to forward the cases of professional staff of their respective universities for consideration of the state govt.

B2 Colleges

1) **Unsettled cases**—Though the UGC pay scale came into effect on and from 1. 4. 1966, there are some cases which are still lying with the Education Directorate. Immediate decisions may kindly be taken on these long standing issues.

2) **Extension of UGC benefit**—The govt order specifying the qualifications of College Librarians and Assistant Librarians was circulated by the Govt of W. B in October, 1975. We, therefore, demand that the Benefit of the UGC pay scales of Rs. 300-600 extended to all College Librarians, Deputy and Assistant Librarian appointed prior to that date

3) **Portion related to library staff in Govt circular no. 1783-Edn (C 5) dt. 5. 11. 1976 be withdrawn immediately.**

This humiliating circular has equated the pay scales of Librarians, Assistant Librarians (who are not covered by the UGC pay scale) and Library Assistants with the pay scales of Lower Division clerks. It has created a demoralising effect on the College library staff and the library services are seriously hampered. This circular be withdrawn immediately and the librarians and Assistant Librarians be placed in the pay of Rs. 300-600.

4) **Cases of Librarians and Assist Librarians of Colleges**—Introduction of the 5th Five Year Plan UGC pay scales of these Librarians are under consideration of the State Govt. for last few months. We would request the State Govt. to take an early action regrading Librarians and Assistant Librarians of Government Colleges.

5) **Cases of Librarians not forwarded by the College Authorities**

In spite of Govt. circular, some college authoities have not yet forwarded the cases of their Librarians and Assistant Librarians. We would, therefore request the State Govt to issue a fresh circular to the colleges with a request to forward such cases to the State Govt.

6) **Letter to the UGC and the Central Govt.**

Till the Fourth Five Year plan, the pay scales of College and University Librarians were at par with those of teachers. During the Fifth Plan period, the UGC and the Central Govt have deviated from the principle by downgrading the pay and status of the Librarians and Assistant Librarians. Library Associations a AIFUCTO have reacted against this decision. We would request the State Govt to write letters to the UGC and the Central Govt. with a request to revise the circular on following lines.

a) Librarians, Deputy Librarians, Assistant Librarians in Colleges and Univeraities fulfilling the UGC preascribed qualfications. be given the pay scales of teachers of respective levels.

b) Librarians, Deputy Librarians who are already enjoying the UGC pay scales should be given the payscales of teachers of respective levels, though some of them might not be fulfilling required qualifications.

c) There should suitable pay scales for other professional staff working in the Colleges and Univerasities.

d) In all future appointment, prescribed qualifications should be strictly insisted on.

C **Status of College and University Librarians**

At the time of amendments of University Acts and change of college Statutes, provisions may kindly be made to include University and College Librarians in different policy making academic bodies (Senate/Academic Council at the University level ; Teachers Council at the College level). This is needed for proper interaction of Library activities and academic decisions.

2 **System of professer-in-charge of Libraries be abolished.** This system arrests the initia-

tive of professionally trained Librarians in discharging their normal duties and decision making.

3. In case of College libraries a Library Committee be constituted with the Head of the Institution as Chairman and the Librarian as Secretary. Representatives of the Teachers and Students be included as members

4 System of realising security deposits/bonds or in the form of fidelity bond from librarians in some libraries should immediately be discontinued.

D **Staff pattern**

We have already submitted our memorandum regarding the staff pattern for college libraries, as circulated by the State Govt. It is not based on any sound principle. We like to draw your kind attention to following glaring demerits.

i) We are astonished to find that the State Govt has recommeded that the libraries having book strength upto 5000 can be managed by an Assistant Librarian and there is no need of Librarian in this case. It is strange recommendation and unheard of in the history of library service. No library, small or big, can be managed without a professionally qualified librarian. This provision should immediately be withdrawn.

ii) Qualifications for Assistant Librarian and library Assistants should be clearly specified.

We hope you would kindly give due consideration to these problems.

With regards.

Yours sincerely,

P. Roychaudhury

Secretary

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কলিকাতা-৭০০ ০১৪

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের উত্তরবঙ্গস্থিত জেলা শাখাগুলির উদ্যোগে নিম্নে উল্লেখিত জেলা সমূহে আগামী জুন মাসে জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট জেলায় বসবাসকারী পরিষদের সকল সদস্য এবং গ্রন্থাগার দরদী ব্যক্তিদের উক্ত সম্মেলনে যোগদান করতে অনুরোধ জানান হচ্ছে।

জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনে পরিষদের জেলা শাখা পুনর্গঠিত হবে। জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন বিষয়ে আগ্রহী বন্ধুদের স্ব-স্ব জেলা শাখার সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জেলা	সম্মেলনের তারিখ	শাখা ও সম্পাদকের নাম/ঠিকানা
১। মালদহ	৯ই জুন, ১৯৭৯	শ্রীসুশীলকুমার ভৌমিক মালদহ জেলা গ্রন্থাগার, মালদহ।
২। পশ্চিম দিনাজপুর	১০ই জুন, ১৯৭৯	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী পো: দেবীনগর, পশ্চিম দিনাজপুর।
৩। জলপাইগুড়ি	১২ই জুন, ১৯৭৯	শ্রীঅমিতেশ ভট্টাচার্য জল্পেশ মহীকান্ত গ্রন্থাগার পো: জল্পেশ মন্দির, জলপাইগুড়ি।
৪। কোচবিহার	১৩ই জুন, ১৯৭৯	শ্রীবিমল ব্যানার্জী পি. ডব্লু. ডি. কোয়ার্টার্স ম্যাগাজিন রোড পো: এবং জেলা কোচবিহার
৫। দার্জিলিং	১৫ই জুন, ১৯৭৯	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার চন্দ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সাব-ডিভিসনাল গ্রন্থাগার, পো: শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।

শশাঙ্কবাগচী
সম্পাদক
সংগঠন ও সমন্বয় উপসমিতি,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৯

Government of West Bengal
Education Department
Budget Branch

No 253 (4)—Edn (B)
1M—9/79 Dated Calcutta, the 7th April, 1979

From : Shri L, K. Chatterji,
Deputy Secreatary to the Govt. of West Bengal.

To : The (1) Director of Public Instruction, West Bengal
(2) Director of Technical Education, West Bengal
(3) Director of Secondary Education, West Bengal
(d) Director of Primary Education, West Bengal.

Snbject ; Grant of interim Additional Pay/Additional Dearness Allowance to the teaching and non-teaching employees of non-Government Aided/Sponsored Educational Institutions including Libraries excluding District School Board below the College level with effect from 1st April, 1979.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor is pleased to sanction, subjcet to the existing terms and conditions, in addition to the existing dearness allowance and interim dearness allowance, payment of interim Additional Pay/ Additional Dearness Allowance in absolute amounts to all wholetime teaching and non-teaching employees of Aided/Sponsored Educational Institutions as detailed in the enclosed statement at the following rates with effect from 1st April, 1970 and until further orders :

Employees drawing basic pay per month	Rates of Interim Addl. Pay/Addl. Dearness Allowance p.m.
Upto Rs. 235/- per month	Rs. 20/- interim Addl. Pay + Rs. 22/- Addl. Dearness Allowance.
Rs. 236-300	Rs. 10/- interim Addl. Pay + Rs. 32/- Addl. D.A.
Rs, 301-400	Rs. 50/- Addl. Dearness Allowance
Rs. 401-450	Rs. 55/- Addl. D.A.
Rs. 451-500	Rs. 72/- „ „
Rs. 501-550	Rs. 91/- „ „
Rs. 551-600	Rs. 112/- „ „
Rs. 601-650	Rs. 133/- „ „
Rs. 651-700	Rs. 148/- „ „
Rs. 701-750	Rs. 166/- „ „

Rs. 751-800	Rs 184/- „ „
Rs. 801-850	Rs. 104/- „ „
Above Rs. 850	Rs. 208/- „ „

The Governor has further been pleased to direct that the Interim Additional Pay/ Additional Dearness Allowance at the rates mentioned above are sanctioned subject to the following conditions.

i) Basic pay means grade pay only and will not include any other pay if any, irrespective of its nomenclature save and except grade pay ;

ii) In no case the pay, whatever may be the nomenclature together with dearness allowance, interim Dearness Allowance Additional Dearness Allowance sanctioned now will excesed Rs. 2400/- p.m.

iii) In no case of employees on new/intermediate selection grade, if any, the rates of additionnl Dearness Allowance shall not exceed the amounts admissible according to above rates on the maximum of their corresponding basic grade scales.

iv) Interim Additional Pay wherever admissible as per this order will be treated as a separate entity and no other benefit whatsoever on percentage basis or otherwise will accrue there on.

3. The change involved will be debited to the respective appropriate head in the current year's "277-Education (Excluding Sports and Youth welfare) budget which may be augmented by re-appropriation or otherwise in due course.

4. This order issues with the concurrence or the Finance Department vide their U.O. No. 151J(B) dated 5th April, 1979.

5. The Accountant General, West Bengal and the Pay and Accounts Officer, Calcutta, are informed.

Sd/-Illegible
Deputy Secretary

বার্ষিক চাঁদা—১৫.০০ প্রতি সংখ্যা—১.৫০

Annual Price Rs, 15·00
Single Issue Re. 1·50

- Licensed to post without per-payment
LICENCE NO, WB/CC-CL—2
Postal Regd NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume 28 : No. 12 March—April, 1979

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone [illegible]-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhayay at the Bangabasi Ltd. 26, Pataldanga Street, Calcutta—700 009

Editor : Arun Ray
[illegible] Editor : Asitabha Das